যার যেথা দেশ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রণীত

সত্যাসত্য

প্রথম খণ্ড

যার যেথা দেশ

দ্বিতীয় খণ্ড

অজ্ঞাতবাস

তৃতীয় খণ্ড

কলঙ্কবতী

চতুর্থ খণ্ড

দুঃখমোচন

পঞ্চম খণ্ড

মর্ত্তের স্বর্গ

ষষ্ঠ খণ্ড

অপসরণ

যার যেথা দেশ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ডি এম লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ
১৩৫৩

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

মূল্য সাড়ে চার টাকা

প্রত্যাহৃত ভূমিকা

বিশ্বব্যাপারের সর্ব্বত্র যে দুই বিরুদ্ধ মহাশক্তি সর্ব্বদা সক্রিয় রয়েছে প্রাচীনরা তাদের দেবাসুর আখ্যা দিয়েছিলেন। দেশান্তরে তারাই God এবং Satan ; তাদের নিয়ে প্যারাডাইস্ লস্ট্ রচিত হয়েছে। আধুনিক মন ওসব নাম পছন্দ করে না, তাই তাদের বলে সত্য অসত্য।

গোড়াতে আমার সংকল্প ছিল তাদের নিয়ে আমিও একখানি এপিক রচনা করব, কিন্তু পদ্যে নয় গদ্যে, যেহেতু আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। গ্রন্থের যুগ্মনায়কের নাম রাখ্তুম সত্য এবং অসত্য। কিন্তু অমন নাম কোনো পিতামাতা রাখেন না। অতএব সুধী ও বাদল। নারীবর্জ্জিত হলেই ভালো হত। কিন্তু নায়িকাহীন কাব্য হয় না। এতএব উজ্জয়িনীর অবতারণা। সত্য এবং অসত্য উভয়ের আকর্ষণ তাকে দ্বিধায় দোলাবে। সে যেন সংকটারূঢ় মানবাত্মা। "সত্যাসত্য" এপিক তথা রূপক হবে।

আইডিয়াটিকে মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে দেখা গেল, বাদল সুধী উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানে না। অবাধ্য সন্তানের মতো যা খুশি বলে, যা খুশি করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়। দেখ্তে দেখ্তে তাদের চরিত্র বদলে গেল, সম্বন্ধ বদলে গেল। মানসসরোবর থেকে নির্গত হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হ'ল, গঙ্গা ধাবিত হ'ল তৃতীয় দিকে। কোথায় রইল তাদের বিরোধ, সুধী হ'ল বাদলের দাদা। কোথায় রইল তাদের প্রেম, বাদল উজ্জয়িনীকে টান্ল না, সুধীও তার প্রতি নিরনুরাগ। এই তিন নদনদীর সঙ্গ নিল ও ছাড়্ল বহু উপনদ

উপনদী, শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা যায় না, তারা এক একটি শক্তি নয়—ব্যক্তি।

রূপক গেল, কিন্তু এপিক রইল। এপিকের বিষয়বস্তু সত্যাসত্যের হিসাবনিকাশ। পটভূমিকা কেবলমাত্র মানবসংসার নয়, নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়পারম্পর্য্য, অণুপরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব। নায়কনায়িকা তিন জনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইনটুইশনের মার্গ, বাদল ইন্‌টেলেকটের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিন জনেরই আকাঙ্ক্ষা বিশুদ্ধ ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়। ওদের স্বভাবে কৃত্রিমতা নেই। এপিকের নায়কনায়িকা হবার যোগ্যতা ওদের আছে, ওরা পূরা মাপের মানুষের চাইতে মাথায় উঁচু।

প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, এই যদি হয় এপিক, উপন্যাসের সঙ্গে এপিকের প্রভেদ কোথায়? উত্তর, এপিকমাত্রেই উপন্যাস, হয় পদ্যে নয় গদ্যে। কিন্তু উপন্যাসমাত্রেই এপিক নয়। অর্থাৎ উপন্যাস বহুপ্রকার। তার এক প্রকার হচ্ছে এপিক। এপিকের লক্ষণ নায়কনায়িকার লক্ষ্যের উচ্চতা ও প্রয়াসের মহত্ত্ব; তাদের জগতের বিস্তার ও জীবনের অতিমর্ত্ত্যতা। এর উদাহরণ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ্। আর একপ্রকার হচ্ছে চরিত্রচিত্রশালা। বিচিত্র চরিত্রের ভিড়, জনতার কলকোলাহল। এর উদাহরণ ডস্টয়েভ্‌স্কির যে-কোনো উপন্যাস। আর এক প্রকার হচ্ছে ঘটনাচক্র। নায়কনায়িকার ভাগ্য ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌তে থাকে, কী হবে কী হবে করে পাঠকের মনটা ব্যাকুল। পাঠিকা হলে বইয়ের শেষ পাতাটা উল্টে ধাঁধার জবাব দেখে রাখেন, নায়ক নায়িকা বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে মিলিত হয়েছেন, বিবাহের বিলম্ব নেই। এর উদাহরণ রেলওয়ে বুকস্টলে অগুনতি। বড় বড় লেখকেরও এই প্রকার উপন্যাস আছে। উদাহরণ "Three Musketeers" আর এক প্রকার হচ্ছে বিশ্বকোষ। তার

পাত্রপাত্রী অবান্তর। সেটি যাবতীয় জাগতিক বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তার চিন্তার পরিশীলন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ওয়েল্‌সের উইলিয়াম ক্লিসোল্ড। আর এক প্রকার হচ্ছে প্রচারপত্রী। তারও পাত্রপাত্রী অবান্তর, তাদের উপলক্ষ করে গ্রন্থকার ধর্ম্মপ্রচার করেন, সমস্যার সমাধান বলে দেন, আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। আধুনিক উদাহরণ Upton Sinclair-এর উপন্যাস। আরো অনেক প্রকার আছে, তাদের মধ্যে একটি সম্প্রতি বহুল আলোচিত হচ্ছে। তাকে বল্‌তে পারা যায় সন্দর্ভ অথবা থীসিস্। লেখকের উদ্দেশ্য প্রচার নয়, প্রতিপাদন। তাঁর মনের ছাঁদ বৈজ্ঞানিকের, পদ্ধতি objective. উদাহরণ জেমস্ জয়্‌সের "Ulysses." মার্সেল প্রুস্তের *A la recherche du temps perdu.*"

উপরে বলেছি, আধুনিক মনের স্বাভাবিক ভাষা গদ্য। নতুবা ঐ সমস্ত উপন্যাস পদ্যে লিখিত হয়ে কাব্য নাম ধারণ করত। প্রাচীন সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি। তবে উপন্যাস বলে সাহিত্যের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট বিভাগ সেকালে ছিল না। এখনো উপন্যাসের সীমানা নিয়ে দাঙ্গা বাধে। সমালোচক মানা দিয়ে বলেন, ওটা উপন্যাস নয়, প্রকাশক পাঠক পাকড়াবার ফন্দীতে মলাটের উপর ছেপে দেন উপন্যাস। লেখক বলেন, আমি লিখেই খালাস, শ্রেণী-বিভাগ অপরে করুক; পাঠক প্রকাশকের চাতুরীর জন্যে লেখককে দায়ী করেন। পাছে আমার এই উপন্যাসের বেলা তাই হয় সেজন্যে একটা অযাচিত জবাবদিহি করে রাখ্‌লুম।

উপন্যাসের সংজ্ঞা কিম্বা সীমানা-নির্দ্দেশ করা আমার সাধ্যাতীত, স্বয়ং বেদব্যাস তা করেননি। তবে তাঁর মহাভারত থেকে আমার "সত্যাসত্য" পর্য্যন্ত উপন্যাসরূপে গণ্য হবার দাবী রাখে এমন যত গ্রন্থ গ্রথিত হয়েছে

তাদের প্রাণবস্তু হচ্ছে গল্প। প্রক্ষিপ্ত কিম্বা বিক্ষিপ্ত গল্প নয়, আদ্যোপান্ত একটি গল্পপ্রবাহ। পক্ষান্তরে এক রাশ ছোট গল্পের একত্রীকরণও নয়, সব উপগল্পকে জড়িয়ে একটিমাত্র গল্প। যে উপন্যাসে একটি সর্ব্বময় গল্প নেই সে উপন্যাস প্রাণবিহীন পিণ্ডবিশেষ। গল্পের গুণ আগ্রহকে জাগিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রাখা এবং আগ্রহের সঙ্গে জেগে থাকা। রাত ভোর হয়, রাজা তৃপ্তি পান, শেহেরজাদী মুক্তি পান। অতএব শুধু গল্প থাকলে চলবে না, গল্পের গুণ থাকা চাই। গল্প যেন শ্রোতাকে গুণ করতে পারে। যে উপন্যাস পাঠকের আহারনিদ্রা হরণ করতে পারল না, যে নারী পুরুষের মনোহরণ করতে পারল না তাকে শত ধিক্।

উপন্যাসের প্রাণ গল্প এবং গল্পের গুণ চমৎকারিতা। কিন্তু তাই সব নয়। তাই যদি শেষ কথা হত তবে ছোট গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের প্রভেদ থাকত না। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের প্রভেদ শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত। উভয়ের প্রাণ একই জায়গায়, যেন তরুর প্রাণ ও তৃণের প্রাণ। উপন্যাসের ডালপালা ছাঁটলে সে ছোটগল্প হয় না, ছোটগল্পকে পল্লবিত প্রসারিত করলে সে উপন্যাস হয় না। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সে পাঠককে একটি বিশিষ্ট জগতের প্রবেশ-দ্বার খুলে দিয়ে বলে, "বিচরণ কর, আলাপ কর, প্রেমে পড।" ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সে একটি বিশিষ্ট জগতের ঘোমটা খুলে একটুখানি দেখায় আর বলে, "যথেষ্ট দেখলে আর দেখতে চেয়ো না।"

উপন্যাসকার ক্রমাগত সুতো ছাড়তে থাকেন, মাছকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপরে ডাঙ্গায় তোলেন। ছোটগল্পকার জাল ফেলে তখুনি তুলে নেন। ছোটগল্প হুইয়ের মতো বোঁ করে ছুটে গিয়ে দপ্ করে নিবে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সময়সাপেক্ষ। তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে।

—পাঁচ—

উপরে যে বিশিষ্ট জগতের কথা বলা হল সে শুধু উপন্যাসের কিম্বা ছোটগল্পের নিজস্ব নয়। প্রত্যেক সৃষ্টির একটি বিশিষ্ট জগৎ আছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ জগৎটাই সৃষ্টি। ভাষার কারিকুরি, ভাবের ঐশ্বর্য, ঘটনার ঘূর্ণী চরিত্রের বৈচিত্র্য—কিছুতেই কিছু হবে না, যদি একটি বিশিষ্ট জগতের আভাসটুকু অন্তত না থাকে। সে জগতের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জগতের মিল থাকবে কি থাকবে না, যদি থাকে কতখানি থাকবে, এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। "সত্যাসত্য" সম্বন্ধেও ঐ তর্ক বাধতে পারে। কেউ কেউ মাসিকপত্রে প্রকাশিত অংশ পড়ে ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছেন, "কই, বাদলের মতো কাউকে তো দেখিনি?" বাদল ছাড়া বাদলের মতো কাউকে আমিও দেখিনি সেটা ঠিক। কিন্তু বাদলকে আমি দেখেছি, হয়তো একমাত্র আমিই দেখেছি। তবে দেখার প্রকারভেদ আছে। বাদলকে দেখেছি ও ট্রাফলগার স্কোয়ার দেখেছি, দু-ই যথার্থ হলেও দুই সমার্থক নয়। বাদলকে নিজের মধ্যে দেখেছি, পরের মধ্যে দেখেছি, বহুস্থানে বহু অবস্থায় দেখেছি। ট্রাফলগার স্কোয়ারকে দেখেছি ট্রাফলগার স্কোয়ারে। দু-রকম দেখাকেই পাঠককে দেখিয়েছি। যথাস্থানে ও যথানুপাতে দেখালে এমন জিনিস নেই যা দর্শনীয় হয় না। সকলের চোখে দেখা এই জগৎটার যাবতীয় বস্তুকে আমি যে perspective থেকে যে proportion-এ দেখি তাই আমার দেখা ও সেই দেখার থেকে আমার উপন্যাসের জগৎ। আমার উপন্যাসের জগতে বিচরণ করতে করতে অনেক কিছু পাঠকের মনে ধরবে না অনেককিছু ধরবে, যেমন ভগবানের জগতেও। কিন্তু সৃষ্টি যদি করে থাকি, ফাঁকি যদি না দিয়ে থাকি, তবে ও জগৎকে এ জগতের মতো স্বীকার করে নিতেই হবে।

শেষ প্রশ্ন, আর একটা জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? ভগবান তাঁর জগৎ

কী জন্যে সৃষ্টি করলেন প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় না, কিন্তু ঔপন্যাসিকের কাছে উত্তরের আশা রাখি।

ঔপন্যাসিকের বক্তব্য, উপন্যাস আর্টের শাখা। বিচার করতে হয়, আর্টের উদ্দেশ্য কী। অনেকের মতে আর্টের উদ্দেশ্য জীবনকে প্রতিবিম্বিত করা (holding the mirror up to Life)। তাই যদি হয় তবে কাজটা ছেলেখেলা। আয়নায় যাকে ধরা যায় সে প্রতিচ্ছিয়া, আয়না ছায়াধরা ফাঁদ। সোজাসুজি জীবনের মুখের দিকে না তাকিয়ে আয়নায় তার আদল দেখ্‌ব কেন? আসল থাকতে নকল কী হবে? কেউ কেউ বলেন, তা নয়, আর্টের উদ্দেশ্য জীবনের ব্যাখ্যা করা, আর্ট হচ্ছে জীবনের ভাষ্য। অর্থাৎ জীবন অতি দুর্বোধ্য পুঁথি, আর্টিস্ট ব্যতীত অপরে তার অর্থ করতে অপারগ। আর্টিস্ট হলেন জীবনশাস্ত্রের শঙ্করাচার্য্য। কিন্তু আর্টিস্টের ঐ দাবী দার্শনিকের দাবীর সঙ্গে সমান। মামলা বাধ্‌লে বিচারকের রায় দার্শনিকের পক্ষে যাবে।

তৃতীয় এক দলের ধারণা, আর্টের অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে মানবের জীবন হবে দেবতার জীবন। আর্টিস্ট হবেন apostle; তিনি উপনিষদের ঋষির মতো উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করতে থাক্‌বেন, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—যতক্ষণ শ্রোতার কর্ণপটহ অবিভক্ত থাকে। রক্ষা এই যে, কোনো সত্যকার আর্টিস্ট কোনো দিনই এ ব্রত স্বীকার করেন নি, যাঁরা করেছেন তাঁদেরকে আর্টিস্ট বলে গণ্য করা হয়নি।

আমি বলি, জীবন যেমন ভগবানের সৃষ্টি, আর্ট তেমনি মানবের সৃষ্টি। জীবনের উদ্দেশ্য যা, আর্টের উদ্দেশ্যও তাই। সে উদ্দেশ্য স্রষ্টার আত্ম-প্রকাশেচ্ছা পূরণ, স্রষ্টার মহিমার সাক্ষ্যদান। জীবন বড়, না আর্ট বড়, এমন প্রশ্নও উঠেছে। শুনে হাসি পায়। রাধা বড়, না কৃষ্ণ বড় এ সম্বন্ধে শুকশারীর কলহ সুপরিচিত। আমি বলি আর্ট না থাক্‌লে

জীবনমহীরুহ পুষ্পপল্লবহীন, রিক্ত। জীবন না থাকলে আর্ট আকাশ-কুসুম। জীবন এবং আর্ট মিলে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণতা, যেন ওরা দুই নয়, এক। যেন জীবন হচ্ছে আর্ট, আর্ট হচ্ছে জীবন। তবু ওদের প্রকৃতি ভিন্ন, যেমন স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি। পরস্পরের অনুকৃতি ওদের সম্বন্ধের মাধুর্য্য হ্রাস করে, পরস্পরকে উন্নত করা ওদের চোখের অগোচরে ঘটে, পরস্পরের কাছে ওরা অর্থসমন্বিত।

* * *

১৯৩২ অন্নদাশঙ্কর রায়

এই ভূমিকাটি "যার যেথা দেশের" প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে প্রত্যাহৃত হয়। গোপালবাবুর অনুরোধে এটি তৃতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হলো। কিন্তু এপিক আখ্যা প্রত্যাহার করছি।

১৯৪৬ অন্নদাশঙ্কর রায়

পরিচ্ছেদ সূচী

এই খণ্ডের রচনাকাল ১৯৩০-৩২।

পরে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে।

চরিত্র সূচী

বাদলচন্দ্র সেন … এই উপন্যাসের নায়ক

সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী … বাদলের বন্ধু

উজ্জয়িনী … বাদলের স্ত্রী

মহিমচন্দ্র সেন … বাদলের বাবা

যোগানন্দ গুপ্ত … বাদলের শ্বশুর

সুজাতা গুপ্ত … বাদলের শাশুড়ী

কুবেরভাই .. বাদলের সহযাত্রী

মিথিলেশকুমারী … বাদলের সহযাত্রিণী

কুমারকৃষ্ণ দে সরকার . সুধী ও বাদলের আলাপী

বিভূতিভূষণ নাগ . সুধীর আলাপী

কলিন্স পুস্তক বিক্রেতা, বাদলের আলাপী

মিসেস্ উইলস্ … বাদলের ল্যাণ্ডলেডী

মাদাম দ্যুপোঁ .. সুধীর ল্যাণ্ডলেডী

সুজেৎ … মাদামের কন্যা

মার্সেল … মাদামের পালিতা কন্যা

মিস্ মেলবোর্ন-হোয়াইট . . সুধীর আণ্ট এলেনর

ডক্টর মেলবোর্ন-হোয়াইট . সুধীর আঙ্কল আর্থার

ওয়েলী . . বাদলের আলাপী

বীণা … উজ্জয়িনীর আলাপী

মিসেস্ স্যামুয়েলস্ … উজ্জয়িনীর শিক্ষা-সহচরী

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

সুহৃদ্বরেষু

যার যেথা দেশ

সুধীর পক্ষে গাম্ভীর্য্য রাখা দায় হল। করুণ হেসে বল্‌ল, "বিয়ে না না কর্‌লে তোর বাবা তোকে যেতেই দেবেন না যে। আর বিয়ে কর্‌লে যদি বন্ধুত্বে ফাট ধরে তবে তেমন ঠুন্‌কো বন্ধুত্বকে কতকাল আমরা আগ্‌লে থাকব?"

বাদল বল্‌ল, "তবু যাঁকে ভালোবাসিনি তাঁকে বিয়ে কর্‌তে আমার প্রিন্সিপ্‌লে বাধ্‌বে। হয়তো তাঁরও।"

সুধী স্বল্পভাষী মানুষ। কিন্তু বাদলের সঙ্গে তর্ক করা তার সয়ে গেছে। বল্‌ল, "বিয়ের আগেই যে ভালোবাস্‌তে হবে এই পাশ্চাত্য কুসংস্কারটা তোর মতো ভাবুকেরও আছে! বিয়ের এক আধ দিন পরে ভালোবাস্‌লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?"

"বিয়ের পরে যদি না ভালোবাসি তবে অশুদ্ধ হয় বৈ কি।"

"তা যদি বলিস, ভালোবেসে বিয়ে করেও অনেকে দেখে ভালোবাসা উবে গেছে। তখন?"

"তখন বিবাহের করোলারী বিবাহচ্ছেদ।"

"তা যতদিন চলতি হয়নি ততদিন সকলে যেমন বিয়ে করে ও পস্তায় তুইও তাই করিস্।"

"সকলে তাই করলে ডিভোর্স কোনো দিন চলতি হবার সুযোগ পাবে না। আগে ডিভোর্সের পথঘাট খোলা রেখে তারপরে বিয়ে কর্‌তে হয় কর্‌ব। কর্‌তেই যে হবে এটা একটা কুসংস্কার।"

বাদলকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে নেবার সংকেত সুধী জান্‌ত। কোনো একটা প্রিন্সিপ্লের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিলে বাদলকে দিয়ে যা খুশি করানো যায়। সুধী মুচ্‌কে হেসে বল্‌ল, "চারিটি বিগিন্‌স্ য়্যাট্ হোম্। নিজে বিয়ে করে প্রমাণ করে দে যে বিয়ে বল্‌তে কিছুই বোঝায় না। কা তব কান্তা, এই প্রাচীন বাক্যটা নিয়ে নবতন মায়াবাদ প্রচার কর্‌তে নেমে পড়্।"

বাদল সোৎসাহে বল্‌ল, "তথাস্তু। উজ্জয়িনী হবেন আমার প্রধান শিষ্যা, আমার যশোধরা। তাঁকে বিবাহের বিরুদ্ধে দীক্ষিত কর্‌বার একমাত্র উপায় তাঁকে বিবাহ করা। তাই বলে তাঁকে ভালোবাস্‌বার বা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ থাক্‌বার দায়িত্ব আমার নেই। উই ম্যারি টু ডাইভোর্স্‌।"

সুধী তার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বল্‌ল, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

তখন বাদল তার চিঠিখানাতে মন দিল। ইওর্স্‌ সিন্‌সিয়ার্লি বি সি সেন পর্য্যন্ত লিখে থাম্‌ল।

২

বাদলের ভাবী শ্বশুর ক্যাপটেন ওয়াই গুপ্ত বহুবিদ্য লোক। নামে ডাক্তার, আসলে এন্‌সাইক্লোপীডিয়া। যৌবনকালে স্বাধীনচেতা ছিলেন, কিন্তু স্বাধীনভাবে পসার জমাতে পার্‌লেন না। সরকারী চাক্‌রী নিতে বাধ্য হলেন। তখন তাঁর সান্ত্বনা রইল, আমি না হই আমার পুত্র কন্যা স্বাধীন হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে পুত্র হল না, পুত্রকামনা রয়ে গেল।

ডাক্তার সাহেব এত অল্পবয়স্ক পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্‌তে চাইতেন না, যদি না তাঁর পুত্র-আদর্শ বাদলের মধ্যে মূর্ত্তি খুঁজ্‌ত। তাঁর অন্যান্য জামাতারা অধিকবয়স্ক। কৌশাম্বীর স্বামী সিম্‌লার বড় চাকুরে। কাঞ্চীর স্বামী কল্‌কাতার ব্যারিস্টার। তাঁরা আর একটু হলেই শ্বশুরের সমসাময়িক হতেন, আপাতাত শাশুড়ীর সমবয়সী। তাদের দেখ্‌লে যোগানন্দের পুত্রভাব সঞ্চার হয় না। অথচ মিসেস্‌ গুপ্ত বেছে বেছে তাঁদেরকেই জামাতারূপে নির্ব্বাচন করেছেন, যেহেতু তাঁরা ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগত এবং অত্যন্ত উপার্জ্জনক্ষম।

বাদলের প্রতি মিসেস্‌ গুপ্ত কিছুমাত্র প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু

যোগানন্দ ধরে বস্‌লেন, কনিষ্ঠা কন্যাটির বিবাহ আমিই স্থির করব। উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার মায়ের তেমন বনে না। সে তার দিদিদের মতো নয়। তাকে নিয়ে তার বাবা একটা এক্সপেরিমেণ্ট করে আস্‌ছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে। সেইজন্যে তার মায়ের কিম্বা দিদিদের সঙ্গে তাকে বেশী মিশ্‌তে দেননি, নিজের কাছে কাছে রেখেছেন। কৌশাম্বী ও কাঞ্চী লোরেটোতে লালিত। নিত্য নূতন পোষাক ও নিত্য নূতন পার্টি এই নিয়ে তাদের জীবন। তাদের বাল্যকাল কেটেছে কল্‌কাতায় মায়ের সঙ্গে ও দিদিমার বাড়ীতে। উজ্জয়িনীর বাল্যকাল কেটেছে বাপের সঙ্গে ও ভারতের নানা শহরে। মা'তে বাবাতে ছাড়াছাড়ি অবশ্য হয়নি। তবু মা ভালোবাস্‌তেন কল্‌কাতা এবং বাবা যখন সরকারী চাকুরে তখন তাঁকে ক্রমাগত বদ্‌লি হতে হয়। উজ্জয়িনীর জন্মের কয়েক বছর পরে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে স্থায়ীভাবে বাংলার অন্তরিত হন।

মিসেস্ গুপ্ত নিজে বিলেত না গিয়ে থাকুন, বিলেত ফের্ত্তার মেয়ে, স্ত্রী ও শাশুড়ী। চাকর বেয়ারার মুখে মেমসাহেব ডাক শুন্‌তে শুন্‌তে তাঁর ধারণা দাঁড়িয়ে গেছল যে তিনি অন্য দশজন বাঙালীর মেয়ের থেকে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র, সুতরাং শ্রেষ্ঠ। তাঁর স্বামীর সাহেবিয়ানাব শৈথিল্য দেখে তাঁর লজ্জা করত। স্বামীর ত্রুটি ঢাক্‌বার জন্যে তিনি অতিরিক্ত রকম মেমসাহেবিয়ানা ফলাতেন। তাঁর বস্‌বার ঘরে ইংরেজী ধরণের কয়লার আগুন জ্বল্‌ত। অগ্নিস্থলীর উপরিতন ম্যাণ্টেল্‌পীসে একরাশ পুরাতন ক্রিস্‌মাস কার্ড ও নিউইয়ার ক্যালেণ্ডার শোভা পেত এবং দেয়ালে আঁটা একখানি প্রতিকৃতির চতুষ্পার্শ্বে লতা-পাতার Wreath জড়ানো থাকত। প্রতিকৃতিটি পঞ্চম জর্জ্জের স্বর্গত কনিষ্ঠ পুত্রের।

এমন যে মিসেস্ গুপ্ত তাঁরই কন্যা উজ্জয়িনী হল তার বাপের মতো

কালো, যাকে সাধুভাষায় বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এই এক অপরাধে মেয়েটি মায়ের মমতা হারিয়ে বাপের হাতে গিয়ে পড়ল। বাপের যৌবন কালের মানসী নারী ছিল নার্স, আতুরকে ক্লান্তকে মুমূর্ষুকে যে নারী সেবা ও সঙ্গ দেয়, শুশ্রূষা ও শান্তি দেয়। মেয়েকে তিনি চাইলেন সেই আদর্শে দীক্ষিতা করতে। বিবাহ না করে উজ্জয়িনী সেবা-সদন করবে এই রকম কথা ছিল। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়ে। উৎসাহ ও রক্ত একই সঙ্গে শীতল হয়। যোগানন্দ ভাবলেন বিবাহটা করে রাখা মেয়েমানুষের পক্ষে ইন্‌শিওরান্সের মতো। ওটাতে জীবনের ব্রতভঙ্গ হবেই এমন কোনো কথা নেই। স্বামীটি যদি উদার হয় তবে উজ্জয়িনী বিবাহ করে যত কাজ করতে পারবে বিবাহ না করে তত পারত না। মিশনারী ওল্ড মেড্‌দের শুষ্ক নীরস চেহারা ও ধারা তাঁর বিভীষিকা হয়েছিল। অতএব এমন একটি জামাতা চাই, যে উজ্জয়িনীর সমমনস্ক। "ইংলিশম্যান" কাগজে "A youngman Looks at the World" নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ তাঁকে অবাক করেছিল। কে এই পাটনার বি সি সেন? স্বনামধন্য দাড়ু সেনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। পত্রের উত্তরে দাড়ু সেন মশাই জানালেন, ছোকরা খুবই গিফ্‌টেড্‌, এবারকার বি এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, কিন্তু ওর বাবা রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নন্।

যোগানন্দ নিজে নাস্তিক মানুষ, সমাজে কোনোদিন যান না। উপরন্তু বৈদ্য জাতটার প্রতি তাঁর অবৈজ্ঞানিক পক্ষপাতও ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা মহিম সেন তাঁর কলেজের সহপাঠী। বছর কয়েক আগে মহিমের স্ত্রী কী এক ব্যাধিতে ভুগে কল্‌কাতায় মারা যান। তখন যোগানন্দ মেডিক্যাল কলেজে একটিনি করছিলেন, মহিম কোথা থেকে উপস্থিত হয়ে বললেন, ভাই, বাঁচাও। যোগানন্দের মনে পড়ে গেল এই

সেই মহিম যার টিকি কেটে তিনি ফাইন গুনেছিলেন। সেই মহিমে ও এই মহিমে অনেক তফাৎ। সে ছিল ভয়ানক গরিব, চটি পায়ে ও চাদর গায়ে দিয়ে কলেজে আস্‌ত, ভালো ইংরেজী উচ্চারণ করতে পারত না, কিন্তু বই মুখস্থ করে নম্বর আদায় করতে পারত অসাধারণ। এ নাকি বেহারের কোন মহকুমা-হাকিম, রায়সাহেব উপাধি পেয়েছে, উপাধি সাহেব বলে সাহেব সেজেছে।

যোগানন্দ মহিমচন্দ্রকে চিঠি লিখলেন। রায় বাহাদুর তো হাতে স্বর্গ পেলেন। একৃস্‌ গুপ্তের নাৎনী ও আই-এম্‌-এস্‌ অফিসারের মেয়ে, এই যথেষ্ট। সেটি কালো না সুন্দর, ভালো না মন্দ, ষোড়শী না ষষ্ঠী এসবের দিক দিয়েই গেলেন না। প্রথম চিঠিতেই পাকা কথা দিলেন। এক-খানা ফটো পর্য্যন্ত চেয়ে পাঠালেন না। মেয়েটিকে অবশ্য একদা তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু তখন তার বয়স দুই কি আড়াই বছর। তখন বাদলের বয়স ছয় সাত। এরা যে একদিন বিবাহের উপযুক্ত হবে এমন উদ্ভট কল্পনা কোনো কর্ম্মক্লান্ত পুরুষের মনে স্থান পায় না। কোলের ছেলের সঙ্গে সম্ভবপর মেয়ের সম্বন্ধ করা স্ত্রীলোকদেরই মধ্যাহ্ন বিনোদনের বিষয়। এমনি একটি সম্বন্ধ বাদলের মা হয়তো করেছিলেন, কেবল উজ্জয়িনীর মায়ের সঙ্গে কেন, কত মেয়ের মায়ের সঙ্গে। তাঁর সেইসব পাতানো বেয়ানদের স্মরণশক্তি এখনো সজাগ হয়নি এইজন্যে যে এখনো বাদল যথেষ্ট বড় এবং উপার্জ্জনক্ষম হয়নি। বিলেতটা ঘুরে এসে মস্ত একটা চাকরী জুটিয়ে জাঁকিয়ে বস্‌লে আর কয়েক বছর পরে মিসেস্‌ গুপ্তরও কি হঠাৎ মনে পড়ে যেত না যে, তাই তো, বাদলের মা'কে যে কথা দিয়েছিলুম, পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্যে এই বিবাহ প্রয়োজন।

মিসেস্‌ গুপ্ত আপত্তিও করলেন, সম্মতিও দিলেন। জান্‌তেন

উজ্জয়িনীর রং ও ঢং বাঙালী সাহেবদের পছন্দ হবে না। ও মেয়ের বিয়ের আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এক রায়বাহাদুরের বাড়ীতে মেয়ে দিতে তাঁর মেমসাহেবী প্রেস্টিজে বাধ্‌ছিল। তবু ছেলেটি ভবিষ্যতে বাপকে ছেড়ে শাশুড়ীকে গুরু করবে, যদিও বিলেত ঘুরে আসবে বাপেরই টাকায়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ও আশ্বাস।

৩

কৌশাম্বী ও কাঞ্চী এই পিতৃদত্ত নাম দুটোকে তাদের মা লোকমুখে খারিজ করিয়ে নিয়েছেন। তাদের নাম রটে গেছে লিলি গুপ্ত ও ডলি গুপ্ত। অধুনা লিলি চ্যাটার্জী ও ডলি মিটার। তারা এখন সিমলায় ও কলকাতায় নিজের নিজের বাড়ীতে থাকে, মিসেস্ গুপ্ত মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কিছুকাল যাপন করে আসেন, বাকী সময়টা কাটান বহরমপুরে, স্বামীর কর্ম্মস্থলীতে। যখন বহরমপুরে থাকেন তখন ব্রেকফাস্টের টেবিলে চা ও চিঠি দুই-ই পরিবেশন করেন।

একদিন চাপরাশীব হাত থেকে সেদিনকাব ডাক নিয়ে দেখেন উজ্জয়িনীর নামে একখানা খাম, ঠিকানাটা অপরিচিত হাতে লেখা। গুপ্ত সাহেব তখন খবরের কাগজে ডুবেছিলেন, উজ্জয়িনী চিল দেখতে উঠে গেছে। চাপরাশী চলে গেলে মিসেস্ গুপ্ত চিঠিখানাকে বুকের কাছ দিয়ে ব্লাউসের ভিতব ঝুপ কবে ফেলে দিলেন এবং শাড়ীটাকে আর একটু উপবের দিকে টেনে দিলেন। স্বামীর চিঠিগুলো স্বামীর একপাশে রেখে দিয়ে বল্‌লেন, "আমাকে এবাব অনুমতি দাও তো উঠি।"

গুপ্তসাহেব কাগজের ওপার থেকে উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়।"

"তোমাকে আর কিছু দিতে হবে?"

"না, থাক।"

"আর একটু চা ?"

গুপ্তসাহেব কাগজের ওপাশ থেকে মাথা নাড়লেন। মিসেস্ গুপ্ত ওটা না দেখ্তে পেয়ে ঠাওরালেন মৌনং সম্মতিলক্ষণম্। স্বামীর পেয়ালা থেকে পানাবশিষ্ট পৃথক করলেন ও তাতে নূতন চা ঢেলে স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অন্যমনস্ক গুপ্তসাহেব পেয়ালাটি তুলে নিলেন।

সিঁড়ি বেয়ে মিসেস্ গুপ্ত সোজা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে উঠ্লেন। শুয়ে পড়ে খামখানা বের করলেন। ছিঁড়ে দেখ্লেন আগাগোড়া ইংরেজী। ইংরেজী তিনি বল্তে পার্তেন ভালো। সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মের ইংরেজী তাঁর দুরস্ত ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক ইংরেজী বুঝ্বেন কেমন করে ? তবু অদম্য কৌতূহল বশত চিঠিখানাকে উল্টে পাল্টে দেখলেন। কোথাও দন্তস্ফুট না করতে পেরে ক্ষুব্ধ হলেন এবং ভবিষ্যতে আর একবার চেষ্টা কর্বার অভিপ্রায়ে ওখানাকে বালিশের নীচে চাপা দিলেন। যখন ঘর থেকে বেরলেন তখন দূর থেকে শুন্লেন উজ্জয়িনীর সঙ্গে তার বাবার কথা হচ্ছে।

উজ্জয়িনী বল্ছে, "আচ্ছা বাবা, চিলের মতো ডানা মেলে দিয়ে ওড়া কি খুব শক্ত ?"

তার বাবা হাসছেন।—"তুই একবার চিলের সঙ্গে উড়ে গিয়ে দেখে আয় না, বেবী।"

উজ্জয়িনী আপন মনে দুই বাহু তুলে চিলের মতো এলিয়ে দিচ্ছে ও ঝট্‌পট্ কর্ছে। তার অধ্যবসায় দেখে তার বাবা হাসি চেপে বল্ছেন, "মন্দ এক্‌সারসাইজ্ নয়, বেবী। রোজ কর্লে সাইজও বাড়তে পায় না তোর মা'র মতো।"

তাঁদের বাড়ীর কুতব মিনারী সিঁড়ি বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মিসেস

গুপ্ত প্রবেশ করলেন। খানেক বছরের পুরোনো বাড়ী। এক একখানা ঘরের বহর এমন যে পাশাপাশি পাঁচটা হাতীর পিঠে পাঁচটা জিরাফ দাঁড়ালে তাদের মাথা সিলিং-এ ঠেক্‌বে না।

মিসেস্ গুপ্ত কোথা থেকে এক জোড়া শতচ্ছিদ্র মোজা পেড়ে এনে গম্ভীরভাবে রিফু করতে বস্‌লেন। এটাও মেমসাহেবিয়ানার অঙ্গ। অবশ্য মোজা জোড়া কারুর কোনো কাজে লাগ্‌বে না, খুব সম্ভব বেয়ারা কিংবা চাপ্‌রাশীকে দান করা হবে। ধৈর্য্যের সঙ্গে মোজা রিফু করা চল্‌তে লাগ্‌ল বটে, কিন্তু কান দুটি খাড়া রইল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শব্দের জন্যে ওৎ পেতে।

যোগানন্দ একখানা চিঠিকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, "মহিম লিখেছেন।"

যোগানন্দজায়া একবার চোখ তুলে স্বামীব চোখের সঙ্গে মিলালেন। তখনই নামিয়ে সূচিকর্ম্মে মনোনিবেশ করলেন। কে কী লিখেছে শোনবার জন্যে কৌতূহল দেখালে তাঁর মর্য্যাদা হানি হয়।

অগত্যা যোগানন্দই একতরফা বলে গেলেন, "লিখেছেন ছেলে অক্টোবরের আগে বিলেত পৌঁছতে চায়, জাহাজে জায়গা রিজার্ভ করা হয়ে গেছে, ভারি তাড়াহুড়ো বাধিয়েছে—"

যোগানন্দজায়া আর একবার চোখ তুলে চোখাচোখি করলেন। ভাবটা এই যে, তাতে আমার কী!

কৈফিয়তের সুরে যোগানন্দ বল্‌লেন, "তা আমাদের দিক থেকেও তো আপত্তি নেই। বেবীর আপত্তি না থাক্‌লেই হল। কী বলিস রে, বেবী?"

বেবীর মা বেবীর দিকে কটমট করে তাকালেন। বেবী তার বাবার দিকে শুধু বিস্ময়সূচক দৃষ্টি ফিরিয়ে রইল।

যোগানন্দ এতদিন কথাটা উজ্জয়িনীর কাছে পাড়েননি। পাড়তে তাঁর সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। এত সকাল সকাল বিয়ে করতে উজ্জয়িনীর

আপত্তি হবেই তো। তার বাবাই তো তাকে কবে থেকে শিক্ষা দিয়ে আসছেন যে, দেশের সোশ্যাল সার্ভিস্ বিদেশিনীদের হাতে। এক্ষেত্রে কি আমরা কোনো দিন স্বরাজ পাব না ?

একে বিবাহ, তায় অল্পবয়সে বিবাহ—যোগানন্দ নিজেই ইতস্তত করছিলেন। সাহস করে বললেন, "আচ্ছা বেবী, একটি সুন্দর ছেলে যদি তোকে এসে বলে, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই, তা হলে তোর কী আপত্তি থাকতে পারে ?"

উজ্জয়িনীর গালে কে রং মাখিয়ে দিল। সে মায়ের দিকে একবার আড়চোখে চাইল, মা যেন দুর্জ্জয় ক্রোধ জোর করে চাপ্‌ছিলেন। তারপরে খবরের কাগজ গুছাতে বস্‌ল। মেয়েকে চুপ করে থাকতে দেখে মিসেস্ গুপ্ত বুঝ্‌লেন কী একটা বল্‌তে চাইছে, তাঁরই ভয়ে বল্‌ছে না। তাই তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনি সশব্দে মোজা-সেলাইয়ের পুঁজিপাটা সমেত প্রস্থান করলেন। অবশ্য বেশী দূর গেলেন না। আড়ালেই কোথায় কান পাতলেন।

উজ্জয়িনী বল্‌ল, "বাবা, তুমি আজকাল কী সব ভাবো, আমাকে বলো না তো !"

যোগানন্দ বল্‌লেন, "সেই সুন্দর ছেলেটির কথাই ভাবি। সে বিলেত চলে যাচ্ছে। তার যাবার আগে তাকে আমার বুকে নিতে চাই। তা সে রাজি হবে কেন, যদি না তুই রাজি হস্ ?"—এই বলে সস্নেহে কন্যার মুখের দিকে তাকালেন।

উজ্জয়িনী কাঁপ্‌ছিল। এমন কথা সে কোনোদিন কল্পনায় আনেনি। মনে মনে একটা ব্রত বেছে নিয়েছিল, আদর্শও। বহুদিন থেকে সে স্থির করে রেখেছিল সিস্টার নিবেদিতার মতো সিস্টার উজ্জয়িনী হয়ে গরিবদের খুকীদের নিয়ে একটা ইস্কুল চালাবে। ইস্কুলের সঙ্গে ক্রমে

জুড়ে দেবে একটি হাঁসপাতাল। অনাথাশ্রম কথাটা তার বিশ্রী লাগে। তাতে দীনতার উৎকট গন্ধ, সে দীনতা দয়ার পীড়নে বাড়ে। সিস্টার উজ্জয়িনীর সঙ্গে যারা থাকবে তারা তার বোন, হলই বা তারা পিতৃমাতৃহীন, হলই বা তারা নিঃস্ব। "ভিক্ষুণীর অধমা সুপ্রিয়া" একা তাদের অভাব মেটাবে।

উজ্জয়িনী বল্‌ল, "বাবা, তুমি কি আমার বিয়ে দিতে চাও?"

যোগানন্দ একটু দমে গেলেন।—হাঁ, না, বিয়ে ঠিক্ নয় মা, বাগ্‌দান। লোকে ঐটেকেই বিয়ে বলে বটে। বলুক না, তুই যেমন আছিস্ তেম্‌নি থাক্‌বি, লাভের মধ্যে একটি সহকর্ম্মী পাবি। হ্যাট-কোট-পরা বাঁদর নয়, নিজের মতো করে বাঁচ্‌বার স্পর্দ্ধা রাখে।"

মিসেস্ গুপ্ত আর সইতে পারছিলেন না। পাশের ঘর থেকে উঁচু গলায় বলে উঠ্‌লেন, "আমার জামাইদের যে বাঁদর বলে সে নিজে বাঁদর।"

কঠিন বাধা পেয়ে গুপ্তসাহেব থাম্‌লেন। উজ্জয়িনীও লজ্জায় নীরব রইল।

৪

সেদিনকার কথাবার্ত্তার ঐ শেষ। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে পিতাপুত্রীতে ওবিষয়ে শেষ কথা হয়ে গেল। উজ্জয়িনী অনেক ভেবে রাজি হল। বাদলকে সহকর্ম্মীরূপে পাবার আশায় সে তার ব্রতের খানিকটা ভাঙ্‌ল ও বাকীটাকে বাদলের উপযুক্ত করে গড়্‌ল। এই তার জীবনের প্রথম আদর্শচ্যুতি। বাস্তবের সঙ্গে এই প্রথম সে রফা কর্‌ল। এতে তার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হতে লাগ্‌ল।

কিন্তু কাকে বোঝায়! তার কৌমার্য্য রইল না। সকল মেয়ের মতো তারও পতন ঘট্‌ল। সিস্টার উজ্জয়িনী হবার স্বপ্ন অকালে টুট্‌ল। ভারতবর্ষের একটি মেয়েও বিদেশিনীদের সমকক্ষ হল না। সকলের মতো তারও জীবনে ঐ খাড়া বড়ি থোড, স্বামী শাশুড়ী শ্বশুর।

যাক্, স্বামীটি তবু বড়দি ছোড়দির স্বামীদের মতো হবে না, ভাবুক ও কর্ম্মী হবে। দুজনে মিলে ইস্কুল খুল্‌বে, খোকা ও খুকী দুই নেবে। একলা মানুষ বড অসহায় বোধ কর্‌ত, দুটি মানুষ পরস্পারের কাছে বল পাবে।

উজ্জয়িনীর বন্ধুতালিকাটি ছোট। তাতে একটি মাত্র নাম—তার বাবা। এইবার আর একটি নাম—তার স্বামী। নতুন বন্ধুটি বিলেত যাচ্ছে, অতএব বিলেতে তার একটি বন্ধু থাক্‌ল। ভাব্‌তে বেশ লাগে যে দেশে দেশে তার বন্ধু আছে। শিশুকাল থেকে বিলেত সম্বন্ধে তার কৌতূহল। একদিন সে বিলেতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আস্‌বে কোথায় Little Nell এর দোকান ছিল, কোথায় কেনিলওয়ার্থ দুর্গ, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল কোথায় কাজ করতেন, ইংরেজদের পার্লামেণ্ট কেমন। অনেকের কাছে অনেক গল্প শুনেছে, তাতে তার কৌতূহল কমেনি, বেড়েছে। এইবার তার বন্ধু যদি বিলেতে থাকে তো সে বিলেতে গিয়ে পথ ভুলে যাবে না, অসাধু গাড়োয়ানকে বেশী ভাড়া দিযে ফেল্‌বে না। তার বন্ধু তাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে।

উজ্জয়িনী যদি বাদলের চিঠি পেত তবে নিশ্চয় চিঠির জবাব দিত। সম্ভবতঃ সব কথার অর্থ বুঝ্‌ত না, বাবার কাছে বুঝে নিত। বিবাহ-ভঙ্গের কথায় চমকে উঠ্‌ত—মা গো তা নাকি হয়! কিন্তু খুশি হয়ে

আলাপ করত। জিজ্ঞাসা করত, আপনি ওদেশে গিয়ে কী পড়বেন, দেশে ফিরলে কী করবার স্বপ্ন দেখবেন, সোশ্যাল সার্ভিসে জীবন ব্যয় করতে আপনার মন যায় কি না। হয়তো আপনি স্বাধীনতার উপাসক, সুভাষবাবুর মতো আই-সি-এস পাস করে ছেড়ে দেবেন। এমনি কত কথা। বাবার বন্ধুত্বে তার অতৃপ্তি ছিল, কারণ বাবার জীবনে নব নব সম্ভাবনা আশা করা যায় না, বাবাকে নিয়ে তার কল্পনা আকাশে আকাশে উড়তে পারে না, বন্দরে বন্দরে ভিড়তে পারে না। বাদলের সমস্ত জীবনটাই সাম্নে পড়ে। বাদলের বন্ধুত্ব তাকে কত নদীর কত সমুদ্রের সংবাদ দেবে, কত বিদ্যার কত অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যাবে। হয়তো ভারতবর্ষের ভাবী নেতা হবে তার বন্ধু, অথবা কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার।

এই সব আকাশচুম্বী কল্পনার দ্বারা তার ভূমিসাৎ কল্পনার ক্ষতিপূরণ হল। ক্রমে ক্রমে ওতেই সে রস পেতে আরম্ভ করল। অন্যান্য মেয়েদের মতো সে পুতুল নিয়ে খেলা করেনি, লুকিয়ে প্রেমের গল্প পড়েনি, যেখানে ছেলেমেয়েরা মিলিত হয়ে খুশি হয়েছে—যেমন পার্টি বা অভিনয় —সেখান থেকে সরে গিয়ে সে মুক্ত আকাশের তলে তারা চিনতে বসেছে। সে যে কোনোদিন সামাজিক জীব হবে এ আশা তার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করেছিলেন। পাগ্‌লী বলে তার দিদিরা তাকে ক্ষেপাত এবং নিজেদের দলবল থেকে বাদ দিত। ইস্কুলে যায়নি বলে মেয়ে-বন্ধু তার হয়নি। তার বাবা যেখানেই বদলি হন্ সেখানেই পাশের বাড়ীর বাসিন্দেরা ইংরেজ, তাদের মেয়েরা বিলেতে কিম্বা পাহাড়ে পড়াশুনা করে, কাজেই বিদেশী কোনো মেয়ের সঙ্গে উজ্জয়িনীর সচরাচর আলাপ হয় না এবং যদি বা কোনো সুযোগে কারুর সঙ্গে ভাব হয়ে যায় তেমন দুর্লভ বান্ধবীর পিতা বদলি হয়ে যান্।

বিবাহের সম্ভাবনা উজ্জয়িনীকে অকস্মাৎ মনে করিয়ে দিল যে তার জীবন অদ্যাবধি অর্দ্ধাশনে কেটেছে, জীবনের বড় একটা রস তার পাতে পড়েনি। বাদলের সঙ্গে সম্বন্ধ তাকে কত অপূর্ব্ব স্বাদ দিতে পারে একথা কল্পনা করতে গিয়ে সে প্রমথ চৌধুরীর "চার ইয়ারী কথা" খুলে বস্‌ল। এবার তার বাবাকে তার পড়ার সাথী করতে তার লজ্জায় বাধ্‌ল। মনের কথার ভাগ দিতে না পার্‌লে মনের অসুখ করে। তার মধ্যে একটা সদা-সচকিত ভাব এসে পড়্‌ল। রয়ে রয়ে অকারণে সে চমকে ওঠে, যেন কেউ তার মনের ভাবনা পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছে, যেন তার মনের ভাবনাগুলি চোরাই মাল।

মিসেস্ গুপ্ত বিবাহের আয়োজনে গা করলেন না। তাঁর দলের লোক যোগানন্দকে খেয়ালী ও বিষয়বুদ্ধিহীন বলে গাল পাড়্‌লেন। লিলি-ডলিরা গালে হাত রেখে বা হাতে গাল রেখে থ হয়ে বসে রইল। বল্‌ল, "ও ডিয়ার! বেবীর যে এখনো পুতুলখেলার বয়স যায়নি। একটা ইস্কুলের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে।" মিসেস্ গুপ্তর বোন মিসেস্ দাশ দুইটি প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা সমেত প্রত্যেক নিমন্ত্রণে গিয়ে থাকেন, ঐ তাঁর নিত্য কর্ম্ম। উজ্জয়িনীর বিবাহের বার্ত্তা পেয়ে তাঁর মনে হল ওটা যেন তাঁর কন্যাদের অবমাননা। কেবল দু চারজন উদারচরিত আত্মীয় সুখী হয়ে বল্‌লেন, কালো মেয়ের পক্ষে এই যথেষ্ট ভালো। এক্ষেত্রে সবুরে মেওয়া ফলে না।

অর্দ্ধ হিন্দু ও অর্দ্ধ ব্রাহ্ম মতে এক দিন উজ্জয়িনীর বিবাহ হয়ে গেল। বাদলকে প্রথম দৃষ্টিতেই তার ভালো লাগ্‌ল। বিবাহের

পূর্ব্বে একবার বাদলের কিম্বা তার প্রতিকৃতিকে দেখ্‌তে চায় কি না জিজ্ঞাসা করায় সে লজ্জায় মাথা নেড়েছিল। তার মা গোড়া থেকেই গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করেছিলেন। একটা রায়বাহাদুরের ছেলে যে গোরু ছাড়া আর কিছু হতে পারে একথা তিনি বিশ্বাস করেননি। তাকে দেখ্‌লেই কি তার জন্মদুর্ভাগ্য খণ্ডে যাবে? তার বাবা জোর করে বলেছিলেন, আমি জানি সে সুন্দর। সুন্দরকে যাচাই না কর্‌লেও সে সুন্দরই থাকে।

উজ্জয়িনী বাদলকে দেখে পিতার মতে মত মিলাল। প্রত্যেক কুমারীই নিজের বলে যে মানুষটি পায় তাকে প্রথম দেখাতেই রূপবান ভেবে থাকে। উজ্জয়িনী বাদলকে বাদল বলে কি স্বামী বলে—কী বলে রূপবান ভাব্‌ল সেই জানে। বাদলের কিশোরতুল্য লাবণ্যময় মুখচ্ছবি মনের উপর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করে নিল। যেন বহুবর্ষের ব্যবধানে মুছে না যায়। একথা ভাব্‌তে তার কষ্ট হচ্ছিল যে বাদল সপ্তাহকাল পরে সমুদ্রপারে চলে যাবে। তার চক্ষুর বিরহ কতকাল ঘুচ্‌বে না।

কে আগে কথা বল্‌বে—বাদল, না, উজ্জয়িনী—বহুকাল নীরবে কাট্‌বার পর বাদল ভাব্‌ল, ওটা পুরুষমানুষেরই কর্ত্তব্য। পুরুষেই তো প্রপোজ করে। বল্‌ল, "এক্‌স্‌কিউজ মি। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে কি?"

উজ্জয়িনী বিষম ব্যগ্রতার সহিত উত্তর দিল, "না, না, কিছুমাত্র না।"

"তবে আপনি বসে আছেন যে?"

"ঘুম পায় নি।"

কথা জম্‌ল না। বল্‌বার মতো কিছু কোনো পক্ষই খুঁজে পেল না। ইতিমধ্যেই কখন এক সময় বাদল ঢুল্‌তে সুরু করেছে! একবার

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তেই সে লজ্জিত হয়ে বলে উঠ্‌ল, "আই বেগ্‌ ইওর পার্ডন্‌।"

উজ্জয়িনী নীচু গলায় বল্‌ল, "হয়তো আমিই ব্যাঘাত করছি।"

বাদল সংকোচের হাসি হেসে বল্‌ল, "ইন্‌সম্নিয়ার রুগীর আপনি ব্যাঘাত করবেন কী করে?"

উজ্জয়িনী এর উত্তরে বল্‌ল, "অভয় দেন তো বলি অনিদ্রার লক্ষণ দেখ্‌ছিনে।"

উজ্জয়িনী তার চিঠির জবাব দেযনি বলে তার উপর বাদলের রাগ ছিল। এই সুযোগে বল্‌ল, "আমাকেও অনুমতি দেন তো জিজ্ঞাসা করি আমার চিঠির জবাব দিলেন না "কেন?"

উজ্জয়িনী আকাশ থেকে পড্‌ল।—"কোন চিঠি?"

"জবাবের জন্যে দেড মাস অপেক্ষা করছি। পান্‌নি সে চিঠি?"

"সত্যি পাইনি আমি"—উজ্জয়িনী বিনতির সুরে বল্‌ল।

বাদল সান্ত্বনার সুরে বল্‌ল, "যাক্‌। খানকয়েক বই দিয়ে যাব, চিঠির কাজ করবে।"

বাদল তার জন্যে বুক কোম্পানীর দোকান ঘেঁটে ইবসেন, অলিভ শ্রাইনার ও ডি এইচ্‌ লরেন্সের একরাশ বই কিনে আন্‌ল। তার সবগুলিতে স্বহস্তে উজ্জয়িনীর নাম লিখে দিল—কিন্তু উজ্জযিনী সেন নয় উজ্জয়িনী গুপ্ত।

উজ্জয়িনী কখনো এতগুলি নাটক উপন্যাস চোখে দেখেনি। আলাদিন সেই পাতালপুরীতে আনন্দে ও বিস্ময়ে পথ হারিয়েছিল। উজ্জয়িনীর মনে হল এইবার বুঝি কল্পরাজ্যে পথ হারাবে। ছেলেমানুষীর সুরে আব্দার জানিয়ে বল্‌ল, "বিলেত গিয়ে আমাকে আরো—আরো—বই পাঠাবেন?"

বাদল যেন তার দাদা! দাদা-সুলভ বীরত্বের ভঙ্গীতে বল্‌ল, "অল্‌-রাইট্‌। বই পড়ে পরীক্ষা দিতে হবে কিন্তু। পাস হলে পুরস্কার।"

৬

বাদলকে হাওড়া স্টেশনে তুলে দিতে সপরিবারে গুপ্তসাহেব এলেন।

বাদলের সঙ্গে যোগানন্দের বড় বড় বিষয়ে তর্ক হয়ে গেছে। বাদল প্রমাণ কর্‌তে চায় যে, সে সব বিষয়ে অথরিটী। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্বন্ধে তার নিজস্ব থিওরী আছে। কিন্তু যোগানন্দ তাকে সংস্কৃতে হার মানালেন। বাদলের মুখ দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিলেন যে সে সংস্কৃত "উত্তররামচরিত" পড়েনি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাংলা সমালোচনা পড়ে তর্কে নেমেছে। এতে বাদলের মনটা যোগানন্দের প্রতি বিরূপ হয়ে গেল।

বিলেত সম্বন্ধে তাই তাঁর অযাচিত পরামর্শগুলো বাদল গণনায় আন্‌ল না। বল্‌ল, "পোস্টওয়ার ইংলণ্ড সম্পূর্ণ আলাদা জায়গা। আপনার সেকালের গুরু ও বন্ধুরা কোথায় তলিয়ে গেছেন। আপনার সেকালের রুটিওয়ালা বা নাপিতের ঠিকানা জানেন তো বলুন, হয়তো তারা এখন পার্লামেণ্টের মেম্বার।"

বাপের সাম্‌নে যার মুখ খোলে না শ্বশুরের সাম্‌নে যে সে বিপিন পাল হয়ে উঠ্‌ল এর কারণ যোগানন্দের ব্যবহারের যাদু। তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু হতে জানেন, ছাত্রের সহিত সহপাঠী। তাঁকে সমবয়স্ক বলে ভ্রম করা সকলের পক্ষে সহজ ছিল।

যোগানন্দ বল্‌লেন, "কী বলো বাদল, বম্বে অবধি তোমার সঙ্গে গেলে কেমন হয়? তর্ক কর্‌বার লোভটা দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠছে যে।"

বাদলের হৃদয় অজানার প্রতীক্ষায় আনন্দে উদ্বেগে দোলায়িত হচ্ছিল। যাত্রার প্রাক্কালে কারুর কথায় মন দেবার মতো মন তার ছিল না, কারুর প্রতি আসক্তি তার চোখে জল এনে দিচ্ছিল না। সে টাইমটেব্‌লের পাতা উল্টানো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। গাড়ী কখন রায়পুরে পৌছবে, কখন নাগপুরে, কখন ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে, তাই যেন সে মুখস্থ করছিল। উজ্জয়িনী তার জিনিসপত্র বার বার গুনছিল, একটা জিনিস ভুলবশত অপরের বার্থের নীচে রয়েছিল, সেটাকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না, অকারণে কুলি-গুলোকে বারম্বার দৌড় করাচ্ছিল।

মিসেস্ গুপ্ত তাঁর বিলাতী মুরুব্বি ও কুটুম্বগণের কাছে বাদলের পরিচয়পত্র লিখে এনেছিলেন। চেল্‌টনহামের এক অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান দম্পতি, এবারডিনের এক মিশনারী বুড়ী মিস্, এক পিস্‌তুত বোনের জামাই, এক ননদের দেওরের ছেলে ইত্যাদি জনবয়েকের কাছে লেখা বাদলের পরিচয়পত্র আসলে তার শ্বশুরকুলের পরিচয়পত্র। পত্রের মধ্যে ঢের বাজে কথাও ছিল। যথা, "দেশে গিয়ে আর আমাদের মনে পড়ে না বুঝি।" "শত যুগ হল চিঠি পাইনি।" "দুষ্টু পিটারটাকে তার ভারতীয় খুড়িমার অনেক অনেক চুমু।" "আমরা হতভাগারা এই গরম দেশে পড়ে রইলুম।"

বাদলকে বল্‌লেন, "পৌছেই এঁদের সঙ্গে দেখা কোরো, বাছা। এঁরা হলেন কিনা আমাদের আপনার লোক।"

বাদল মনে মনে বল্‌ল, "চেল্‌টনহাম আর এবারডিন লণ্ডন থেকে আধ ঘণ্টার রাস্তা কিনা, পৌছেই ধন্না দেব।"—ভাবল, মাদার-ইন্-ল'কে ইংরেজরা শতহস্ত দূর থেকে পরিহার করে, আমি তো এঁকে পরিত্যাগই করব। কা তব কান্তা, কা তব শাশুড়ী। এই হল আমাদের নব নীতি-শাস্ত্রের বচন।

দয়া করে চিঠিগুলোকে জানালার কাছে স্তূপাকার করল, ট্রেন ছাড়্‌লেই ইংলণ্ডের উদ্দেশে বাতাসে উড়িয়ে দেবে।

ট্রেন ছাড়্‌বার সময় হয়ে এলে উজ্জয়িনী বাদলের পায়ের ধূলো নিতে গেল। কার কাছে সে এমন অবৈজ্ঞানিক ও অন্‌-ইঙ্গবঙ্গ কুসংস্কারটা পেল সেই জানে। বাদল বল্‌ল, "এ কী!"

উজ্জয়িনীর হৃদয়ে সঞ্চিত বাষ্প মেঘরূপে বর্ষণের ছল খুঁজছিল, মুষলধারে ঝরে পড়ল। বাদল তো অবাক! উজ্জয়িনী যে তাকে এই ক'দিনে ভালোবেসে ফেলে থাক্‌তে পারে এমন সম্ভাবনা সে কল্পনায়ও আনেনি। তার নিজের দিক থেকে যখন ভালোবাসা নেই তখন অপরের দিক থেকে থাক্‌বে কেন? অতি অকাট্য যুক্তি।

তবু তার মনটা ঈষৎ ভিজল। সে বল্‌ল, "আপনাকে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী দিয়ে যাই—'Go farther, always go farther.'

উজ্জয়িনী প্রণাম করে নেমে গেল। যোগানন্দ বাদলের হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বল্‌লেন, "আমারও মন উড়ু উড়ু করছে, বাদল। ছুটী পেলে তোমার সঙ্গেই দৌড় দিতুম ওদেশে। যাক্‌, তোমার মনের সঙ্গে আমারও মন ইউরোপ বেড়াতে চল্‌ল। যত পারো চিঠি লিখো।"

ভাসমান পুরী

১

জাহাজের সিঁড়িতে এক পা রেখে ভারতবর্ষের মাটী থেকে আর-এক পা তুলে নেবার সময় বাদল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়্‌ল। রেলপথ নর্ম্মদা-তাপ্তির বন্যায় ভেসে যায়নি, ট্রেন বিলম্বে বম্বে পৌঁছয়নি, জাহাজ ইতিমধ্যে ছেড়ে দেয়নি। এবার জাহাজডুবি না হলে সে নির্ঘাত ইউরোপে পৌঁছে যাবে। আপাতত ইংলণ্ডের জাহাজ তো ইংলণ্ড।

জাহাজে উঠে বাদলের বাবার প্রথম উক্তি হল, "এরই নাম জাহাজ! বেশ বানিয়েছে তো? ইংরেজের মাথা আছে।"

জীবনে কখনো জাহাজে চড়েননি। কল্‌কাতার প্রথম এসে ট্রামে চড়্‌বার সময় পল্লীগ্রামের লোকের মনের ভাব যেমন হয় তাঁরও হল তেমনি। তিনি উচ্ছ্বসিত বাক্যে সেই বিরাট জলদুর্গের বন্দনা করতে থাক্‌লেন। প্রায় একুশ হাজার টন্ বইতে পারে সেই জাহাজ। তাতে ডাক্তার আছে, নাপিত আছে, ধোপা আছে। তার প্রকাণ্ড ভাণ্ডারে চর্ব্ব্য এবং পেয় প্রচুর পরিমাণে মজুত। তার নিজস্ব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রত্যহ বেতার বার্ত্তা প্রকাশিত হয়। তার নিজস্ব প্রেস আছে। ধন্য ইংরেজ। বলিহারি যাই! হতভাগা দেশী লোকগুলো বলে কিনা স্বরাজ চাই।

নিজের ক্যাবিনটা একবার দেখে নেবার জন্যে বাদল ছটফট করছিল। কিন্তু সেই গোলোকধাঁধার মধ্যে কোনটা যে ৩৭১ নম্বর বার্থ কে তাকে বলে দেবে? সে ইতস্ততঃ করছে। তার বাবা জাহাজের এক স্টুয়ার্ডকে মস্ত একজন কেষ্টবিষ্টু ঠাওরে এক সেলাম ঠুকে বল্‌লেন, "সার্, আমি

পাটনার রায়বাহাদুর এম্ সি সেন, য়াডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্। এটি আমার পুত্র মিস্টার বি সি সেন—"

স্টুয়ার্ডটা কী বুঝ্‌ল কে জানে। তার কাজের তাড়া ছিল। সে পিতাপুত্রকে জাহাজের এন্‌কোয়ারী অফিসে পৌঁছে দিয়ে "গুড্ মর্ণিং, সার্" বলে টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে বিদায় নিল। রায়বাহাদুর এন্‌কোয়ারী অফিসে উপরোক্ত উক্তির পুনরুক্তি কর্‌লেন। অফিসের লোক বল্‌ল, "আপনার জন্যে কী কর্‌তে পারি?" রায়বাহাদুর একগাল হেসে বল্‌লেন, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। আপনি কী না কর্‌তে পারেন! আমার একমাত্র সন্তান কত দূর দেশে চলে যাচ্ছে···(আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এল)··· একটু দেখ্‌বেন শুন্‌বেন জাহাজে যে ক'দিন থাকে। গোমাংসটা যেন না খেতে হয়, হিন্দুর ছেলে।"

বাদলকে ঘোর লজ্জা থেকে বাঁচাল একটি অপরিচিত যুবক। বাদলকে ইসারায় ডেকে বল্‌ল, "ক্যাবিন খুঁজে পেয়েছেন? পান্‌নি? ৩৭১ নম্বর তো? আপনাকে ও আমাকে একই ক্যাবিনে দিয়েছে। আর একটি ভদ্রলোককেও দিয়েছে। মিস্টার রামমূর্ত্তি।"

বাদলের খুব ফুর্ত্তি বোধ হচ্ছিল। ফুর্ত্তি গোপন করে বল্‌ল, "কোন রামমূর্ত্তি? সেই প্রসিদ্ধ পালোয়ান নয় তো?"

যুবকটি হেসে বলল, "না বোধ হয়! কিন্তু না দেখলে বিশ্বাস নেই। রামমূর্ত্তিকে দিয়েছে ঠিক আপনার বার্থের উপরের বার্থটা। ভেঙে পড়্‌লে আপনার ঘাড়ে পড়্‌বে কিন্তু।"

বাদলদের ক্যাবিন E ডেকে। পাঁচতলা বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে যেমন উপরে উঠ্‌তে হয় জাহাজেব তেমনি নীচে নাম্‌তে হয়। লিফ্‌ট ছিল। রায়বাহাদুর লিফ্‌ট দিয়ে নেমে যাবার সময় আর একবার ইংরেজ-স্মরণ কর্‌লেন।

"এই তোদের ক্যাবিন! বেশ তো। খুব বুদ্ধি খাটিয়েছে কিন্তু। হাত মুখ ধোবার ঠাণ্ডা ও গরম দু'রকম জল অনবরত হাজির। ওটা কী?" (চাকরকে ডাকবার বেল্-এ হাত দিলেন। বহুদূরে কোথায় ক্রিং ক্রিং আওয়াজ হল। অমনি একটা স্টুয়ার্ড ছুটে এল। গোয়ানিস্।)

রায়বাহাদুর প্রশংসমান দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন। ভাগ্যবান! ক্রমাগত বিলেত যাওয়া আসা করছে। ওর বংশপরিচয় নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ও তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বল্‌ল, "এখনি জাহাজ ছেড়ে দেবে। আর দেরি কর্‌বেন না।"

রায়বাহাদুর কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, "য়্যাঁ?"

বাদলের দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে হু হু করে জল উথলে পড়তে লাগল। তাঁর একমাত্র সন্তান বিদেশ যাচ্ছে। কবে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে শ্রীভগবানই জানেন। তার কুশলের জন্যে ভারতবর্ষের যেখানে যত দেবতা আছেন সকলের কাছে মনে মনে প্রার্থনা কর্‌লেন। কালীঘাটের কালী, কাশীর বিশ্বেশ্বর, পুরীর জগন্নাথ।

এদিকে ভয়ও হচ্ছিল পাছে তখনি জাহাজ ছেড়ে দেয়, তিনি জাহাজে থেকে যান্। চাকরীটি খোয়াতে হবে। বাদলকে টেনে নিয়ে তিনি উপরের ডেক্-এ চল্‌লেন। লিফট্‌ওয়ালাকে মোটা বখশিষ দিলেন। তখনো অনেক সময় ছিল। তাঁর মতো অনেকে তাঁদের প্রিয়জনের সঙ্গে গল্প কর্‌ছে, বিদায়ের ব্যথাকে পিছিয়ে রাখছে। রায়বাহাদুর রুমাল দিয়ে ভালো করে চোখ মুছলেন। জোর করে একটু হাসলেনও।

"তারপর, বাদ্‌লা। এডেন থেকে চিঠি দিস্। সুয়েজ থেকে চিঠি দিস্। পৌঁছে টেলিগ্রাম করিস্। সুধী এতদিনে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। ওর সঙ্গে, ওর হেফাজতে থাকিস্। সাবধান হয়ে রাস্তা পারাপার করিস্, মোটর গাড়ীর সামনে বাহাদুরি দেখাস্‌নে। বুঝলি? আর ঐ যে মাংসটা

ওটা কখনো মুখে দিস্‌নে। আর খবরদার কখনো বোলশেভিকদের ছায়া মাড়াস্‌নে।"

সময় আছে শুনে আশ্বস্ত হয়ে রায়বাহাদুর বাদলের জন্যে এক ইংরেজ মুরুব্বি পাকড়াও করলেন। কিন্তু বাদল কখন সেখান থেকে সরে পড়ে ডেকের উপর ছুটোছুটি করে বেড়ালো। তার উত্তেজনার অবধি ছিল না। এতকাল পরে তার জীবনের স্বপ্ন সফল হতে চল্‌ল! ইউরোপ! সে কি পৃথিবীর অংশ! কত মহামনীষীর তপস্যা তাকে সূর্য্যের মতো দ্যুতিমান করেছে, তার দিকে চাইলে চোখ ঝল্‌সে যায়। কত কীর্ত্তি কত কাহিনী কত ঘটনা কত আন্দোলন কত তত্ত্ব কত সন্ধান কত সালোঁ কত ক্লাব—ভাবতে বাদলের মাথা ঘোরে। বাদল যেন মঙ্গলগ্রহে চলেছে। এইবার সকলকেই সে স্বচক্ষে দেখবে। পথের ভিড়ে একদিন পায়ে পা ঠেকে যাবে। কে? না, অল্‌ডস্‌ হাক্সলি। ট্রেনে যেতে যেতে কী সূত্রে আলাপ হয়ে যাবে। কে? না, মিডলটন মারি। দুর্য্যোগে কার দিকে ছাতা বাড়িয়ে দেবে। কে? না, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌।

২

আর-একটি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে মুখোমুখি।—"চিন্‌তে পারেন, বাদল বাবু?"

"বড় দুঃখিত হলুম।"

"আমি নওলকিশোর প্রসাদ। পাটনার ছেলে।"

"খুশি হলুম। লণ্ডন না কেম্ব্রিজ না অক্সফোর্ড—কোথায় পড়্‌বেন?"

যুবকটি সলজ্জভাবে বল্‌ল, "আমি শুধু একজনকে তুলে দিতে এসেছি।

আপনি যদি দয়া করে এঁকে দেখেন শোনেন। মিস্টার বাদলচন্দ্র সেন—মিসেস মিথিলেশকুমারী দেবী।"

বাদল bow পূর্ব্বক 'হাউ ডু ইউ ডু' করল। মহিলাটি বেশ সপ্রতিভভাবে সু-উচ্চারিত ইংরেজীতে প্রতিধ্বনি করলেন।

বাদল যেন নিজের লোক পেয়ে গেল।—"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি আনন্দিত হলুম।"

"আমিও।"

"জাহাজে আর-কারুর সঙ্গে ভাব আছে কি?"

"না। একমাত্র আপনার সঙ্গেই।"

বাদলের ভারি আহ্লাদ হচ্ছিল। একে ইউরোপে চলেছে। তায় ইতিমধ্যে একটি মেয়ে-বন্ধুর মুরুব্বি! কিছু উপদেশ দিয়ে ফেলল।—"দেখুন, আপনার সী-সিকনেস্ হতে পারে। এইবেলা কিছু কলা খেয়ে নিন্। আমার সঙ্গে অনেক আছে।"

"কই, কোথাও তো একথা শুনিনি যে কলা খেলে সী-সিক্‌নেস্ ছাড়ে!"

"শুনবেন কী করে? ও যে আমাদেব পেটেণ্ট মেডিসিন। আমার এক প্রোফেসারের প্রেস্ক্রিপশন।"

জাহাজ ছাড়্‌বার আগে বাইবের লোকদের নেমে যাবার সংকেত জানাবার ঘণ্টা বাজ্‌ল। নওলকিশোরকে নামিয়ে দেবার জন্যে বাদলের সঙ্গে মিথিলেশকুমারী সিঁড়ি অবধি গেলেন। নওলকিশোর দুজনের সঙ্গে করমর্দ্দন করে শুভেচ্ছা জানিয়ে নেমে যাবার পর যতক্ষণ জাহাজ দাঁড়িয়েছিল ততক্ষণ নীচে থেকে মিথিলেশ কুমারীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলেই হোক কি বিদায়-বেদনাতেই হোক নওলকিশোরের চক্ষু ঝাপ্‌সা হয়ে এল। চোখে রুমাল দিলে পাছে বন্ধুকে শেষ দেখা দেখবার মেয়াদটুকু সংকীর্ণ হয়ে যায় এই

মনে করে নওলকিশোর রুমাল বের করল না। তার গণ্ড বেয়ে জলের স্রোত বয়ে গেল।

কে কার দিকে তাকায়! সকলেরই অনুরূপ অবস্থা। যেমন জাহাজের উপরে তেমনি জাহাজ-ঘাটে। বাদলের পিতা যুগপৎ কাঁদছেন ও হাসছেন। হাসিটাও করুণরসাত্মক। বোধ করি মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে ওটুকুর ভাণ করছেন। ইংরেজরা প্রস্থানোন্মুখ বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বল্‌ছি, চীয়ারিও জ্যাক্, চীয়ারিও ওল্ড বোয়। রায়বাহাদুর তাদের অনুকরণে বল্‌ছেন, "চীয়ারিও বাদল, চীয়ারিও Sonny Boy." রায়বাহাদুরের বম্বে-প্রবাসী বন্ধু ডাক্তার মিত্র পর্য্যন্ত ছোঁয়াচ এড়াতে না পেরে ছল ছল চোখে বাদলের উদ্দেশ্যে রুমাল নাড়্‌ছেন।

সিঁড়ি সরিয়ে নিল। ঘাটের উপর যে দু'একটা চিঠির বস্তা তখনো অবশিষ্ট ছিল সেগুলোকেও ক্রেন্-এর সাহায্যে উঠানো হল। জাহাজ খানিকটা চলে আবার থাম্‌ল। তখন রায়বাহাদুর নওলকিশোর প্রভৃতি যাঁরা জাহাজের সঙ্গ ধরে হাঁটছিলেন তাঁরা বিদায় কালের এই অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধিতে পুলকিত হলেন। এবার তাঁরা সত্যিই হাস্‌লেন।

কিন্তু বাদল অধৈর্য্য হয়ে উঠছিল। সুধীদা চলে গেছে ক-বে। বাদল যেতে পার্‌ছে না আজও! সুধীদা এতদিনে পৌঁছে জমিয়ে বসেছে ওদেশে। বাদল যাবার বেলায় বাধা পাচ্ছে।

অবশেষে জাহাজ পূরো দমে চল্‌ল। ইতিমধ্যে কেউ কেউ জাহাজ ঘাট ছেড়ে বাড়ী ফিরে গেছেন। যাঁরা বাকী ছিলেন তাঁরা জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পার্‌লেন না। জাহাজ হঠাৎ মোড় ফির্‌ল এবং কূল ধরে না ছুটে অকূলের দিকে ছুট্‌ল। জাহাজ ক্রমশঃ অদৃশ্য হচ্ছে দেখে

অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে ঘাট ছাড়লেন। দু চারজন নাছোড়বান্দা শেষ চিহ্নটি যতক্ষণ না মিলিয়ে গেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে রুমাল নাড়তে থাকল। তারা বোধ করি নবপরিণীত স্বামী কিম্বা পরম উদ্যোগী প্রণয়ী। নওলকিশোর তাদের সবাইকে লজ্জা দিল। সে পলক ফেল্‌ল না, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, পাছে তার বন্ধুকে সে কম দেখতে পায়। বেচারা জান্‌ত না যে ইতিমধ্যে কখন মিথিলেশকুমারী ডেক থেকে খাবার ঘরে নেমে গেছেন।

বাদল নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। গেটওয়ে অব্ ইণ্ডিয়া দেখা যাচ্ছিল তখনো। ওটা কেবল আস্‌বার দ্বার নয় যাবারও। ভারতবর্ষের সিংহদ্বারকে বাদল মনে মনে প্রণাম জানাল। হয়তো ফিরে আস্‌বে, হয়তো বিদেশে মর্‌বে। বিদায়! যে দেশ তাকে বিশ বছর কোল দিয়েছে বিদায় তার কাছে, বিদায়!

৩

"মিস্টার সেন, লাঞ্চের ঘণ্টা পড়ে গেছে। খেতে আসবেন না?"—এই বলে কুবেরভাই বাদলের পিঠের দিকে দাঁড়াল। বাদল ঘাড় না ঘুরিয়ে বল্‌ল, "না, ধন্যবাদ। গা বমি বমি কর্‌ছে।"

বাদল জাহাজে উঠবার প্রাক্কালে পেট ভরে শুধু কলা-ই খেয়েছিল!

"তবে উঠুন, আমার হাত ধরুন, ক্যাবিনে নিয়ে যাই। শুয়ে থাকাই এ রোগের একমাত্র ওষুধ।"—কুবেরভাই বাদলকে উত্তর দেবার অবকাশ দিল না, টেনে নিয়ে গেল। ক্যাবিনে শুইয়ে দিয়ে ফ্যান খুলে দিল। বল্‌ল, "ক্ষিদে পেলেই বেল্ টিপে স্টুয়ার্ডকে হুকুম কর্‌বেন। আমি চল্‌লুম খেয়ে খানিকটে ছুটোছুটি কর্‌তে।"

"তাতে আপনার অসুখ কর্‌বে না?"

"হাঃ হাঃ হাঃ। আমার সী-সিক্‌নেস্? শুয়ে থাক্‌লেই আমার অসুখ করে। ঘুরে বেড়ালে করে না। কতবার জাহাজে চড়েছেন আপনি?"

"আমার এই প্রথম।"

"আপনি বাঙালী। না?"

"কায়ায় বাঙালী—মনোবাক্যে ইউরোপীয়।"

"বলেন কী! যাদের আমি সব চেয়ে ঘৃণা করি আপনি তাদের দলে? ধিক্ ধিক্।"

"কেন ঘৃণা করেন?"

"একশো কারণ। ওরা মাংস খায়।—"

"আপনি বুঝি নিরামিষাশী?"

"নিশ্চয়। নিরামিষ খাওয়াটা একটা সিম্বলিজম্ ছাড়া কি? আমরা ভারতবর্ষের লোক কারুর মাংস খাইনে, কারুর রক্ত চুষিনে।"

বাদলের মাথা ঘুর্‌ছিল। সে তর্ক কর্‌ল না। কুবেরভাই বুঝ্‌তে পেরে বল্‌ল, "আমি কী নির্ব্বোধ! আপনি শোন্। আমি আস্‌ছি।"

অসহ্য কষ্টের ভিতর দিয়ে তিনদিন তিনরাত কেটে গেল। বাদল সারাক্ষণ বিছানায় পড়ে। কুবেরভাই তাকে দুতিন ঘণ্টা অন্তর একবার দেখা দিয়ে ডেকের গল্প বলে গেছে ও রাতের বেলা তার খাতিরে অধিক রাত্রি করে ফিরেছে।

রাত্রি একটার সময় বাদল দেখে ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। "কে? কুবের ভাই?"

"এই যে সেন। এখনো জেগে?"

"ঘুম আস্‌ছে না যত চেষ্টা কর্‌ছি।"

"একপাল মেষ একটির পর একটি যাচ্ছে—চোখ বুঁজে এই ধ্যান করো দেখি।"

বাদল অনেক কষ্টে হেসে বলে, "কতবার ভেড়া গুণেছি। গোলোক ধাঁধার কেন্দ্র খুঁজেছি। মানসাঙ্ক কষেছি। আরো কত কী করেছি। মাঝখান থেকে আমার স্মরণশক্তি বেড়ে গেল, যা পড়ি তাই মনে থাকে, কিন্তু ঘুম আর হল না।"

কুবেরভাই এমন মানুষ দেখেনি। বিস্ময়ের সহিত রসিকতা মিশিয়ে বল্‌ল, "আচ্ছা, শুয়ে শুয়ে আমার উপর নজর রাখো। ছ্যাখ কেমন করে আমি পাঁচ মিনিটে ঘুমিয়ে পড়ি। দেখলে শিক্ষা হবে।"

কুবেরভাই সত্যসত্যই কথা রাখল। এক ঘরে অন্যের সঙ্গে শুতে বাদলের বিশ্রী লাগে। ঘুম তো আসেই না, তিলপরিমাণ নাসিকাধ্বনি তালপরিমাণ শোনায়। তবু তার সৌভাগ্য রামমূর্ত্তি অন্যত্র একটা খালি ক্যাবিন পেয়ে সরে গেছে।

পরদিন কুবেরভাই রাত্রি দুটোর পর এল। বেশ বুঝল বাদলের ঘুম আসেনি। তবু তাকে জাগাবার ভয়ে আলো না জ্বালিয়ে নিঃশব্দে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়্‌ল। বাদল ভাব্‌ছিল কী ভাগ্যবান এই কুবেরভাই, নিদ্রা দেবী এর ইচ্ছাদাসী।

তিনদিন তিনরাত্রির পর কুবেরভাই বল্‌ল, "তোমার অসুখ অমন কর্‌লে সার্‌বে না, সেন। এস আমার সঙ্গে খেতে ও খেলতে। জাহাজের সঙ্গে তাল রেখে একবার এদিকে ও একবার ওদিকে হেল্‌তে পারো যদি, তবে কিছুতেই গা বমি বমি করবে না। সাইকেল চড়্‌তে জান তো?"

"খুব জানি।"

"তবে আর কী! ব্যালান্সের ঐ একই প্রিন্সিপ্‌ল্‌।"

প্রিন্সিপ্লের নাম শুনে বাদল লাফ দিয়ে উঠ্‌ল। আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াতেই তার চোখে পড়্‌ল—চোখ বসে গেছে, গাল ধ্বসে গেছে, নোনা হাওয়া লেগে মুখমণ্ডল চট্‌চট্‌ কর্‌ছে, স্নান না করায় চুলের চেহারা

পুরোনো কম্বলের মতো। কুবেরভাই তাকে ধরাধরি করে স্নানের ঘরে পৌঁছে দিল।

জাহাজে এই প্রথম বাদল খাবার ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খেল। কোথায় মিথিলেশকুমারী? বাদলের চোখ একে একে সব ক'টা টেবিল খানাতল্লাসী করল। দলে দলে স্ত্রী পুরুষ ছুরি কাঁটা চামচ সমান বেগে চালাচ্ছে। তাদের পেয়ালা ও প্লেট থেকে টুং টাং ধ্বনি উঠ্ছে। ওয়েটারদের চাঞ্চল্যে সমস্ত ঘরটা তোলপাড়। একজন এসে বাদলের হাতে সেইদিনকার একখানা ছাপানো মেন্থ বাড়িয়ে দিল।

কুবেরভাই বল্ল, "মেন্থতে নেই এমন অনেক জিনিস চাইলে পাওয়া যায়। চাও তো ডাল ভাত ও নিরামিষ তরকারি দিয়ে যাবে। বল্ব?" —কুবেরভাই নিজের জন্যে তাই আনতে দিল।

বাদল বলল, "যে দেশে যাচ্ছি সেদেশে যা খায় তাই আমার খাদ্য।" এই বলে 'পরিজ' ইত্যাদির ফরমাস দিল।

ব্রেকফাস্টের পর কুবেরভাই তাকে বস্বার ঘরে নিয়ে যেতে চায়। বাদল বলে, "একজনের সঙ্গে দেখা করা আমার কর্ত্তব্য।"—অনিচ্ছাসত্বে কুবেরভাইকে সঙ্গে নিল।

মিথিলেশকুমারীর ঘরে টোকা মারতেই ভিতর থেকে অনুমতি এল। বাদল বল্ল, "গুড্ মর্ণিং, মিসেস—"

মিথিলেশকুমারী বল্লেন, "গুড্ মর্ণিং। ইনি?"

যথারীতি পরিচয়ের পর মিথিলেশকুমারী বাদলকে বল্লেন, "মরেছি কি বেঁচে আছি একবার খবরও নিলেন না। কোথায় ছিলেন এতদিন? এ যে একটা যুগ!"

বাদল অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক মার্জ্জনা ভিক্ষা করে বলল, "আমি নিজেই শয্যাগত ছিলুম।"

"তারপর আপনি কেমন ছিলেন ?"

কুবেরভাই বলল, "আনন্দে ছিলুম। ধন্যবাদ।"

মিথিলেশকুমারী কৃত্রিম হাস্যভরে বললেন, "ভাগ্যবান।"—তিনি সেদিন বেশ সুস্থই ছিলেন। কেবল ভয়ে ভয়ে উপরে উঠ্‌ছিলেন না। তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীটি তাঁকে টানাহেঁচড়া করে নড়াতে পারেন নি। ছোটখাট হস্তিনী বিশেষ। কিন্তু দুটি যুবকের অনুরোধ তাঁকে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডেকের উপর ঠেলে নিয়ে চলল।

জাহাজের ভিতরে কেমন একরকম গন্ধ। ডেকে ও-গন্ধ নেই। প্রচুর বাতাস অনবরত হু হু করছে। বাদল বুঝ্‌ল গা-বমিবমির প্রধান কারণ ঐ জাহাজী গন্ধটা। এবং তার প্রধান প্রতিষেধক সমস্ত আকাশের রাশীকৃত নিঃশ্বাসের মতো ঐ বাতাস। মরি মরি কী আকাশ! যেন একটা বিশাল গোলাকার বৃন্তহীন ছত্র সমুদ্রকে আবরণ করেছে। "দশ দিক" বলে একটা কথা আছে বটে। তার থেকে একটা দিক তো সমুদ্র। বাকী নয়টা যে কোথায় বাদল খুঁজে পেল না।

ডেকের উপর ইতিমধ্যে বেশ জনসমাগম হয়েছে। কারা ডেক-টেনিস্ খেল্‌ছে। কারা দড়ির চাক্‌তি ছুঁড়ে একটা বিশেষ বৃত্তের ভিতর ফেলবার চেষ্টা করছে। নিজ নিজ চেয়ারে বসে অনেকেই কিছু পড়ছে বা সেলাই করছে। বেশীর ভাগ লোক পায়চারি করতে করতে এখানে ওখানে ভিড়ে যাচ্ছে, রেলিংএর উপর ভর দিয়ে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভারি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, যেন কী একটা জরুরি কাজে যাচ্ছে—হয় তো উড়ুক্কু মাছ দেখ্‌তে।

বাদলের ইচ্ছা করছিল তাদের ছুটোছুটির পথরোধ করে বাহু মেলে দাঁড়ায়, বলে, থামো থামো থামো, আমাকে তোমাদের সঙ্গ

করবে না ? কুবেরভাইকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করল, "একটিকে আটকাব ?"

কুবেরভাই সাতকে বলল, "কক্‌খনো ও-কর্ম্ম কোরো না। ওদের বাপ মা-রা ঘ্যাঁক করে তেড়ে আস্‌বে। কিম্বা ভাব্‌বে আমাদের বাচ্চাদের একটি পুরুষ-আয়া জুটেছে। সাদাতে কালাতে এত মাথামাখি কিসের ?"

বাদল ভাব্‌ল কুবেরভাইয়ের বড ছোট মন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ পিছিয়ে দিল।

মিথিলেশকুমারী রেলিংএর উপর ঝুঁকে ফেনলীলা নিরীক্ষণ করছিলেন। তাঁর কাছে তাঁর ক্যাবিনের সঙ্গিনীর সঙ্গে একটি যুবক। সকলে মিলে আলাপ পরিচয় হল। মিস্ জাকারিয়া (দেশী খ্রীস্টান)। মিস্টার আচারিয়া (মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ।) নাম শুনে কুবেরভাই রসিকতা করে বলল, "Rhyming Couplet."—সকলে হেসে উঠ্‌ল।

মিস্ জাকারিয়া বললেন, "বা মিসেস্ দেবী, ডেক্‌-এ আস্‌তে এত সাধ্‌লুম, তখন এলেন না।"

মিসেস্ দেবী মিষ্টি হেসে বাদলের প্রতি কটাক্ষপাত কর্‌লেন। কিন্তু বাদলটা এমন নির্ব্বোধ যে রস গ্রহণ কর্‌ল না। আপন মনে পায়চারি করতে কর্‌তে কখন গিয়ে সেইখানে উপনীত হল যেখানে টাইপ্‌-করা সংবাদপত্র দেয়ালের গায়ে আঁটা থাকে।

৪

জাহাজ লোহিত সাগরে পড়্‌তেই ভয়ঙ্কর গরম পড়্‌ল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা কুবেরভাই দেশী পোষাক পরে ডেক-এর উপর জুট্‌ল। সে ভেবেছিল ইংরেজেরা তার এই বেশ দেখে মূর্চ্ছা যাবে,

কিন্তু ইংরেজেরা অনেকেই তাকে লক্ষ্য করল না, যারা লক্ষ্য করল তারা চুপ করে থাকল। এদিকে ভারতীয় মহলে সোরগোল পড়ে গেল। লক্ষ্য তো তাকে সকলেই করল, জনকয়েক গায়ে পড়ে তার সৎসাহসের প্রশংসা ও বাড়াবাড়ির নিন্দা করে গেল। ফলে তার আলাপীর সংখ্যা বাড়ল এবং তার দেখাদেখি কেউ কেউ দেশী পোষাক বের করে পরল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ডিনার টেবিলে বাদল দেখে কুবেরভাই অনুপস্থিত। কী হল তার! বাদল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে কুবেরভাইকে খুঁজতে বেরল। দেখল সে ডেক্‌-এর এক প্রান্তে মুখ ভার করে বসে আছে।

"কী হয়েছে, কুবেরভাই? অসুখ করেছে?"

কুবেরভাই বলল, "বস।"

পীড়াপীড়ির পর সে যা বলল তার মর্ম্ম এই। সে ডিনার খাবার জন্যে খাবার ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এমন সময় প্রধান স্টুয়ার্ড তাকে আটকিয়ে বলল, "একটা কোট গায়ে দিয়ে আসতে পারেন না?" সে বলল, "এই বা মন্দ কী?" স্টুয়ার্ড বলল, "না, না। ওটা একটা উত্তম প্রাচীন প্রথা। ওর ব্যতিক্রম কেন হবে তার কারণ দেখছিনে।" কুবেরভাই বলল, "বেশ। তবে আমি ডিনার খাব না আজ।"

এই বলে ডেকে এসে বসে আছে। এই তার সত্যাগ্রহ।

বাদল বলল, "ভাখ, ইংরেজের জাহাজে যখন যাচ্ছ ইংরেজী কায়দা মানতে হয়। লোকটা তোমাকে হিংসা বশত বাধা দেয়নি, কর্ত্তব্যবোধে বাধা দিয়েছে।"

কুবেরভাই তর্ক করল। "ভারতীয়দেশে ওরা ভারতীয় কায়দা জারি মানে কিনা!"

"পরে ও-কথা হবে। এখন নিশ্চয়ই তোমার জঠর জলে যাচ্ছে। তারই আঁচ লেগে মনও।"

বাদল তাকে ক্যাবিনে নিয়ে গিয়ে নিজের ফলের ঝুড়িটি উপহার দিল। বলল, "আমার বাবা সঙ্গে দিয়েছিলেন। এতদিন মনে ছিল না। য়্যাঁ, পচে গেছে ?"

"সবটা পচে যায়নি। চমৎকার কমলালেবু তো ? টাকায় ক'টা করে ?"

কুবেরভাই আহার করে ঠাণ্ডা হল। তখন ডেক্-এ গিয়ে তর্কটা নতুন করে সুরু কর্‌ল। "তুমি লক্ষ করেছ কি না জানিনে, এ জাহাজে ইংরেজ ও ভারতীয়ের মাঝখানে জাতিভেদ আছে। খাবার টেবিল ওদের আলাদা, আমাদের আলাদা।"

"সেটা কি খুব দোষের কথা কুবেরভাই ? গোরুখোরদের কাছে বসে তুমি খেতে রাজি হতে ?"

"তা যদি বলো, আমার পাশের লোকটি মুসলমান। সে রোজ গোমাংস চেয়ে নেয়। কই, তাকে তো সাদা গোরুখোরদের সঙ্গে বস্‌তে বলে না ?"

"তার কারণ সে শুধু গোরু খায় না, ভারতীয় খাবার ভালবাসে, ডাল ভাত কারি।"

"তা বুঝি সাদা মহাপ্রভুরা খান না ? একবার খবর নাও না ? ওঁরা সর্ব্বভুক্। হিন্দুর গোরু, মুসলমানের শূওর, সমগ্র পৃথিবীর যত কিছু অখাদ্য কুখাদ্য সুখাদ্য কোনোটাতেই ওঁদের অরুচি নেই।"

"যাক্, মিস্ জাকারিয়াকে আমি তাদের টেবিলে খেতে দেখেছি।"

"ঐ সব উচ্ছিষ্টভুক্ বিশ্বাসঘাতকের জন্যই তো ভারতবর্ষের এই দশা। উনি ভাবেন ওঁর নামটা বিদেশী বলে উনিও বিদেশিনী।"

এই সময় পূর্ব্বোক্ত মুসলমান যুবকটি এসে বললেন, "আমি মিসেস্

দেবী ও মিস্ জাকারিয়ার কাছ থেকে আস্‌ছি। আপনারা কি দয়া করে আমার সঙ্গে আস্‌বেন ?”

বাদল ও কুবেরভাই গিয়ে দেখ্‌ল মিসেস্ ও মিস্ তাঁদের পারিষদগণকে নিয়ে সভা কর্‌ছেন। মিসেস্ অনুযোগ করে বললেন, “আপনারা দু’জনে কোথায় হারিয়ে গেছ্‌লেন ? আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।”

“অনেক ধন্যবাদ। আজও কি গান চল্‌ছে নাকি ?”

“না, আজ অভিনয় ও আবৃত্তি। মিস্টার আলী নিয়েছেন শাইলকের ভূমিকা। মিস্টার আচারিয়া তাঁর স্বরচিত সনেট শোনাবেন। আপনারাও যোগ দেবেন কি ?”

বাদল লাজুক মানুষ। চুপ করে রইল। কুবেরভাই বলল, “উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজীতে বাক্যালাপ কর্‌তে হয় এই যথেষ্ট লজ্জা। এর উপর আমি পরের ভাষায় অভিনয় ও আবৃত্তি করে পরকে হাসাব না। মাফ করবেন।”

সকলে অপ্রস্তুত ও আহত হল। আনন্দের সভায় নিরানন্দ। মিসেস্ দেবী বললেন, “তবে আপনি নীরব শ্রোতাই হবেন—কেমন ? আর আপনি ?”

“আমিও।” বাদল বলল।

আচারিয়ার কবিসুলভ চেহারা। ঝাঁক্‌ড়া চুল, বিবন্-এর মতো করে বাঁধা টাই, সোনার শিকল-বাঁধা রিম্‌লেস্ চশমা, চশ্‌মার নীচে থেকে তার চোখের মিটি মিটি চাউনি দেখা যায়। কবি হতে হলে যত কিছু তোড়জোড় আবশ্যক আচারিয়ার সমস্ত আছে। হাত উঠিয়ে নামিয়ে বুকে রেখে মাথা হেলিয়ে গদগদ ভাবে আচারিয়া সনেটগুলি পড়েন আর বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী বারম্বার বাহবা দেয়।

আলীর শাইলক হল আর এক কাষ্টি পার্ট। সে কখনো খেঁকী কুকুরের মতো গর্ গর্ করে, কখনো মাথায় চোট্ লাগা মানুষের মতো নির্ব্বাক বেদনায় টলে পড়ে, পর মুহূর্ত্তে দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে আসে। "এন্কোর" "এন্কোর" বলে শ্রোতৃমণ্ডলী ঘন ঘন করতালি দিলে আলী সবিনয়ে bow করে ও আবার সুরু করে। শাইলকের ভূমিকা নেহাৎ শেষ হয়ে গেলে সকলের পীড়াপীড়িতে সে মার্ক য়্যাণ্টনীর ভূমিকা নিল।

৫

জাহাজের জীবন এমন যে, পায়ের তলায় সমুদ্র আছে না মাটী আছে তাও কারুর মনে থাকে না। এবং জাহাজটা যে চল্ছে একথা মনে হয় জাহাজ যখন একটা না একটা বন্দরে দাঁড়ায়। বাদলের মন থেকে ভারতবর্ষ তো মুছে গেলই, তার বদলে ইউরোপও জাজ্বল্যমান হল না।

বাদল জাহাজী সুখ দুঃখ, দলাদলি ও পরচর্চ্চাতে মেতে গেল। আলী, আচারিয়া, কিষণলাল, নবাব সিং ইত্যাদি তাকে লুফে নিল। ওদিকে কুবেরভাই হঠাৎ ভোল বদ্লে ফেলে ইংরেজদের সঙ্গে দু'বেলা খেল্ছে ফির্ছে সাঁতার কাট্ছে ও—অসাধারণ তার দুঃসাহস—নাচ্ছে! তা নিয়ে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে হাস্য পরিহাস কর্তে লেগেছে বটে, কিন্তু ভাগ্যবান বলে ঈর্ষাও কর্ছে। কেউ কেউ বল্ছে, "ও কি যে সে লোক নাকি? গবর্ণমেন্টের স্পাই। ওর মুখে ইংরেজবিদ্বেষ শুনে ভাগ্যিস মন খুলিনি!"

একদিন আলী বলল, "মিস্টার সেন, কেম্ব্রিজে যদি আপনি পড়েন তবে আমার একটু উপকার কর্তে হবে। আমি ইণ্ডিয়ান মজ্লিশের সেক্রেটারী পদের জন্য দাঁড়াব। আপনার ভোট আজ থেকে আমার। রাজি?"

বাদল হেসে বলল, "কেম্ব্রিজে এ বছর জায়গা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই আমার। নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আমারো নেই। তবু দৈব বলে তো একটা কথা আছে ? দৈবাৎ যদি আমরা দু'জনেই কেম্ব্রিজে জায়গা পাই তবে আপনার ভোট আমার। কেমন ?"

"বেশ!" দৈব কথাটা শুনে বাদলের গা জ্বালা করছিল। যেমন হিন্দু তেমনি মুসলমান ভারতবর্ষের লোকগুলো দৈবের মুখ চেয়ে অসম্ভব কল্পনার পথে অধঃপাতে গেল। আল্‌নস্করের মতো উদ্ভট স্বপ্ন দেখা তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিষণলাল সম্প্রতি টিকি কেটেছে। তার চুল দেখ্‌লে টিকির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। হিন্দী বলে, তাই মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেছে। প্রায়ই ফরমাস খেটে বেড়ায়। মুখের ভাবটা যেন সর্ব্বদা বিরক্ত হয়ে আছে। বাদলকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে বলে, "বাঙ্গালীবাবু, চিংড়ি মাছেব সের কত ?"

বাদল জবাব দেয়, "বলেন কেন! মাছের দর দেখে ছাতু ধরেছি। ছাতু খাই আর ভজন গাই আর হনুমানজীর আখ্‌ড়ায় মুগুর ভাঁজি।"

"সেই জন্যেই তো অমন ফড়িংএব মতো চেহারা।" এই বসে সে বাদলকে ধরে কাঁধে তুল্‌তে যায়। বলে, "গায়ে জোর নেই, বাঙ্গালী বাবু। চালাবেন কী করে ?"

"গায়ের জোরওয়ালা দারোয়ান রাখ্‌ব, বেয়ারা রাখ্‌ব। তা বলে একটা ভাবরাজ্যের ঝাঁকামুটে হব কী করতে ?"

কুবেরভাইকে আস্‌তে দেখে কিষণলাল পালায়। কুবেরভাই হল কিনা স্পাই আর কিষণলাল স্টেট্ স্কলার। কুবেরভাই বাদলকে সঙ্গে

"আমি কী না জানি? জান্‌তে চাও তো তোমাদের মিসেস্ দেবীর ইতিহাস বল্‌তে পারি।"

বাদল আঁৎকে উঠ্‌ল। বলল, "[illegible]ইনে।"

"কিন্তু আমি শোনাতে চাই। [illegible]লটি ওঁকে জাহাজে তুলে দিতে এসেছিল সেটি একটি বি[illegible] এবং উনি একটি বালবিধবা।"

"শুনে আমি খুশিই হলুম, কুবেরভাই। [illegible]কে শ্রদ্ধা করি।"

"তা তুমি যখন ছদ্মবেশী ইউরোপীয়ান [illegible]। আমি কিন্তু ঘৃণা করি।"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চ্চা করতে তো[illegible]া?"

"গোয়েন্দাগিরি আর পরচর্চ্চা কী? মানুষ[illegible]জিক জীব। আমরা দশজনের খবর রাখ্‌ব না? আমি কারু[illegible]দিচ্ছিনে। আমি পুরাদস্তুর অহিংস। আমি জৈন।"

৬

বাদলের ঘুম ভাঙ্‌বার আগেই জাহাজ ভিড়েছে। সে পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে দেখ্‌ল জাহাজ ঘাট। জল ছলছলের বদলে জন কলরব কানে এল। অশ্রুতপূর্ব্ব ফরাসীভাষা। অদৃষ্টপূর্ব্ব জনসঙ্ঘ। কুলি, দোভাষী, গাইড্, "money changer", যাত্রীদের ঘরের লোক বা বন্ধু।

অদৃষ্টপূর্ব্ব মাটী।

বাদলের জাহাজের টিকিট সমুদ্রপথে লণ্ডন পর্য্যন্ত। কিন্তু বাদলের মন ধৈর্য্য ধর্‌ছিল না। চোদ্দ পনের দিন জাহাজে থেকে থেকে তার ইচ্ছা কর্‌ছিল মাটীতে নেমে খুব খানিকটা ছুটাছুটি করে। তার পা যেন শৃঙ্খলের ভারে অবশ হয়েছিল, মুক্তির সম্ভাবনায় অধীর হল।

বাদল তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেলল জিনিসপত্র সেই জাহাজে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিয়ে মার্সেল্সে নেমে যাবে। গোটাকয়েক দরকারী জিনিস স্যুটকেসে পূর্তে তার পনের মিনিটও লাগ্ল না। স্টুয়ার্ড্কে ডেকে একটা পাউণ্ড ধরে দিল—বখ্শিষ। পার্সারের কাছে গিয়ে ক্যাবিন ট্রাঙ্কের চাবি বুঝিয়ে দিল, লণ্ডনের ঠিকানা লিখে দিল। তার বদলে পেল একখানা চিঠি—সুধীদার লেখা।

সুধীদা জান্তে চায় বাদল জলপথে না স্থলপথে বাকীটা পথ কোন্ পথে যাচ্ছে। লিখেছে, "লণ্ডনের বাইরে হেণ্ডনে আছি। ফাঁকা জায়গা, সেইজন্যে আমার পছন্দ। দোষের মধ্যে সময়ে অসময়ে এরোপ্লেনের উচ্চ গুঞ্জন। তোর জন্যে এই বাড়ীর একটা ঘর রাখ্তে বলেছি। তোর যদি না পোষায় ছেড়ে দিস্। আমি কিন্তু এইখানেই থেকে যাব, আমার তো কিছুতেই ঘুমের ব্যাঘাত হয় না।"

বাদলের মন এক লম্ফে লণ্ডনের মাটীতে গিয়ে পড়্ল। জাহাজ তার অসহ্য বোধ হল। পথ তার দুস্তর বোধ হল। সুধীদা ভাগ্যবান, সে লণ্ডনে পৌছে গেছে, বাদলের এখনো অনেক বাধা।

বাদল পাস্পোর্ট দেখিয়ে তরতর করে নেমে যাচ্ছে, তার এক হাতে স্যুটকেস্ অন্য হাতে কম্বল, এমন সময় পিছন থেকে ডাক এল, "সেন।"

বাদলের মনের নীচের তলায় নিতান্ত বাঙালীসুলভ কতকগুলো কুসংস্কার চাপা পড়েছিল। বাদল চটে গিয়ে মনে মনে বলল, "পিছু ডাকে কোন্ উল্লুক?"

কুবেরভাই তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "অত তাড়াতাড়ি কিসের? ট্রেন তো সেই সন্ধ্যা ছ'টায়।"

জাহাজে যে দুটি মানুষ এক ক্যাবিনে থেকেও প্রায় পর হয়ে পড়েছিল

মাটীতে তাদের ছাডাছাড়ি আসন্ন বলে বুক দুলে উঠ্‌ল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো তাদের মুখে বন্ধুত্বের হাসি।

"এস তোমাকে কাস্টম্‌সের পরীক্ষা পার করিয়ে দিই। মাশুল দেবার মতো কিছু আছে? সিগার সিগ্‌রেট মদ সুগন্ধি দ্রব্য—"

"ওসব নেই। পায়জামা, অন্তর্বাস, ক্ষুর—"

"ক্ষুর! বা রে ছেলে। দাড়ি নেই, তার ক্ষুর। দাড়ি কাট্‌বার, না গলা কাট্‌বার?"

ফরাসী ফাক্‌তর (facteur) এসে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ নিয়ে যেতে চায়, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কী যে বলে, কুবেরভাই ও বাদল অতিকষ্টে তার হাত ছাড়িয়ে কাস্টম্‌স্‌ ঘরে পৌঁছয়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা কর্‌ল, তবু মহাপ্রভুর দৃষ্টি তাদের উপর পড়্‌ল না। এদিকে ফাক্‌তরদের সাহায্য যারা নিয়েছিল তারা পরে এসে আগে বেরিয়ে গেল। মিথিলেশকুমারী ও কিষণলাল বাদলদের দিকে ফিরেও তাকাল না। আর সেই যে ইংরেজ মিসেস্‌ তার দুটি হাত দুটি পুরুষের কাঁধে। দেশের নিকটস্থ হবার আনন্দে সে লাফ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তার টান সাম্‌লাতে না পেরে পুরুষ দুটি দৌড়িয়ে পাল্লা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

অবশেষে কাস্টম্‌সের কর্ম্মচারী বাদলের কাছে এসে দুই একটা প্রশ্ন কর্‌ল ও জিনিসের উপর চক্‌খড়ির দাগ দিল। বাদলরা বের হয়ে আস্‌তেই সম্মুখে ট্যাক্সি। কুবেরভাই বাদলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। বাদল চেপে বস্‌ল। অগত্যা কুবেরভাইও।

বাদল বলল, "কুকের দোকানে গিয়ে চেক্‌ ভাঙাতে হবে, টিকিট কিন্‌তে হবে, তার কর্‌তে হবে।"

এখনো কুকের দোকান খোলেনি। ব্রেকফাস্ট খায়নি বলে বাদলের ক্ষুধাও পেয়েছে। বাদল বলল, "চলো না একটা কাফেতে কিম্বা

রেস্তোঁরায়।" কিন্তু সেখানে গিয়েও তার মন টেঁকে না। কখন কুকের দোকান খুলবে, টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে বসা যাবে, লণ্ডনে পৌঁছে সুধীদার সঙ্গে দেখা হবে।

কুকের দোকান খুল্‌ল। কুকের লোক বলল, "এখুনি একটা ট্রেন আছে বটে, কিন্তু সেটাতে গেলে চেঞ্জ করতে করতে কাল যে সময় লণ্ডনে পৌঁছবেন সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেনে গেলেও সেই সময়।"

বাদল হতাশ হয়ে কুবেরভাইয়ের দিকে তাকায়। কুবেরভাইয়ের ভাব থেকে বোধ হয় সে বল্‌ছে, কেমন? বলেছিলুম কি না?

কুকের প্ররোচনায় বাদলরা কুকের বাস্‌-এ করে সমুদ্রতটবর্ত্তী Bandol গ্রামে গেল। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন করে সেই বাস-এই ফিরল। সমস্তক্ষণ বাদল ছট্‌ফট্‌ করতে থাকল, চেয়ে দেখ্‌ল না কেমন দুর্গম পার্ব্বত্য পথ দিয়ে সে গেল ও এল। যেখানে বসে খেল সে ঘরের জানালা থেকে তালী বনের ভিতর দিয়ে সূর্য্যভাস্বর আকাশ ও মন্ত্রশান্ত সাগর পরস্পরের মুকুরের মতো প্রতিভাত হচ্ছিল।

রাত্রে একটা পূরা বার্থ পেয়ে ঘুমতে পাবে ভেবে বাদল ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিল। তার খেয়াল ছিল না যে ইউরোপের ট্রেনে সাধারণ ফার্স্ট ক্লাস শুধু বসবার জন্যে। শোবার জন্যে অতিরিক্ত দিয়ে Sleeping Car-এর টিকিট কিনতে হয়। হাত পা ছড়িয়ে শোবার জায়গা নেই দেখে তার কান্না পাচ্ছিল। অনিদ্রারোগীর অনিদ্রাকে বড ভয়।

যাক্‌, বেশ আরাম করে বসা যাবে। বাদল পায়ের উপর পা রেখে ঠেস দিয়ে বসে Daily Mail-এর Paris Edition পড়্‌ছে। জাহাজে দেখা এক আধা পাগলা বুড়ো এসে হা হা করে হেসে উঠ্‌ল। কী ব্যাপার? বুড়ো বলল, "এই সীট্‌ আমার রিজার্ভ করা।" বাদল কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, "য়্যাঁ?"

কুবেরভাই ছিল সেকেণ্ড ক্লাসে। বাদল তাকে খুঁজে বের করে প্রায় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ডাকল, "কুবেরভাই !"

"কী হয়েছে, সেন ? কী ব্যাপার !"

"ও-হো-হো ! ফার্স্ট ক্লাসে মোটে একটি সীট্ খালি ছিল, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের মাথা পাগ্‌লা বুড়ো বন্ধু বল্‌ছে ওটা তার রিজার্ভ করা।"

"ওঃ সেই বুড়ো ? প্রাস্‌ফোর্স্ওয়ালাকে হস্তান্তরিত হতে দেখে মেয়েটি যাকে শিকার করেছিল ? সে আবার ফার্স্ট ক্লাসে চড়্‌তে যায় কোন সাহসে ?"

কুবেরভাই গিয়ে বুড়োর টিকিট দেখ্‌তে চাইল। বুড়ো বলল, "নিগার।" কুবেরভাই তাকে ঠেলা দিয়ে বলল, "এটা ইণ্ডিয়া নয় যে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে ফার্স্ট ক্লাসে উঠ্‌বে, দাদু ! তোমাকে আমি কুকের দোকানে টিকিট কিন্‌তে দেখিনি ?"

ধরা পড়ে গিয়ে বুড়ো ফিক্ করে হেসে উঠ্‌ল। বলল, "একটু তামাসা কর্‌ছিলুম।" এই বলে কুবেরভাইয়ের সঙ্গে নেমে গেল।

গাড়ী চল্‌বার পর দেখা গেল বাদলের পাশের সীটের মালিক গাড়ীতে ওঠেননি। বাদল বিনা বাক্যব্যয়ে পা ছড়িয়ে দিয়ে জায়গাটুকু দখল কর্‌ল। সবটা শরীর আঁটে না, তবু যথালাভ।

অন্ধকার রাত্রি। দিব্য শীত। বাদলের সীট ও তার পার্শ্ববর্ত্তিনীর সীটের মাঝখানে একটি ছোট বেড়া ছিল। বাদল তার উপর মাথা রাখ্‌ল। শীতের ভয়ে জানালা দরজা বন্ধ। অন্ধকার রাত্রিতে দেখাও যায় না দু'ধারের দৃশ্য। হয় তো ঘুম এসেছিল। হয় তো তন্দ্রা। হঠাৎ এক সময় তার মনে হল কে যেন তার মাথার কাছে মাথা রেখেছে। কার মাথার চুল যেন তার কপাল ছুঁচ্ছে। সে উঠে

দেখ্‌ল কামরা অন্ধকার। বারান্দার আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একজন বুকের উপর দুই বাহু বেঁধে দেয়াল ঠেস্‌ দিয়ে বসে ঘুমচ্ছে। আর একজন পায়ের উপর পা রেখে ঘুমচ্ছে। আর একটি পুরুষ, সেও ঘুমন্ত। বাদলের পাশের মহিলাটি বাদল যেখানে মাথা রেখেছিল সেইখানে ঘেঁসে একটি বালিশ পেতে কম্বল মুড়ি দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন।

ফ্রান্সের মধ্যভাগ দিযে ট্রেন ছুটেছে। জনপ্রাণীব সাড়া শব্দ নেই। ঘুমন্ত পুবীতে সেই একা প্রহরী জেগে। তার একান্ত নিকটে নিদ্রিতা নারী। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত কব্‌ল। তারপর বালিশের একাংশ বেদখল করে ঘুমিয়ে পড ল।

পরদিন প্রভাতে উঠে দেখে তার আগে অন্যেরা উঠেছে। মহিলাটি তাকে বালিশটা ছেড়ে দিয়েছেন।

৭

প্যারিসে কুবেবভাই নেমে গেল। বাদলকে বলল, "কখনো যদি এদিকে আস আমাকে খবব দিযো, সেন। আমাব কাকার এখানে মণিমুক্তাব কারবার। ঠিকানা লিখে রাখ।"

কুবেরভাইয়েব অন্তর্ধানে বাদলেব একটু দুঃখ হল। কিন্তু সে যাকে পিছনে রাখে তাকে মনে রাখে না। ট্রেন Gare de Lyon ছাড্‌ল। বাদলও কুবেবভাইকে ভুলল।

গাড়ী বায়ুবেগে ছুটেছে। ফ্রান্সের ট্রেন হাল্‌কা ও ভূমি মোটের উপর সমতল। প্রধানত চাষেব জমি। উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ঝর্ণা। ঝোপ। নামমাত্র পাহাড। মাঝে মাঝে নতুন গড়া বাড়ী। বিজ্ঞাপনেব ফলক।

ক্যালে। সমুদ্রকে বাদল ইতিমধ্যেই ভুলেছিল। আবার সমুদ্র দেখা দিচ্ছে। ট্রেন থামল, যাত্রীরা নামল। ফাকৃতর! ফাকতব! বাদল এবার

ফাকৃতরের কবল থেকে বাঁচ্‌ল না। জিনিসগুলি নিয়ে ফাকৃতর যে ভিড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল বাদল চিন্তিত হয়ে জাহাজে উঠ্‌ল।

জাহাজে উঠে দেখে ডেক-চেয়ার ভাড়া করে খোলা ডেকের উপর অনেক লোক বসে গেছে। বদ্ধ ডেকের বেঞ্চিতে বাদল জায়গা করে নিল। কিন্তু কোথায় ফাকৃতর? জাহাজ ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় ফাকৃতর মশাই একগাল হেসে মাল সমেত উপস্থিত। "আপনাকে কোথায় না খুঁজেছি? সেকেণ্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস, নীচের ডেক, উপরের ডেক।"—বলে হাত পাত্‌ল। তার ইংরেজী শুনে বাদলের যা হাসি পাচ্ছিল! মজুরি পেলেও ছাড়্‌বার পাত্র নয়। বখ্‌শিষ চায়। রসিক লোক। আশাতিরিক্ত পেয়ে কপালে হাত ঠেকাল।—"বঁ জুর মঁসিয়ে।"

নাঃ! ফরাসী ভাষাটা না শিখ্‌লে নয়। লণ্ডনে পৌছেই আরম্ভ করে দেওয়া যাবে। ফরাসী না জানা থাকায় ট্রেনে ভালো করে খাওয়া হয়নি, খাবার জল চেয়ে খনিজ জল (সোডা ওয়াটার) পেয়েছে। ফরাসী না জানায় কুলির অনুসন্ধান কর্‌তে পারেনি, সুটকেস্‌টার মমতা ত্যাগ করেছিল।

ইতিমধ্যে জাহাজ চল্‌তে সুরু করেছে। মেঘ্‌লা দিন। ঠাণ্ডা হাওয়া। বর্ষাও টিপ টিপ পড়্‌ছে। সুটকেস্ ফেরৎ না পেলেও বাদলের চল্‌ত। কম্বলখানা ফিরে পেয়েছে বলে ফাকৃতরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল।

ইংলিশ চ্যানেলটুকু এক ঘণ্টার পথ। গারট্রুড্ ইডার্ল সাঁত্‌রে পার হয়েছে। কিন্তু জাহাজে করে পার হতে গিয়ে বাদল যত কষ্ট পেল নিশ্চয়ই তত কষ্ট পায়নি। সকলের সাম্‌নে তার বার বার বমি হয়ে গেল। লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তার টুপি উড়ে গেল, চুল সজারুর মতো হল, মুখ অপরিষ্কার, পোষাক নোংরা। মাথা ভারি, চোখ লাল, গা ঘিন্ ঘিন্।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে—দূর দিগ্বলয়ে অস্পষ্ট তটরেখা। ইংলণ্ড এসেছে—white chalk cliffs of Dover! না, না, পাহাড় তো নয়! এক রাশ বাড়ী। যাই হোক, ইংলণ্ড তো?

বাদল মনে মনে জানুপাত করল। ব্রিটানিয়ার দক্ষিণ করপৃষ্ঠে একটি চুম্বন অর্পণ করে মনে মনে বলল, বন্দে প্রিয়াম্।

৮

ফরাসী ফাকৃতরের মতো গুঁফো থ্যাকশিয়ালী নয়। ইংরেজ পোর্টার যণ্ডা, গোঁফদাড়ি কামানো, নীরব স্বভাব। ডোভাবে এত মানুষ নামল, এত পোর্টার ছুটল, কিন্তু মার্সেল্‌স ও ক্যালের সিকি পরিমাণ গোলমাল নেই।

"আপনার জিনিস নামিয়ে নেব, সার?"

পাসপোর্ট ও কাস্টম্‌সের ঝুঁকি পুইয়ে বাদল বোট-ট্রেনে চড়ে বসল। ফার্স্ট ক্লাসে কেউ নেই বললেও চলে, তার কামরায় সে একা। পোর্টারকে একটা শিলিং ফেলে দিতেই সে টুপিটাকে বেশীরকম উঠিয়ে ধন্যবাদ ও শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে গেল।

বাদলের মন উড়ু উড়ু। কখন লণ্ডনে পৌছবে? সুধী নিতে আসবে কি না। ভিক্টোরিয়া থেকে হেণ্ডন কত দূব?

ট্রেন ছাড়লে দেখা গেল আকাশ পবিষ্কাব, সূর্য্যাস্তের আভা সমতল মাঠের উপরকার দৃঢ়মূল ঘাসের উপর পড়েছে। পর পর অনেকগুলো সুড়ঙ্গ। চকখড়ির পাহাড় সাদা নয়, দিব্য সবুজ।

কত ছোট ছোট শহরেব ছোট ছোট স্টেশন ছাড়িযে ট্রেন এক দৌড়ে ভিক্টোরিয়ায় পৌছল। তখনো গোধুলির আমেজ আছে। ইংলণ্ডের গোধুলি দীর্ঘস্থায়ী।

বাদল জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দুদিকে চাইল। অমনি দেখ্‌ল সুধী সেকেণ্ড ক্লাসে তার খোঁজ করছে।

বাদলের মন উল্লাসে অধৈর্য্য হল। সে ভব্যতার মাথা খেয়ে চিৎকার করে উঠ্‌ল, "সুধীদা—।"

সুধী ও তার সঙ্গে কে একটি ভারতীয় যুবক পিছু ফিরে দেখ্‌ল—বাঁদরটা ফার্স্ট ক্লাসে। দু'জনে হাসাহাসি কর্‌তে কর্‌তে বাদলের কামরার কাছে যখন উপস্থিত হল বাদল তখন সুটকেস হাতে করে নাম্‌ছে। সুটকেস মাটিতে রেখে করমর্দ্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতেই সুধী তাকে এক রকম বুকের উপর নিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ দু'জনেরই বাগ্‌রোধ। ইতিমধ্যে নূতন ভারতীযটি বাদলের সুটকেস্ হাতে করে সুধাচ্ছে, "এই? না, আর আছে?"

বাদলকে সুধী তার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিল। "ইনিই বাঁদর আর ইনি কুমারকৃষ্ণ দে সরকার।

প্লাটফর্ম দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে দে সরকার বলল, "দেখুন, মিস্টার সেন, আমার এখানে দু'রকম পরিচয় আছে। ইণ্ডিয়ানরা জানে আমি কুমার কে ডি সরকার, নিশ্চয় জমিদাবের ছেলে। আব নেটিব্‌রা জানে আমি মঁসিয়ে ড্যসারকার।"—এই বলে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

বাদল হেসে বলল, "দুটো পরিচয়ই সমান য়্যারিস্টক্র্যাটিক।"

সুধী বলল, "এখন সমস্যা হচ্ছে ট্যাক্সি করা যাবে, না,য়্যারিস্টক্র্যাটরা টিউবে করে যাবেন? হেণ্ডন অবধি ট্যাক্সি করে গেলে প্রায় পাউণ্ড-খানেক লাগে। আর বাদল যে রকম চেহারা নিয়ে এসেছে টিউবে চড়্‌লে মূর্চ্ছা যাবে।"

ট্যাক্সিই করা গেল। তখন দে সরকার বলল, "আজকের মতো বিদায় হই, ভাই চক্রবর্ত্তী আর সেন।"

বাদলের এই প্রিয়দর্শন যুবকটিকে বিশেষ ভালো লেগেছিল। সুধাল "কেন, আপনি আমাদের সঙ্গে আস্‌বেন না?"

"আমি? কুমার বাহাদুর থাক্‌বেন Suburbiaয়? কেন? Mayfair কি নেই? Belgraviaয় স্থানাভাব?"—স্বরটা নামিয়ে কারুণ্যের সঙ্গে বলল, "আমি ব্লুম্‌স্‌বেরীতে থাকি, ভাই।"

১০

লণ্ডন! গোধূলির শেষে অন্ধকার নাম্‌ছে। অসংখ্য আলোকের টুকবা আকাশে ও মাটিতে। রাস্তার পর রাস্তা ডাইনে ও বামে সম্মুখে ও পশ্চাতে রেখে ট্যাক্সি ছুটেছে। বাদলের সাধ্য কী যে চিনে রাখে। সত্য সত্যই সে লণ্ডনে পৌঁছেছে। তার আবাল্যের অলকা অমরাবতী লণ্ডন! কোন শহরকেই বা সে এত ভালো করে চেনে? সেই রোমান যুগ, স্যাক্‌সন যুগ, নর্ম্মান যুগ, ডিক্ হুইটিংটন, টাওয়ার অব্ লণ্ডন মারমেড্ ট্যাভার্ন, নেল্ গুইন্, ডক্‌টর জনসন, ক্রাইস্টস্ হস্‌পিট্যাল, সোহো···ক্রমান্বয়ে কত স্মৃতি যে তার মনের পর্দ্দার উপর বায়োস্কোপের ছবির মত উদয় হবামাত্র অস্ত গেল। বাদল ভাব্‌ল, পূর্ব্ব জন্ম হয় তো মিথ্যা নয়।

সুধী একটি কথাও বল্‌ছিল না। তার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। পূর্ণ কলসের শব্দ নেই। কেবল ড্রাইভার যখন হেণ্ডনের কোন্ রাস্তায় যাবে জিজ্ঞাসা কর্‌ল সুধী বলল, "টেণ্টারটন ড্রাইভ্।"

ট্যাক্সি থাম্‌তেই বাড়ীর দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একটি পাঁচ ছয় বছরের মেয়ে একটি ষোল সতের বছর বয়সের মেয়ের হাত ধরে ও গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সিকে বিদায় করে সুধী ও বাদল বাগানের

গেট বন্ধ করল। সুধী বলল, "কী রে মার্সেল, তুই এখনো ঘুমুতে যাস্‌নি ?"

সুজেৎ (Suzette) সলজ্জভাবে বলল, "আপনার বন্ধুকে দেখ্‌বে বলে বায়না ধরল। বিছানায় কিছুতেই থাক্‌তে চাইল না।"

সুধী ও বাদল পা-পোষে জুতো মুছে হ্যাট-ওভারকোট রাখ্‌বার স্ট্যাণ্ডে হ্যাট রাখ্‌ল। তখন সুধী বলল, "পরিচয় করিয়ে দিই। মিস্টার সেন, ম্যাদ্‌মোয়াজেল্‌ সুজেৎ—।" যথারীতি অভিবাদন ইত্যাদি।

"আর এটি হল আমাদের ছোট্ট মার্সেল, লক্ষ্মী মার্সেল, Jolie petite Marcelle."

মার্সেল ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি জানাল। "না, petite না।"

তখন সুধী হেসে বলল, "তবে আমার ভুল হয়েছে। Jolie grande Marcelle" এই বলে মার্সেলকে দুই হাতে তুলে উঁচু করে ধরল। "ইস আমার চেয়েও বড়! সুজেতের চেয়ে, বাদলের চেয়ে, সকলের চেয়ে মার্সেল বড়! plus grande Marcelle!"

বাদলকে নিয়ে উপর তলায় যাবার সময় সুধী সুজেৎকে বলল, "তোমার মা'কে বোলো আমরা হাত মুখ ধুয়ে আস্‌ছি। আর মার্সেলকে ঘুম পাড়াতে দেরি কোরো না।"

বাদলের ঘর। একখানা লোহার খাটে বিছানা তৈরি। একটা পড়ার টেবিলের উপর ফুলদানি ও ফুল। একটা হাত মুখ ধোবার টেবিলের উপর চীনামাটীর কুঁজো ও বেসিন। একটা আয়না-লাগানো আলমারি। অগ্নিস্থলীতে বাদল আস্‌বে বলে কয়লার আগুন জ্বালানো হয়েছে।

সুধী বলল, "লণ্ডনে শীত এখনো পড়েনি। গরম দেশ থেকে আস্‌ছিস্‌, তোর একটু বেশীরকম শীত বোধ হতে পারে ভেবে তোর ঘরে আগুনের

ব্যবস্থা হয়েছে। গরম জল দরকার হবে? দাঁড়া, আমিই নিয়ে আসছি'।"

বাদলের মুখ হাত ধোয়া হয়ে গেলে সুধী তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। একই আকারের একই রকম ঘর—কেবল ওয়ালপেপারের নক্সা আলাদা। এবং পড়ার টেবিলের উপর পরিপাটী করে সাজানো বই ও পত্রিকা।

"দেখি দেখি কী বই কিনেছ?—ওঃ, Spenglerএর সেই বইখানা? 'Decline of the West'—বাজে কথা, ইউরোপের কখনো বার্দ্ধক্য আস্‌তে পারে? ইউরোপ চিরযৌবন।"

"পাছে বাইরেটা দেখে মোহাবিষ্ট হই, সেই ভয়েই তো এই মোহমুদ্গর আনানো। কিন্তু কিনিনি বাদল, Mudieর লাইব্রেরীতে চাঁদা দিয়ে ধার করেছি।"

"ওঃ! হাউ ক্লেভার! আমাকে মেম্বার করিয়ে দেবে সুধীদা?"

"তুই চল্। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হ'। বিশ্রাম কর্। Mudie তো পালিয়ে যাচ্ছে না, তুইও কয়েক বছর থাকছিস্।"

জাহাজে মনের মতো খোরাক না পেয়ে গ্রন্থকীট উপবাসী ছিল। স্পেংলারখানাকে বগলদাবা করে খাবার ঘরে চলল।

চিঠির জবাব

১

দুই বন্ধুর মাঝখানে দুই মাসের ব্যবধান। মনের কথা জমে গেছে দুইশত বছরের। কোন্‌খান থেকে কে আরম্ভ কর্‌বে স্থির কর্‌তে পার্‌ল না। অগত্যা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখ্‌ল।

পরদিন রবিবার। সেদিন মধ্যাহ্নে দে সরকারকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভোজনের পর তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাবে।

"এই দে সরকার ভদ্রলোকটি কে, সুধীদা? ব্লুম্‌স্‌বেরীতে থাকেন—বোহিমিয়ান নাকি?"

"স্কুল অফ্‌ ইকনমিক্‌সে পড়েন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আলাপ।"

"বাই জোভ্‌। এরি মধ্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ভর্ত্তি হয়েছ? আমি কবে হব সুধীদা?"

"অনেক নিয়ম কানুন। একটু বেগ পেতে হবে।"

ব্রেকফাস্টের পর বস্‌বার ঘরে এসে দুজনা বস্‌ল। রবিবারে সুধীর জন্যে "অবজার্ভার" ও বাড়ীর লোকের জন্যে "নিউজ্‌ অব্‌ দি ওয়ার্লড" নেওয়া হয়। বাদল সমান আগ্রহের সঙ্গে উভয় কাগজ আগ্‌লে বস্‌ল। কোনোখানা হাতছাড়া করতে চায় না।

মার্সেলের সঙ্গে খেলা ও পড়া সুধীর নিত্যকর্ম্ম হয়ে গেছে। মার্সেল এসে নীরবে তার এক পাশে দাঁড়াল। সুধী বল্‌ল, "আয়! তোর ছবির বই কোথায়?"

মার্সেল তার শতচ্ছিন্ন ছবির বই ও ছবিওয়ালা ছোটদের কাগজগুলি হাতে করে এনেছিল। ঐ কয়টিই তার সম্বল। প্রথম প্রথম সুধী অনুযোগ করে বল্‌ত, "মার্সেলকে নতুন বই কাগজ দাও না কেন?" সুজেৎ উত্তর দিত, "দু'দিনেই ছিঁড়ে ফেলে। দস্যি মেয়ে।" ক্রমশ সুধী বুঝতে পারল এদের অবস্থা ভালো নয় এবং মার্সেল অতি শান্ত মেয়ে, এত শান্ত ও এত গম্ভীর যে তার বয়সের মেয়ের পক্ষে ওটা অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয়। তারপর একটু একটু করে সুধী জান্‌ল, মার্সেল সুজেতের আপন বোন নয়। এমন কি দূর সম্পর্কের কেউ নয়।

মার্সেলরা ফরাসী, সুজেৎরা বেল্‌জিয়ান। যুদ্ধের সময় সুজেতের মা-বাবা তাকে নিয়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসে, তখন থেকেই ইংলণ্ডে তারা আছে। সুজেৎরা উচ্চতর শ্রমিক শ্রেণীর লোক, যুদ্ধের পরে যখন নামমাত্র মূল্যে বাড়ী পাওয়া যায় তখন এই বাড়ীখানা কেনে। বাপ মিস্ত্রী, মা ঘর সংসার বোঝে। সুজেৎ সবে স্কুলের পড়া শেষ করে কোন একটা দোকানে কাজ পেয়েছে। পেয়ীং গেস্ট না নিলে তাদের চলে না, ট্যাক্স যে অনেক।

কয়েক বছর আগে তাদের পরিচিত একটি ফরাসী কুমারী লণ্ডনের কোন এক সাধারণ সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে নবজাত কন্যাটিকে তাদের জিম্মা দেয় এবং মাসে মাসে কন্যাটির জন্যে নিজের রোজগারের অংশ পাঠাতে থাকে। কন্যাটির পিতাও খবর পেয়ে কন্যাটিকে দেখে যায় ও মাসে মাসে নিজের রোজগারের অংশ পাঠায়। অবশ্য মা-বাবা যা পাঠায় তা সামান্যই এবং মাঝে মাঝে বেকার হয়ে পড়লে সেটুকুও পাঠাতে অক্ষম হয়।

মার্সেল জানে না ওরা তার কে। সে জানে মাদাম্‌ তার মা, মসিয়ে তার বাবা, সুজেৎ তার দিদি। এরা তাকে যথার্থ ভালোবাসে

কিন্তু তার প্রয়োজনমতো ছবির বই ও খেলার পুতুল কিনে দেওয়া এদের অবস্থায় কুলয় না। বুড়ীর বয়স বাড়্ছে, বুড়োর চাকরী কোন্ দিন যায়, সুজেতের বিয়ের যৌতুক সঞ্চয় কর্‌তে হয়।

সুধী বলে, "মার্সেলকে আমার হাতে দিন। আমি তাকে নিজের খরচে মানুষ কর্‌ব। তার বিয়ের যৌতুক আমি দেব।"

মাদাম বলে, "তা হলে ওর বাবাটি মারা যাবে। বুড়োমানুষ— মার্সেলকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না বলে রোজ সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে।"

সুজেৎ বলে, "মার্সেল, এঁর সঙ্গে এঁর দেশে যাবি?"

মার্সেল যেমন নিঃশব্দ তেমনি নিস্পন্দ। পাথরের মত অচঞ্চল। পাথরে গড়া মূর্ত্তির মতো ওজনে ভারি। মেয়েটি অতি প্রিয়দর্শন। তাকে না ভালোবেসে থাকা যায় না। তার প্রতি করুণা তো হয়ই।

সুধী তাকে আরও টেনে নিয়ে বলে, "তোর জন্যে নতুন বই কিনে আন্‌ব রোজই ভেবে যাই, রোজই মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে দেখি দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইবার তোর নতুন দাদা কিনে আন্‌বেন।"

তারপর সুধী ও মার্সেল একই বই সুর করে পড়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে।

"Jack and Jill
Went up a hill"

তারা কেমন করে পাহাড়ে উঠ্‌ল, পাহাড় কত উঁচু—এসব মার্সেল্ হাতেকলমে শিখতে ভালোবাসে। সুধী যেমন করে যা করে সেও তেমনি করে তাই করে।

টাইম্‌পিস্ ঘড়ির আড়ালে মুখ রেখে সুধী বলে,

"Dickory dickory dock
It is bath-time, says the clock."

মার্সেল ভাবে সত্যিই যেন ঘড়িটা তার সঙ্গে কথা কইছে। সেও বলে "ডিকরি ডিকরি ডক্..." কিন্তু বাকীটা বল্তে না পেরে থেমে যায়। তারপর সুজেৎ এসে তাকে পাকড়াও করে। এবার সত্যি সত্যি স্নান করতে হবে—It is bath-time, says the clock! মার্সেলের মুখ শুকিয়ে যায়। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। মার্সেল যে খুব লক্ষ্মী মেয়ে নয় সেটা তার স্নানের সময় ধরা পড়ে।

২

বেল্ বাজ্ছে শুনে সুধী দরজা খুলে দিতে উঠে গেল। রান্নাঘর থেকে মাদামও ছুটে এসেছে।

দে সরকার টুপি উঠিয়ে অভিবাদন করল।

"কোন্ মুল্লুকে বাড়ী করেছেন মশাই। দেড় ঘণ্টা ধরে খুঁজ্ছি। গাইড্ বুকে খুঁজে পাইনে, যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে এদিক দিয়ে ওদিকে যাও, তারপর তিনটে রাস্তা ছাড়িয়ে ডাইনে যাও, তারপরে চারটে ল্যাম্প পোস্ট পেরিয়ে বাঁয়ে তাকাও—ওঃ! মাফ করবেন। আপনাকে দেখ্তে পাইনি।"

"তাতে কী? আপনি কি মসিয়ে দ্য সারকার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি মাদাম—?"

দে সরকারকে দেখে বাদল বই ফেলে উঠ্ল। করমর্দ্দনের পর দে সরকার বলল, "তারপর কী খবর! বাড়ী পছন্দ হয়েছে?"

বাদল বলল, "বেশ। তবে ইংলণ্ডে এসে কন্টিনেন্টালদের সঙ্গে থাকৃতে উৎসাহ বোধ করছিনে।"

"তা যদি বলেন, নেটিব পরিবারে বড্ড খরচ, মিস্টার সেন।"

কিন্তু তার প্রয়োজনমতো ছবির বই ও খেলার পুতুল কিনে দেওয়া এদের অবস্থায় কুলয় না। বুড়ীর বয়স বাড়ছে, বুড়োর চাকরী কোন্ দিন যায়, স্নজেতের বিয়ের যৌতুক সঞ্চয় করতে হয়।

স্নধী বলে, "মার্সেলকে আমার হাতে দিন। আমি তাকে নিজের খরচে মানুষ করব। তার বিয়ের যৌতুক আমি দেব।"

মাদাম বলে, "তা হলে ওর বাবাটি মারা যাবে। বুড়োমানুষ—মার্সেলকে ছেড়ে থাকতে পারে না বলে রোজ সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরে।"

স্নজেৎ বলে, "মার্সেল, এঁর সঙ্গে এঁর দেশে যাবি ?"

মার্সেল যেমন নিঃশব্দ তেমনি নিস্পন্দ। পাথরের মত অচঞ্চল। পাথরে গড়া মূর্ত্তির মতো ওজনে ভারি। মেয়েটি অতি প্রিয়দর্শন। তাকে না ভালোবেসে থাকা যায় না। তার প্রতি করুণা তো হয়ই।

স্নধী তাকে আরও টেনে নিয়ে বলে, "তোর জন্যে নতুন বই কিনে আনব রোজই ভেবে যাই, রোজই মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে দেখি দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইবার তোর নতুন দাদা কিনে আনবেন।"

তারপর স্নধী ও মার্সেল একই বই স্নর করে পড়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে।

"Jack and Jill
Went up a hill"

তারা কেমন করে পাহাড়ে উঠল, পাহাড় কত উঁচু—এসব মার্সেল্ হাতেকলমে শিখতে ভালোবাসে। স্নধী যেমন করে যা করে সেও তেমনি করে তাই করে।

টাইম্‌পিস্ ঘড়ির আড়ালে মুখ রেখে স্নধী বলে,

"Dickory dickory dock
It is bath-time, says the clock."

মার্সেল ভাবে সত্যিই যেন ঘড়িটা তার সঙ্গে কথা কইছে। সেও বলে "ডিকরি ডিকরি ডক্‌..." কিন্তু বাকীটা বল্‌তে না পেরে থেমে যায়। তারপর স্নুজেৎ এসে তাকে পাকড়াও করে। এবার সত্যি সত্যি স্নান করতে হবে—It is bath-time, says the clock! মার্সেলের মুখ শুকিয়ে যায়। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলে। মার্সেল যে খুব লক্ষ্মী মেয়ে নয় সেটা তার স্নানের সময় ধরা পড়ে।

২

বেল্‌ বাজ্‌ছে শুনে স্নুবী দরজা খুলে দিতে উঠে গেল। রান্নাঘর থেকে মাদামও ছুটে এসেছে।

দে সরকার টুপি উঠিয়ে অভিবাদন কর্‌ল।

"কোন্‌ মুল্লুকে বাড়ী করেছেন মশাই। দেড় ঘণ্টা ধরে খুঁজ্‌ছি। গাইড্‌ বুকে খুঁজে পাইনে, যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে এদিক দিয়ে ওদিকে যাও, তারপর তিনটে রাস্তা ছাড়িয়ে ডাইনে যাও, তারপরে চারটে ল্যাম্প পোস্ট পেরিয়ে বাঁয়ে তাকাও—ওঃ। মাফ কর্‌বেন। আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি।"

"তাতে কী? আপনি কি মসিয়ে দ্য সারকার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি মাদাম—?"

দে সরকারকে দেখে বাদল বই ফেলে উঠ্‌ল। করমর্দ্দনের পর দে সরকার বলল, "তারপর কী খবর। বাড়ী পছন্দ হয়েছে?"

বাদল বলল, "বেশ। তবে ইংলণ্ডে এসে কণ্টিনেণ্টালদের সঙ্গে থাকতে উৎসাহ বোধ কর্‌ছিনে।"

"তা যদি বলেন, নেটিব পরিবারে বড্ড খরচ, মিস্টার সেন।"

নেটিব কথাটার তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে না পেরে বাদল বলল, "বিজ্ঞাপন দিলে ভালো ইংরেজ পরিবারের জায়গা পাইনে ?"

"কেমন করে পাবেন ? যাদের পয়সা আছে তারা পেয়ীং গেস্ট্ নেবে কেন ? ওতে তাদের privacy নষ্ট হয়। পরের মন জোগানোর হাঙ্গামও আছে।"

"ধরুন যদি কোনো পরিবারে বন্ধুতা হয়ে যায় ?"

"হলেও সুবিধে নেই। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ফ্ল্যাটে কিম্বা আধখানা বাড়ীতে বাস করেন। সাময়িক অতিথির জন্যে অতিরিক্ত ঘর রাখ্‌তে এত খরচ যে কদাচিৎ কেউ রাখেন।"

বাদল ভেবেছিল রোমান্টিক ভাবে কত পরিবারে প্রবেশ পাবে, কত ঘরে ঘরের একজন হবে। তার কল্পনায় ঘা লাগ্‌ল। সে বলল, "তবু এমনো হতে পরে যে আমারি জন্যে তাঁরা ফ্ল্যাট বদ্‌লাবেন। ছোট ফ্ল্যাট থেকে বড ফ্ল্যাটে যাবেন।"

দে সরকার খুব একচোট হেসে নিল। বলল, "আপনি মশাই বিদেশে এসেছেন না শ্বশুরবাড়ী এসেছেন ? ভুল ভাঙ্‌তে বেশী দেরি হবে না কিন্তু।"

সুধী মৃদু মৃদু হাস্‌ছিল। বাদলের জন্যে তার দুঃখ হচ্ছিল। কল্পনায় ও বাস্তবে অনেক গরমিল।

সুজেৎ এসে সলজ্জভাবে দাঁড়াল। বল্‌তে চায় খাবার দেওয়া হয়েছে। সুধী বুঝ্‌তে পার্‌ল। বলল, "আসুন খেতে যাই। মিস্টার দে সরকার, ম্যাদমোয়াজেল সুজেৎ।"

খেতে বসে দে সরকার বাদলের কানে কানে বলল, "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। এইখানেই থেকে যাও না, সেন ?"

বাদল বলল, "কোথাও তিনমাসের বেশী থাকব না, ভাই দে সরকার। লণ্ডনের সব ক'টা পাড়া দেখ্‌তে চাই।"

"তা হলে সব রকম লোকের সঙ্গে থাকতে প্রস্তুত হও। সব পাড়াতেই ভদ্র নেটিব শ্বশুরবাড়ী অতি বড় ভাগ্যবানও আশা করতে পারে না। এমন কি নেটিব্‌রাও আশা করে না।" এই বলে দে সরকার অতি কষ্টে হাসি চাপ্‌ল। ইংরেজদের দেশে তার দু'বছর কেটেছে। সে ভারতবর্ষে বসে বসে বিলাতী নভেল পড়েনি।

আহার শেষ হলে লাউঞ্জে বসে দে সরকার কফি ও সিগ্‌রেট প্রচুর ধ্বংস করল। লোকটি আলাপ জমাতে অসাধারণ পটু। মসিয়ে এবং মাদাম তাকে ছাড়্‌তেই চায় না। তার কাছে যত রাজ্যের খোস গল্প শুনে মুগ্ধ। চালও তার রাজারাজড়ার মতো। তাকে সিগ্‌রেট দিতে আসবার আগেই সে তার হাতীর দাঁতের সিগ্‌রেট কেস্‌ খুলে মসিয়েকে সিগ্‌রেট দিতে উঠে গেছে। মাদাম সিগ্‌রেট খায় না বলে মাদামের সঙ্গে করেছে মধুর রসিকতা। সুজেৎ তাকে gallantryর সুযোগ না দিয়ে রান্নাঘরে বাসন ধুচ্ছে বলে তার যে আক্ষেপ! এমন কি ছোট্ট মার্সেলকেও সে উপেক্ষা করেনি। পকেট থেকে এক গাদা টফি বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়েছে।

পরণে তার ছাইরঙের সুট্‌, নিখুঁৎ কাট। তার লম্বা গড়ন ও সুন্দর গায়ের রং-এর সঙ্গে এত ভালো মানায় যে একমাত্র ঐ পোষাকই যেন তার জন্মগত গাত্রাবরণ। ময়ূরের যেমন পেখম কিম্বা মেষের যেমন পশম, চার্লি চ্যাপ্‌লিনের যেমন গোঁফ এবং প্যাণ্টলুন, হ্যারল্ড লয়েডের যেমন চশমা, দে সরকারের তেমনি ছাই রং-এর সুট্‌।

কফির পেয়ালায় সিগ্‌রেটের ছাই ফেল্‌তে ফেল্‌তে দে সরকার বল্‌ছিল, "হ্যাঁ, কী বল্‌ছিলুম মসিয়ে। আমি যখন Marble Archএর কাছে সার্ভিস ফ্ল্যাট নিয়ে একা থাকতুম তখন একদিন এক বেলজিয়ান যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। দেশে ফের্‌বার সময় সে

আমাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতেই যা বাকী রেখেছিল। এতদূর বন্ধুতা! নিমন্ত্রণপত্র যে কতবার লিখেছে, এই সে দিনও একখানা পেয়েছি। যাই বলুন, বেলজিয়ানদের মতো মিশুক জাত আমি আজো দেখ্‌লুম না।"

এই বলে দে সরকার উপরের দিকে মুখ তুলে একরাশ ধোঁয়া ছাড়্‌ল। অতঃপর অবশ্য মাদাম চা-এ থাক্‌তে আব্দার ধর্‌ল এবং মসিয়ে চলল আর এক বাক্স সিগ্রেট আন্‌তে। দে সরকার কিন্তু কিছুতেই থাক্‌তে পারে না, অন্যত্র তার চায়ের নিমন্ত্রণ আছে। আগামী সপ্তাহে আস্‌তে পার্‌বে কি? না, মনে করে দেখে আগামী সপ্তাহটার সবটাই তার আগে থেকে বিলিব্যবস্থা করা। আচ্ছা, সে টেলিফোন করে জানাবে দু'একদিন পরে—অকস্মাৎ যদি এনগেজমেণ্ট পিছিয়ে যায়।

সুধী ও বাদলকে নিয়ে দে সরকার রাস্তায় নেমে পড়্‌ল।

৩

দে সরকার লণ্ডনের ঘুঘু। কোথায় পাঁচ গিনি দামে চলনসই সুট পাওয়া যায় এবং কোথায় সাতগিনি দামে, কোন্ দোকানে ওভারকোট কিন্‌তে হয় এবং কোন্ দোকানে ড্রেসিং গাউন—লণ্ডনের চাঁদনি ও চৌরঙ্গী দুই তার নখদর্পণে। বাদলকে একদিন টিউব্‌-এ চড়িয়ে, বাস্‌-এ বসিয়ে, পায়ে হাঁটিয়ে ক্যালিডোনিয়ান রোডের ওধারে কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল হাটে নিয়ে গেল। সেখানে সস্তার চূড়ান্ত। কুৎসিৎ পোষাক পরা কুৎসিৎ চেহারার যৌবনে স্থবির কতকগুলো স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিনিসের নাম ও দাম হাঁকছে। বাদল ত্রাহি ত্রাহি কর্‌ছে দেখে দে সরকার বলল, "এই বুঝি

তোমার লণ্ডন দেখার সংকল্প! এস এস, ক' নম্বরের মোজা চাই, এঁকে বল!"

এক সপ্তাহের মধ্যে দে সরকারের তৎপরতায় বাদল শীতের জন্যে যা কিছু দরকার সবই কিনে ফেলল। তার নতুন স্যুট্, নতুন জুতো, নতুন হ্যাট্। দে সরকার পই পই করে বলে দিয়েছে কোন্ টাইয়ের সঙ্গে কোন্ মোজা ও কোন্ রুমাল মানায়। ওভার কোট কিনে দিয়েছে স্যুটের সঙ্গে ও হ্যাটের সঙ্গে মিলিয়ে। পকেটে এক সেট আয়না-চিরুণী সব সময় রাখ্‌তে শিখিয়েছে। দে সরকার না থাক্‌লে বাদল কেমন করে জেণ্টলম্যান হত? সুধীদা এ বিষয়ে অকর্ম্মণ্য। বড জোর জানে কোথায় নিরামিষ রেস্তোরাঁ ও Mudie-র লাইব্রেরী। তার পোষাক বল্‌তে দেশে তৈরী মোটা খদ্দরের গলা-বন্ধ কোট ও প্যাণ্টলুন, মোটা খদ্দরের টুপি। ফরমাস দিয়ে একটা দেশী পশমের গলা-বন্ধ ওভারকোট করিয়ে এনেছে। টাই মাফলার ইত্যাদির বালাই নেই তার সুধীদা লণ্ডনের ফ্যাশনের ধার ধারে না। সুধীদা পুরাদস্তুর বিদেশী। বাদল সুধীদার সঙ্গে ঘর করুল বটে, কিন্তু দে সরকারের সঙ্গে বাইরে ঘুরুল।

দে সরকার বলে, "চাল দেওয়া জিনিসটাকে নেটিবরা একটা আর্ট করে তুলেছে, সেন। পোরো পাঁচ গিনির স্যুট, কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করুলে অম্লানবদনে বোলো আট গিনির। থেকো সপ্তাহে দু'গিনি খরচ করে, কিন্তু চাল থেকে যেন সকলে ঠাওরায় সাউথ কেনসিংটন কিম্বা সেণ্ট জন্‌স্ উডের বাসিন্দে। না, না, মিথ্যা কথা বল্‌তে বল্‌ছিনে। কিন্তু Snobকে যে সমাজ উঁচু আসন দিয়েছে সে সমাজে একটু আধটু অত্যুক্তি করলে বিবেকে বাধে না।"

বাদল বলে, "তুমিও খুব অত্যুক্তি করো বুঝি?"

"সকলের কাছে নয়। আমি এ বিষয়ে একান্ত সায়েন্টিফিক্। যে রকম লোকের কাছে যে রকম advertise করলে ম্যাকসিমাম ফল পাওয়া যায় সে রকম লোকের কাছে সে রকম চাল দিই। বেঁচে থাক্‌লে একদিন লর্ড নর্থক্লিফ কিংবা গর্ডন সেল্‌ফ্‌রিজ হব।"

দে সরকার আরো বলে, "আর ছাখ, কাউকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ কোরো না। যখন কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে তখন তাকে চা খাওয়াতে চাও তো Tea Room-এ নিয়ে যেয়ো, লাঞ্চ খাওয়াতে চাও তো রেস্তোরাঁতে দেখা কর্‌তে বোলো। কিন্তু বাড়ীতে ডেকে দারিদ্র্য দেখিয়ো না।"

দে সরকার এও বলে, "কেম্‌ব্রিজে তো এ বছর জায়গা পেলে না। এ বছরটা অপেক্ষা কর্‌বে, না এখানকার কোনো কলেজে ভর্ত্তি হবে? আমি বলি ব্যবসা শেখ।"

বাদল বলে, "ব্যবসা আমার মাথায় ঢোকে না, ভাই দে সরকার, যদিও খুব কৌতূহল জাগায়। এক একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর কেমন করে চালায় জান্‌তে এত ইচ্ছা করে। সেদিন যখন সেল্‌ফ্‌রিজের দোকানে নিয়ে গেলে আমি ভাব্‌ছিলুম আমাদের পাটনা সেক্রেটারিয়াট তার তুলনায় কী! এককালে আমার খেয়াল ছিল লর্ড সিংহের শূন্য সিংহাসনটা পূর্ণ কর্‌ব। এখন মনে হচ্ছে কী ক্ষুদ্র অভিলাষ!"

"লাটগিরিও চোখে লাগে না, সেলফ্‌রিজগিরিও ধাতে সয় না, অথচ সেনগিরি যে কী তাও আমাদের বলনি।"

"আমি নিজেই জানিনে ভাই। আমার মনে হয় আমি যেন একটা নেবুলা। হতে হতে কী যে হয়ে উঠ্‌ব আমাকে ভাব্‌তে সময় দাও।"

বাস্তবিক বাদল ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছিল না। লণ্ডনের বি-এ

ডিগ্রীর জন্যে আবার সেই সমস্ত পুরোনো বইয়ের পাতা উল্টোতে ও পরীক্ষা দিয়ে মরুতে তার বিশ্রী লাগছিল। পি-এইচ-ডি'র থীসিস্ লেখার অনুমতি পাবে কিনা সন্দেহ। পেলেও মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে গ্রন্থকীট হয়ে নতুন দেশের দৃশ্যরাশিকে উপেক্ষা করা তার বিবেচনায় অপরাধ। অথচ সুধীদা দিনের পর দিন তাই করে যাচ্ছে। সুধীদা যদি ডিগ্রীর জন্যে পড়ত তা হলে বাদলও পড়বার উৎসাহ পেত, কিন্তু সুধীদা বিদেশী ডিগ্রীর মর্য্যাদা মানে না। সে যদি চাক্‌রী করে তো দেশী ডিগ্রীর জোরেই করুবে। তার অভাব অল্প; আয় অধিক না হলেও চলে।

বাদল বলে, "আমার মন চায় মনে প্রাণে ইংরেজ হতে, ইংরেজের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ করতে, ইংরেজ যে যে সমস্যার সমাধান খুঁজছে সেই সেই সমস্যার সমাধান খুঁজ্‌তে। কলেজে পড়ে আমি কতটুকু ইংরেজ হতে পারি বল? ইংলণ্ডের সব অঞ্চল দেখ্‌ব, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিশব, সব প্রচেষ্টাতে যুক্ত থাক্‌ব এই আমার মনস্কামনা।"

সে সবকার এমন পাগল দেখেনি। বিলাতে এত ছেলে আসে, কেউ ব্যারিস্টার কেউ আই-সি-এস্ কেউ চার্টার্ড য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট কেউ এঞ্জিনীয়ার হয়ে ফেরে। সকলেরই একটা না একটা লক্ষ্য আছে। এমন কি যারা ফুর্ত্তি করুতে আসে তাদেরও একটা উপলক্ষ্য থাকে, তারা পড়ুক না পড়ুক পড়ার ফীটা দেয় এবং পরীক্ষায় অলিখিত খাতা দাখিল করে। অবশ্য বাড়ীর লোক জানে ছেলের হঠাৎ অসুখ করেছে কিম্বা ইংরেজ পরীক্ষক ইণ্ডিয়ান ছাত্রকে পাস হতে দিচ্ছে না কিম্বা ফল আরো ভালো হবে বলে ছেলে এ বছরটা হাতে রেখেছে। এই সব নিষ্কর্ম্মা ধনী সন্তানদের সকলেই রেপাব্লিকান ন্যাশনালিস্ট,

কেউ কেউ দুর্দ্ধর্ষ কমিউনিস্ট ! সকলেই নিখুঁত ইংরেজী বল্‌তে চেষ্টা করে, নিখুঁত ইংরেজী পোষাক পরে, ইংরেজ বন্ধু পেলে ধন্য হযে যায়। কিন্তু কেউ কি এই পাগলাটার মতো মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চায় ?

দে সরকার বলে, "আমি স্বদেশী নই, আমি সব-দেশী। ভারতবর্ষই আমার দেশ নয়, ভারতবর্ষও আমার দেশ। ও দেশের মধ্যে তুমি এমন কী দেখ্‌লে যার দরুণ ওকে একেবারে অস্বীকার কর্‌লে ?"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলে, "দশটা পথের থেকে একটা পথ বেছে নিলে অন্য নযটা আপনিই উপেক্ষিত হয়। পথিকের মনে উপেক্ষা ভাব কেন জন্মাল সে প্রশ্ন কেউ করে না। প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে পথিক তার লক্ষ্যের প্রতি যে পথ অনুকূল সেই পথ বেছে নিযেছে কিনা।"

দে সরকার তর্কে পরাস্ত হযে বলল, "জানি, মশাই, জানি ! বাড়ী থেকে যতদিন টাকা আস্‌তে থাক্‌বে ততদিন ওদের যেমন কমিউনিজ্‌ম তোমার তেমনি anglicism। বাপের ব্যাঙ্ক ফেল কর্‌লে কিম্বা হঠাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি হলে বড় বড় মিঞারা দেশে ফিরে মাথা মুড়িযে কালো মেয়ে বিয়ে করে নগদ কয়েক হাজার টাকার মূলধন হস্তগত করে যা করে থাকেন তুমিও তাই করবে। লম্বা চওড়া কথা কেন আওড়াও, যাদু ? চোস্ত ইংরেজী বল্‌তে চাও, শেখ। Correct পোষাক পর্‌তে চাও, পর। রোস্ট বীফ খেতে চাও, খাও। কিন্তু 'মনে প্রাণে ইংরেজ হতে চাই' (দে সরকার বাদলের স্বরের নকল কর্‌ল)— অতখানি মৌলিকতা আমি বরদাস্ত করতে পার্‌ব না, কারণ পৃথিবীতে কেউ কোনোদিন অতখানি মৌলিক হয়নি।"

বাদলের মুখকান লাল হয়ে গেল। সে তোৎলাতে তোৎলাতে অনেক কষ্টে যা বলল তার মর্ম্ম—পৃথিবীতে সে এর আগে জন্মায়নি ; কাজেই সে অভূতপূর্ব্ব। ভূতপূর্ব্বদের সঙ্গে তার মেলে না। দে সরকার

যেন নিজের সংকীর্ণ মাপকাটি দিয়ে তাকে মাপ কর্‌বার ধৃষ্টতা ত্যাগ করে। ছাতা চেনা জুতো চেনার মতো মানুষ চেনা অত সোজা নয়, ক্যালিডোনিয়ান মার্কেট পর্য্যন্ত যার দৌড় সে যেন সেইখানেই দাঁড়ি টানে।

এরপর দে সরকার দে চম্পট। বাদলের সঙ্গে আর তার দেখা হয় না। বাদলও লায়েক হয়ে গেছে! এক্‌লা লণ্ডনের এক মাথা থেকে আর এক মাথা অবধি যেতে পারে। পথ হারালে নিকটস্থ আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলস্টেশন কোথায় তার খোঁজ করে। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে বারকয়েক ট্রেন বদল করে হেণ্ডনে উপস্থিত হয়। ভারি ফুর্ত্তি! পথ ভোলাই তো পথ চেনা। বাদল অতি সহজে এই তত্ত্বটা আবিষ্কার করে ফেলে।

৪

বাদল পৌঁছে অবধি বাড়ীতে কিম্বা শ্বশুরবাড়ীতে চিঠি লেখেনি, কেবল দুটো cable করেছিল। সে যে কোনোদিন ভারতবর্ষে ছিল এ ধারণাকে তার ইংলণ্ডগত মন একদণ্ড স্বীকার কর্‌ছিল না। বর্ত্তমানকে ভোগ কর্‌তে হলে অতীতকে ভুলে থাকা দরকার। অতীতের স্মৃতির একটি কণাও যদি বর্ত্তমানের চেতনায় লেগে থাকে তবে সেটুকু উচ্ছিষ্ট সমস্তটা ভোজ্যকে অপবিত্র করে দিতে পারে।

জাগ্রত অবস্থায় না হয় ভারতবর্ষকে ভুলে থাকা যায়, কিন্তু স্বপ্নে তো মনে হয় ভারতবর্ষেই আছি—সেই কতকাল পূর্ব্বের দিদিকে দেখ্‌ছি, তিনি হঠাৎ উজ্জয়িনী হয়ে কলিকাতার বাড়ির ছাদে বড়ি দিচ্ছেন।

এরূপ স্বপ্ন বাদলকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এত কষ্ট করে এত সহস্র ক্রোশ দূরে এলুম, তবু এদেশের স্বপ্ন না দেখে সেই কোন্ পূর্ব্বজন্মের

দেখ্‌ছি। বাদল স্থির করল দিনের বেলা কোনো ভারতীয়ের সংস্রবে আস্‌বে না, কোনো ভারতীয় বই বা চিঠি পড়্‌বে না, বাসা বদ্‌লিয়ে সুধীদাকে এড়াবে এবং প্রতি সপ্তাহে দেশের চিঠি এলে সুধীদাকে দিয়ে পড়াবে ও উত্তর লেখাবে।

শনিবার রাত্রে দেশের ডাক এলে অন্যান্য বার সে পড়ে তুলে রাখ্‌ত, উত্তর দেবে দেবে করে দেবার সময় পেত না। সেবার যখন ডাক এল বাদল সুধীকে বলল, "সুধীদা, কাল তো রবিবার। আমার চিঠিগুলো পড়ে জবাব লিখে দিতে পারো ?"

"সে কী রে। আমার জবাব ওঁরা চাইবেন কেন ? উজ্জয়িনীরা তো আমার নামও শোনেননি বোধ করি।"

"শুনেছেন হে শুনেছেন। পোর্ট সৈয়দ থেকে তুমি কী একটা বিয়ের উপহার পাঠিয়েছিলে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, কে এ কথা না জানে।"

"তা বলে আমি তোর প্রাইভেট চিঠির জবাব দেব ? ছি। ছি।"

"প্রাইভেট চিঠি কাকে বলছ ? মিস গুপ্তর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তোমারও ধর্‌তে গেলে তাই। Mere acquaintance। সাত দিনে সাত ঘণ্টাও আলাপ হয় নি।"

সুধী সস্নেহভাবে বলল, "পাগলা।"

কিন্তু সত্যি সত্যিই বাদল চিঠি খুল্‌ল না, তুলে রাখ্‌ল না, সুধীর ঘরে ফেলে রেখে ভুলে গেল। বৃহস্পতিবার ভারতবর্ষের ডাক যাবার সময় অতিক্রান্ত হলেও যখন জবাব দিল না তখন সুধী ভীত হয়ে বলল, "বাদল, কাকামশাই অত্যন্ত ভাব্‌বেন। কাজটা ভালো করিসনি।"

"চিঠির জবাবের কথা বল্‌ছ ? তুমি দাওনি ? বা রে। এই নিয়ে চার সপ্তাহের চিঠি জম্‌ল।"

"চা-র স-প্তা-হে-র ! করেছিস্ কী ? আমার আজকাল দেখাশোনা করবার সময় হয় না বলে তুই অমানুষ হয়ে গেছিস্ ? কাল সকালেই একটা cable করে দিতে হবে। কাকামশাই বড্ড ভাবেন।"

"ভালো কথা, সুধীদা, তোমার মাদামকে সাত দিনের নোটিস দিলে চল্‌বে, না আরো বেশী দিনের ? আমি Putneyতে উঠে যাচ্ছি।"

সুধী কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি ও হতবাক হয়ে রইল। বলল, "হেণ্ডন থেকে পাট্‌নী লণ্ডনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত তা জানিস্ ?"

"ম্যাপে দেখেছি।"

'তবে তোর সঙ্গে রবিবারেও দেখা হবে না—শুধু যেতে আসতেই চারটি ঘণ্টা লাগে।"

"ওবে নিয়ো আমি কেম্ব্রিজে আছি।"

"হুঁ। এদিকে যে কলেজগুলো খুলে গেল। ভর্তি হবিনে ?"

"নাঃ। ভেবে দেখলুম আইন পড়ব। তার মানে বার ডিনার খাব এবং টো টো করে বেড়াব। Called যদি হই তো English Bar-এই প্র্যাকটিস্ করব। ইণ্ডিয়ায় আমি ফিরছিনে, ভাই সুধীদা।"

সুধীর প্রাণটা কেমন করে উঠল। যেন বাদল চিরকালের মতো পর হয়ে যাচ্ছে। এতদিন তাকে পক্ষীমাতার মতো পক্ষপুটে রেখেছিল, এখন সে বড় হয়েছে, উড়তে চাইছে।

সুধী বলল, "সম্ভব হলে আমিও Putneyতে উঠে যেতুম। কিন্তু মার্সেলকে নিয়ে একটা নতুন শিক্ষাপদ্ধতির এক্সপেরিমেণ্ট করছি। সেও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।"

'সেই বেশ। আমি যে পরিবারে থাকব তাতে একজনের বেশী বাইরের লোক নেবে না। তাদের জায়গা নেই, এর আগে বাইরের লোক নেয়ওনি। কেমন করে তাদের আবিষ্কার করলুম, জানো সুধীদা ?

৫

বাদল চলে গেলে পরে বাদলের বাবাকে চিঠি লেখ্‌বার ভার সুধী বিনা দ্বিধায় নিল। কাকামশাই তারই হাতে বাদলকে সঁপে দিয়েছেন। তার চিঠির উপর তাঁর যতটা আস্থা বাদলের চিঠির উপর ততটা নেই। তিনি ভালো করেই জান্‌তেন যে বাদল সাংসারিক বিষয়ে অমনোযোগী ও অজ্ঞ। দরকারী টেলিগ্রামকেও সে ছেঁড়া কাগজের ঝুলিতে ফেলে দিয়ে থাকে, রেজিস্ট্রী করে রসিদ নিতে ভুলে যায়, বাজার কর্‌তে পাঠালে দোকানদার যে দর হাঁকে সেই দর দিয়ে আসে—ওসব কথা দূরে যাক্‌, স্টেশনে গিয়ে টিকিট কিন্‌তে জানে না। কোনোবার বাদল যদি বা ট্রেনে ওঠে তার জিনিস ওঠে না। কোনোবার তার জিনিসপত্র যদি বা ট্রেনে ওঠে সে নিজে ওঠে না। প্রায়ই তার চশমা খুঁজে পাওয়া যায় না। বলে, "সুধীদা, তুমি দেখেছ?" সুধী তার কান দুটো মলে কান থেকে চশমাটা টেনে বের করে। তখন বাদল বলে, "How funny! চশমাটা সারাক্ষণ চোখেই ছিল, তা নইলে সেটাকে খুঁজে বেড়াবার মতো দৃষ্টিশক্তি যে থাকৃত না।"

এই অসহায় ছেলে বিরাট লণ্ডন শহরে অপরিচিতদের সহিত একাকী বাস কর্‌বে। সে সুধীকে যতক্ষণ সঙ্গে নিয়ে ঘুরত ততক্ষণ মোটর চাপা পড়্‌বার সম্ভাবনা ছিল না। এখন নিষ্কর্ম্মার মতো টো-টো করে বেড়াবে—আইন পড়া তো তিন মাসে ছয়দিন ডিনার খেয়ে আসা?

সৌভাগ্যক্রমে সুধী ও বাদল উভয়েরই বাড়ীতে টেলিফোন ছিল। সুধী প্রত্যহ একবার করে রাত্রে ফোন করে খবর নেয়। "দিনটা কেমন কাটল?"—"বেশ, চমৎকার। আজ গেছলুম Gray's Innএ ভর্ত্তি হতে। কিছুতেই নিতে চায় না। ইণ্ডিয়ান কম নিয়ে থাকে। বললুম,

আপনিও যেমন ব্রিটিশ আমিও তেমনি ব্রিটিশ। এই দেখুন পাসপোর্ট। এই Innএর উপর আমার জন্মগত অধিকার। পাসপোর্ট নাড়াচাড়া করে বলল, আপনার বাবা ম্যাজিস্ট্রেট্? তবে তো আইনের চর্চ্চা আপনার বংশগত। তারপর ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেলুম। চেক লিখে দিয়েছি।"

"দিনটা কেমন কাট্‌ল?"—"খুব ভালো, ধন্যবাদ। মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে সারাদিন গল্প করে কাটিয়েছি। Devon, glorious Devon—সেইখানে তাঁর ও তার স্বামীর জন্ম ও বিবাহ। সে আজ কতকালের কথা। তারপর এঁরা লণ্ডনে এসে স্থায়ী হন। কতরকম অবস্থা বিপর্য্যয়। ওঃ সে অনেক কথা। আজ আমাকে এক্সকিউস্ করো। গুড্ নাইট।"

ইতিমধ্যেই কথায় কথায় 'ধন্যবাদ' ও 'এক্সকিউস্ করো।' এই তার আত্মীয়তম বাদল। সুধী নিজের কানকে বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল। তার নিজের দিক থেকে বাদলের প্রতি স্নেহ কমেনি তো? বাদল যে বড় অভিমানী ভাইটি। একবার সুধী তাকে না দেখিয়ে মাসিকপত্রে লেখা ছাপিয়েছিল বলে বাদল একরকম প্রায়োপবেশন করেছিল বললে চলে।

সুধী একদিন জিজ্ঞাসা কর্‌ল, আমার উপর রাগ করিসনি তো?"—"না, রাগ কর্‌ব কেন? এতদিন তোমার সঙ্গে দেখা করিনি বলে বল্‌ছ? রোসো, আগে মিউজিয়ামে ভর্ত্তি হই, সেইখানেই মাঝে মাঝে দেখা হবে। রবিবারে আস্‌তে চাইছ? অনেকদূর—অনেকগুলো চেঞ্জ। কাজ কি এত কষ্ট করে?"

এর পর সুধী বাদলকে ফোন করা কমিয়ে দিল। কাকামশাইকে চিঠি লেখ্‌বার সময় এলে জিজ্ঞাসা করে, "তোর কিছু বল্‌বার আছে?"—"কিছুই বল্‌বার নেই, ধন্যবাদ।"

উজ্জয়িনীর চিঠি নিয়ে সুধী মুস্কিলে পড়ল। বাদল চলে যাবার পরেও সুধী উজ্জয়িনীর চিঠি খুল্‌তে সংকোচ বোধ কর্‌ল। কিন্তু দেখ্‌তে

দেশে তে যখন কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল তখন সুধী ভাবল উজ্জয়িনীর ধৈর্য্যের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। সুধী দ্বিধার সহিত চিঠিখানা খুল্‌ল।

বেশী নয়, ছোট্ট এক টুকরা কাগজ। তাতে আছে—মিস্টার সেন, বিলেত গিয়ে আমাদের ভুলে গেছেন বোধ করি। কেমন লাগ্‌ছে? কার কার সঙ্গে আলাপ হল? শুনেছি ওখানে একটা ভালো চিড়িয়াখানা আছে। আমি আপনার দেওয়া বইগুলি পড়ে ভালো বুঝ্‌তে পারিনে। অলিভ শ্রাইনারের Lyndalকে আমার বড় হৃদয়হীন মনে হয়। ইব্‌সেন থেকে কী উপদেশ পাওয়া যায়? আমরা ভালো আছি। আজ আসি। ইতি। বিনীতা শ্রীউজ্জয়িনী।

পুনশ্চঃ—ওখানে কি বড শীত? বরফ পড়্‌ছে বুঝি? বেশী বাইরে বেরবেন না। ঠাণ্ডা লাগ্‌লে সময়মতো প্রতিকার না করলে নিমোনিয়ায় দাঁড়াতে পারে। কিছু ফরাসী ডাকটিকিট পাঠাবেন? বাবার আশীর্ব্বাদ জানবেন।

৬

বিবাহ সম্বন্ধে বাদল কিছু বলেনি। সুধীও জিজ্ঞাসা করেনি। সুধী জান্‌ত ব্যাপারটা যদি সুখের হত তবে বাদল আপনা থেকেই বল্‌ত। উজ্জয়িনীর বয়স কত, সে কতদূর পড়েছে, তাকে দেখ্‌তে কেমন—সুধীকে বাদল আভাসটুকুও দেয়নি। মনে মনে তার একটি প্রতিমা গড়বার পক্ষে মালমশলা তার চিঠি। সুধী কল্পনা কর্‌ল উজ্জয়িনী ছোট একটি মেয়ে, বয়স তের চোদ্দ, দেখ্‌তে কিছু গম্ভীর। বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি, সরল, শিষ্ট। সুজেতের মতো মাটীতে মিশিয়ে যাচ্ছে না, সপ্রতিভ। অল্পবয়সীর মতো চিড়িয়ানায় কৌতূহলী অথচ বয়সের অনুপাতে চিন্তাশীল।

কিন্তু কী লিখ্‌বে? উজ্জয়িনীকে চিঠি লেখা Sigrid Undsetকে চিঠি লেখার চেয়ে কঠিন। দু'জনেই অপরিচিতা, কিন্তু একজন খ্যাতিসম্পন্না। খ্যাতিতে দূরত্ব হ্রাস করে।

সুধী লিখ্‌ল—

কল্যাণীয়াসু,

আমি বাদলের জ্যেষ্ঠ—অতএব আপনারও। বাদল নানা কাজে ব্যস্ত। তার চিঠিপত্র আমাকেই পড়্‌তে হয়। আমি তার কেবল অগ্রজ নই, সচিব ও সখা। উপরন্তু সেক্রেটারী। সেই অধিকারে এ পত্র লিখ্‌ছি। এটি আপনার পত্রের উত্তর।

বাদলের শারীরিক কুশল। সে থাকে দক্ষিণ পশ্চিমে, আমি উত্তর পশ্চিমে। সম্প্রতি কিছুকাল দেখা হয়নি, কিন্তু প্রায়ই ফোনযোগে কথাবার্ত্তা হয়। উদ্বেগের কারণ নেই। সে ভালো জায়গাতেই আছে।

চিড়িয়াখানা এখনো দেখ্‌তে যাইনি। আমার বোন মার্সেল টিউবে কিম্বা বাসে চড়্‌লে অসুস্থ হয়ে পড়ে, জানিনে তার কী অসুখ আছে। তাকে না নিয়ে একা গেলে সে মনে কষ্ট পাবে। ভেবেছি একদিন তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে নিয়ে যাব। কিন্তু লণ্ডনে ঘোড়ার গাড়ী বড় একটা দেখ্‌তে পাইনে।

ফরাসী ডাকটিকিট কাছে নেই, আনিয়ে দেব। উপস্থিত বেলজিয়ান ডাকটিকিট পাঠাচ্ছি।

আমার পত্র যদি আপনার পছন্দ হয় তো ভবিষ্যতে যে পত্র লিখ্‌ব তাতে সাহিত্যের কথা থাক্‌বে। আপনার বাবাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে আপনি আমার প্রীতি নমস্কার জান্‌বেন। ইতি—

নিবেদক

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চিঠিখানা ডাকে দিয়ে সুধী ভাব্‌ল কনিষ্ঠাকে আপনি বলাটা ঠিক হল না। কিন্তু প্রথম চিঠিতেই বা 'তুমি' লিখি কী করে? একে তো সে বাদলের চিঠির বদলে আমার চিঠি পেয়ে বিষম অভিমান করবে। বাদ্‌লাটা এমন পাগ্‌লা। নিজের মন নিয়ে ব্যাপৃত, পরেরও যে মন বলে কিছু আছে সে খবর রাখে না। বিয়ে করলে বদ্‌লাবে ভেবেছিলুম। কই, কোনো পরিবর্ত্তন তো দেখ্‌লুম না। যে কে সেই। কিন্তু চিরদিন সে এমন থাক্‌বে না, থাক্‌তে পারে না। ইংলণ্ডের মোহ টুটলে দেশের টান দুর্ব্বার হবেই। তখন তার স্মৃতিকে ও স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করবে দেশরূপিণী একটি নারীমূর্ত্তি। তখন উজ্জয়িনীর আর কোনো ক্ষোভ রইবে না। দীর্ঘ সঞ্চিত অভিমান আনন্দাশ্রুপ্রবাহে ধৌত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সুধী তার নিজের পড়া ও পড়ানোতে মন দিল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে শীতপ্রধান দেশে গেলে গরম পোষাক পরতে হয়, গরম ঘরে থাক্‌তে হয়, যে খাদ্য থেকে প্রচুর তাপ পাওয়া যায় তেমন খাদ্য খেতে হয়। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে দেহের একটা বনিবনা ঘটাতে হয়। সুধী ভাব্‌ল, শুধ্‌ তাই? এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে এলুম। এ দেশের জল-স্থল-অন্তরীক্ষ পশু-পক্ষী-ওষধি-বনসম্পত্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে না? শকুন্তলা আশ্রমতরু ও আশ্রমমৃগদের কাছে বিদায় নিয়েছিল, আমি আগমন সংবাদ জানাব। তোমরা ছিলে, আমি এলুম। তোমরা আমাকে স্বীকার করো, আমি তোমাদেরকে স্বীকার করি।

সুধীর পড়ার ঘরের জানালা খুল্‌লে দৃষ্টিপথে পড়ে বহুদূরবিস্তৃত মাঠ। ওর উপর উজ্জ্বল সবুজ ঘাস। ইংলণ্ডের সকল মাঠের মতো এটিও অসমতল। কিছুদূরে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপত্যকা। একটি সেতু। Asphalt পিহিত রাজপথের দ্বারা যেন মাঠের কোমল গাত্র ছড়ে গেছে।

সুধী মনে মনে বলে, "তোমরা প্রতিদিন একটু একটু করে আমার অঙ্গ হবে, আমি প্রতিদিন একটু একটু করে তোমাদের অঙ্গ হব। আমি যখন ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাব তখন যাব অথচ যাব না। যেখানেই যাই তোমরা আমার সঙ্গে চল্‌বে।

৭

কয়েক দিন থেকে অনবরত টিপ টিপ বৃষ্টি পড়্‌ছে। রবিবার। বের হবার তাড়া নেই, বের হয়ে সুখ নেই। সুধীর ঘরে কয়লার আগুন জল্‌ছিল, সুধী চেয়ারটাকে আর একটু টেনে নিয়ে আগুনের উপর হাত রাখ্‌ল। কনকনে ঠাণ্ডা। হাত জমে গেছে। কলম ধরে লিখ্‌তে বসলে কলম চলে না।

কাল রাত্রে উজ্জয়িনীর আর একখানি চিঠি এসেছে। উজ্জয়িনী উত্তরের জন্যে দেড়মাস অপেক্ষা কর্‌তে প্রস্তুত নয়। উত্তর তো যথাকালে পাবেই, এই ভরসায় সে যখন তার লিখ্‌তে ভালো লাগে তখন লেখ্‌বার অনুমতি চায়। অবশ্য বাদলের কাছে।

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা সুধীকে আকুল করেছিল। তন্ন বিশ্বা যন্ন দীয়তে। সুধী প্রতিদিন যা আহরণ করছে তাকে মনের রসায়নে স্বকীয় করে কারুর কাছে ধরে দেবার তাড়না অনুভব করছিল। আগে ছিল বাদল। বাদলের সঙ্গে মৌখিক আলোচনায় তার চিন্তা তার কাছে স্পষ্ট হত। মুখ কী বলে কান তা শোন্‌বার জন্যে লালায়িত। হাত কী লেখে চোখ তা দেখ্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব। নিজের ভিতরে কেমন মৌচাক বাঁধা হচ্ছে মন সে বিষয়ে কৌতূহলী।

উজ্জয়িনীকে লেখ্‌বার দ্বারা ডায়েরী লেখ্‌বার অপ্রীতিকর দায় এড়ানো যায়। ডায়েরীতে মাত্র একটি মন আপনাকে মন্থন করে অবসন্ন

হয়। চিঠিপত্র দুটি মনের ঘাত-প্রতিঘাত। তোমার ভাবের করাঘাতে আমার ভাবের ঘুম ভাঙবে। আমার ভাবনায় ঢিল লেগে তোমার ভাবনার মৌচাক থেকে মধু ক্ষরবে।

সুধী কিছুক্ষণের জন্যে নীচে নেমে গেল। বলল, "মাদাম, মার্সেলকে সুজেৎ পিআনো বাজাতে শেখাচ্ছে, ভালোই। যেন উপরে উঠতে দেয় না। আমার এখন অন্য কাজ।"

উজ্জয়িনীর চিঠিখানা আর একবার পড়ল। সাদা কাগজের উপর পেন্‌সিল দিয়ে রুল টানা। হাতের লেখাটি ঝরঝরে। অক্ষরগুলি কাঁচা। উত্তরের অপেক্ষা না করে মাঝে মাঝে চিঠি লেখবার সংকল্প জানিয়ে উজ্জয়িনী লিখছে—

লরেন্সের বইগুলো গোড়া থেকেই বেহাত হয়েছে। দিদিরা পড়তে নিয়ে ফেরত দেয়নি। মেজদি নাকি বাবাকে লিখেছে, লরেন্সের বই খুকীর হাতে দেওয়া যায় না। তার বদলে ওকে আমি Fairy Tales কিনে দেব। ইস্। তবু যদি আমার বয়স সতেরো আঠারো না হত। আচ্ছা বলুন দেখি কেন ওরা আমাকে খুকী বলে ক্ষ্যাপায়। কেউ কেউ বলে পাগ্‌লী। আমি বাবাকে বলে দিই। বাবা বলেন, যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস্‌নে কিছু। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় আমি পাগ্‌লী?

এতগুলো নভেল নাটক দেখে বাবার চক্ষু স্থির। বললুম, বাবা, বুঝিয়ে দাও। বাবা বললেন সময়ের অপব্যয় — আয়ুক্ষয়। এবং নাটক-নভেল পড়া — সময়ের অপব্যয়। তখন তিনি স্লেট পেন্‌সিল নিয়ে অঙ্ক কষছিলেন। তাঁর অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য আমাকে ভয় পাইয়ে দিল। ভাবলুম এখনি বলবেন, খুকী, বোস। সেদিন যে বলছিলুম্ একটা সাদা মোরগের সঙ্গে একটা কালো মুরগীর যদি বিয়ে হয় আর তাদের যদি আটটা ছানা হয় তবে ছানাগুলোর রং কী কী হবে, সেই ধাঁধাঁর জবাব দে।

কাজ নেই বাবা মুরগীর ছানার রংএর আঁক কষে। পড়ছিলুম ইবসেনের "A Doll's House." পালিয়ে এসে বাগানে বসে শেষ করা গেল। কিন্তু অর্থ ?—

উজ্জয়িনী আরো কিছু লিখে চিঠিখানার যথাবিধি ইতি করেছিল।

সুধী লিখল—

কল্যাণীয়াসু,

মিউজিয়ামের পাঠাগারে সে দিন বাদলের সঙ্গে দেখা। কখন এসে আমার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললুম, কথা আছে, মিউজিয়ামের বাইরে চল্। তার সঙ্গে একটি ভারতীয় যুবক ছিল। বাদল বলল, এঁর নাম আলী। ইনি খবর এনেছেন এঁর ও আমার বন্ধু মিথিলেশকুমারীর অসুখ। দেখতে যাচ্ছি। তুমি আমাকে টিউব অবধি এগিয়ে দিতে পারো ?

পথে চলতে চলতে বললুম, বাদল, উজ্জয়িনী তোরই চিঠি চান, আমার চিঠি না। তোর কি সত্যিই সময় নেই ? বাদল বলল, সত্যিই সময় নেই। মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে তর্ক করা, বাজার করা, নিমন্ত্রণ রক্ষা করা। মাঝে মাঝে ট্রেনে ও বাসে করে শহরে আসতে কয়েক ঘণ্টা অপব্যয় করা। এর পরে যেটুকু সময় থাকে সেটুকুতে বই কাগজ ঘাঁটা। আমি বললুম, সাতদিনে একখানা চিঠি লেখা। সত্যিই সময় নেই ? বাদল বলল, বা রে। আজ Poppy day; তোমার গায়ে Poppy কই ? একটি মেয়ের বাক্সে ছ'পেনী ফেলে বাদল বলল, এঁর কোটের বাটন্‌হোল্-এ একটি পপি পরিয়ে দিন্। মেয়েটি সেই শ্রেণীর মেয়ে যারা বিদেশী পথিক দেখলে তার ইংরেজীজ্ঞান পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করতে এগিয়ে আসে, বলতে পারেন ক'টা বেজেছে, বাদলের মুখে ইংরেজী শুনে তাকে পরীক্ষার পাস নম্বর দিল। আমার

ঝিঠাকুরী টুপিটি দেখে আমার ইংরেজীজ্ঞান সম্বন্ধে তার সন্দেহ দৃঢ় হল। বলল, এঁর কোটে বাটন্‌হোল্‌ই নেই। এইখানে বলে রাখি আমার ওভারকোট খাস বিলিতী নয়।—আমি বললুম, তবে পপিটি আমি আপনাকেই উপহার দিলুম।

টট্‌নহ্যাম কোর্ট রোড। টিউব স্টেশনে বাদলকে পৌঁছে দিয়ে আমি মিউজিয়মে ফিরলুম। তারপরে আর বাদলের সঙ্গে দেখা হয়নি। কাল আপনার দ্বিতীয় পত্র এল। দেশ ছাড়্‌বার আগে যদি আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আস্‌তুম তবে আপনার পত্রের যেখানে যেখানে পারিবারিক প্রসঙ্গ আছে সেখানে সেখানে চোখ পড়বামাত্র মনের পর্দার উপর ছবি জলে উঠ্‌ত। দেখ্‌তে পেতুম ইনি আপনার মেজ্‌দি, ইনি আপনার মা, ইনি আপনার বাবা।

তবে আপনাকে আমি চিনি। পত্রের বাতায়নপথে দেখছি, কল্পনায় বাকীটুকু বানিয়ে নিয়েছি। প্রতি পত্রে আপনি স্পষ্টতর হচ্ছেন। যেন একটি চেনা মানুষ দূর থেকে নিকটে আসছেন।

ইব্‌সেনের ডল্‌স হাউসের অর্থ কী? আমি যতদূর বুঝি, ঘর ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই ঘর, বাহির ছিল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বাহির। তাঁতী তার বাড়ীতে বসে কাপড় বুনত, তাঁতী বৌর সাহায্য নিত। এখন তাঁতী যায় কারখানার মজুর হয়ে, তাঁতী-বৌ কুটীরে পড়ে থাকে। সমাজ ছিল গৃহের সমবায়। গৃহের দুটি চরণ—গৃহস্থ ও গৃহিণী। এক সময় দেখা গেল যে গৃহস্থ গৃহের ত্রিসীমানায় নেই, গৃহিণী গৃহ আগ্‌লে পড়ে আছে। পুরুষ আফিসে আদালতে পার্লামেণ্ট মিউনিসিপ্যালিটীতে স্ত্রীকে অর্দ্ধাসন দেয় না। এতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত্তভঙ্গ হয়। স্ত্রী দাবী করছে নূতন সামঞ্জস্য, নূতন সহধর্ম্মিতার আদর্শ। নতুবা সে যেন একটি পুতুল। যে ঘরে তাকে রাখা হয়েছে সেটা যেন একটা খেলাঘর। সেখানে পুরুষ

একটু আমোদ করবার জন্যে ক্লান্তি দূর করবার জন্যে সেবা লাভ করবার জন্যে আসে। স্ত্রীকে নিজের ভাবনার ভাগ নিতে দেয় না; স্ত্রীর ভাবনার ভাগ নিতে বললে ক্লাবে বেরিয়ে যায়।

নারীর বিদ্রোহ মূলত এই নিয়ে। নারী সর্ব্বত্র পুরুষের সঙ্গিনী হবে। পুরুষশূন্য গৃহে গৃহিণী হয়ে তার সার্থকতা নেই। আমার বিশ্বাস এই হচ্ছে ইবসেন প্রমুখ মনীষীর মনের কথা।

দরজায় দুটি টুক্ টুক্ করে টোকা মারার শব্দ শুনে সুধীর ধ্যানভঙ্গ হল। সে বলল, "আয়।" কিন্তু মার্সেল দরজা খুলবামাত্র যে ঘরে ঢুকল সে মার্সেলের কুকুর "জ্যাকী।" দুই পায়ে দাঁড়িয়ে জ্যাকী সুধীর কাঁধে দুটি পা রাখল। তার জিব লক্ লক্ করছে, চোখ দুটি একবার সুধীর মুখে একবার টেবিলের উপর রাখা চিঠিতে কী যেন অন্বেষণ করছে। মার্সেল ছুটে এসে তাকে নামাবার ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত হল। বলল, "যা, যা-আ, যা।" বিরক্তিতে তার কান্না পেতে লাগল। কুকুরটা তার বিনা হুকুমে নীচে থেকে তার সঙ্গে উঠে এসেছে, তার বিনা হুকুমে ঘরে ঢুকে মিস্টার চক্রবর্ত্তীর কোল জুড়ে বসেছে। "ওঃ! ওঃ! যায় না কেন? যা, যা—।" রীতিমতো নরে বানরে যুদ্ধ।

নীচে থেকে সুজেৎ দৌড়িয়ে এল। খোলা দরজায় টোকা মারতেই সুধী তার দিকে তাকাল। সুজেৎ তার স্বভাবসিদ্ধ সলজ্জ হাসি হেসে বলল, "মার্সেল আপনাকে খবর দিতে এসেছিল—খাবার দেওয়া হয়েছে।"

সুধী বলল, "ওঃ তাই? আমি ভেবেছিলুম সার্কাস দেখাতে এসেছে। আয় রে মার্সেল।"

জ্যাকী পথ দেখাতে দেখাতে চলল, সুধীরা তার অনুগমন করল।

প্রথম শীত

১

বাদলের সঙ্গে কতকাল গল্প করা হয়নি। এতদিনে তো লণ্ডনের ধারা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে, নূতনত্বের আকর্ষণে ছুটে বেড়াবার তাগিদ তেমন প্রবল নয়, বসে সয়ে দেখলে শুনলে কোনোকিছু পালিয়ে যায় না। সুধী একদিন ফোন করে বলল, "বাদল, সামনের উইকেণ্ডে এ বাড়াতে থাকবি? জায়গা আছে।" বাদল বলল, "মিসেস উইল্‌সের কাছে কথাটা পড়ে দেখি।"

মিসেস্ উইল্‌স্ রাজি হলেন। অতএব বাদলও। শনিবার সন্ধ্যায় মাদামের সদর দরজার বেল্ বাজল। "আমি খুল্‌ব," "আমি খুলব," বল্‌তে বল্‌তে মার্সেল ও সুজেৎ ছুটে এল।

বাদল পুরাতন কুটুম্বের মতো নিঃসংকোচে পাপোষে জুতো ঝাড়ল, স্ট্যাণ্ডে টুপি ওভারকোট লট্‌কাল, লাউঞ্জে প্রবেশ করে একটা গদীওয়ালা চেয়ারে ধুপ করে বসে পড়ে আগুনের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিল। তার সুটকেসটা নিয়ে মার্সেল ও সুজেৎ কাড়াকাড়ি করছে, কেউ কাউকে সিঁড়িতে উঠতে দিচ্ছে না, দুজনেই স্বল্পভাষী বলে শুধু উভয়ের "উঃ" "আঃ" "না" ইত্যাদি অনুযোগ সূচক অব্যয় শব্দ কানে আসছিল।

সুধী সেই ঘরেই বসেছিল। বলল, "ভেবেছিলুম তুই এখানে চা খাবি।"

খাবই তো। খাওয়াও না এক পেয়ালা? অবশ্য শুধু চা, আর কিছু না। কী ভয়ানক ঠাণ্ডা!"

সুধী চায়ের কথা মাদামকে বলে এল।

বাদল বলল, "জ্বালাতন করেছে সারাদিন। তর্ক আমি করতে ভালোবাসি, শুনতেও ভালোবাসি। কিন্তু কেবল বুলি, কেবল ধুয়ো, কেবল কুড়িয়ে পাওয়া ঘষা পয়সার মতো বিশেষত্ববিহীন সর্ব্বজন-ব্যবহৃত বচন।"

সুধী জানত জিজ্ঞাসা না করলেও ব্যাপারটা কী তা বাদল আপনা থেকেই বলবে। বাদল বলল, "কে বলে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা সাকসেসফুল হয়েছে। বি-এ এম্-এ পাস করার নাম শিক্ষিত হওয়া নয়। নেতি নেতি করে ভাবতে শেখা চাই। লোকে যেটাকে সত্য মনে করছে সেটা নাও হতে পারে সত্য।"

সুধী দেখল আসল ঘটনাটা বাদলের মনের তলায় চাপা পড়ে গেছে। অনেকখানি মাটি খুঁড়লে তবে ঘটনাবস্তুটি উদ্ধার হবে। সুধী ভাবল, এই কোপ মেরে দেখি যদি উদ্ধার হয়।

সুধী বলল, "মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে জোর তর্ক হয়ে গেল বুঝি?"

বাদল যেন ধরা পড়ে গেল। হঠাৎ থেমে বলল, "আগুনের এত কাছে বসা ঠিক হয়নি।" একটু দূরে সরে বসে বলল, "কী বলছিলে? না, মিথিলেশকুমারীর সঙ্গে না। তার একটি নূতন বাহনের সঙ্গে। হা হা হা। দেবীদের বাহনরা তো সাধারণতঃ চতুষ্পদ হয়েই থাকে। ভুলে যাচ্ছি কী তার নাম—বিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ কিম্বা সে রকম কিছু। লোকটির বহিরঙ্গ ঠিক আছে, খুব স্মার্ট পোষাক পরিচ্ছদ। চোখে প্যাসনে। কী পড়েন জানিনে।"

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাদল বলল, "ভালো কথা, একটা হাসির কথা তোমাকে জানাই। মিথিলেশকুমারী বর করেছেন। শুধু তাই নয়। ছিলেন মিসেস্ দেবী, হয়েছেন মিস্ দেবী। হা হা হা।"

মিথিলেশকুমারী কে তাই সুধী জানত না। শুধু নাম শুনেছিল। জানবার আগ্রহ তার ছিল না।

"বিন্ধ্যেশ্বরীজীর ধারণা স্ত্রীস্বাধীনতা এদেশের মেয়েদেরকে মাতৃত্বের অযোগ্য করে তুলেছে। বলেন, How can a typist make a good mother? বেচারি টাইপিস্টের অপরাধ সে হাঁড়ি ঠেলে সময় কাটায় না, টাইপরাইটার খট্‌খট্‌ করে সময় কাটায়। কিছুদিন আগে বাবুদের বুলি ছিল—সতীত্ব গেল গেল। এখনকার বুলি মাতৃত্ব গেল গেল।"

মসিয়ে রান্নাঘরে মাদামের সঙ্গে কথা বলছিল। বাদলের গলা শুনে বসবার ঘরে এল। যথারীতি অভিবাদনের পর বলল, "মিসতার সেনের শীতটা কেমন লাগছে?"

"চমৎকার।"

"চমৎকার! এই দারুণ শীত বৃষ্টি কুয়াসা! কয়েক দিনের মধ্যে বরফ পড়বে—"

মসিয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাদল বলল, "তবে তো আরো চমৎকার হয়। ইংলণ্ডে থেকে সুইটজারলণ্ডে থাকা যাবে। স্কেট করা যাবে শী করা যাবে।" বাদলের কল্পনা সর্ব্বত্র বরফ দেখতে লাগল।

বাদল অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগল "হাঁ, ইংলণ্ডের শীতকালটা চমৎকার। খুব শীত করে বটে, কিন্তু কয়লার আগুন পোহাতে কেমন মিষ্টি লাগে। গায়ে যথেষ্ট গরম কাপড় থাকলে বাইরে ভিজেও আরাম আছে। কুয়াশায় সামনের মানুষ দেখা যায় না, তবু আমি মাইল চারেক হেঁটে বেড়িয়েছি, কারুর গায়ে ধাক্কা লাগাইনি।"

খাবার ডাক পড়ল।

খেতে খেতে বাদল বলল, "শুনবে মাদাম, আমার কতটা উন্নতি

হয়েছে ? ভারতবর্ষের মানুষ হাজার সাহেব সাজুক তার সাহেবিয়ানার অগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে গোমাংস খাওয়া। সে পরীক্ষায় ফেল করাটাই নিয়ম, না করাটা নিপাতন। যার একে একে সব সংস্কার গেছে তার ঐ একটি সংস্কার যায় না। এই নিযে নিজের সঙ্গে প্রতিদিন দুবেলা লড়াই করেছি, তোমাদের এখানেও। কিন্তু জয়লাভ করলুম এই সেদিন, সেও অপরের ষড়যন্ত্রে। শুনবে ঘটনাটা ?"

সুধীর মুখে খাবার রুচ্ছিল না। বাদল, তার বাদ্‌লা, গোমাংস খেতে শিখেছে! কখনো বিশ্বাস হয়! না খাওয়াটা হতে পারে কুসংস্কার, হতে পারে অযৌক্তিক। তবু ভারতবর্ষের অতি দীর্ঘ ইতিহাস ও অতি ব্যাপক লোকমত কি কিছুই নয়!

২

পরদিন উপরের ঘরে বাদল ও সুধী আগুন পোহাচ্ছে। অগ্নিস্থলীর পার্শ্বে বাদলের পিতার চিঠি। কাল রাত্রের ডাকে এসেছে।

তিনি লিখেছেন, সুধী ও বাদল যেন পাশ্চাত্যের জীর্ণ কঙ্কাল বহন করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। যেন পাশ্চাত্যের বাহ্য চাকচিক্যে সম্মোহিত হয় না। যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

বাদল বলল, "জগতের ইতিহাসে কি চিরকাল এই চল্‌তে থাক্‌বে ?"

সুধী বলল, "কী চল্‌তে থাক্‌বে ?"

বাদল নিজের চিন্তায় বিভোর থেকে ভাবে, সকলেই বুঝি সেই একই চিন্তায় বিভোর। সুধীদার পাল্টা প্রশ্ন শুনে তার কাণ্ডজ্ঞান ফিরল। সে বলল, "আমি ভাব্‌ছিলুম প্রবীণের সঙ্গে নবীনের এই

যে ভাবনা-বৈষম্য, এই যে দুরকম ভাষা ব্যবহার করা, এর কি প্রতিকার নেই ?"

বাদল কী উপলক্ষে অমন কথা পাড়্ল স্বধী ধরতে পারল না। বলল, "হঠাৎ একথা তোর মনে উঠ্ল কেন ?"

"দেখলে না, বাবা লিখেছেন, যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা মন্দ তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় ? তুমি লিখ্লে লিখ্তে ও কথা ?"

বাদল অস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করতে লাগ্ল, "যাহা ভালো তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।" হঠাৎ খাড়া হয়ে আলস্য ভেঙে বলল, "বাবা একটু কষ্ট করে একটা বাংলা অভিধান পাঠালে পারতেন। 'ভালো' 'মন্দ' এ দুটো কথার অর্থ কী, সংজ্ঞা কী, সীমানা কতদূর—কে আমাকে বুঝিয়ে বল্বে ? বাংলা ভাষার উপর আমার তেমন দখল নেই।"

বাদল পায়চারি করতে করতে চিন্তা ও তর্ক করতে ভালবাসে। কিছুক্ষণ বাদে বলল, "কোনো দুজন মানুষের পক্ষে একই জিনিস ভালো নাও হতে পারে একথা আমরা তরুণরা দেখে ও ঠেকে শিখেছি। এই ধরো বৃষ্টি। চাষারা দুহাত তুলে আনন্দ জানাচ্ছে। বাবুরা গজ্ গজ্ করছেন। মসিয়ে খক্ খক্ করে কাশছে আর আমি তো খুব খুশিই হয়েছি। কিম্বা ধরো বরফ। অনেকে পা পিছ্লে পড়ে হাড়-গোড় ভাঙবে। অনেকে পিছ্লাতে পিছ্লাতে নক্সা কাট্তে কাট্তে স্কেট্ করবে। মিসেস উইল্‌সের সঙ্গে যুদ্ধের গল্প হচ্ছিল। তিনি বললেন কারুর পৌষ মাস কারুর সর্ব্বনাশ।"

"তথাপি স্বীকার করতেই হবে যে 'ভালো' ও 'মন্দ' এক নয়। এবং 'মন্দকে ছেড়ে 'ভালো'কে নিতে হবে।"

বাদল অসহিষ্ণুভাবে বলল, "আমি বলি 'ভালো ও 'মন্দ' একই বস্তুর

দুই বিশেষণ। এবং বস্তুটির অর্দ্ধেক নিয়ে অর্দ্ধেক ফেলা সম্ভব নয়। হয় পূরো নিতে হবে, নয় পূরো ফেল্‌তে হবে। এই ধরো বাঁফ্। বাবা বল্‌বেন মন্দ, আমি বল্‌ব ভালো। তিনি পূরো বর্জন কর্‌বেন, আমি পূরো গ্রহণ কর্‌ব।"

সুধী মনে গ্লানি বোধ কর্‌ছিল। বলল, "তর্ক থাক্, বাদ্‌লা। অন্তত দুহাজার বছর ধরে 'ভালো' ও 'মন্দ' নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়ে এসেছে। আরো দুলাখ বছর হবে। সেইজন্যে তর্কের উপর আমার আস্থা নেই।"

বাদল তর্কের পক্ষ নিয়ে তর্ক কর্‌তে উদ্যত হয়। সুধী নিজের দুই কানে দুই হাত দিয়ে বলে, "নন্‌ভায়োলেণ্ট নন্‌কোঅপারেশন।" দুজনেই হেসে ওঠে।

বাদল আবার এসে সুধীর কাছে বস্‌ল। সুধী বলল, "কাকামশাই লিখেছেন, উজ্জয়িনী এখন থেকে তার কাছে থাক্‌বেন, এইরকম কথা চলছে।"

"বটে? আমার লাইব্রেরীটা তা হলে তাঁকে উৎসর্গ করে দেব, আমার তো ফিরে যাবার সংকল্প নেই।"

"পাগল।"

"সত্যি সুধীদা। তোমার কাছে এলে স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ভারতবর্ষে এককালে আমি ছিলুম বটে। নতুবা ইংলণ্ডই আমার পক্ষে একমাত্র সত্য।"

"পাটনীতে কেমন ঘর পেয়েছিস? খাওয়াদাওয়া কেমন?"

"এই রকমই।"

"ঘুম কেমন হয়?"

"হয় না।"

সুধী দুঃখিত হল। বাদলের যে কোনো দিন ঘুমহানি দূর হবে সে

আশা সুধীর ছিল না। সুধী বলল, "বাদল, ঘুম তোর যথেষ্টই হয়। তবু তোর কেমন একটা সংস্কার হয়ে গেছে যে ঐ ঘুম যথেষ্ট নয়। তোর রোগ আসলে ঘুমহানি নয়, ঘুমহানি বিষয়ক সংস্কার।"

"রোগটা যাই হোক আমাকে অর্দ্ধজীবী করে রেখেছে। ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে যখন মিশি তখন নিজেকে মনে হয় অভিশপ্ত।"

"খুব মিশ্‌ছিস্‌ নাকি ?"

"খুব নয়। টটন্‌হ্যাম কোর্ট রোডের Y. M. C. A তে গিয়ে থাকি। ওখানকার ছেলেরা বেশীর ভাগ ব্যবসা বাণিজ্য করে। কিন্তু খেলা ধুলায় প্রত্যেকের মন পড়ে আছে। ছুটী পেলেই ড্রিল, জিমনাস্টিক, সাঁতার, ওয়াটারপোলো, বেস্‌ বল্‌, বাস্কেট বল্‌, ফুটবল। পড়াশুনার দিকটা কাঁচা। তা বলে দেশবিদেশের খবর কেউ কম রাখে না, সব বিষয়ে দুচারটে কথা সকলেই বল্‌তে কইতে পারে।"

এর পর উঠ্‌ল মিসেস্‌ উইল্‌সের প্রসঙ্গ। কিন্তু উঠ্‌তে না উঠতেই নীচের তলা থেকে সোরগোল শোনা গেল।

৩

এতদিন পরে মসিয়ে দ্য সারকার এসেছেন, তাই নিয়ে আনন্দ-কলরোল। জনপ্রিয় দ্য সারকার একে bow কর্‌ছেন, ওর করমর্দ্দন করছেন, সুজেতের করপৃষ্ঠে চুম্বন রাখ্‌ছেন, মার্সলকে কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

সিঁড়ির উপর দুটি স্তম্ভীভূত নরমূর্ত্তি দেখে দে সরকার বলল, "নেমে আসুন, নেমে আসুন মশাইরা। গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখ্‌ছেন নাকি ?"

মাদাম বলল, "আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দিচ্ছিনে, মসিয়ে। এইখানে খেতে হবে, গল্প করতে হবে।"

মসিয়ে (মাদামের স্বামী) বলল, "হঁা মসিয়ে, আজ আপনাকে আমরা ছাড়্ছিনে। কাল মিস্তার সেন এসেছেন, আজ আপনি।"

বাদল যে এ বাড়ীতে ছিল না দে সরকার সে কথা জান্ত না। কিন্তু নিজের অজ্ঞতা ফাঁস করে দেওয়া দে সরকারের স্বভাব নয়। তার ওভারকোট খুলে দিতে মসিয়ে এগিয়ে এল, সুজেৎ তার টুপি চেয়ে নিল, দে সরকারের আপত্তি কেউ গ্রাহ্য করল না।

মসিয়ের সঙ্গে সিগ্রেট বিনিময় হয়ে গেলে দে সরকার সুধীকে বলল, "এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়। আমার কিছু বল্বার আছে।"

"বল্তে আজ্ঞা হোক্।"

"এমন দুর্যোগে দিশী খিচুড়ি খেতে নিশ্চয়ই আপনাদের—না অন্তত আপনার—মন চায়। মিস্টার সেন অবশ্য ইংরেজ।"

বাদল বলল, "মাঝে মাঝে মুখ বদ্লাতে ইংরেজেরও আপত্তি নেই।"

সুধী বলল, "কিন্তু খিচুড়ি পাই কোথা ?"

"সেই কথাই তো নিবেদন কর্তে যাচ্ছি। মশাইরা যদি দয়া করে গরীবের গ্যারেটে পদার্পণ করেন তো আমি স্বহস্তে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াই। তবে আমার হাতে খেলে যদি জাত যায়—"

দে সরকারের দুষ্টুমি বাদলকে হাসাল। সে বলল, "তবে আমরা কিছু গোবরের জন্যে ভারতবর্ষে চিঠি লিখ্ব।"

"তা যদি বলেন গোরু এদেশেও দেখা যায়। কিন্তু মিস মেয়ো আমাদের বদনাম রটিয়েছে যে অপরে খায় গোরু আর আমরা খাই

গোবর। সেই থেকে রক্ত টগ্‌বগ্‌ করছে। যাক্ ও কথা। খিচুড়ি খাবেন গরীবের গ্যারেটে? এ বেলা নয় ও বেলা।"

বাদল বলল, "রাজি। আমার জীবনে এমন সুযোগ তো আসে না।"

সুধী বলল, "মাদামকে খবরটা দিয়ে রাখ্‌তে হবে।"

দে সরকার বলল, "ফোন নম্বর জানা থাক্‌লে ফোন দ্বারা নিমন্ত্রণ করতুম। অবশ্য ক্রটি মার্জ্জনা করবেন। এতখানি আসা কি কম হাঙ্গাম? টিউব, বাস্, শ্রীচরণ। কবে এরোপ্লেনের দাম কম্‌বে, আমাদের দুঃখ দূর হবে!"

বাদল দরদের সহিত বলল, "বাস্তবিক।" যদিও এরোপ্লেনের কর্কশ গুঞ্জন বাদলের হেণ্ডন ত্যাগ করার অন্যতম কারণ ছিল।

বাদল জান্‌ত না দে সরকার তার উপর রাগ করে তাকে এতকাল বর্জ্জন করেছিল, সুধীও জান্‌ত না। দে সরকারের সঙ্গে যে আর দেখা হয না এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। লণ্ডনে কে কার খবর রাখে? বিরাট শহর—কল্‌কাতার আটগুণ বড। যার সঙ্গে একবার কোনো সূত্রে আলাপ হয়ে যায় তার সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা হয় না।

বাদল বলল, "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা একটা মির‍্যাক্ল, মিস্টার দে সরকার।"

দে সরকারের রাগ পড়ে গেল। সে বানিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যেই এতদিনে এ বাড়ীতে আসা। আগে আসিনি বলে মাফ করবেন।"

বোকা বাদল বুঝ্‌তে পারল না যে দে সরকারের সম্প্রতি বান্ধবী-বিচ্ছেদ ঘটেছে, তাই সে সুজেতের সন্ধানে এসেছে। বাদল বলল, "আগে এলে আমাকে পেতেন না। আমি পাট্‌নীতে উঠে গেছি।"

দে সরকার বিস্মিত হল। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করা দে সরকারের স্বভাব নয়। সে বলল, "ওঃ পাট্নী! চমৎকার জায়গা। পাট্নী হীথ্—খোলা ময়দান। সুখে আছেন। সেবার পাট্নী হীথে বেড়াতে বেড়াতে—"

৪

দে সরকার বিনয় বসত গ্যারেট বলেছিল বটে, কিন্তু ঘরখানি তার সুধীর ঘরেরই মতো উপরতলার একটি ঘর।

দে সরকার বলল, "বসুন। অমন করে কী দেখছেন? এই ঘরখানার প্রত্যেক ইঞ্চির একটি করে ইতিহাস আছে। ঐ চেয়ারখানিতে একজন বসত, ঐ ওয়ালপেপার একজনের পছন্দ মতো বসানো, ঐ টাইম্‌পীস্ একজনের উপহার।"

বাদল ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে পরে জিব কাট্‌ল, "ঐ একজনটি কে?"

"সে কি একটি? তিনজনের উল্লেখ করলুম, মিস্টার সেন। কিন্তু মিস্টার সেন কেন বলছি? আপনাকে তো আগে 'সেন' ও 'তুমি' বল্‌তুম।"

বাদল সতর্ক হয়ে নিয়েছিল, কৌতূহল জ্ঞাপন কর্‌ল না। 'Sunday Times' উল্টাতে লাগ্‌ল। সুধী ও দে সরকার খিচুড়ির উদ্যোগ কর্‌তে বসল।

দে সরকারের কাবার্ডে ডাল চাল নুন ঘী (মাখন) ইত্যাদি মজুত ছিল। 'Barber's Bellatee Bungalow' থেকে খরিদ করা। কিছু বড়ী বেরিয়ে পড়্‌ল, দেশ থেকে প্রেরিত। দে সরকারের ভাণ্ডারে

আদা, লঙ্কা, গোলমরিচ, হলুদ ইত্যাদি এত রকম রসদ ছিল যে বহুতর ভারতীয় আহার্য্য প্রস্তুত করা যায়।

সুধী সুধাল, "আপনি কি প্রায়ই এই সব করেন নাকি?"

"প্রায়ই। ঐ একটা বিষয়ে আমি এখনো খাঁটি বাঙালী আছি। দেশের ধর্ম্ম বদ্‌লাক্, সমাজ বদ্‌লাক্, স্বরাজ হোক্, সোভিয়েট্ হোক্, কিন্তু আমাদের সনাতন রন্ধনকলাটি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।"—সকলে হাসল।

দে সরকার পাকা রাঁধুনি। সুধীও মন্দ রাঁধে না। দুইজনে মিলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে খিচুড়ি, আলুর দম ও পায়েস বানাল এবং বড়ী ভাজ্‌ল। পড়ার টেবিলটা খাবর টেবিলে রূপান্তরিত হল, ওর উপর তিন গ্লাস জল রইল, কোথা হতে একটা ফুলদানীতে করে কিছু carnation ফুল উড়ে এসে জুড়ে বসল। কাবার্ড থেকে চাট্‌নি নাম্‌ল।

দে সরকার বলল, "সেনের খুব অসুবিধা হবে জানি—ছুরী কাঁটা নেই। তবে হাত ধোবার সময় গরম জল জোগাতে পার্‌ব।"

বাদলের অসুবিধা হচ্ছিল না বটে, কিন্তু খাবারের গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে কেমন-কেমন লাগ্‌ছিল, যেন আঙুল অশুচি হয়ে যাচ্ছে। খোসগল্প কর্‌তে কর্‌তে খাওয়া যখন শেষ হল তখন সুধী বলল, "এমন তৃপ্তির সহিত ভোজন বহুদিন থেকে হয়নি।"

সে সরকার বলল, "এবার দক্ষিণা দিতে হবে নাকি, ঠাকুর?"

"দিন্। এদেশে দক্ষিণা দিয়ে ভোজন কর্‌তে হয়, দক্ষিণা নিয়ে ভোজন করা ইংলণ্ডের মাটীতে আমিই প্রবর্ত্তন করি।"

দে সরকার একটি তিন-পেনী-মুদ্রা বাক্স থেকে বের কর্‌ল। আমাদের দুয়ানি আকারের রজতখণ্ড। বলল, "ঠাকুর, গত বড় দিনের নিমন্ত্রণে একজনদের বাড়ী থেকে একটি অর্জ্জন করে এনেছিলুম—আমার ভাগ্যে

উঠেছিল। সৌভাগ্যের নিদর্শন বলে এটিকে। আসল মানুষটিকেই যখন হারালুম তখন এটিকে কাছে রেখে কেন স্মৃতিকে আঁকড়ে থাক্‌ব, আমি স্মৃতিভার মুক্ত হতে চাই।"—এই বলে রজতখণ্ডটি সুধীর হাতে গুঁজে দিল।

ঘরের ইলেকট্রিকের আলো হঠাৎ নিবিয়ে দিয়ে সুধী বলল, "বলুন আপনার কাহিনী।" সুধী বুঝ্‌তে পেরেছিল দে সরকার নিজের কাহিনী কারুকে বল্‌তে না পেয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বাস করছে।

"ভয়ে বল্‌ব, না, নির্ভয়ে বল্‌ব?"

"নির্ভয়ে।"

"তবে এই সর্ত্তে বল্‌ব যে আপনারাও আপনাদের কাহিনী বল্‌বেন।"

"উত্তম।"

দে সরকার আরম্ভ কর্‌ল—

"আমার জীবনে একটার পর একটা প্রেম আসে আর আমাকে ধরাশায়ী করে রেখে যায়। আমার কাজ কর্ম্ম যায় চুলোয়, আমার জীবনের ব্রত হয় ভঙ্গ, আমাকে আবার গোড়া থেকে গড়্‌তে হয়!

"ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ানো কল্পনা কর্‌তে পারেন? কী অসীম সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ সেই পুনরুত্থান! ভাঙা হাড় জোড়া লাগে, উঠে দাঁড়াই, চলি। আবার লগুড়াঘাত। আর পারিনে। তবু পারি। মানুষ যে কত পারে তার ধারণা তার নিজের নেই। এইজন্যেই তো আমার সন্দেহ হয় যে মানুষ আত্মবিস্মৃত সর্ব্বশক্তিমান—আত্মবিস্মৃত ভগবান।"

বাদল বাধা দিয়ে বলল, "ঐখানে আমার আপত্তি ভগবান একটা fallacy, যেমন জাম্ববান একটা myth"

দে সরকার বলে চলল—

"স্কুলজীবনের প্রেমকে আপনারা বলবেন calf-love. আমার ভালো মনেও পড়ে না। এক এক জনের জীবন কী দীর্ঘ! আমি যেন সৃষ্টির প্রথম থেকে আছি। নিজের বাল্যকাল নিজের কাছে সত্য যুগের মতো পুরাতন।

"কলেজে পড়্বার সময় যাকে পেলুম তার আসল নাম বল্ব না, আপনারা বাংলা মাসিক পত্রে প্রায়ই তার নাম দেখ্তে পান্—"

"তা যাক্, আপনি আসল নাম নাই বা বললেন। ধরে নিলুম তাঁর নাম পদ্মিনী দেবী।" সুধী কৌতূহল সম্বরণ করল।

দে সরকার হেসে বলল, "পদ্মিনী নারী বললে অত্যুক্তি হবে হয়তো। পদ্মিনী দেবীই বলব।· ·

"পদ্মকে পেলুম আমি যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ি। থার্ড ইয়ারটা ছাত্র সমাজের অলিখিত আইন মেনে scrupulously ফাঁকি দিয়েছি। ফোর্থ ইযারে ক্লাসের ধ্রুবন্ধব ছাত্রদের জিজ্ঞাসা কর্ছি, বিশ্ববিদ্যালয় কী কী বই পাঠ্য নির্দ্দেশ করেছে? ভাব্ছি কেমন করে আরম্ভ করা যায়, সেকেণ্ড ক্লাস অনার্সটা তো পেতেই হবে।···

"ক্লাসের শেষ সারির বেঞ্চির খানিকটা আমার রিজার্ভ করা। সেইখানে বসে আমি গল্প ও কবিতা লিখি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ আমার স্টুডিও। পাশের ছেলেরা আড্ডা দেবার সময় পরস্পরকে বলে, এই, আস্তে। দেখ্ছিসনে উনি লিখ্ছেন? প্রথম প্রথম ওরা চেষ্টা করেছিল আমার ধ্যান ভাঙাতে। কিন্তু আমি বললুম, আড্ডা আমি দু'বেলা দিয়ে থাকি, প্রমাণ চান্ তো আসুন আজ সন্ধ্যায়। কিন্তু কাজের সময় কানের কাছে ঢাক বাজালেও আমি টল্ব না। ওরা হাল ছেড়ে দিল। তার পর থেকে ওরা আমার বন্ধু।···

"আমাদের বেঞ্চিতে আমরা অন্য কারুকে বস্তে দিইনে। কিন্তু

একদিন দেখ্‌লুম সাম্‌নের সারি থেকে একজন আমার পাশের ছেলেটির সঙ্গে জায়গা অদল বদল করেছেন। বললেন, এখন থেকে এইখানেই বস্‌ব, আপনার আপত্তি আছে? বললুম, থাকলে আপনি শুন্‌বেন কেন? তিনি বললেন, ছি ছি রাগ কর্‌বেন না। আপনি সাহিত্যিক, আপনি তরুণ, আপনি বিদ্রোহী—শ্রদ্ধা করি বলেই তো কাছে এসেছি। ছেলেটিকে দেখতে বড মধুর। লাজুক নয়, সপ্রতিভ; কিন্তু তার মনের স্বপ্ন তার দেহের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম আপনার নামটি জানতে পারি? সে বলল, অবশ্য। আমার নাম মৃত্যু। বাপ-মায়ের রাখা নাম, না নিজের দেওয়া নাম?…দুইই। ওঁরা বলেন মৃত্যুঞ্জয়, আমি বলি মৃত্যু। মৃত্যুকে জয় কর্‌তে পারে কেউ? মৃত্যুই জেতা।…

"একদিন মৃত্যু বলল, একখানা কাগজ বার কর্‌ছি। বার কর্‌ছি ঠিক না। আমাদের পারিবারিক কাগজখানাকে জগতের কর্‌ছি। মাতৃগর্ভে শিশু চিরকাল থাকে না, থাকলে জগতের প্রতি অন্যায় হয়। আমি বললুম, অন্য সময় খুঁজে পেলেন না? পরীক্ষার খড়্গ মাথার উপর ঝুল্‌ছে।…দুর্ভিক্ষের দিনেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। প্লাবনের বাত্রে ঘর ভেসে গেছে, গাছের উপর নারী আশ্রয় নিয়েছে, সেখানেও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

"বাংলা মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা বারো মাসের যে কোনো মাসে বেরতে পারে; এমন কি চৈত্র মাসেও কোনো কোনো কাগজের বর্ষারম্ভ হয়েছে জানি। মৃত্যুর কাগজের প্রথম সংখ্যা বেরুবে আশ্বিন মাসে—প্রথম থেকেই পূজার সংখ্যা। সেজন্যে আমার লেখা চাই। আমি সাহিত্যিক, আমি তরুণ, আমি বিদ্রোহী।"

বাদল চুপ করে শুন্‌ছিল। আর থাকতে পার্‌ল না। বলল, "আপনি কি সাম্যবাদী?"

দে সরকার রসিকতা করে বলল, "আমি বিসম্বাদী। অর্থাৎ আমি বাদী মাত্রেরই সঙ্গে বিবাদ বাধাই। আমি কিচ্ছু মানিনে, কিচ্ছুতে বিশ্বাস করিনে, আমার কোনো লেবেল নেই।"

বাদল উচ্ছ্বাস গোপন কর্‌তে না পেরে বলল, "ঠিক আমার মতো।"

দে সরকার নির্দ্দয়ভাবে বলল, "মোটেই না। আমি জাতীয়তাই মানিনে। আপনি স্বজাতীয়তা ত্যাগ করে বিজাতীয়তা বরণ করেছেন। আমার বাড়ী Cosmopolis, সে জায়গা কোথাও নেই। আপনার বাড়ী লণ্ডন।"

বাদলের মুখখানা লাল হয়ে গেল কি কালো হয়ে গেল অন্ধকারে দেখা গেল না। কিন্তু সুধী তো বাদলের নাড়ী-নক্ষত্র জানে। সে অনুমানে বুঝে বলল, "গল্পটা আমার ভালো লাগ্‌ছিল। এইবার পদ্মিনী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হবে—সর্ব্বগুণান্বিতা অনবদ্য সুন্দরী। নিন্ খেই ধরিয়ে দিলুম।"

৫

দে সরকার বলল, "আশ্চয্যি, তখন অনবদ্য সুন্দরীই মনে হত বটে; দয়া ধর্ম্ম বলে একটা জিনিস তো আছে। মনটা এখনকার মতো বিশ্লেষণ-শীল হয়নি। কিন্তু কী বল্‌ছিলুম? মৃত্যু আমাকে একদিন একরাশ লেখা দিয়ে বলল, 'দেখে দাও না!' মৃত্যুদের বাড়ীর সকলেই লেখক, মায় বেড়াল কুকুর পর্য্যন্ত। ঠাকুর পরিবারেও এমনটি দেখা যায় না। ইনি কে হে, মৃত্যু?...ওঃ। উনি? আমার পটল মামা; আমাদের বাড়ীতে থেকে ডাক্তারি পড়েন।...আর ইনি?...রাঙা পিসিমার কথা জিজ্ঞাসা করছ? ওঁর জোরেই তো কাগজ বার করছি। আমার

সমবয়সী ও মন্ত্রী।···মৃত্যুদের বাড়ীর সকলের নাম পরিচয় একে একে জানলুম। তখন ওদের সঙ্গে মেশবার কৌতূহল জাগল। বললুম, মৃত্যু, এ সব মূল্যবান document আমার মেসে থাকলে বেহাত হবে, নাম বদলে অন্যেরা ছাপবে। একটা আপিস্ করো। মৃত্যুদের বৃহৎ বাড়ীর এককোণে আমাদের আপিস্ বসল। সাইনবোর্ড টাঙানো গেল —'কনীনিকা। বয়ঃকনিষ্ঠদের মুখপত্র।'"

এবার সুধী বাধা দিয়ে সুধাল, "কই, নাম শুনেছি বলে মনে হয় না তো ?

দে সরকার উত্তর করল, "আমাদের প্রথম সংখ্যাই হল শেষ সংখ্যা। আর বর্ষারম্ভ হল বর্ষশেষ। তার কারণ মৃত্যু বেচারা মৃত্যুমুখে পড়ল।"

বাদল বলে উঠল, "আঃ হাহা !"

দে সরকার গলাটা পরিষ্কার করে বলল, "মৃত্যু যে দিন প্রথম তাদের ওখানে আমাকে নিয়ে গেল সেদিন আমাকে আপিস ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে প্রত্যেককে বলতে বলতে চলল, মা গো, সেই বিখ্যাত লেখক —' চা খেতে বল্)। রাঙা পিসিমা, সেই তরুণ লেখক—(সেই যিনি অশ্লীল লেখেন ?)

বাদল আন্দাজ করে বলল, "সেই রাঙা পিসিমাটিই পদ্ম, না ?"

"তিনিই। তবে তাঁর নাম পদ্ম নয় আসলে।"

"ঘনিষ্ঠতার বিলম্ব হল না। দু'একদিন পরে তাঁর সঙ্গে যেই প্রথম দেখা হয়েছে ফস্ করে বলে বসলুম, আপনার কাছে একটা নালিশ আছে। নালিশটা আপনারই নামে। পদ্ম একটু একটু কাঁপছিল। কী নালিশ ? আপনি নাকি বলেছেন আমি অশ্লীল লিখি ? পদ্ম থতমত খেয়ে বলল, কে বলেছে ? মৃত্যুঞ্জয় ? তার

পরে ক্রমশঃ তার লজ্জা ভাঙল। আমার কবিতা পড়ে সে প্রথম জান্‌ল যে তার মতো সুন্দরী আর নেই, সেই এ যুগের হেলেন, বেয়াত্রিচে, এমিলিয়া ভিভিয়ানী। পদ্মর স্বামী তাকে বিয়ে করেই স্বর্গে চলে যান্—সেই থেকে পদ্ম এতদিন তাঁর ফোটো পূজা করে আসছিল। কিন্তু ফোটো তো ফিরে পূজা করে না। পূজার ক্ষুধা পদ্মর আমি মেটালুম। তখন আমার ফোটো পদ্মর বাক্সে উঠ্‌ল।…

"ইতিমধ্যে বেচারা মৃত্যুর হল অকাল-মৃত্যু। কাগজ গেল সহমরণে। কোন্ সূত্রে ওদের বাড়ী যাই? তখন একটা ছল আবিষ্কার কর্‌লুম। মৃত্যুর যাবতীয় লেখা সংগ্রহ করে বই করে বার কর্‌ব। বাংলা সাহিত্যে মৃত্যুর স্মৃতি থাক্‌বে। পদ্ম লিখ্‌বে মৃত্যুর জীবন কথা। আমি লিখ্‌ব ভূমিকা।…

"ছমাসের মধ্যে আমরা পরস্পরের অন্তর্যামী হলুম; যতক্ষণ দেখা হয় না ততক্ষণ মরে থাকি; দেখা হলে এত খুশি হই যে সব সময়টা বাজে বকি, সেও মিষ্টি লাগে। নমো নমো করে বি-এ পরীক্ষা দিলুম, কোনোমতে ডিগ্রীটা পেলে বাঁচি।…

"অবশেষে পদ্মকে লিখলুম, নী—, প্রেমকে স্থায়ী কর্‌বার উপায় পরিণয়। তার সময় আসেনি কি? পদ্ম জবাব দিল না। লিখ্‌লুম, নী—, আমাদের দুজনের জীবনকে করে তুল্‌ব একখানি উপন্যাস। দুজনে মিলে একখানি জীবনোপন্যাস লিখ্‌ব—নিখিলের কথা, বিমলার কথা, তোমার একটি পরিচ্ছেদ, আমার একটি পরিচ্ছেদ, এমনি করে অসংখ্য পরিচ্ছেদ। পদ্ম জবাব দিল না।…

"যে দিন তার সঙ্গে দেখা হল তার চোখে দেখ্‌লুম জল টলমল কর্‌ছে। তার কাঁচা সোনার মতো রং, চাঁপা ফুলের মতো শাড়ী,

ঋজু তরুর মতো গড়ন, শুকতারার মতো চাউনি। সে আমার স্ত্রী; সে আমার ভবিষ্যৎ; সে আমার যশ ও লক্ষ্মী, সন্তান ও সার্থকতা। এক নিমিষে বহু দিবসের সৌধ টলে পড়ল, তার কয় বিন্দু অশ্রুর মতো।…

"পদ্ম বলল, আমার শ্বশুরের মাথা হেঁট হবে, আমার শাশুড়ী অভিসম্পাত দেবেন। তা ছাড়া আমাদের জাত এক নয়।…

"কানের ভিতর দিয়ে গলানো সীসে মরমে প্রবেশ করল। আমার বাবা তার শ্বশুর নন্, আমার মা তার শাশুড়ী নন্, এঁদের প্রতি তার কর্ত্তব্য নেই। জাত! আপনারা বাঙলা নভেল পড়ছেন—মিস্টার সেনও। তাতে নায়ক নায়িকার জাত লেখা থাকে না, তবু বাঙালীর সমাজে জাত প্রবলভাবে আছে। বাংলা খবরের কাগজের ছত্রে ছত্রে লেখে, 'জাতির অপমান,' 'জাতির সঙ্কল্প'; তবু জাতি বলে কিছু নেই। আছে জাত। ধর্ম্ম বাদ্‌লাতে পারি, পেশা বদ্‌লাতে পারি, মিস্টার সেনের মতো দেশ বদ্‌লাতে পারি, কিন্তু জাত বদ্‌লানো যায় না।…

"ইংলণ্ডে পালিয়ে এলুম। বন্ধুরা চাঁদা করে কিছু পাঠায়। আর সাহিত্য নয়, আর প্রেমে নয়, পুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হচ্ছে, কাজ। Man of action হতে হবে—Cliveএর মতো, Cecil Rhodes এর মতো Henry Fordএর মতো, Lenin এর মতো।…

"কিন্তু মানুষ প্ল্যান করে, আর বিধাতা বলে যদি কেউ বা কিছু থাকেন তিনি প্ল্যান ভাঙেন। অন্তত প্রেম সম্বন্ধে আমি destiny মানি গ্রীক্‌দের মতো। প্রেম আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস নয়। সে আমার কথা না শুনে পালায়, আমায় খবর না দিয়ে আসে। কিন্তু আজ কি আপনাদের সময় হবে, ভাই চক্রবর্ত্তী ও সেন? বারোটার আগে না উঠলে টিউব্ পাবেন না। ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরতে হবে।"

৬

সুধী এতক্ষণ নির্ব্বাক ছিল। হঠাৎ দে সরকারকে জিজ্ঞাস করল, "পদ্মর খবর পান?"

"মাঝে মাঝে। পদ্ম চিঠি লেখে, পদ্মদের বাড়ীর অনেকেই চিঠি লেখেন। আমি সর্ব্বত্র জনপ্রিয়।"

"টেণ্টারটন ড্রাইভেও। কিন্তু আমাদের স্বজেৎটিকে ভোলাবেন না, দোহাই আপনার।"

"পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দিলে আগুন কী করবে?"

"না, না। ওটি বড় নিরীহ, বড় সরল। ওকে একটু প্রশ্রয় দিলেই বিয়ের স্বপ্ন দেখবে, গৃহলক্ষ্মী হবার স্বপ্ন। সে স্বপ্ন ভাঙবেই সে স্বপ্ন জাগাবেন না।"

সুধী একটু থেমে বলল, "মেয়েদের পক্ষে ষোলো সতেরো ও ছেলেদের পক্ষে উনিশ কুড়ি বড় বিপজ্জনক বয়স। ও-বয়সে মানুষ বিনা বিবেচনায় দেহ ও মন বিলিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। পদ্মর বয়স যদি তখন ষোলো-সতের হত আপনি হাত পেতে আশার অতিরিক্ত পেতেন। জাত কুল শ্বশুর শাশুড়ী তাঁর মনেই উঠত না।"

দে সরকার বলল "Destiny।"

জল পড়ছিল না, কিন্তু আকাশ ঘোলাটে হয়ে রয়েছিল। মেঘ ও কয়লার ধোঁয়া মিশে ঐ অপরূপ রং। রবিবারের রাত্রি—সিনেমা হতে লোকজন বাড়ী ফিরছে।

মাটীর নীচে স্টেশন। টিকিট-উইণ্ডো পর্যন্ত গিয়ে দে সরকার টুপি তুলল।—"চীয়ারিও।"

সুধী বলল "পুনর্দ্দর্শনায় চ। মাঝে মাঝে লাঞ্চের সময় বিরক্ত করব।"

"ওঃ! নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি যদি বাড়ী না থাকি ল্যাণ্ডলেডীকে বললেই আমার ঘরে পৌঁছে দেবে। কাল আস্‌বেন? বুড়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। দেড়টার আগে আস্‌বেন, দয়া করে।"

৭

মিসেস্ উইল্‌সের বয়স ৩৭।৩৮ হবে। নিঃসন্তান। চোখে কৌতুকের স্থির বিদ্যুৎ। শরীর দেখে মনে হয় না যে কিছুমাত্র বল আছে। কিন্তু একাকী সকল গৃহকর্ম্ম করেন, দাসী রাখেননি। পোষাক পরিচ্ছদে সৌখীন। অবসর পেলেই নূতন জামা তৈরী কর্‌তে বসেন কিম্বা পুরোনো জামাকে নূতন চেহারা দিতে।

বাদলের সঙ্গে latch key ছিল। সদর দরজা খুলে মিসেস্ উইল্‌সের কাছে হাজিরা দিতে গেলে মিসেস্ উইলস বললেন "এই যে বার্ট্। কখন এলে?"

"এইমাত্র আস্‌ছি, মিসেস্ উইল্‌স্।"

"তারপরে? উইকেণ্ড সুখে কাট্‌ল?"

"মন্দ না। ধন্যবাদ। কেবল ঘুমটা—"

"জানি। ভালো হয়নি। কিন্তু তর্ক-বিতর্ক কেমন হল?"—মুচকি হেসে বললেন, "ঐ তো তোমার প্রাণ।"

বাদল উৎসাহ পেয়ে বলল, "শুন্‌বেন, মিসেস্ উইল্‌স্? কাল থেকে ভাবছি কোন্ উপায়ে ইণ্ডিয়ার থেকে কাস্ট্ উৎপাটন-করা যায়। ভেবে দেখলুম ও হচ্ছে সেই শ্রেণীর গাছ যার শিকড়ে কুড়ুল মার্‌লে কুড়ুল ভেঙে যায়। ক্যালিফর্ণিয়ার সেই বিরাট বনস্পতি আর কী।"

মিসেস্ উইল্‌স্ চোখে হেসে বললেন, "হাল ছেড়ে দিলে?"

"মোটেই না। গাছের গোড়ায় উই পোকার চাষ করব। ভিতর থেকে মাটী, আল্‌গা হয়ে গেলে বনস্পতি চিৎপাত। শুনুনই না উপায়টা।"—বাদল আর গোপন করতে পারছিল না। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বল্‌বার মতো ধৈর্য্য ছিল না তার। এক একজন ছাত্র থাকে মাস্টার মহাশয় ক্লাসের অন্য কোনো ছাত্রকে প্রশ্ন করলে অনাহূতভাবে দাঁড়িয়ে বলে, "আমি বল্‌ব মাস্টারমশাই ?" অনুমতির অপেক্ষা না করে প্রশ্নের উত্তরটি বলে দেয়।

বাদল সোল্লাসে বলল, "Electrification !"—উত্তরটা ঠিক হল কি না জান্‌বার জন্যে কান পেতে রইল।

মিসেস্ উইলস্ তাঁর সেলাই থেকে মুখ না তুলে বললেন, Electrical engineering পড়তে যাচ্ছ নাকি ?"

"ঠাট্টা করছেন ? কিন্তু সবটা শুনুন আগে। ইণ্ডিয়াতে যথেষ্ট কয়লা নেই বলে যথেষ্ট রেল্‌ওয়ে নেই, যথেষ্ট ফ্যাক্টরী নেই। ইংলণ্ড কিম্বা জার্মানীর মতো তাড়াতাড়ি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইস্‌ড্ হতে পারছে না। শুধু কয়লার অভাবে একটা দেশ জগতে pariah হয়ে রয়েছে। অথচ জল থেকে তড়িৎ সংগ্রহ করবার সুযোগ ও-দেশে অপরিশেষ।"

"তা হলে ওদেশে আর অন্ধকার থাক্‌ল না দেখছি !"

"কী করে থাকবে ? গ্রামে গ্রামে ফ্যাক্টরী। এখন মাত্র ৩৭ হাজার মাইল রেল লাইন। ভবিষ্যতে ৩৭ লক্ষ মাইল। যে পারিপার্শ্বিক জাতিপ্রথাকে লালন করেছিল সে মরে যাবে, কাজেই জাতিপ্রথাও।"

এইবার একটু গম্ভীর হয়ে মিসেস্ উইল্‌স্ বললেন, "মা মরে গেলেও ছেলে বেঁচে থাকে, বার্ট। এখনো এদেশে শ্রেণীপ্রথা আছে।"

বাদল বলে ডাকতে অস্বস্তি বোধ হয় বলে বাদলকে এঁরা বার্ট বলে ডাকতেন।

এইবার একটু গম্ভীর হয়ে মিসেস্ উইল্‌স বললেন "মা মরে গেলেও ছেলে বেঁচে থাকে, বার্ট। এখনো এদেশে শ্রেণীপ্রথা আছে।"

বাদল বলে ডাক্‌তে অস্বস্তি বোধ হয় বলে বাদলকে এঁরা বার্ট বলে ডাক্‌তেন।

এক একটা আইডিয়া বাদলকে নেশা পাইয়ে দেয়। লোক পাগল বলে ক্ষ্যাপাবে, নতুবা সে ট্রেনে আস্‌বার সময় উপনিষদের ঋষির মতো ঘোষণা করতে করতে আসত, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ···! মগজের চায়ের কেটলিতে আইডিয়ার বাষ্প গর্জ্জন করছে, সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যকে ভব্যতার ঢাক্‌না দিয়ে কতক্ষণ সায়েস্তা রাখা যায়? স্টেশন হতে বাস্, বাস্ হতে বাসা—বাদল অতি কষ্টে পা দুটোকে সংযত করে মিসেস্ উইল্‌সের work-roomএ পৌছল।

এ বাড়ীব প্রত্যেক ঘবেই তার অবাধ প্রবেশাধিকার। বাদলের বয়সের তুলনায় তাকে ছোট দেখায়, তার মুখে বড় বড় কথা শুন্‌তে এই নিঃসন্তান দম্পতির কৌতুক বোধ হয়। সে চোখ বুজে ঠিক্ সময়ে বিল্ মেটায়, অনুরোধ করবামাত্র কৃতার্থ হয়ে ফরমাস খাটে, মিসেস্ উইল্‌সের সঙ্গে বাজাব করতে গিয়ে বাজাব বয়ে আনে, মিসেস্ উইল্‌সের ছুঁচে সুতো পরিয়ে দেয়। এমন মানুষকে ঘরের মানুষের অধিকার দিতে বিলম্ব হয় না।

আরো আশ্চর্য্যের কথা, বাদল মিসেস্ উইলসের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে তার চিঠিপত্র লিখে দিত—সেই বাদল, যে নিজের পিতাকে ও নিজের স্ত্রীকে চিঠি লেখবার সময় করে উঠ্‌তে পারত না। মিসেস উইল্‌সের ফোন ধরতে ধরতে কত লোকের সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেছে। চিঠি লিখ্‌তে লিখ্‌তেও। একজন হবু ইংরেজের পক্ষে এ কি সামান্য লাভ?

বাদল দিবা-স্বপ্ন দেখত। দশ বৎসর কেটে গেছে, বাদল প্র্যাকটিস জমিয়ে তুল্‌ছে, এতদিন অমুক K. C.'র জুনিয়ার ছিল, এবার স্বতন্ত্র হয়েছে। এখন Temple অঞ্চলে তার আফিস, পিকাডিলী কিম্বা সেণ্টজেম্‌স্‌ অঞ্চলে তার ক্লাব—সেইখানে সে সোমবার থেকে শনিবার অবধি বাস করে। তার বাসার ঠিকানা জান্‌তে চাও তো Who's Who খুলে দেখ। ক্লাবের নাম পাবে। রবিবারটা সে Countryতে কাটায়। Dorsetshireএ তার কুটীর আছে—"far from the madding crowd." সেখানে সে আইন আদালত ভুলে বই লেখে, গল্‌ফ খেলে। ততদিনে Moth Aeroplane সস্তা হয়েছে—বাদল তার নিজের এরোপ্লেনে চড়ে গ্রামে যায় ও শহরে আসে।

উইলস্‌ গৃহিণীর কাছে তার শিক্ষানবীশী চল্‌ছে, সংসার সংক্রান্ত কোনো শিক্ষাই সে বাদ দেবে না, অতিমাত্রায় প্র্যাকটিক্যাল না হলে ব্যারিস্টার হবে কী করে? এই ভেবে সে মিসেস্‌ উইল্‌সের রান্নাঘরে গ্যাসের উন্থন ধরিয়ে দেয়। তাঁর হাত হতে Vacuum Cleaner কেড়ে নিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে যায়।

বিরহিণী

১

বাদলকে বিদায় দিয়ে এসে উজ্জয়িনী চিন্তা কর্‌বার সময় পেল প্রথম।

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনাগুলো যেন আপনা থেকে ঘটে যায় মানুষকে সাক্ষী করে। পরম মুহূর্ত্তগুলির উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব যেন কথার কথা। কোথায় ছিল উজ্জয়িনী, কোথায় ছিল বাদল। কেমন করে একদিন তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে গেল ভাব্‌তে বস্‌লে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। সে কি সহজ কথা! একটি দিনে জীবনের এতবড় পরিবর্ত্তন কি আর আছে! বাইরের লোক ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাজি পুড়িয়ে ভালোমন্দ খেয়ে ও খাইয়ে অন্তরের এই গভীর সত্যটাকে রূপক আকারে ব্যক্ত কর্‌তে চায়।

তবু উজ্জয়িনীর কেমন যেন মনে হতে লাগ্‌ল বিয়ে তার হল না। অতলস্পর্শী পরিবর্ত্তনের ভাব তার অন্তরে কই? সে তো সেই উজ্জয়িনীই আছে, মোটের উপর। উৎসবের ত্রুটী হয়নি, রাশি রাশি উপহার এসেছে, শাড়ী ও বই এত এসেছে যে পরে ও পড়ে শেষ কর্‌তে দুটি বছর লাগ্‌বে। গহনা যা এসেছে তা নিয়ে গহনার দোকান খোলা যায়।

যে মুহূর্ত্তে সে তার স্বামীকে দেখ্‌ল প্রথম, সে মুহূর্ত্ত তার স্মৃতির আকাশে উষারাগের মতো কখন মিলিয়ে গেছে, কেননা তারপরে ফুটেছে দিনের পর দিন বাদলের সঙ্গে পরিচয়ের দিবাদীপ্তি। উজ্জয়িনী

স্বভাবত গম্ভীর, বাদল স্বভাবত লাজুক অথচ বাচাল। বাদলকে একবার যদি কোনো উপায়ে কথা কওয়ানো যায় তবে সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে একটানা ও একতরফা বাক্যালাপ চালায়। কেবল ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড। কতদিনে সেখানে পৌছবে, আধুনিক যুগের কোন কোন চিন্তানায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, কোন কোন অঞ্চলে চাষাদের ফার্মে থাক্‌বে, কোন কোন ফ্যাক্টরীতে সখের য়্যাপ্রেণ্টিস্ হবে, পায়ে হেঁটে ল্যাণ্ডস্ এণ্ড থেকে জন্-ও-গ্রোট্‌স যাবে—এমনি হাজারো জল্পনা। বাদলের উচ্চাভিলাষ যেমন সংখ্যাতীত তেমনি তুলনাতীত। একদিন বল্‌ছিল, "গায়ে যদি আর একটু জোর থাকৃত তা হলে ইংলিশ চ্যানেলটা পার হবার জন্যে জাহাজের সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ করতুম।" উজ্জয়িনী যখন চেপে ধরল, তখন বাদল চট্ করে উত্তর করল, "সাঁতার কেটে পার হব এমন কথা আমি বলিনি। খুব সম্ভব এরোপ্লেন চালিয়ে পার হতুম।"

বাদলের সঙ্গে এক ঘরে ও এক বিছানায় বাত কাটাতে উজ্জয়িনীর ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল। আশ্চর্য্যের ভাব পুরাতন হবার আগেই বাদল দেশ ছাড়ল। বাদলের দেশ ছাড়াতে উজ্জয়িনীর যে স্বাভাবিক বিষাদ সেই বিষাদের দ্বারা চাপা পড়লেও মাঝে মাঝে আশ্চর্য্যের ভাব উজ্জয়িনীকে অভিভূত করে। সে নিজেকে বারম্বার প্রশ্ন করে, "সত্যি ? সত্যি ? সত্যি ? সত্যি ? সত্যি ?..."

একটুখানি সান্নিধ্য। তবু কী অপরূপ আবেশ এনে দেয়। দিদিদের সঙ্গে এক বিছানায় কতবার শুয়েছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত বোধ হয়নি। তার কারণ বুঝি এই যে, বাদল অপরিচিত আর দিদিরা চিরপরিচিত ? কিম্বা এই যে, বাদল তার স্বামী ?

স্বামী কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করতে উজ্জয়িনী সরমে শিহরিত

হয়। বন্ধু পাবে, সেই আশায় সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু বিয়ের পরে বন্ধুর কথা গেল ভুলে। মনে রইল যার কথা সে তার স্বামী।

উজ্জয়িনীর মনে হল এই ক'দিনে তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেল। যেন তাকে আর বোকা মেয়ে বলা চলে না, বেবী নাম বেমানান হয়। তার স্বামীর সান্নিধ্য তাকে কোন মন্ত্রশক্তির দ্বারা বিজ্ঞ করে দিয়ে গেছে। এখন সে অনেক কিছুর অর্থ বোঝে। ওই অতি-পরিচিত অতি-অবজ্ঞাত পৃথিবী যেন এই প্রথম তার চোখে পড়ছে। রাত্রের আকাশের দিকে চেয়ে মনে হয়, কী একটা ভাষায় কী যেন লেখা রয়েছে, নেহাৎ হিজিবিজি নয়! তারাগুলো এক একটা হরফ।

কিন্তু কোনো এক বিষয়ে মন বসে না। তারার কথায় মনে পড়ে বাদলও জাহাজে বসে এই তারাই দেখছে। কিন্তু বাদল কি উজ্জয়িনীর কথা ভুলেও ভাবছে? তার লক্ষ্যের দিকে সে যত দ্রুত গতিতে ছুটেছে উজ্জয়িনীকে পিছনে রাখ্‌তে যাচ্ছে তত বেশী। বাদলের জীবনে কি বিয়ে ব্যাপারটা কিছুমাত্র দাগ কেটেছে? উজ্জয়িনীর যেমন তাকে স্বামী বল্‌তে রোমাঞ্চিত হয় সেও কি উজ্জয়িনীকে স্ত্রীকে বল্‌তে পুলক পায়? প্রেম শব্দটা উজ্জয়িনী বইতে পড়েছে, তার যে কী অর্থ কেমন প্রকৃতি সেকথা উজ্জয়িনীর বোধগম্য হত না, এখন যেন কতকটা হয়—অন্তত তার একটা লক্ষণ হচ্ছে সঙ্গকামনা। বাদলের প্রাণে অমন কামনা কখনো জাগে না কি? নিশ্চয়ই জাগে না, জাগলে কি বাদল সারাক্ষণ ইংলণ্ডের ধ্যান করত?

বাদল যে উজ্জয়িনীকে স্ত্রী ভাবে না, ওকথা সে প্রকারান্তরে জানিয়ে গেছে বইয়ের গায়ে উজ্জয়িনী গুপ্তর-নামাঙ্কন করে। কোনো দিন মিস গুপ্ত ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকেনি। একদিন তো বাদল খোলাখুলি বলেও ছিল, "বিয়ে না করলে বিলেত যেতে পার

না বলেই বিয়ে কর্‌ছি। আর বিলেত না যেতে পেলে আমার জিনিয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। এতদিন যে এদেশে আছি এই এক ট্র্যাজেডী।”

অন্য কোনো মেয়ে হলে অভিমান করত অথবা অপমানে কেঁদে ফেল্‌ত, কিন্তু উজ্জয়িনীর বাদলের প্রতি অনুকম্পাই হল। আহা বেচারা, বিয়ে না করে করেই বা কী! এত বড় প্রতিভাশালী যুবকের প্রতিভা বিলেত না গেলে খুল্‌বে না। রবি ঠাকুর, জগদীশ বসু, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু—ভারতবর্ষের প্রত্যেক মহাপুরুষের যৌবন বিলেতের বাতাস লেগে মঞ্জরিত হয়েছে।

বিয়েটা যেন উজ্জয়িনী একা কর্‌ল, বাদল নামমাত্র বর হল। উজ্জয়িনীর সিঁথিতে সিঁদুর উঠল ও হাতে নোয়া। তবু অন্তরে সে কুমারীই থেকে গেল। কেবল অন্তরে কেন, দেহেও।

২

বাদল চিঠি লিখ্‌বে মাঝে মাঝে, এমন প্রত্যাশা উজ্জয়িনীর ছিল। তাদের সম্বন্ধটা দাম্পত্যের না হোক; বন্ধুত্বের না হোক, ভদ্রতার তো বটে।

উজ্জয়িনী বম্বে থেকে চিঠি না পেয়ে বিচলিত হল না। মনকে বোঝাল, সময়ের অভাব। বিদেশযাত্রার উত্তেজনা। ট্রেন থেকে নেমে জাহাজ ধরা তো হেলে দুলে কোঁচা সম্‌লে ধীরে সুস্থে হবার নয়। বাদলের সঙ্গে উজ্জয়িনীরও বম্বে অবধি যাওয়া উচিত ছিল, অন্তত উজ্জয়িনীর বাবার। তাঁরা যে যেতে চাননি এমন নয়, বাদলই তাঁদেরকে নিরস্ত করেছে, বলেছে ইংরেজের ছেলেরা যখন ঐ বয়সে সিবিলিয়ানী কর্‌তে কিম্বা ওর থেকে কম বয়সে ব্যবসা কর্‌তে

ভারতবর্ষে আসে তখন ওদেরকে এগিয়ে দেবার জন্যে কেউ মার্সেল্‌স অবধি আসে না। কল্‌কাতা থেকে বম্বে এক দৌড়ের মামলা, সঙ্গে তার বাবা যাচ্ছেন সেই যথেষ্ট বাড়াবাড়ি, অন্য কেউ যদি যান তবে বাদলের পৌরুষ লজ্জা পায়।

বাদল বম্বে পৌঁছে দুই গুরুজনকে দুখানা টেলিগ্রাম করল, কিন্তু উজ্জয়িনীকে না। অভিমান করা উজ্জয়িনীর স্বভাবের অঙ্গ নয়। উজ্জয়িনী হাস্‌তেও জানে না, কাঁদতেও জানে না, মনের দুঃখ নীরবে পরিপাক করে। তার মুখ দেখে বোঝা যায় না সে কী ভাবছে, কী ভুগছে। সেই জন্যে তো তার সমবয়সিনীরা তাকে সন্দেহ করে। তারা সাধারণ মানুষ—হাসে, হাসায়, কাঁদে, কাঁদায়, গল্প করে, দুষ্টুমি করে, ঝগড়া যেমন করেও তেমনি ভোলেও। উজ্জয়িনীর মনের নাগাল পায় না, বলে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, উজ্জয়িনীটা কেবল যে বোকা তাই নয়, তার পেটে পেটে অনেক বিদ্যে।

উজ্জয়িনীব মনের গডন জান্‌তেন একমাত্র তার বাবা। তাঁরই কাছে উজ্জয়িনীর গভীরতম ভাবনা-বেদনা-আবেগ-অভিলাষ স্টেথোস্কোপের মুখে বুকের স্পন্দনের মতো ধবা পড়ে যেত। উজ্জয়িনীর মনের এ্যানাটমি তাঁবই একার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে উজ্জয়িনীর মনের আডালে যে সব কামনা ও যে সব খেদ জম্‌তে লাগ্‌ল সে সকলের ডায়গ্নসিস্‌ যোগানন্দের সাধ্যাতীত। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি নিতান্তই হাতুড়ে।

তা ছাড়া উজ্জয়িনীও তাঁর কাছে তেমন প্রাণ খুলে কথা কয় না, লজ্জা বোধ করে। অথচ লজ্জা ঢাকা না দিয়েও পারে না, সে যে আরো লজ্জার কথা। বাবার কাছে তার কিছুই গোপন ছিল না, এখন থেকে একটি বিষয়ে মিথ্যাচরণ হল। বাদল সম্বন্ধে তাব উৎকণ্ঠা নেই

অনুমান করে যোগানন্দ ভাবলেন, আহা, নেহাৎ ছেলেমানুষ। স্বামী কী জিনিস বোঝে না বলেই কাঁদে না।

বলেন, "বাদল বোধ হয় এতদিনে এডেন পৌঁছে গেছে রে বেবী।"

উজ্জয়িনী অসংকোচে বলে, "সে কী করে সম্ভব? এই তো সেদিন গেলেন।"

যোগানন্দ ভাবেন, তাই তো। আমাদের বয়সে আমরা একটা দিনকে একটা যুগ মনে করতুম। শনিবার চিঠি আসার বার, বৃহস্পতিবার থেকে পোস্টম্যানের পায়ের শব্দ শুনতুম। রবিবারটা ছিল আমাদের সত্যিকারের Sabbath, সেদিন মেঘদূত ছাড়া অন্য কিছু পড়তুম না, খবরের কাগজ পর্য্যন্ত না। বিলেত যখন যাই তখন তো কতবার কত ছলে cable করতুম ও করাতুম। হায় রে। কত দুঃখই না পেয়েছি!

যোগানন্দের স্মৃতি বিশ বছর পেছিয়ে গেল। উজ্জয়িনীর স্মৃতি গেল মাত্র সাতদিন পেছিয়ে। আজ বৃহস্পতিবার। গত বৃহস্পতিবার বাদল ছিল। এখন যে সে কত দূরে, দশ হাজার মাইল দূরে কি দশ মাইল দূরে—তার হিসাব হয় না।

কাছে থাকা ও কাছে না থাকা, এই দুইয়ের মাঝখানে যে ব্যবধান সে ব্যবধান এতই অসীম যে পরিমাপের দ্বারা তাকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রমাণ করলে তজ্জনিত দুঃখ কমেও না বাড়েও না।

উজ্জয়িনী দেয়ালের দিকে চেয়ে টিকটিকির শিকারপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করছে, না ক্যালেণ্ডারের প্রতি চোরা চাউনি ক্ষেপণ করছে যোগানন্দ টের পাচ্ছেন না। তিনি ভাবছেন অল্প বয়সে বিয়ে করা দেহের পক্ষে অহিতকর হলেও মনের পক্ষে তপস্যার কাজ করে। সেইজন্যে বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিরহের ব্যবস্থা দিতে হয়। আমাদের সমাজে এই ব্যবস্থাই এক কালে প্রচলিত ছিল, তখন এক বাড়ীতে থেকেও

স্ত্রী-পুরুষের কতখানি দূরত্ব ছিল আজকালকার স্বামীস্ত্রীরা শুনলে বিশ্বাস করবে না। সেই দূরত্বকে যদি ফিরিয়ে আনা সম্ভবপর হত তবে তো বাল্যবিবাহনিরোধের প্রয়োজন থাকৃত না।

৩

বিয়ের পূর্ব্বাহ্ণ থেকে উজ্জয়িনীর জানা ছিল যে, বাদল বিদেশ-যাত্রী, উজ্জয়িনী তার যাত্রাপথের একটা মাইলস্টোন মাত্র। সহযাত্রিণী নয়, অতিক্রমণীয়া। সেইজন্যে বিদায়কে সে যথাসম্ভব সহজ করে এনেছিল।

তবু তার বিশ্বাস ছিল না যে, বাদলকে বিদায় দিয়ে সে বিবাহপূর্ব্বের যুগে ফিরে যেতে পারবে। কল্‌কাতা থেকে বহরমপুরে ফিরে যাওয়া তো বর্ত্তমান থেকে অতীতে ফিরে যাওয়া নয়। উজ্জয়িনী দশ দিনে দশ বছর বেড়েছে, স্মৃতির থেকে মুছে গেলেও এই দশটি দিন বা বছর মনের অন্তরালে অক্ষয়।

বাদল চলে যাবার পর উজ্জয়িনী নিজের অনুভূতির খবর নিয়ে অবাক হয়ে গেল। সে মূর্চ্ছাও যায়নি; মরেও যায়নি, প্রিয়বিরহকে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে। তার জীবনে বাদলের থাকাটার স্থান পূরণ করেছে বাদলের না থাকাটা। সে এক হিসাবে ফিরেই গেছে বইয়ের রাজ্যে, তারার দেশে, পশুপাখীর সংসারে।

থেকে থেকে যখনি বাদলের সান্নিধ্যের স্মৃতি জাগে তখনি উজ্জয়িনী উতলা হয়। তারপরে যথাপূর্ব্বং। শুধু চিঠির বার এলে মিথ্যা আশায় ভোরের আগে ওঠে। ছল ছল চোখে সপ্তর্ষির দিকে চেয়ে থাকে। হয় তো চিঠি আসবে না। পুনরায় আশাভঙ্গ। দিনের আলোয় সকলের সামনে যে কান্না কাঁদতে পারবে না শেষরাত্রের আকাশতলে বসে সেই কান্না সাঙ্গ করে রাখে।

কত সপ্তাহ কেটে গেল, চিঠি এল না। যোগানন্দের নামে cable এল দুই তিনবার, কিন্তু উজ্জয়িনীর নামে কিছুই না। কেবল শ্বশুরের চিঠিতে এল বাদল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। মহিম লিখ্‌লেন, "মা গো, বাদলের সবিশেষ জানিয়ে আমাকে সুখী কোরো। তারের খবরে প্রাণ ভরে না।"

যোগানন্দও বিস্মিত হন্। বাদল কি তাঁর কন্যাকে ভালবাসে না? ভালোবাস্‌লে তো এত মোটা চিঠি লিখ্‌ত যে চিঠিখানা নির্ঘাত বেয়ারিং হত। বেয়ারিং চিঠি কখনো পথে হারায় না।

যোগানন্দ বাদলকে চিঠি লিখ্‌লেন ভালোবাসা জানিয়ে। মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার ছল খুঁজলেন, কিন্তু উজ্জয়িনী তাঁকে সে অবসর দিল না। বলল, "তোমার এত উৎকণ্ঠা কেন বল তো বাবা। ভালো আছেন সে খবর তো পেলে। মামুলি চিঠি তাঁর কাছে তোমার আশা করাই অন্যায়। যখন প্রেরণা পবেন তখন তিনি চিঠি লিখ্‌বেন দেখো।"

বাদলের প্রেরণার অপেক্ষায় যোগানন্দ অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন; মহিম প্রমাদ গণলেন, পরস্পরের মধ্যে যে পত্র বিনিময় চলল তার ধুয়া এই যে, ছেলেটা হয় তো বকেই গেল। এমন সময় তাঁরা পেলেন সুধীর চিঠি। আশ্বস্ত হলেন। যোগানন্দ ভাব্‌লেন, হাঁ, সাইলেণ্ট ওয়ার্কার বটে, চিঠিপত্র লিখে নিজেকে বিক্ষিপ্ত কর্‌তে চায় না। মহিম ভাব্‌লেন, কার ছেলে সেটা মনে রাখ্‌তে হবে তো। বিয়ে করেছে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য অবহেলা করে বৌকে প্রেমপত্র লেখে না।

সুধীর লেখার মধ্যে সুধীর পরিচয় পেয়ে যোগানন্দের তাকে সহজেই মনে ধর্‌ল। মহিম তো সুধীর কতকালের কাকামশাই—সুধী তাঁর ছেলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কাজেই তাঁর কাছে ছেলের দোসর। সুধী যে পরামর্শ দেয় তাই সুপরামর্শ, সুধী যে কথা বলে তাই সত্য কথা!

যোগানন্দ ও মহিম বাদলের চিঠি সুধীকেই লিখলেন, সুধীর চিঠিতে

বাদলের চিঠির স্বাদ মেটালেন। বাকী থাকল উজ্জয়িনী। বাদল যে সুধীকে দিয়ে তাকেও চিঠি লেখাবে এমন কথা তার মনে উঠল না। বাদল যদি তাকে ভুলে গিয়েই থাকে তবু সে বাদলকে দোষ দেবে না, বাদলের যদি কোনো দিন তাকে মনে পড়ে সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করবে, তার প্রতি বাদলের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

হঠাৎ একদিন উজ্জয়িনীর নামে চিঠি এল। বাদলের হাতের লেখা উজ্জয়িনী চিন্‌ত। বাদলের হাতের লেখা নয়। সুধীর হাতের লেখাও উজ্জয়িনী দেখেছে। সুধীরই হাতের লেখা বটে।

উজ্জয়িনী চিঠিখানি খুল্‌বে কিনা চিন্তা করল। সে তো বাদল সংক্রান্ত সংবাদের প্রার্থী নয়। তবে কেন সুধীর চিঠি খুল্‌বে? সুধীর সঙ্গে তার পরিচয়ও নেই। কোন অধিকারেই বা সুধীর চিঠিকে স্বীকার করে নেবে?

কিন্তু জীবনে প্রতিদিন নতুন মানুষেব আগমনী বাজে না। সুধীর হাতের লেখাই তো সুধীর পরিচয়-পত্র। গোটা গোটা অক্ষর, একটু ডান দিকে টান, কোনোটাতে কালির পরিমাণ বেশী কম হয়নি, সমস্তটিতে আত্মসমাহিত প্রসন্ন অন্তঃকরণের ছাপ। উজ্জয়িনী এমনি হস্তাক্ষর আরো দেখ্‌বে এই আকাঙ্ক্ষায় চিঠিখানি অবশেষে খুল্‌ল।

৪

উজ্জয়িনী যদি স্বভাবত অভিমানিনী হত, তবে বাদলের উপর রাগ করে সুধীর চিঠি ছিঁড়ে ফেল্‌ত, ছুঁড়ে ফেল্‌ত, মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌ত। পৃথিবীর অন্য সবাইকে সেক্রেটারী দিয়ে চিঠি লেখানো যায়, কিন্তু—মরি মরি কী রুচি!—স্ত্রীকেও!

কিন্তু উজ্জয়িনীর মান-অপমান-বোধ তেমন তীব্র ছিল না। বাদলের

উপর তার কিসেরই বা অধিকার! বিয়েটা বাদলের পক্ষে বিলেত যাওয়ার সামাজিক পাস্‌পোর্ট্; না হলে চলে না বলেই সংগ্রহ করতে হয়েছে। বিলেতে নিরাপদে পৌঁছবার পর বাদল কি তার পাস্‌পোর্ট-খানা কোন্ বাক্সে তুলে রেখেছে তা মনে করে রেখেছে? বিশেষত বাদলের যে ভোলা মন! অল্প কয়েক দিনের পরিচয়ে বাদলের এ দিকটা উজ্জয়িনীকে মাঝে মাঝে হাসিয়েছে—অবশ্য মনে মনে হাসিয়েছে। একথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার আর একবার হাসি পেল। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো যে কত কথা মনে পড়ে গেল।

যতই মনে পড়ে যায় ততই কান্না পায়। বাদলকে সে ভালো-বেসেছিল। অন্ততঃ বাদলকে তার ভালো লেগেছিল। ('ভালো-বেসেছিল'—একথা মনে মনে স্বীকার করতেও তার কী লজ্জা!) বাদল যখন তার স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব লোকে অবতরণ করেছিল তখনকার সেই দিনগুলি কত ছোট ছোট ঘটনা, কথোপকথন ও ভদ্র ব্যবহার দিয়ে এক একটি বছরের মতো সুদীর্ঘ ও সুপূর্ণ বোধ হয়েছিল। বাদল হয়তো পাথর, কিন্তু উজ্জয়িনী কুমারী মেয়ে। বাদলের সান্নিধ্য তাকে কখনো ভাবাবেশময়ী, কখনো সচকিতা, কখনো স্নেহমমতায় পরিপূর্ণা করে তুল্‌ত। সমস্তই বাদলের অজ্ঞাতসারে। বাদলের পক্ষে যা মামুলি কথা উজ্জয়িনীর কানে তাই কেমন সুধাবর্ষণ করত। উজ্জয়িনী মনে মনে সেই সকল এলোমেলো কথাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌ত, বিস্মৃতির মরুচে ধরে নষ্ট হয়ে যেতে দিত না।

কিন্তু বাদল যেদিন চলে গেল সেদিন থেকে উজ্জয়িনীকে বিরহ-বেদনায় উদাস করল। বাদলের সঙ্গে তার সেই মধুর অতীত তার যতবার মনে পড়ে যায়, ততই মন টন টন করে—তাজা ক্ষতের উপর আঙুল লাগ্‌লে যেমন করে। প্রকৃতিগত আত্মরক্ষণেচ্ছা উজ্জয়িনীকে

শেখাল বিস্মরণের কৌশল। উজ্জয়িনী অতীতকে চাপা দিতে লাগ্ল ভবিষ্যতের দোতলা তেতলা চারতলার তলায়। বাদল কাল এডেনে পৌছবে, পৌছেই চিঠিখানা ডাকে দেবে, চিঠিখানা চলে আস্‌বে সেই দিনের বোম্বাই-মুখী জাহাজে। তা হলে একদিন দুদিন তিনদিন চারদিন······সাতদিনের দিন চিঠিখানা উজ্জয়িনীর হাতে এসে পড়্‌বে। আগ্রহাতিশয্যে উজ্জয়িনী দিনগণনায় গোঁজামিল দেয়। শনিবারের পর সোমবার, বুধবারের পর শুক্রবার, এই তার গণনার রীতি।

বার বার আশাভঙ্গের পর সে আশা কর্‌তে ছাড়্‌ল না বটে, কিন্তু নিরাশার সঙ্গে আপোষ করে নিতে শিখ্‌ল। বাদলের চিঠি আসে তো ভালোই, না আসে তো মন্দ কী! এমন তো কতদিন ছিল যখন বাদল তার জীবনে ছিল না। এখন বাদল তার জীবন থেকে চলে গেছে ভাব্‌তে তার প্রাণে সয় না বটে, কিন্তু চলে যাবার অধিকার যে বাদলের আছে তা তো অস্বীকার করা যায় না।

বাদল পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এই মুহূর্ত্তে আছে এবং বেশ সুস্থই আছে। সুধীর চিঠি থেকে এটুকু জানতে পাওয়া তার যথালাভ। এইজন্যে চিঠিখানা খুলে সে অন্যায় করেনি। নইলে পরপুরুষের চিঠি খুল্‌তে তার সংস্কারে পীড়া লাগ্‌ত। হোক না কেন বাদলের অদ্বিতীয় বন্ধু।

সুধীকে সে মনে মনে সাধুবাদ দিল। কিন্তু উত্তর দেবে কি না স্থির কর্‌তে তার বহুদিন ও বহু রাত্রি, বহু চিন্তা ও বহু অনিদ্রা লাগ্‌ল। বাদলকে সে একরকম চেনে বলে চিঠি লিখ্‌তে সাহস পেয়েছিল, কিন্তু সুধীন্দ্রবাবু না জানি কত বড় বিদ্বান ও কত বেশী বয়স্ক। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত সম্ভ্রম দেখানো কি সহজ কথা! উজ্জয়িনীর চিঠিগুলি যে তিনি পড়েছেন এই ভাবতে উজ্জয়িনী ঘেমে

ওঠে। পড়ে নিশ্চয়ই দুষ্টু হাসি হেসেছেন, ভেবেছেন কী ছেলেমানুষ! কী নির্ব্বোধ! তাঁর অপরাধ কী! উজ্জয়িনী নিজেও তো তার একমাস আগের আমি'র সঙ্গে আজকের আমি'র তুলনা করতে কুণ্ঠিত হয়। এই দু'এক মাসে সে কি কম বদ্‌লেছে, কম বেড়েছে! চেহারায় তার তেমন পরিবর্ত্তন হয়নি; তবে সিঁথিতে সিঁদুর ওঠা মেয়েদের জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। তাতে কেবল কপালকে রাঙায় না, কপোলকেও রাঙায়। মুখাবয়বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একটি অনির্দ্দেশ্য শ্রী গড়িয়ে পড়তে থাকে, পারদের মতো চঞ্চল। এই চোখে তো এইমাত্র চিবুকে, এইমাত্র ভুরুতে তো এইমাত্র অধরে।

সুধীর প্রথম পত্রের উত্তর দেবার আগে তার দ্বিতীয় পত্র এসে পড়্‌ল। তাই নিয়ে উজ্জয়িনী হল আরো বিব্রত। বাদল যেন পণ করেছে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখ্‌বে না। না লেখে নাই লিখুক, কিন্তু সুধীকে দিয়ে লেখানোর আবশ্যকটা কী ছিল! উজ্জয়িনী চেয়েছিল চিঠির ভিতর দিয়ে বাদলের সঙ্গ। বড় বড় সমস্যার মীমাংসা তো চায়নি, যদি বা চেয়ে থাকে তবে সে চাওয়াটা কেবল বাদলকে চিঠি লেখার একটা অবলম্বন জোগাতে; পাছে বিষয়ের অভাবে বাদলকে চিঠি লিখ্‌তে গা না করে। বড় বড় সমস্যার সমাধান তো এল, কিন্তু কই তার মধ্যে বাদলের গলার সুর, বলার ভঙ্গী, ডান হাতের মধ্যম আঙুলটি দিয়ে মাথার চুল-গুলোকে টেনে চোখের উপর নামানো ইত্যাদি মুদ্রাদোষ? সুধীর পাকা হাতের পরিষ্কার লেখা, শান্ত সমাহিত মনের পরশ, বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর প্রতি প্রচ্ছন্ন গভীর স্নেহ উজ্জয়িনীর স্মৃতিকে সক্রিয় করল না। কে যে সুধী আর কী যে তার বক্তব্য—যেন চিঠি পড়্‌ছে না একখানা ভালো লেখকের লেখা বই পড়্‌ছে ও বোঝবার চেষ্টা করছে। যেন এ চিঠি লাইব্রেরীতে বসে বাবার সাহায্যে পড়বার, শোবার ঘরে খিল দিয়ে

বুকের টিপ টিপ শব্দকে বালিশের উপর পিষ্‌তে পিষ্‌তে কখনো হাস্‌তে হাস্‌তে ও কখনো চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে পড়্‌বার নয়! এ চিঠির ক দেখে কৃষ্ণকে মনে পড়ে না, হৃদয়াবেগকে নাড়া দিয়ে মন-কেমন করায় না এ চিঠি।

তবু কর্ত্তব্যের খাতিরে এর জবাব লিখতে হবে। না লিখলে যেটুকু বাদলের খবর পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুও পাওয়া যাবে না।

উজ্জয়িনী সুধীকে চিঠি লিখতে বস্‌ল।

লিখ্‌ল—

ভক্তিভাজনেষু,

আপনার দুখানি পত্রই পেয়েছি। আপনার মূল্যবান সময়ের বিনিময়ে আমার এ বহুমূল্য প্রাপ্তি। এই সৌভাগ্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি কি?

আপনার বন্ধু কেমন আছেন? অবশ্য সেকথা আপনি প্রতি সপ্তাহে বাবাকে লিখ্‌ছেন। সেই একই কথা প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকেও লিখুন এমন অনুরোধ কর্‌লে ছেলেমানুষী হবে। একে তো আমার ছেলেমানুষী আপনাকে নিশ্চয়ই কৌতুক দিয়েছে। আমার সম্বন্ধে আপনি কী যে ভেবেছেন, ভাব্‌তে গায়ে কাঁটা দেয়। ছি ছি! ডাকটিকিট সংগ্রহ করার কথা কেন যে লিখেছিলুম। সত্য আমার ওসব 'হবি' আজকাল নেই।

পশ্চিমের মেয়েদের সম্বন্ধে উল্টো পাল্টা কত কথাই না শুনি। কোনোটাই বিশ্বাস কর্‌তে প্রবৃত্তি হয় না। আমার জানাশুনার মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা এত বেশী আমাদের মতো যে তাঁরা কী পরেন ও কী খান সেই প্রমাণের উপর তাঁদের উপর সরাসরি রায় দেওয়া যায় না। বিচার কর্‌বই বা কেন? পারি তো ভালোবাস্‌ব। না পারি তো ছায়া মাড়াব

না। আমার বাবারও এই মত। মিস্টার সেন কী বলেন জান্‌তে ইচ্ছা করে। একটা মজার কথা দেখুন, জানি বলেই জান্‌তে ইচ্ছা করে। মিস্টার সেন গোঁড়া ইংরেজ বলে জানি। তাই জান্‌তে ইচ্ছা করে তিনি কি তাঁর স্বজাতীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব-বশত আমাদের মতো বিজাতীদের প্রতি বিমুখ? তাঁর বান্ধবীদেরকে আমার প্রণাম জানাবেন কি?

আচ্ছা বিলেত গিয়ে আপনারা ফোটো তোলাননি? আমার ফোটো দেখ্‌বার মতো হলে নিশ্চয়ই পাঠাতুম। কিন্তু আপনার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসা করুন না? আমি নিতান্তই কালা আদমী। এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে ইস্কুলের সিক্সথ্‌ ক্লাস। আমার বাবার পাঠাগারে আমার বয়সের মেয়ের পড়বার মতো বই অল্প কিছু আছে, তাই পড়েছি। কিন্তু সেই যৌতুক নিয়ে কি আপনার বন্ধুর যোগ্য হওয়া যায়?

আচ্ছা, আপনি কী করেন? কী পড়েন? আপনি মাসিক পত্রে লেখেন না কেন? লিখ্‌লে আপনার মূল্যবান চিন্তা দেশের কত পিপাসুর পিপাসা মেটায়। না আপনার বন্ধুর মতো আপনিও এদেশের নন? যে কেউ বড় হলেন তিনিই যদি বিদেশী হলেন তবে এ দুর্ভাগা দেশ কাকে নিয়ে বড হবে? সত্যি বল্‌ছি, ইংরেজের প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই, তবু ইংরেজ আমি কিছুতেই হব না। আমার দেশের মহান্‌ অতীত ও মহত্তর ভবিষ্যৎ তার বর্ত্তমানকালের গ্লানি ও লজ্জার থেকে বড। সেই বড়ত্বের লোভে আমি ভারতীয়া। আমার বাবাও এই কথা বলেন।

আমার প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি।

বিনীতা

শ্রীউজ্জয়িনী দেবী

চিঠিখানা অনেক কাটাকুটি করে অনেক রয়ে বসে লেখা। তবু যতবার পড়ে দেখে ততবার নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার নতুন নমুনা আবিষ্কার

করে। ভালো কাগজে নকল করতে করতে বিলিতী ডাকের বার অতিক্রান্ত হল বলে। তখন উজ্জয়িনী মরীয়া হয়ে ডাকঘরে চিঠি পঠায়। এবং যতক্ষণ না ডাক চলে যায় ততক্ষণ পোস্ট মাস্টারকে লিখে চিঠি-খানা ফিরিয়ে আনবে কি না ভাবে।

চিঠি পায় না সে এক দুঃখ। চিঠি লিখতে জানে না সে আরেক। সুধীন্দ্রবাবু ওচিঠি একা পড়বেন না, বাদলকে পড়াবেন নিশ্চয়। দুজন বয়োজ্যেষ্ঠ বিদ্বান লোক তার অন্তঃকরণকে হাতের মুঠার ভিতরে পেয়ে হাস্য পরিহাসের হাতল করবেন। উজ্জয়িনী কল্পচক্ষুতে দুই বন্ধুর লণ্ডনস্থ বৈঠকখানার দৃশ্য দেখতে পারছে। বাদল সেই গৌরবর্ণ কৃশকায় চিবচিস্তিত অস্থির-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাক্‌পটু বালকটি। তার বয়স ষোল পেরিয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না। আর সুধীন্দ্রবাবুর বোধ করি চুলে পাক ধরেছে, বয়সের গাছ পাথর নেই। তাঁর সংযম ও গম্ভীর্য্য সেকালের মুনিদের মতো। তাঁব প্রতি অনায়াসে শ্রদ্ধা জন্মায়। আহা, পিতৃকল্প মানুষ যে!

উজ্জয়িনী মনে মনে হাসে। হাসি পেলে মনে মনে হাসাটাই নিরাপদ। ধরো সুধীন্দ্রবাবুর সামনে যদি হাসি পায় তবে কি তাঁর হাস্‌তে সাহস হবে? অথচ অদৃষ্ট তাকে এইসব মানুষের দলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একদিন হয় তো বিলেত যাবে ও এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবে। বিষম সমস্যা মানুষেব সঙ্গে মেশা। বই পত্রের সঙ্গে মেশা কেমন নির্ঝঞ্ঝাট। ঐ কবতে করতে তো সে বুড়ো হয়ে গেল। বুড়ো নয় তো কী? সাম্‌নের ফাল্গুনে সে আঠারোয় পড়বে। এরি মধ্যে সে তাব শৈশবকে ভুলেছে। অতীতেব কথা বসে বসে স্মরণ করতে ভালোও লাগে না। সেই সময়টা বাদলের চিন্তায় বিভোর থাকতে প্রাণ চায়।

উজ্জয়িনীর দেহে এই প্রথম রং ধরেছে। এত দিন সে নিজের দেহ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। দেহ আছে কি না সে কথা লোকের মনে পড়ে প্রথমত যখন অন্নাভাব ঘটে, দ্বিতীয়ত যখন প্রেম জাগে। উজ্জয়িনীরা পুরুষানুক্রমে বড়লোক। এক্স গুপ্ত তাঁর তিন পুত্রকে নগদ তিনলাখ টাকার উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। তাঁদের কেউ মুর্শিদাবাদের সিবিল সার্জন, কেউ রেলের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, কেউ বা রেঙ্গুনের ব্যারিস্টার। সুতরাং উজ্জয়িনীরা অন্নাভাবের কথা খবরের কাগজের থেকে যেটুকু জানে সেইটুকু জানে। সেকথা শুনে মোটারকম চাঁদাও পাঠায়; দেশের অন্নকষ্টের সুযোগ নিয়ে গীতাভিনয় কিম্বা নৃত্যাভিনয়ও করে। কিন্তু কিছুতেই দেহসচেতন হয় না, যতদিন না প্রেম জাগে।

প্রেম জাগে অর্থাৎ বিয়ে হয়ে যাবার পরে স্বামীর প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। এদিক দিয়ে উজ্জয়িনীরা গোঁড়া স্বদেশী। তাদের সেট্-এর কেউ যে প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছে এমন সংবাদ কদাচ শোনা যায়। তারা বিয়ে না করে, অন্ততঃ বাগদত্ত না হয়ে, প্রেমের নাম মুখে আনে না। মেয়ে কার সঙ্গে মিশ্‌তে পারে এবং কার সঙ্গে মিশ্‌তে পাবে না এ সম্বন্ধে মেয়ের মা'রা তাঁদের অলিখিত মনুসংহিতা মেনে চলেন। উক্ত গ্রন্থের বারো আনা অংশ জুড়েছে পদ ও উপার্জ্জন শীর্ষক প্রথম দুই অধ্যায়।

এক কথায় দেহসচেতন হবার সুযোগ উজ্জয়িনীদের জীবনে বিশ একুশ বছর বয়সের আগে আসে না। উজ্জয়িনীর জীবনে তার আগেই এল। উজ্জয়িনী তার মা'র ঘরের বড় আয়নাটার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ায়। সৌভাগ্যক্রমে তার মা তখন কল্‌কাতায়। নিজেকে দেখে উজ্জয়িনীর বড় আশ্চর্য্য লাগে। সে তো সেই উজ্জয়িনীর নয়। সে তো কোনো দিন এত সুদর্শনা ছিল না। এমন কি তার রংও যেন কিছু ফরসা হয়েছে।

শীতকাল বলে কি? তার গাল দুটিতে মাংস লাগ্‌ছে ভাব্‌তে তার গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। তার চোখের পাতায় অকারণে জল চুইয়ে পড়্‌ছে ভাব্‌তে তার খেয়াল হল বালিশে মুখ গুঁজে ঘণ্টা খানেক খুব কাঁদে।

৫

একদিন সকালবেলা ডাক খুলে যোগানন্দ বললেন, "এ তো ভারি মুশকিল হল!"

উজ্জয়িনী মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করল না, কিন্তু চোখের চাউনিতে জিজ্ঞাসা করল, কেন? কী হয়েছে, বাবা?

যোগানন্দ চিঠিখানা আরো একবার পড়্‌লেন, পড়ে উজ্জয়িনীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। উজ্জয়িনী হাতের লেখা দেখে বুঝ্‌ল তার শ্বশুরের চিঠি। পড়ে দেখ্‌ল তিনি উজ্জয়িনীকে নিতে আস্‌ছেন; যোগানন্দ এবারেও যেন আপত্তি না করেন, যোগানন্দের আরো দুই সন্তান এই দেশেই আছে, যোগানন্দ অনায়াসেই তাদের আনাতে পারেন, কিন্তু মহিমচন্দ্রের একমাত্র সন্তান বিদেশে, উজ্জয়িনীকে কাছে না পেলে তাঁর জীবন দুর্বহ, বিশেষত তাঁর উপরওয়ালারা তাঁর প্রতি যেমন দুর্ব্যবহার করছে তাতে তাঁর সময় সময় ইচ্ছা করছে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে কাশীবাস করেন। "আর এ পথে সুখ নেই রে ভাই" (ইংরেজীতে লেখা), "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ। আর ক'টা দিন বৈ তো নয়। এতদিন ইহকালের কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টায় না করলুম কী। তবু তো কালকের নিউইয়ার্স উপাধি তালিকায় আমাকে উপেক্ষা করে জুনিয়র অফিসারকে O. B. E. করা হল। এইরূপ অবিচারের উপর ব্রিটিশ এম্পায়ার টিঁকবে?"

দীর্ঘকাল একস্থানে থাকতে কারই বা ভালো লাগে ? নতুন জায়গা দেখ্‌বার সখ, নতুন মানুষের সঙ্গে মেশ্‌বার সাধ, বিশেষ করে যে বাড়ীতে বাদল ছিল সেই বাড়ীতে থাক্‌বার সৌভাগ্য উজ্জয়িনীকে পাটনার দিকে টান্‌ল। তবু তার চিরকালের সাথীকে, তার বাবাকে ছাড়তে পারা যায় না। পিতা ও কন্যার মধ্যে আকর্ষণ সাধারণত নিবিড় হয়েই থাকে। যোগানন্দ ও উজ্জয়িনীর বেলা নিবিড়তর। শুধু নাড়ীর টান নয়, মনের মিল, মতের মিল। ওরা যেন দুটি সতীর্থ, দুটি সহাধ্যায়ী। লেখাপড়ায় যে ওদের মন বসে সেটা লেখাপড়ার খাতিরে ততটা নয় পরস্পরের খাতিরে যতটা। ছেলেরা ইস্কুলে যায় ছেলেদের সঙ্গ পাবার জন্যে।

যোগানন্দ হাসির ভাণ করে বললেন, "মহিমকে O. B. E. না করে গবর্ণমেণ্ট আমার প্রতি অত্যাচার করলেন।"

উজ্জয়িনী কিছু বলবার মতো কথা পেল না। চিঠিখানাকে আর একবার পড়তে বস্‌ল। যোগানন্দ তাঁর খবরের কাগজে মন দিলেন, অর্থাৎ মন দেবার ভাণ কর্‌লেন। কিন্তু বেশীক্ষণ পারেন না, মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, "মহিমের ওখানে একেবারে অন্য চাল…জবরদস্ত হাকিম…আইনের বই ছাড়া অন্য বই রাখে না…ওর বাড়ীতে তোর সময় কাট্‌বে কী করে ?…খরচ করে পার্টি দেয় বিস্তর…এও একটা চাল, বুঝলি ? পার্টি জম্‌বে ভালো যদি তুই থাকিস্‌…হয়তো সম্রাটের জন্মদিনের উপাধিতালিকার উপরে নজর…সেইজন্যে তোকে নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো।"

উজ্জয়িনী কোনোদিন পিতার মুখে পরনিন্দা শোনেনি। শুধু পরনিন্দা নয়, বাদলের পিতার নিন্দা। পিতা যে কতখানি বিচলিত হয়েছেন অনুমান করতে পার্‌ল। কিন্তু কেমন করে তাঁর সঙ্গে শ্বশুরের পক্ষ

নিয়ে কিছু বলে? বিয়ে করলে মেয়েরা পর হয়ে যায় এ জাতীয় একটা অমূলক জনশ্রুতি তো তার অশ্রুত নয়।

তবু বলল, "বাবা, শোন, ওঁর ছেলের জন্যে ওঁর মন-কেমন-করাটা নেহাৎ অবিশ্বাস্য নয়। ওঁর স্ত্রী নেই বলে ওটা আরো দুঃসহ। তুমি একবার নিজের অমন অবস্থা কল্পনা কর না?"

যোগানন্দ বিরক্তি চেপে বললেন, "মেয়ে হয়েছিস্, মেয়ের বাপ তো হস্‌নি! কল্পনা করে দেখিস্।" এই বলে তিনি উঠে গেলেন স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করতে।

রাত্রের গাড়ীতে উজ্জয়িনীর মা এলেন। ব্যাপার শুনে উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "যাবে বৈ কি। যাবে না? পাট্‌না isn't a bad place, একটা প্রভিন্সের ক্যাপিটাল। যদিও রায়বাহাদুর, তবু নেহাৎ কেউ কেটা নয়, য্যাডিশনাল ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ওঁকে সমাজে তুলতে হবে, সেটা ওঁর পুত্রবধূরই কর্ত্তব্য। ওঁর বাড়ী নিশ্চয়ই মিসম্যানেজড। ওসব কি পুরুষমানুষের কাজ! তবে বেবীকে যেমন অমানুষ করে তৈরি করেছ আর যা ওর বয়স তাতে একলা ওকে নিয়ে বেয়াই সুবিধা করতে পারবেন না।"

যোগানন্দ বক্তৃতার শেষে টিপ্পনি করলেন, "তার মানে তুমিও যেতে চাও।"

মিসেস্ বললেন, "ভালো দেখায় না। জামাইএর সংসার হলে কথা ছিল কিন্তু—। যাক্, বেবীর সঙ্গে একটি হাউসকিপার পাঠাতে হবে, পাই কোথায়? মিসেস্ স্যামুয়েলস্‌কে পেলে দুই কাজ হয়, মেয়েটাকে কায়দা দুরস্ত রাখতে পারবেন। আহা বেচারির এখন বড়ই দুর্দ্দিন যাচ্ছে। তবু পরের বাড়ী চাকরী করতে রাজি হলে হয়!"

যোগানন্দ বললেন, "না হয় রাজি হলেন। কিন্তু মহিম ঠিক

আমাদের স্টাইলে থাকেন না। শুনতে পাই তাঁর বাড়ী ঠাকুর-দেবতাও আছেন। কলেজে পড়বার সময় যে কত বড এক লম্বা টিকি ছিল গো! ঐ টিকি কেটে আমি কেমন বিপদে পড়েছিলুম তোমাকে বলিনি?”

উজ্জয়িনীর মা'র স্মৃতি পঁচিশ বছর পেছিয়ে গেল যখন তিনি উজ্জয়িনীর বয়সী। কিন্তু দেখতে উজ্জয়িনীর চেয়ে বহুগুণ সুন্দর— সেকালের নাম-করা সুন্দরী। মহিমচন্দ্রের টিকি-কাটাব গল্প মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করে সেই সেকালের মতো খিল খিল করে হেসে উঠলেন কন্যাব সাক্ষাতেই। বললেন, “রোসো, বেয়াই আসুন।”

বেয়াই যেদিন সন্ধ্যার ট্রেনে নামলেন সেদিন টিকি-কাটার গল্প কারুর মনে ছিল না। তাঁব মাথা জোড়া টাক দেখে তাঁর টিকির কথা কারুর মনেই উঠল না। যোগানন্দ ভাবছিলেন তাঁব আসন্ন কন্যাবিরহের কথা, মহিম যতই হাসেন যোগানন্দ ততই কাঁপেন। এক জনের যে কারণে এত উল্লাস অপর জনের সেই একই কারণে এত বিষাদ। যোগানন্দ-জায়া ভাবছিলেন মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের কথা কোন্ সুযোগে তোলা যায়। আর উজ্জয়িনী? উজ্জয়িনী অকৃতজ্ঞ কন্যা। সে বাদলের বাবাব মুখে বাদলের আদল খুঁজছিল।

৬

কদমকুঁয়ায় রায় বাহাদুরের মস্ত বাড়ী। পুত্র পৌত্রাদি সহ হিন্দু ও মুসলমান ভৃত্যেরা সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তাদের গৃহিণীরা উজ্জয়িনীকে দেখবার জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিল—বাদল বাবুয়া না জানি কেমন মেমসাব্ সাদী করে গেছেন। তারা বোধ করি কিছু হতাশ

হল উজ্জয়িনীর রং ও পোষাক দেখে। কিছু খুশিও হল। আহা, বড় ছেলেমানুষ। বাদল বাবুয়ার সঙ্গে একটুও বেমানান হয়নি।

ঘরে তারা ভিড় করে রয়েছে, নড়্তে চায় না। উজ্জয়িনীর বাঙালী আয়াটি বহু অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করছে, "তোমরা এখন যাও, বাছা। খুকী বাবা একটু বিশ্রাম করবেন।" কিন্তু আয়ার ভাষা শুনে ওরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। উজ্জয়িনী গোটা কয়েক হিন্দী ধমক জানে; কিন্তু ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক; অগত্যা এই ময়লা কাপড় পরা হাস্যমুখরা কৌতূহলী নারীব্যূহ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে বাড়ীর সমস্তটা পরিদর্শন করতে বের হল।

অনেকগুলো ঘর। দেশী ও বিলাতী আস্‌বাবের গুদামের মতো দেখ্‌তে। স্থান অস্থান নেই, যেখানে সিন্দুক সেখানে সোফা। কার্পেটের উপর স্টোভ পড়ে রয়েছে। নববর্ষের ক্যালেণ্ডারগুলো দেয়ালে দেয়ালে লম্বমান, রাধাকৃষ্ণের পট, বিলাতী রূপসীদের ছবি, রায়বাহাদুরকে কারা বিদায় সম্বর্দ্ধনা করেছিল তাদের ফোটো ও সেই উপলক্ষে রচিত ইংরেজী কবিতা—উজ্জয়িনী যেন একটা আর্ট গ্যালারীতে পদার্পণ করেছে! এই সকলের মাঝখানে কোন কোণে বালক বাদল পুরস্কারের বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে উজ্জয়িনীর চক্ষু জলে ভরে উঠ্‌ল।

আপাতত এই তার কাজ, এই সমস্ত ঘরকে ঝেড়ে পুঁছে নতুন করে সাজানো গোছানো। তারপর দাসদাসীর দলকে যখন তখন যে-ঘরে খুশি ঢুকতে না দেওয়া। সম্ভব হলে ওদের সবাইকে 'লিভারি' (livery) কিনে পরানো। ওদের বাচ্চাগুলোকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যনীতি।

এই সব চিন্তা করতে করতে উজ্জয়িনী একটি ছোট ঘরে তালা বন্ধ দেখ্‌তে পেল।

বেয়ারা বল্‌ল, "এটা বাবুয়াজীকী কামরা আছে।"

উয়জ্জয়িনী বল্‌ল, "খোল, দেখ্‌ব।"

বাদলের পড়ার ঘর। আলমারিতে রাশি রাশি ইংরেজী-বাংলা বই। টেবিলের উপর এখনো কালি মাখা ব্লটিং পেপার পড়ে আছে। তার কোথাও কি উজ্জয়িনীর নাম উল্টো করে ছাপা নেই? টেবিলের উপর একটি মহিলার ফোটোগ্রাফ হেলানো অবস্থায় রয়েছে। ও হরি, ও যে আনা পাভলোভা। বাদলকে তিনি স্বাক্ষরিত ফোটো পাঠিয়েছিলেন বুঝি?

বেয়ারাকে বিদায় দিয়ে উজ্জয়িনী বাদলের ড্রয়ার খুল্‌তে বসে গেল। তাড়া তাড়া চিঠি। পৃথিবীর কত দেশের কত প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ নামের স্বাক্ষর। সাধে কি বাদলের এমন আত্মবিশ্বাস! সে যে বাদলের যোগ্য নয় এজন্যে তার ক্ষোভ নেই। কোন্ মেয়েই বা যোগ্য?

বাদলের পড়ার ঘরের চাবী উজ্জয়িনী নিজের হাতব্যাগে পুর্‌ল। বাদলের শোবার ঘরে নিজের বিছানা পাতল। ও ঘরে একখানা বড় সাইজের ফোটোগ্রাফে সুধী বসেছে, বাদল দাঁড়িয়েছে। উজ্জয়িনী ওখানাকে এমন স্থানে রাখল যেখানে ঘুমবার আগে ও ঘুম থেকে উঠে আপনি চোখ যায়। ভাবছিল ফোটোগ্রাফকে রোজ মালা গেঁথে পরাবে, কিন্তু তা হলে যে সে মালা সুধীকেও পরানো হয়। উজ্জয়িনী জিব কাট্‌ল। সুধীকে যেমন কল্পনা করেছিল তেমন নয়। বেশ যুবা পুরুষ, মাথার চুল কালোই। বরঞ্চ বাদলেরই কপাল ঘেঁসে টাক পড়বার লক্ষণ। বাদলের তুলনায় সুধী কালো, কিন্তু ঢের বেশী হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান। বাদলের প্রতিভা বাদলের চোখের তারার দীপ্তিতে। সুধীর প্রতিভা সুধীর আভাময় ললাটে। উভয়কেই উজ্জয়িনী নমস্কার কর্‌ল।

দুদিন পরে শ্বশুর মহাশয় যখন মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের প্রসঙ্গ পাড়লেন উজ্জয়িনী বল্‌ল, "কাজ নেই বাবা, তাঁকে এ বাড়ীতে বেখাপ হবে।

আমাদের অনেক পোষ্য, অনেক অতিথি, এদের নিয়ে আমি বেশ আছি, আমার আর সমাজের জন্যে তৈরি হয়ে কাজ নেই।"

মহিম বল্‌লেন, "আঃ হাঃ হাঃ হাঃ, বুঝেছি মা বুঝেছি। এই সরল সত্যটা না জানা থাক্‌লে হাকিমী কর্‌তে পারতুম? মেয়েরা তাদের কর্তৃত্বের ভাগ কখনো কাউকে দিতে রাজি হয় না। কিন্তু মা, তুমি যার স্ত্রী তার জন্যে তৈরি হতে হবে তোমাকে। সে আই সি এস্‌ হয়ে বছর দুই পরে যখন ফির্‌বে তখন তার চোখে যেন তোমাকে আসল বিলিতী মেমের মত দেখায়।"

উজ্জয়িনী বল্‌ল, "আমি খাঁটি বাঙালী হতে চাই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, এক্স গুপ্তর নাতনী বলে খাঁটি বাঙালী হতে চাই। ওরে মেয়ে, তোদের তিন পুরুষ বিলাত ফেরৎ। তুইও একদিন হবি।"

"কিন্তু বাবা, এক্স গুপ্ত যে কত বড় স্বদেশপ্রাণ পুরুষ ছিলেন সে কি আপনি জানেন না? বিলেত গেছলেন সেই চোগা-চাপকান পরে।"

রায়বাহাদুর গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, "তবু আই সি এস্‌ অফিসারের স্ত্রী, আই এম্‌ এস্‌ অফিসারের মেয়ে, সমাজে তোমার অবস্থার মেয়েরা যেমন, তুমিও তেমনি না হলে মানাবে কেন? গান্ধীর স্ত্রী খদ্দর পরেন গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্যে।"

উজ্জয়িনীর ইচ্ছা কর্‌ছিল বলে, সঙ্গতির কথা যদি বল্‌লেন তবে এ বাড়ীর খোল ও নল্‌চে দুই বদ্‌লাতে হয়, মায় আপনাকে পর্য্যন্ত। আপনার সুটের সঙ্গে আপনার টাই বেমানান, আপনার ঐ পাগড়ীটি ইংরেজী পোষাকের সঙ্গে যায় না, আপনি স্নানের নাম করে স্নানের ঘরের লাগাও ঠাকুর ঘরে বসে গুরুর দেওয়া মন্ত্র জপ করেন, বিজাতীয় খাবার নামমাত্র মুখে দিয়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ তরকারী খান, আপনি এডগার ওয়ালেসও রাখেন যোগবাশিষ্ঠ

রামায়ণও রাখেন, সিগারেটও টানেন আলবোলাও গুড় গুড় করেন। মিসেস্ স্যামুয়েলস্ এ বাড়ীতে এসে কেবল হাসি চাপতে থাক্‌বেন সে আমি হতে দেব না।

উজ্জয়িনী এতদিন পরে নিজের সংসার পেয়েছে, নিজের মনের মতো করে সাজাবে। ও বাড়ীতে মা'র আধিপত্য, জোর করে কিছু চালাতে পার্‌ত না। তার প্রস্তাবগুলো তার বাবার বেনামীতে মা'র দরবারে হাজির কর্‌ত, তাতেও ফল হত না। এতদিনে সে স্বরাজ পেয়েছে, তার শুভবুদ্ধি যা বলে সে তাই কর্‌বে, ফ্যাশান কিম্বা প্রথার শাসন মান্‌বে না। এক্ল গুপ্তের নাত্‌নী সে, এক্ল গুপ্তের মতই সংস্কারক। যোগানন্দের কন্যা সে, যোগানন্দের মতোই বৈজ্ঞানিক। বাদলের স্ত্রী সে, বাদলের মতোই উচ্চমনা।

৭

উজ্জয়িনীদের বাড়ীর একটি বিশেষ ঘর থেকে পাশের বাড়ীর একাংশ চোখে পড়ে। একদিন উজ্জয়িনী দেখল একটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের তরুণী বধূ তাঁর আপিস্-প্রত্যাগত স্বামীর জুতো খুলে নিয়ে ভিজে গামছায় পা মুছে দিচ্ছে। দৃশ্যটি উজ্জয়িনীর পক্ষে এমন অপূর্ব্ব যে উজ্জয়িনী চুরি করে দেখতে দ্বিধা বোধ কর্‌ল না।

স্বামীটিরও বয়স বেশী নয়, সে ভারি লজ্জিত ভারি কুণ্ঠিত হয়ে স্ত্রীর সেবা নিচ্ছে, মুখ ফুটে আপত্তি জানাচ্ছে না, জানে যে আপত্তি নিষ্ফল।

স্বামীকে খাবার দিয়ে স্ত্রী পাখা হাতে নিয়ে বস্‌ল। পাখার দরকার ছিল না। শীতকাল। তবু স্বামীটি আপত্তি কর্‌তে পারে না, পাখার হাওয়া খেতে খেতে মৃদু মৃদু হাসে। সে যে আপিস থেকে অনেক

খেটে অনেক কষ্ট পেয়ে ফিরেছে, স্ত্রীর মতো বাড়ীতে বসে বসে আরাম করেনি তো। মুখ ফুটে না বললেও স্ত্রীর মনোভাবটা যেন এই।

উজ্জয়িনীর অন্যত্র কাজ ছিল বলে সে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। আবার যখন এল তখন দেখল স্ত্রীটি স্বামীকে বাবু-বেশে সাজিয়ে বল্ছে, "বন্ধুদের বাড়ী বেড়াতে না গেলে ওঁরা যে কুণো বলে ঠাট্টা করবেন, বল্বেন বৌ-পাগলা, স্ত্রৈণ।"

স্বামী এর উত্তরে কী একটা বল্বার জন্যে ঠোঁট নাড়ল। স্ত্রী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বল্ল, "চুপ"। কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্ল, "মা শুন্তে পাবেন যে। ছিঃ।"

একদিন উজ্জয়িনী মা-টিকেও দেখল। স্বামীর মা শাশুড়ী। মেয়েটি তার শাশুড়ীকে পাগল হরনাথের তত্ত্বকথা পড়ে শোনাচ্ছে। উজ্জয়িনী কান পেতে যতটুকু শুন্ল ততটুক তার বিশেষ ভালো লাগ্ল। তাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় আধ্যাত্মিকতা নেই। তার বাবা ভগবান সম্বন্ধে সংশয়বাদী, তার মা ও দিদিরা বিপদে পড়লে ভগবানের নাম করেন বটে, কিন্তু তাঁদের একটা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত নেই। তাঁদের সমাজের লোক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধন মানের উপাসক। যদিও নামে তারা কেউ হিন্দু, কেউ ব্রাহ্ম, কেউ কেউ বা খ্রীস্টান।

উজ্জয়িনীর মনের খোরাক থেকে যেন একটা উপাদান বাদ পড়ে আসছিল, তাই তার মনের পুষ্টি তার মনের মতো হচ্ছিল না। এইবার যেন সে ভিটামিনের সন্ধান পেল। শ্বশুরের লাইব্রেরী ঘাঁটাঘাঁটি করে হরনাথের বই পেল না, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ যা-কিছু পেল সমস্ত চুরি করল। রামায়ণ মহাভারত তার পড়া ছিল, ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবে নয়, প্রাচীন ভারত সভ্যতার বিশ্বকোষ বলে। কিন্তু "চৈতন্য চরিতামৃত", "ভক্তমাল গ্রন্থ", "রামকৃষ্ণ কথামৃত" ইত্যাদি তাকে অনাস্বাদিত রস দিল।

সেই মেয়েটির জীবন উজ্জয়িনীর লোভনীয় লাগে। আহা, উজ্জয়িনীরও যদি একটি শ্বাশুড়ী থাকৃত। আর উজ্জয়িনীর স্বামীটি যদি থাকৃত কাছে! কেমন অল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ সংসার। তাদের তো ঝি-চাকর অগুন্তি নয়, একটিমাত্র ঠিকে-ঝি। মেয়েটি রান্না করে নিজের হাতে। উজ্জয়িনী লুকিয়ে তার কাজ দেখে। উজ্জয়িনী যদি লেখাপড়া এত না শিখে রান্না করতে শিখ্‌ত। ফ্যান্সী সেলাইয়ের কাজ না শিখে যদি ফাটা বালিশ রিফু করতে শিখ্‌ত। পিআনো বাজাতে শেখার দুরন্ত দুশ্চেষ্টায় বহু সময় নষ্ট করেছে, সেই সময়টাতে বাজার হিসাবের খাতা লিখ্‌লে কাজ দিত।

মহিম দিনে আপিস করেন, রাত্রে সমপদস্থ দেশীয় চাকুরেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ও তাস খেল্‌তে যান। তাঁর ইচ্ছা আছে পদমর্য্যাদা আর একটুখানি বাড়্‌লে ইউরোপীয় ক্লাবের মেম্বার হবার জন্যে দেহপাত কর্‌বেন।

উজ্জয়িনী আহারের সময় ছাড়া শ্বশুরের সঙ্গ পায় না। সেজন্যে ওর আফশোষ নেই। রবিবারে তিনি তাকে পীড়াপীড়ি করেন অমুক সাহেবের বাড়ী সঙ্গে নিয়ে যেতে। সে বলে, আজ নয়, আর একদিন। কারুর সঙ্গে তার আলাপ কর্‌বার সাধ নেই, আছে শুধু ঐ প্রতিবেশিনী মেয়েটির সঙ্গে। কিন্তু ওদের বাড়ী যে নিজের থেকে যাওয়া যায় না। ওরা তো বড়-চাকুরে নয়। কলেজের লেকচারার। একটা পুরো বাড়ীর এক-চতুর্থাংশ ভাড়া নিয়েছে। ওদের বাইরের ঘরে দারোয়ান নেই। স্বামীর কোনো বন্ধু এলে হাঁক দেন, "কমল বাড়ী আছ হে?" কেরোসিন তেলওয়ালা এলে ডাক দেয়, "মাইজী।"

উজ্জয়িনীর ভারি হিংসা হয়। তাকে কেউ "মাইজী" বলে না? এতকাল ছিল "খুকী বাবা"। এখন "ছোটা মেম সাব্"। তা নইলে

স্বামী ও শ্বশুরের সঙ্গে সঙ্গতি হয় না। মহিমকে সাহেব না বলে বাবু বল্‌লে তিনি কেবল মনে মনে নয় মুখেও বড় চটেন। একদিন কাকে যেন বল্‌ছিলেন, "রায়বাহাদুর উপাধিটা, মশাই, উপাধি তো নয় উপদ্রব বিশেষ। ও চেয়ে, মশাই, রায়সাহেব উপাধি ভালো। তবু তো সাহেব।"

ও বাড়ীর মেয়েটিও এ বাড়ীতে পা দেবার কথা ভুলেই থাকে। ওর কিসের অভাব? ওর স্বামী যতক্ষণ না থাকেন ততক্ষণ শাশুড়ী থাকেন। কোনো-কোনোদিন শাশুড়ীকে নিয়ে সে তাদেরই সমান অবস্থার কোনো উকিলবাবু বা ডাক্তারবাবুর বাড়ী গল্প করতে যায়। তাঁরা এলে তাদের বস্‌বার জন্যে মেজেতে সতরঞ্চি পেতে দেয়, পান সেজে আনে। বেশীর ভাগ কথা ওঠে স্বামী সংক্রান্ত—কার স্বামী কত ভালো, কার স্বামীর আপিসের কাজ কত বেশী সময়সাপেক্ষ, উপর-ওয়ালাদের কেন মরণ নেই, কোথায় বদলি হলে দুধ-ঘির সুবিধে। বাজার খরচের কথা ওঠে। ঝি-চাকরগুলোকে বিশ্বাস কর্‌বার জো নেই, দোকানদারগুলো ভেজাল দেয়, পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। পুলিশ থেকে আসে দেশের প্রসঙ্গ। গান্ধী মহারাজ কী কর্‌ছেন? সি আর দাস মরে যাবার পর থেকে আন্দোলনটাও মরে রয়েছে। সাহেবরা কি কিছুতেই রাজত্ব ছাড়বে, কেই বা নিজের জমিদারিখানি বিলিয়ে দিতে চায় বল?

থেকে থেকে বেশ একটু অশ্লীল আলোচনাও হয়। অমুকবাবুর স্ত্রীর ক'মাস চলছে, অমুকবাবুর স্ত্রী আর পারে না, প্রত্যেক বছর একটি ভগবানের দান। তাঁর উদ্দেশ্য বোঝে, ছার মনুষ্যের এমন সাধ্য নেই। "আচ্ছা, সকলের হয়, আমাদের বীণার কেন হয় না?"

উজ্জয়িনী সেই থেকে জান্‌ল মেয়েটির নাম বীণা। মেয়েটির চোখ ছলছল করে উঠ্‌ল, মেয়েটি মুখ নীচু করে বল্‌ল "যাও!"

৮

বীণা মেয়েটির নাম। বেশ নামটি তো। উজ্জয়িনী একটা জবড়জং নাম, ও নাম ধরে কেউ কাউকে ডেকে সুখ পাবে না। কেমন আদরের নাম বীণা। বীণা, বীণু, বীণি!

উজ্জয়িনী মনে মনে বীণার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে লাগ্‌ল। তার বয়সে স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই কিছু স্বজাতি বৎসল হয়ে থাকে। বিয়ে কর্‌লেও এর ব্যতিক্রম হওয়া শক্ত। বীণাকে দেখে উজ্জয়িনী প্রথম অনুভব কর্‌ল যে তার একটি সখী চাই। যেই অনুভব কর্‌ল অমনি আশ্চর্য্য হল ভেবে যে এত বড় অভাবটা আগে কেন অনুভব করেনি। ছোট ছেলেরা যেমন থাকে থাকে হঠাৎ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে অনর্থ বাধায় উজ্জয়িনীও তেমনি বীণার সঙ্গে সখ্য পাতাবার জন্য একাগ্র হয়ে উঠ্‌ল। রোজ তার বীণাকে দর্শন করা চাইই। সেকালের বাদশারা বাতায়নে দাঁড়ালে ভক্তরা দর্শন পেয়ে দিন সার্থক কর্‌তেন। আমাদের উজ্জয়িনীর কিন্তু উল্টো ব্যাপার। সে বাতায়নে দাঁড়িয়ে দর্শন দেয় না, দর্শন করে।

চুরি করে দর্শন কর্‌তে কর্‌তে একদিন উজ্জয়িনী ধরা পড়ে গেল। বীণার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বীণা মাথার কাপড়টা তুলে দিল। তার সময় ছিল না যে দাঁড়ায়। স্বামীর কলেজের বেলা হল। তিনি প্রাইভেট টিউশনি কর্‌তে গেছেন, এখনি এসে আরাম কেদারায় গড়িয়ে পড়্‌বেন। ভাবটা এই যে, আজ নাই বা গেলেম কলেজে। একখানা ছুটীর দরখাস্ত করে দিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে দুটো কথা কই। স্বামীটি জানে প্রিন্সিপাল যদি বা সে দরখাস্ত মঞ্জুর কর্‌বে স্ত্রী সে দরখাস্ত লিখতে দেবে না। অতএব অন্যান্য দিনের মতো আজকে বাশি বাশি কথা কইতে হবে, দিস্তা খানেক নোট লেখাতে হবে। এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার আরাম কেদারায় বসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে।

বীণা রান্না ঘরে পিঁড়ি পেতে বস্‌ল। উজ্জয়িনী সম্বন্ধে সে কী মনে কর্‌ছিল কে জানে! উজ্জয়িনী সটান দৌড় দিল তার পড়ার ঘরে অর্থাৎ বাদলের স্টাডি'তে। তার যেমন হাসি পাচ্ছিল তেমনি কান্নাও পাচ্ছিল। হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। তাও বীণার কাছে। পরে যখন বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবে তখন এই নিয়ে বীণা রঙ্গ কর্‌বে। এত বড উচ্চ শ্রেণীর মেয়ে উজ্জয়িনী, সেও গুপ্তচরবৃত্তি করে, বীণা হয় তো এজন্যে তাকে অশ্রদ্ধাও কর্‌তে পারে।

বাদলের স্টাডি'র দেয়ালে কোনোরকম ছবি টাঙানো ছিল না, তাতে বিদ্যার্থীর চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। ছিল একটা মটো। "Repentance is a sin." উজ্জয়িনী তার মানে বোঝবার চেষ্টা করল। পৃথিবীতে এত কথা থাকতে বাদলের ঐ কথাটি মনে ধর্‌ল কোন্ গুণে? সবাই তো ওর উল্টাটাই বলে। অনুতাপ কর্‌লে পাপক্ষয় হয় বলেও তার জানা ছিল, বাদলের মতে অনুতাপ কর্‌লে পাপ হয়। এসম্বন্ধে সুধীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখ্‌লে মন্দ হয় না। ভালো কথা, সুধীন্দ্রবাবুর একখানা চিঠি এসেছে কাল, একবারের বেশী পড়া হয় নি, অথচ বহুবার না পড়্‌লে ঠিক্ ঠিক্ অর্থবোধ হয় না। উজ্জয়িনী সুধীর চিঠি বের করে পড়তে বস্‌ল।

সুধী লিখেছে—

কল্যাণীয়াসু,

বাদলের সংবাদ জানবার জন্যে আপনার স্বাভাবিক আগ্রহ থাক্‌বে বলেও বটে, আবার দেশভাষায় কথা কয়ে আমিও কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ কর্‌ব, এই বিবেচনার ফলে এই পত্রক্ষেপ। ভাবছি আমার এ পত্রখানি যখন ক্ষুধার্ত্ত দুর্ব্বাসার মতো প্রোষিত-ভর্তৃকার পুরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আত্ম-পরিচয় ঘোষণা করতে কর্‌তে ক্ষীণকণ্ঠ হবে তখনো কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ হবে না, তিনি উত্তর দিতে একান্ত বিলম্ব কর্‌বেন?

দেশে থাকতে আমরা থার্ডক্লাস্ গাড়ীর পক্ষিরাজ ছিলুম। দেশের গতির ছন্দে মিল দিয়ে আমরা দুই বন্ধুও ধীরে সুস্থে হাঁটতুম ও আস্তাবলের বাইরে বন্ধু খুঁজতুম না। তবে ঠিক অসামাজিকও ছিলুম না। বিলেত দেশটা মাটীর হলেও মাটীর গুণে ফসলের বাড় বেশী বা কম। দেখছি বিলেতে এসে বিলেতের গতিচ্ছন্দ আয়ত্ত না করলে মরণং ধ্রুবম্। বাদল বুদ্ধিমানের মতো গাড়ীটানা ঘোড়ার কাজে ইস্তফা দিয়ে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া বনছে। আমিও মোটর গাড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে খোঁড়া হয়ে মরি কেন, পিঁজরাপোলে আশ্রয় নিয়েছি। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এদেশের অনেকসংখ্যক না মঞ্জুর ঘোড়ার সঙ্গে আমিও জাবর কাটছি।

ইদানীং খাঁচার পাখীর সঙ্গে বনের পাখীর মোলাকাৎ হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রতি বুধবার। বাদলকে আপনার হয়ে বহু অনুরোধ উপরোধ করি, সে কি কথা শোনে? সমস্ত ক্ষণ অন্যমনস্ক। গভীর আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মতো প্রশ্ন করে, "হ্যাঁ, কী বলছিলে?" আপনার কথা পাড়লে বলে, "ওঁকে কিছু নতুন প্রকাশিত বই পাঠিয়ে দিতে রোজ ভুলে যাই, ভদ্র মহিলাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।"

বাদল অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। ইংরেজের ছেলে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে বিশ বৎসর বয়সে যা হয়ে ওঠে বাদল বিশ সপ্তাহে তা হতে চায়। অথচ বিশ বৎসরেও তা হবার উপায় নেই, কারণ ততদিনে ইংরেজ সন্তান চল্লিশ বৎসর বেঁচেছে আর ইংলণ্ডবাসী বাদল বেঁচেছে বিশ বৎসর। অন্য কথায়, ইংলণ্ডে জন্মিয়ে বাদলের সমবয়সীরা বিশ বৎসর স্টার্ট পেয়ে গেছে এবং সে স্টার্ট কোনো মতে হ্রস্ব হবার নয়। তথাচ বাদল উঠে পড়ে দৌড়চ্ছে। ইংলণ্ডের বিগত বিশ বৎসরের

দৈনন্দিন ইতিহাস সে সংবাদপত্র হতে বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত স্মৃতিসাৎ করছে। ইংলণ্ডের তৎকালীন ভাবস্রোতে বাদল উজান বেয়ে চলেছে। ইংরাজশিশু জন্মলাভ করে দেখে ওর জন্যে একটি মাতা ও একটি পিতা অপেক্ষা করে আছেন। ভ্রাতা ও ভগিনী, সঙ্গী ও সতীর্থ, প্রতিবেশী ও দৃষ্টিপথারূঢ় বহুবিধ ব্যক্তি ওকে নান। দেশে শিক্ষায় সংস্কারে ভাষায় ব্যবহারে স্বভাবে ও স্মৃতিতে ইংরাজ করে তুলছে। কিছুটা সে কানে শুনে শেখে, কিছুটা আবার চোখে দেখে ও অবস্থায় পড়ে। একটি শিশুর মানসিক জীবনের উপর ওর দেশ ও জাতির রূপ গুণ কেমন ধীরে অথচ অমোঘভাবে মুদ্রিত হয়ে থাকে আপনি নিশ্চয়ই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন। টাকাকে গলিয়ে নতুন ছাঁচে ঢালাই করা যায়, কাগজের উপরিস্থ লেখাকে মুছে আরেক দফা লেখাও সম্ভব, সুদক্ষ স্থপতি একটা বাড়ীকে বেমালুমভাবে আরেকটা বাড়ীতে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু পুনর্জন্মের পূর্বে বাঙালী কখনো ইংরাজ কিম্বা ইংরাজ কখনো বাঙালী হতে পারে না। বেশভূষায় আদবকায়দায় সহানুভূতিতে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়ে বা বহুদিন হতে একত্র থেকে আইন অনুসারে এক দেশের মানুষ আর এক দেশের মানুষ হতে পারে সত্য। কিন্তু বাদল যে স্মৃতিতে ও প্রকৃতিতে ইংরাজ হতে চাইছে। সে যদি ইঙ্গবঙ্গদের মত আমার সঙ্গে ইংরাজীতে কথা কইত তবে দুঃখিত হলেও বিস্মিত হতুম না, কিন্তু কোন দিন সে বলে বসবে, "তুমি আমার ভারতবর্ষীয় বন্ধু, যখন ভারত-প্রবাসী ছিলুম তখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়।"

থাক্ ও কথা। বাদলের বদলে বরফের বর্ণনা করি, অবধান করুন। শুভ্র আকাশ হতে রাশি রাশি শেফালী অতীব ধীর মন্থর ভাবে ঝরছে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে মুঠার মধ্যে পাই। কিন্তু

আসেন না। ছোকরা কিসের যেন লেকচারার শুনেছি, কিন্তু স্বভাবটি তাঁর মুখচোরার।" —এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল।

কিন্তু তাতে উজ্জয়িনীর কার্য্য সিদ্ধ হল না। তার সঙ্গে মহিমচন্দ্র পাড়ার দুপাঁচজন ডেপুটী মুন্সেফ ও উকীলের পরিচয় করে দিয়েছেন এবং ওঁরাও ওঁদের "ওদেরকে" একদিন পাঠিয়ে দেবেন বলে আপনা থেকেই প্রস্তাব করেছেন। সাহেব-কন্যাকে নিমন্ত্রণ করে দুঃসাহসের কাজ করেননি। উজ্জয়িনীর একমাত্র আশা যদি ওঁদের কারুর "ওঁরা" একদিন আসেন ও দৈবাৎ বীণার সঙ্গে পরিচিতা থাকেন।

সেদিনের প্রত্যাশায় উজ্জয়িনী ব্যাকুল হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে বীণার সঙ্গে ঘট্‌তে থাকল বারম্বার দৃষ্টি-বিনিময়। বারম্বার না ঘটে তার মধ্যে আকস্মিক কতখানি, কতখানিই বা চিন্তিতপূর্ব্ব? দৃষ্টি-বিনিময় মাত্রে যে হাস্যবিনিময়টুকু হয় সেটাও কি আকস্মিক?

সংকোচ কেটে যেতে লাগল। উজ্জয়িনী জানালার থেকে সরে যায় না, বীণা ত্রস্ত কেশের উপর কাপড় তুলে দেয় না। আহা, উভয়ের বয়স যদি আরো কম হত! তখন হয়ত দুজনে একই ইস্কুলে যেত, একই জায়গায় খেলা করত। স্কুলের কথা মনে পড়ায় উজ্জয়িনীর আফ্‌শোষ হতে লাগল, কেন অবুঝের মত অকালে ইস্কুল ছাড়ল। তখন কি ভয়ানক লাজুক ও অসামাজিক ছিল সে, কোনো মেয়ের সঙ্গে তার বনত না, ওরা তাকে মারত কিম্বা ক্ষ্যাপাত অথচ সে কারো গায়ে হাতটি তুলত না কিম্বা মুখ ফুটে প্রতিবাদ করত না। একদিন বাবাকে বলল, "আর ইস্কুলে যাব না।" বাবাও বাধ্য করলেন না, নিজে কন্যার ইস্কুল-মাষ্টারি করতে সুরু করে দিলেন। তার ফলে উজ্জয়িনী অল্প বয়সে অনেক শিখেছে। কিন্তু সমবয়সিনীদের সঙ্গ হারিয়ে তাদের জগতে প্রবেশের

পথ পাচ্ছে না। তাদের সঙ্গে পড়লে পড়াশুনা হত না, কিন্তু পড়াশুনার চাইতে যা ঢের বেশী লোভনীয় তাই হত—হত সখ্য, হত অন্তরঙ্গতা।

উজ্জয়িনীর মনে হল বাদলকে যে সে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারল না এর প্রধান কারণ তার বিদ্যার স্বল্পতা নয়—একটা বড় কারণ বটে, কিন্তু প্রধান কারণ নয়। বীণা বিদুষী কি না জানে না, কিন্তু উজ্জয়িনী জোর করে বলতে পারে বীণা বাদলকে এমন করে আপনার করে নিত যে বাদল তাকে চিঠি না লিখে পারত না। বীণার সে নিপুণ হাত যাদু জানে। বীণার স্বভাবে যে মাধুর্য্য আছে উজ্জয়িনীতে তা কই? বীণাকে পেলে বোধ করি বাদল এত একাগ্রভাবে ইংরেজ হবার তপস্যা করত না। তার ব্রহ্মচর্য্যায় বীণার মুখখানি হত ইন্দ্রপ্রেরিত বিঘ্ন। হয়ত তার জীবনের ব্রত হত বীণাকে সুখী করা, বীণাই হত তার ধন ও মান যশ ও কীর্ত্তি।

কিন্তু বেচারা কমলের তা হলে কী দশা হত? সে যে বড় বেচারা মানুষ। খুব সম্ভব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান, একান্ত স্নেহলালিত পোষা প্রাণীটি, এখন মা'র হাত থেকে স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়েছেন। নাঃ, বীণা বলেই পারে, উজ্জয়িনী কিছুতেই সইতে পারত না। বাদল যদি কমল হয়ে থাকত তবে উজ্জয়িনীর ক্ষোভ দূর হত না, এক ক্ষোভের স্থান অপর ক্ষোভ নিত। স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে [illegible] বড় কথা স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারা। উজ্জয়িনী বীণার তুলনায় ভাগ্যবতী।

কিন্তু বীণার সঙ্গে প্রাণ খুলে এসব কথা না কইলে কাকে কইবে, কেমন করে প্রাণের নিঃসঙ্গতা লাঘব করবে? বাবাকে যখন চিঠি লেখে তখন এসব কথার ধার মাড়ায় না। বাবা তার মনের সাথী, প্রাণের নয়। একটি সাথী তার চাই-ই চাই। এ যে অভাব, এর মত অভাব বুঝি আর নেই।

উজ্জয়িনীর সংস্কার বিদ্রোহী হলেও সে ঠিক্ কর্‌ল বীণার সঙ্গে যেচে আলাপ কর্‌বে। বীণা যদি তার বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করে তা হলে যে সে কী ভয়ঙ্কর লজ্জা পাবে সেকথা ভাব্‌তে তার মাথা ঘোরে, সেকথাকে সে বলপূর্ব্বক চাপা দিল। না, না, মরে যাবে না, মরার কথাই ওঠে না। কিন্তু আর কখনো এই জানালা খুল্‌বে না এবং আর কখনো কারুর সঙ্গে সখীসম্বন্ধ পাতাবে না। জানবে যে তাকে পৃথিবীতে কেউ ভালোবাসে না, এক তার বাবা ছাড়া। পৃথিবীর কারুর কাছে কোনো প্রত্যাশা না রেখে সে মীরবাইয়ের মত ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ কর্‌বে এবং হিমালয়ের কোনো গুহায় আত্মগোপন কর্‌বার জন্যে সংসার ত্যাগ কর্‌বে। তার বাবা ছাড়া অন্য সকলে ক্রমশ ভুলে যাবে যে উজ্জয়িনী বলে কেউ ছিল।

১০

উজ্জয়িনী শ্বশুরকে বল্‌ল, "বাবা, আমি এখন থেকে নিরামিষ খাব।"

মহিমচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। এ মেয়ের মুখে এমন কথা! দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। এদের রক্ত মাংস খুঁড়লে কত রকম অখাদ্য বংশানুক্রমিকভাবে শুয়র-কে শুদ্ধ উদ্ধার করা যায়। এ কিনা বলে নিরামিষ খাব।

মহিম বলেন, "হা হা হা হা! কে তোমাকে ও মতি দিল, মা? তোমার বয়সে আমরা কী খেতে বাকী রেখেছি? যে বয়সের যেটা। ও সব পাগলামি আরো তিরিশ বছর তুলে রাখ, মা।"

উজ্জয়িনী তার জেদ ছাড়ল না। সে জীবহিংসা কর্‌তে পার্‌বে না,

তাতে অশোকের স্মৃতির প্রতি অপমান হয়, বুদ্ধদেবের মহাবোধি-লাভের মর্য্যাদা থাকে না।

মহিমচন্দ্র প্রমাদ গণলেন। সাহেবসুবোকে বাড়ীতে ডাকার সৌভাগ্য ঘটে উঠবে না। স্বয়ং হোষ্টেস্ হলেন ভেজিটেরিয়ান। এ মেয়েকে কেউ খেতেও ডাক্‌বে না। সবাই টিটকারী দেবে। বল্‌বে, আই সি এসের এমন বৌ? যোগানন্দই বা কী ভাববেন। ভাববেন, মহিমের কুশিক্ষা। স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যেতে পারে। বাঘ যদি হঠাৎ নিরামিষাশী হয় তবে কি তার শরীর থাকে?

তবু তিনি মনে মনে খুশিও হলেন। এখন থেকে তাঁকে আর লুকিয়ে সাত্বিক আহার সার্‌তে হবে না।

বল্‌লেন, "আচ্ছা খাবে খাও, কিন্তু গোঁড়ামি কোরো না। কাউকে খেতে ডাক্‌লে তার সঙ্গে আমিষ খেতে হবে।"

উজ্জয়িনী কথা দিতে না পেরে চুপ করে থাক্‌ল। মহিম ভাবলেন ওটা সম্মতির লক্ষণ।

নিরামিষ আরম্ভ করে উজ্জয়িনীর খাওয়া কমে গেল। মুখরোচক হয় না। মোটা হয়ে যাবার ভয়ে দুধ বা মিষ্টান্নও খায় না। সেই সময়টা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছিল, উজ্জয়িনীরও হল।

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। মাথা ব্যথা। অকারণ শীতে গা কাঁপা। উজ্জয়িনী বিছানায় পড়ে না পারে কিছু পড়তে না পারে গুছিয়ে ভাবতে। ডাক্তার দেখে যায়। মহিম বলেন, নিরামিষ খাওয়া তোমার বয়সে নিরাপদ নয়। এখন থেকে আমি একাই খাব।

উজ্জয়িনী চোখ বুজে যাতনায় ছট্‌ফট করছিল। বারম্বার পাশ ফিরছিল, গায়ের লেপ পা দিয়ে ঠেলে ফেলছিল ও হাত দিয়ে টেনে তুলছিল। ঝি-রা পা টিপে দিতে আসে, উজ্জয়িনী তাদের ফিরিয়ে

দেয়। পরের সেবা নিতে তার প্রবৃত্তি হয় না। আত্মীয়ের সেবা তবু সহ্য হয়।

কে এসে তার শিয়রে বসল ও তার কপালে হাত রেখে উত্তাপের পরিমাপ করল। উজ্জয়িনী চমকে উঠে বলল, "কে?" কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় চোখ মেলতে পারল না।

"কে?"

"আমি।" সলজ্জ কণ্ঠস্বর।

"কে আপনি? মাফ করবেন, চিনতে পারছি না।"

"বীণা।"

উত্তেজনার আতিশয্যে উজ্জয়িনী এক উদ্যমে উঠে বসল। কিন্তু এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ছিন্নমূল তরুর মত ভেঙে পড়ল। সেই সুযোগে বীণা তার মাথাটি নিজের কোলের উপর অতি ধীরে তুলে নিল। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করল। এবং আবেশে তার শরীর অসাড় হয়ে এল। তার চুলগুলিকে এলো করতে করতে বীণা তার মনের কথা নিজের আঙুলের ডগা দিয়ে শুনতে পাচ্ছিল এবং সেই সূত্রে নিজের মনের কথা শুনিয়ে দিচ্ছিল। কোনো পক্ষে বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন ছিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে গেল। স্বামীর বাড়ী ফেরার সময় হলে বীণা উজ্জয়িনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে তেমনি সলজ্জ স্বরে বলল, "কাল আসব।"

উজ্জয়িনীর প্রাণ চাইছিল বীণাকে চিরকালের মত আটকে রাখতে। বীণার জন্যেই ত তার এই দশা। এ কথা এখনো বীণাকে শোনানো হয় নি। কাল? কাল-এর কত দেরী! সন্ধ্যা হবে, রাত পোহাবে, ভোর হবে, স্বামী শ্বশুরকে খাইয়ে তার পরে বীণা আসবে। অসহ্য। তবু উজ্জয়িনী নির্বিবাদে মাথা সরিয়ে নিল। বলল, "বহু ধন্যবাদ।"

বীণা এই হৃদয়হীন ভদ্রতাটুকুর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এর উত্তরে যে কী বলতে হয় তাও তার জানা ছিল না। তার শিক্ষা দীক্ষা স্বল্প। কখনো উজ্জয়িনীদের সমাজে মেশেনি। সে ভারি অপ্রস্তুত বোধ করে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। অবশেষে উজ্জয়িনীর মাথার বালিশটা ও গায়ের লেপটা সাজিয়ে দিয়ে মুদিত-নয়নার কাছে করুণনয়নে বিদায় নিল।

পরদিন উজ্জয়িনীর অসুখ অনেক সেরে যাওয়ায় উজ্জয়িনী বিছানা ছেড়ে শোবার ঘরেই পায়চারি করছিল। হঠাৎ ঘরের কপাট ঠেলে বীণার প্রবেশ। কপাটে টোকা দিয়ে "আসতে পারি কি?" বলতে হয় একথা বীণার জানা ছিল না। উজ্জয়িনীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় সে বিষম অপদস্থ হয়ে চোখ নামাল।

উজ্জয়িনী বলল, "বসুন।"

বীণা সংকুচিত হয়ে কোথায় বসবে ঠিক বুঝতে না পেরে উজ্জয়িনীর বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়ল। বসে একখানা ধর্মগ্রন্থের পাতা উল্টাতে লাগল। দুএকটা জায়গা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পড়েও ফেলল। কিন্তু একটিও কথা বলতে পারল না। 'আপনি আজ কেমন বোধ করছেন" পর্যন্ত না।

উজ্জয়িনীও কী বলবে ভেবে পেল না। অতিথি এসেছেন। কিছু খেতে বলবে কি? বসবার ঘরে নিয়ে যাবে? কাল এই অপরিচিতার কাছে একান্ত স্বাভাবিক ভাবে সেবা নিয়েছিল, ভালো করে ধন্যবাদ জানাবে কি? অভাবনীয় ভাবে পরিচয়। কার কাছে খবর পেলেন যে আমার অসুখ করেছে?—কিম্বা এমনি কিছু প্রশ্ন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না। উজ্জয়িনী ঘেমে উঠল।

অবশেষে বীণাই কথা পাড়ল বলল, "আপনি বাংলা বই পড়েন?"

উজ্জয়িনী বল্‌ল, "কেন ওকথা জিজ্ঞাসা করলেন?"

বীণা অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হয়ে মৌন রইল।

উজ্জয়িনী বল্‌ল, "বাংলা আমারও মাতৃভাষা।"

তবু বীণা কথা বল্‌ল না। উজ্জয়িনী দেখল বীণা আঘাত পেয়েছে। লজ্জিত হয়ে বল্‌ল, "আপনি বুঝি মনে করেছিলেন আমরা খুব সাহেবী ভাবাপন্ন?"

বীণা বল্‌ল, "লোকে ত তাই বলে।"

"এবার যখন বল্‌বে তখন বিশ্বাস কর্‌বেন না। কেমন?"

"বল্‌লে আমি বল্‌ব, উনি 'যোগ ও সাধন রহস্য' পড়েন।"

"না না, ছি ছি। ও কথা ফাঁস করে দেবেন না। আমি বড় লজ্জিত হব।

"কেন, লজ্জা কিসের? আমিও ত এই রকম বই পড়তে ভালোবাসি। কতগুলো বাজে নাটক নভেল পড়ে লাভ কী।"

"তবে সব নাটক নভেল বাজে নয়। আপনি কি ডিকেন্সের কোনো বই পড়েছেন?"

"আমি ইংরেজী তেমন বুঝতে পারিনে, ভাই। থার্ড ক্লাস অবধি পড়েছিলুম।"

"তবে ত আমার চেয়ে বেশীই পড়েছেন—আমি সিক্সথ ক্লাস অবধি।"—উজ্জয়িনী ভাবল এইবার বীণা তাকে সমান ভেবে আত্মীয়তা করবে।

বীণা বল্‌ল, "তা হলেও ইংরাজী আপনাদের পরিবারে কুকুর বেড়ালেও ভাল জানে। উনি জানেন কিনা আপনার বাবাকে।"

"সত্যি? বাবাকে লিখব আমি এ কথা।"

এর পরে দু'জনাতে অনেকক্ষণ ধরে কত যে কথাবার্ত্তা। একজনের মুখে 'ভাই' সম্বোধনটি শুনতে উজ্জয়িনীর কী যে ভালো লাগছিল।

দুই মার্গ

১

এদিকে উজ্জয়িনীর যেমন বীণা ওদিকে বাদলেরও তেমনি এক বন্ধু হয়েছে। ফ্রেড কলিন্স।

ফ্রেড কলিন্স কখন এসে বাদলের পাশে দাড়িয়েছে বাদল লক্ষ করেনি। বাদল একখানা নতুন বইয়ের ব্যর্থ সন্ধানে গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী যুবকটি বল্‌ল, "কোন্ বইখানি খুঁজছেন জানতে পারি কি?"

বাদল বল্‌ল, "নিশ্চয়। Molnar's Plays"

যুবকটি উচ্চ হাস্য পূর্ব্বক বল্‌ল, "লাইব্রেরীর এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি ঢুঁড়লেও ও-বই পাবেন না। অত নতুন বই এরা রাখবে কেন?" একটু থেমে বল্‌ল, "কিন্তু আমি আপনাকে সংগ্রহ করে দিতে পারি। কবে চান?"

"সম্ভব হলে কাল। অজস্র ধন্যবাদ।"

সেই রাত্রেই যুবকটি বাদলকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে আরো একজন কে থাকে। দুজনে থাকায় ভাড়া কম লাগে। যে অংশে যুবকটির অধিকার বাদল সেখানে বসে বইপত্র নাড়াচাড়া করল। কিন্তু বই দেখে টের পেল না যুবকটি কিসের ছাত্র। বেশীর ভাগ বই Art সংক্রান্ত, কিছু rare books, কিছু মনোবিজ্ঞানের বই।

বাদল জিজ্ঞাসা করল "যদি কিছু মনে না করেন জানতে পারি কি আপনি কিসের ছাত্র?"

যুবকটি স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাস্য সহকারে বল্‌ল, "আপনিই আন্দাজ করুন।"

"আমি ত ভেবেই পাইনে।"

"আমি ছাত্রই নই। আমি বুক্ সেলার। এতদিনে অন্যের দোকানে কাজ শিখ্‌ছিলুম, সবে নিজের দোকান খুলেছি।"

বাদল বল্‌ল, "হাউ ইণ্টারেষ্টিং!" বাদলের কল্পনা দপ্ করে জ্বলে উঠল। আহা, তারও যদি একটি বইয়ের দোকান থাকৃত! দুনিয়ার বাছা বাছা বই সেখানে বিক্রী হত, বই বিক্রীর অবসরে সে নিজে সেই সব বই পড়ে শেষ করৃত।

কলিন্স তাকে দোকানে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখল। বল্‌ল, "যদি কোনোদিন নষ্ট করৃবার মত সময় আপনার হাতে থাকে তবে আস্‌বেন আমার দোকানে। যত খুশি বই ঘাঁটবেন। তর্ক করৃবেন। আরো অনেকে আসেন।"

সিটি অঞ্চলে দোকান। একটা ছোট গলির একপ্রান্তে basement-এর ভিতর। বাদল একদিন বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে উপস্থিত হল। দেখল কলিন্স একা বসে কাজ করৃছে একটি কোণে। দুখানা ঘরে নূতন ও পুরাতন বই সযত্নে সাজানো। কতক শেল্‌ফের উপর, কতক টেবিলের উপর। এ ছাড়া শো-উইণ্ডোতে কিছু টাটকা বই পথিককে হাতছানি দিচ্ছে।

এক সঙ্গে অনেক বই দেখলে বাদল শোকাতুর হয়। জীবন ব্যর্থ গেল, পৃথিবীর জ্ঞান সঞ্চয় প্রায় অনাস্বাদিত রইল। প্রতিদিন মানুষের জ্ঞাতব্য স্তূপাকার হয়ে চলেছে, কিন্তু দিনের পরিমাণ সেই চব্বিশ ঘণ্টা।

বাদলকে দেখে কলিন্স ছুটে এল। তার হাতে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে তার কব্‌জির হাড়গুলোকে মটকায় আর কি! বাহুর প্রেম। ছ ফুট লম্বা ষণ্ডা ছেলে, অট্টহাসিতে ছাত ফাটায়, কথা বলে যেন গাঁক গাঁক করে। বাদলের সমবয়সী, কিন্তু ইয়া মোটা তার হাড়, ইয়া শক্ত

তার মাংসপেশী, ইয়া চওড়া তার বুক। বাদলের কান্না পেতে লাগল। তার সঙ্গে নিজের তুলনা করে।

কলিঙ্গ বলল, "আমার সহকারীটি গেছে তার লাঞ্চ খেতে। তাই একা। আপনার খাওয়া হয়েছে?"

বাদল বলল, "না।"

কলিঙ্গ বলল, "তবে এক সঙ্গেই খেতে যাওয়া যাবে। সহকারীটি ফিরলে তার উপর দোকানের ভার দিয়ে যাব।"

কলিঙ্গ বাদলকে বই পেড়ে পেড়ে দেখায়। বইয়ের ভিতরটার চেয়ে বাইরেটারই সমালোচনা করে বেশী। কারা ছেপেছে, কারা প্রকাশ করেছে, বইয়ের বাজার কেমন,—এই সব বলে। কলিঙ্গের অভিলাষ শুধু পুস্তক-বিক্রেতা নয় পুস্তক প্রকাশকও হবে, নিউ ইয়র্কে থাকবে তার শাখা। বাদলের দেশে—কলকাতায়—শাখা স্থাপন করতেও পারে। সবই ক্রমে ক্রমে হবে। সকলেই সামান্য থেকে আরম্ভ করে। এই দেখ না কেন Ernest Benn এককালে কী ছিলেন, আর আজ কী হয়েছেন।

কলিঙ্গের বাহুতে যেমন বল, প্রাণে তেমনি অভিলাষ। নিজের গতর জোরে সে একটা জিনিস তৈরি করে তুলছে, তার ভাগ্যের বিধাতা সে নিজে। এতে তার আত্মবিশ্বাস বিকাশ পাচ্ছে। কোনো একটি বড় দোকানের বড় চাকুরে হলে এমনটি হত না।

খেতে খেতে এই নিয়ে কলিঙ্গের সঙ্গে বাদলের আলোচনা। কলিঙ্গ বলল, "আমার ব্যবসাকে কোনোদিন আমি লিমিটেড কোম্পানী হতে দেব না। লিমিটেড কোম্পানী হওয়াটা ব্যবসায়ের পক্ষে চরম অবস্থা। তার পর সে হয় টিঁকবে, নয় ভাঙবে কিন্তু বৃদ্ধি ঐ পর্য্যন্ত। টাকা? টাকা চাই বটে, কিন্তু তার চেয়েও যা চাই তা হচ্ছে কর্ত্তৃত্ব। বৃদ্ধি চাই যদি তবেই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব চাই।"

বাদল বল্‌ল, "আপনি তা হলে ডেমক্রেসীতে আস্থাবান নন্‌ মিষ্টার কলিন্স।"

রেস্তোরাঁর ওয়েট্রেস্‌দের প্রতি সম্মানবশত [illegible] স্বভাবসিদ্ধ উদ্দাম হাসিকে অতিকষ্টে চাপল। বল্‌ল, "ডেমক্রেসীর নমুনা দেখাতে পারেন?"

বাদল বল্‌ল, "কেন, ইংলণ্ড?"

কলিন্স আবার হাসি চাপল। চাপাহাসি মুখের এক স্থানে বাধা পেয়ে মুখের সর্ব্বত্র চারিয়ে গেল। বল্‌ল, "ওটা আগে ছিল ছদ্মবেশী অলিগার্কী, এখন ছদ্মবেশী ব্যুরোক্রেসী। কন্‌সারভেটিভ বলুন, লিবারল বলুন, লেবার বলুন যেই রাজত্ব করুক না কেন ইংলণ্ডের শাসনযন্ত্র যেমন চল্‌ছে তেমনি চল্‌তে থাকবে। আমার মত উচ্চাভিলাষী লোক পলিটিক্সে গিয়ে বড় জোর ঠুঁটো প্রাইম মিনিষ্টার হত। তাতে আমোদ নেই, মিষ্টার সেন। আমোদ আছে সার আলফ্রেড মণ্ড হওয়ায়। ব্যবসায় জগতের মুসোলিনী হওয়ায়।"

বাদল চিন্তা করতে লাগল।

কলিন্স বল্‌ল, "এদেশের পলিটিক্স এদেশের সর্ব্বনাশ করছে। এর মঙ্গল এর পলিটিক্সে নেই। জনকতক বড় ইকনমিষ্ট, বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বিজনেস্‌ আইডিয়ালিষ্ট—যেমন মণ্ড—এরাই একজোট হয়ে এ দেশকে বাঁচাতে পারে। নান্য পন্থাঃ।"

বাদল বল্‌ল, "কেন অমন কথা বল্‌লেন ওর কৈফিয়ৎ দিন্‌, মিষ্টার কলিন্স।"

কলিন্স তার প্রিয় খাদ্য রোষ্ট বীফ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। উত্তর করল না। কিন্তু বোঝা গেল কী একটা বল্‌তে তার মন আঁকু-পাঁকু করছে।

বাদল সেই সুযোগে আরো একটি প্রশ্ন করল। বলল, "অমন করে একটা প্রথম শ্রেণীর শক্তিকে ক'বছর বাঁচিয়ে রাখা যায়? ইটালীর কথা আলাদা ইটালী একটা বাজে নেশন, তাকে না করে কেউ ভয় না করে কেউ ভক্তি।"

কলিন্স এতক্ষণে মুক্তকণ্ঠ হয়েছিল। বলল, "কিন্তু ইটালীর শক্তি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা যে অসীম। বড় ইকনমিষ্ট বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় বড় আদর্শবাদী বণিক যদি ইটালীর জোটে তবে কোনো ব্যুরোক্রেসী তাদের পদে পদে হোঁচট খাওয়াবে না। . যদি আমাদের ভাগ্যে জোটে—জুটেছে আমাদের ভাগ্যে—তবে আমাদের শাসনযন্ত্র হবে তাদের প্রতিকূল। আর এদেশে যে-সব রাজনৈতিক দল আছে তারা যেমন নির্ব্বোধ তেমনি কল্পনাকুণ্ঠ এবং মেয়েমানুষের মত হিংসুটে।" এই বলে সে হাস্যবিদীর্ণ হতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে থেমে গেল।

নারীনিন্দা শুনে বাদল বিরক্ত হয়ে চুপ করল।

২

কলিন্স মোটা গলায় গাঁক গাঁক করে গান করতে করতে কাজ করে। বাদল তার পাশের চেয়ারে বসে বই পড়ে। ইচ্ছা করে কলিন্সের মত কাজের লোক হয়, কিন্তু দু একদিন সখের শিক্ষানবিশী করে দেখল দোকানদারীতে মন লাগছে না, বই পড়ার নেশা দুর্ব্বার হচ্ছে। ময়রার দোকানে কাজ শিখতে গেলে বাদল বোধ হয় চুরি করে মিষ্টান্ন ধ্বংস করত। কোনো সত্যিকারের ময়রা তা করে না।

বাদল বই পড়ে আর থেকে থেকে তর্ক করে। কলিন্স চতুর ব্যবসাদার, তার দোকানের আগন্তুকদের সে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে। তাঁরা বই কিনুন বা না কিনুন পড়ে দেখুন। পড়ে তর্ক

করুন, গল্প করুন, চা খান। কলিন্স সবাইকে এ কথা বলে রেখেছে। নষ্ট করবার মত সময় যাঁর হাতে থাকে তিনিই একবার কলিন্সের দোকানে হয়ে যান। তাঁদের কেউ বা প্রফেসর, কেউ বা ব্যাঙ্কের কেরাণী, কেউ ছাত্র। কলিন্সের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে কেউ তাকে ধাপ্পা দেবার কথা মনে আনেন না। কারণ একবার ধাপ্পা দিলে দ্বিতীয়বার মুখ দেখাতে পারবেন না, তাতে নিজেকেই বঞ্চিত করা হয়।

কলিন্সের দোকান যেন জনকয়েক বন্ধুর যৌথ দোকান। এঁরা মূলধন খাটাননি, লভ্যাংশও পান্ না। কিন্তু এঁরা বই কেনার উপলক্ষে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন সেটার বহু গুণ ফিরে পান বিনা মূল্যে আরো অনেক বই পড়তে পাওয়ায় এবং দশজনে মিলে চিন্তা-বিনিময় করায়। কলিন্স সবাইকে খুলে বলে রেখেছে, "আপনারা এখন যে টাকাটা খরচ করেন সেটার থেকে দোকানের খরচা ও দোকানদারের মজুরি বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে আরো বই কিনি, বইগুলিকে আরো বেশী জায়গা দিই এবং আপনাদের আরামের জন্যে আরো ভালো বন্দোবস্ত করি। দোকানটি বাড়তে থাকুক এই আমার কামনা, সেই সঙ্গে আমিও যেন নেহাৎ অনাহারে না মরি।"

কাজেই দোকানটির প্রতি সকলেরই বিশেষ মমতা। একবার এসে কেউ খালি হাতে ফিরে যান না, বড় একটা। অন্ততঃ একখানা বই কি পত্রিকা কেনেন। কতকগুলি বাঁধা খরিদ্দার থাকায় কলিন্সের দোকান এই অল্পদিনের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। সে আরো মূলধন খাটাতে ইচ্ছুক, কিন্তু পরের কাছ থেকে সংগ্রহ করলে পাছে পরের মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে হয় সেইজন্যে মনের মত অংশীদারের প্রতীক্ষা করছে। সে চায় তারই মত বিজনেস্ আইডিয়ালিষ্ট, যে মানুষ নিজের স্বার্থের চেয়ে দোকানের স্বার্থকে বড় করবে।

বাদলের যদি টাকা থাকৃত তবে বাদল কলিন্সের অংশীদার হত। কিন্তু এখনো সে তার বাবার গলগ্রহ। এজন্যে তার মাঝে মাঝে গ্লানি বোধ হয়। তখন সে কী কর্‌বে ভেবে কাতর হয়, কিন্তু লজ্জার খাতিরে সুধীদাকে বল্‌তে পারে না, পাছে সুধীদা বাবাকে জানায়। অনুশোচনায় খাওয়া বন্ধ করে, কিন্তু না খেয়ে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারে না। একবেলা কিছু না খেলে অন্যবেলা দুগুণ খায়! মনকে বোঝায়, ধার নিচ্ছি বৈ তনয়। বাবার টাকার পাই পয়সা হিসাব করে বাবাকে ফিরিয়ে দেব, মায় সুদ। তিনি যদি না নেন ত তাঁর নামে একটা লাইব্রেরী করে দেব।

আপাতত কলিন্সের ব্যবসায় মূলধন ঢাল্‌তে হলে বাবাকে বিরক্ত কর্‌তে হয়। একে ত ভারতবর্ষীয় মূলধন "লাজুক"। তা ছাড়া ভারতবর্ষ নিজেই এখন মূলধনের অল্পতায় কষ্ট পাচ্ছে, ঘরের মূলধন বাইরে পাঠালে নিজের প্রতি অন্যায় করবে। ভারতবর্ষের প্রতি বাদলের দরদ অকৃত্রিম। তবু দে সরকার বলে, "আপনি মশাই ভারতবর্ষের" কেউ নন। ভারতবর্ষের electrification ইত্যাদির জন্যে মাথা ঘামান কেন? সেটা আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে বলে?"

বাদলকে ওরা ইচ্ছা করে ভুল বোঝে। ক্ষ্যাপায়। ব্যঙ্গ করে। বলে, "শাসিতের দল ছেড়ে শাসকের দলে ভর্ত্তি হয়ে অনেক সুবিধা আছে, সেন সাহেব। কিন্তু তাতে নূতনত্ব নেই। বছর পঞ্চাশ আগে জন্মালে বাহবা পেতেন। কিন্তু এটা গান্ধী-যুগ। এযুগে স্বয়ং সাদা চামড়ার অধিকারী অধিকারিণীরা ভারতীয় হতে পার্‌লে ধন্য হয়।"

বাদল যত বলে, "আমি ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স থেকে ইংরেজ হচ্ছিনে, গভীরতম অভিরুচি থেকে হচ্ছি" ওরা ততই ক্ষ্যাপায়। বলে, "যদি বুল্‌গেরিয়ান হতেন, হাঙ্গেরিয়ান হতেন, চেক হতেন তবে প্রমাণ হত গভীরতম অভিরুচি বটে।"

ওদের মধ্যে একজন আমেরিকা-ফেরৎ বাঙালী ছাত্র ছিল। সে বলে, "সেন সাহেব কিন্তু ঘোড়দৌড়ের দিনে ভুল ঘোড়ায় উপর বাজী রাখছেন। ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একে একে নিবিছে দেউটি। আর পঞ্চাশ বছর পরে ইংলণ্ড হবে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি। সময় থাক্‌তে আমেরিকান হোন, মিষ্টার সেন। তা যদি না পারেন, তবে রাশিয়ান।"

বাদল তাদের বিশ্বাস করাতে পারে না যে তার ইংলণ্ডপ্রীতির হেতু আর যাই হোক এটা নয় যে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের মালিক কিম্বা পৃথিবীর সেরা নেশন। ইংলণ্ড যদি কাল ভারতবর্ষের অধীন হয় তা হলেও সে ইংরেজ রইবে। Lafcadio Hearn যে কারণে জাপানী সেও সেই কারণে ইংরেজ। সেই কারণটি হচ্ছে মনের পক্ষপাত।

কলিন্সের সঙ্গেও তার এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। কলিন্স বলে, "ইংলণ্ডে বহু বিদেশী বাসা বেঁধেছে—ইহুদী, আর্ম্মিনিয়ান, গ্রীক, রাশিয়ান, ফরাসী, জার্ম্মান, ইটালিয়ান। গত শতাব্দীতে যতগুলো বিপ্লব হয়ে গেছে ইউরোপের নানা দেশে, তার প্রত্যেকটিতে কিছু না কিছু পলাতক ইংলণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছে ও অবশেষে ইংরেজ হয়ে গেছে। এই শতাব্দীতে হল রাশিযায় বিপ্লব, ইংলণ্ডে আজ রাশিয়ান শরণাগত বহু সহস্র। ভারতবর্ষেও একটা বিপর্য্যয় অনিবার্য্য, ভারতবর্ষ থেকেও দলে দলে পলাতক আস্‌বে এবং তাদের আশ্রয় দিতে আমরা ধর্ম্মত বাধ্য।"

বাদল মর্ম্মাহত হয়ে বলে, "কিন্তু আমি ত পলাতক নই, আশ্রয় চাইনে। আমি প্রেমিক, আমি চাই গৃহ। ভারতবর্ষে থেকে আমি কর্ম্মী ও নেতা হতে পারতুম, এখনো ফিরে গিয়ে হতে পারি। কিন্তু ওতে আমার তৃপ্তি হবে না। আমি থাক্‌ব সভ্যজগতের কেন্দ্রস্থলীতে। আমি বাসিন্দা হব সেইখানকার যেখান থেকে ও যেখানে এসে চিন্তা ও

কর্মের বিশ্বব্যাপী প্রবাহ আরব্ধ ও অবসিত হচ্ছে। জীবনের প্রতি আমার মনোভাব ইংরেজের মনোভাবের সদৃশ। তাই আমি ইংরেজ।"

কলিন্স রসিকতা করে বলে, "সাবাস্। কিন্তু আমাদের এই খেয়ালী ওয়েদারকে বরদাস্ত না করতে পেরে শেষকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কোরো না, সেন!"

৩

দিবারাত্র একটা অনবচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে বাস কর্‌তে কর্‌তে বাদল সুধীকে ভুল্‌ল। সাতদিনে একবারও দেখা হয় না। সুধী ফোন কর্‌লে অন্যে ফোন ধরে, বাদল বাড়ী থাকে না। বাদল ফোন কর্‌লে কেবল বলে নতুন কার সঙ্গে আলাপ হল ও তার সঙ্গে কি নিয়ে তর্ক হয়ে গেল। এতে সুধীর সন্তোষ হয় না। সে বাদলকে আরো গভীর ভাবে জান্‌তে ও পেতে চায়।

আগের মতই সে বন্ধু-বৎসল আছে, দিনান্তে অন্তত একবার তার বাদলকে মনে পড়ে। বাদল আজ কী কর্‌ল কী ভাব্‌ল কী ভাবে দিনটির ও নিজের পরিচয় পেল—বাদলকে সুধাতে চায়, পাটনার মত। বেশীদিন আগের কথা ত নয় যখন তারা পরস্পরকে নিজ নিজ জীবনের নূতনতম উপলব্ধির অংশ দিত। তখনকার দিনে তাদের জীবনে দ্বন্দ্ব ছিল না, দুবেলা নব নব অতিথির আকস্মিক আগমন ঘট্‌ত না, তাদের জগতের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র দুই। বিলাতে এসে সুধী নিজের জগৎকে জনবহুল করে নি, তার পরিচিত ও আলাপী সংখ্যা একাধিক হলেও তার বন্ধু যেটি ছিল সেটিও আর নেই। মনের কথা যেই পুঞ্জীকৃত হয়ে মনকে ভারাক্রান্ত করে অমনি সে উজ্জয়িনীকে চিঠি লিখতে বসে। তবু বাদলের স্থান পূরণ হয় না।

বাদলকে একদিন সুধী বহুকষ্টে পাকড়াও করল। সুধী জানত বাদল রবিবারে বেলা করে ওঠে। বাদলের বাড়ীর কাউকে খবর না দিয়ে সুধী এক রবিবারের সকালে সোজা গিয়ে বেল টিপল। উইল্‌সরা ঐ দিনটা একটু বাদশাহী ধরণে ঘুমায়, ওদের ঘুম ভাঙল না। বেচারা বাদল তার ভাঙা ঘুম জোড়া লাগবে এই আশায় একটা পুরানো স্বপ্নের উপসংহার রচনা করছিল, অগত্যা সেই অপ্রসন্ন মনে নীচে নেমে এল।

"তুমি!"

"চিনতে পেরেছিস্ এই যথেষ্ট।"

"কিন্তু বুঝতে পারছিনে।"

"তা হোক্ আজ দিনটা পরিষ্কার। আয়, বাসের মাথায় চড়ে শহর বেড়াই।"

ওটা একটা নতুন আইডিয়া। বাদল উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল। কিন্তু মিসেস্ উইল্‌সের যখন ডাক পড়বে তখন অনুপস্থিত থাকলে যে মুশকিল। সুধীর পরামর্শ অনুসারে বাদল মিসেস্ উইল্‌সকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেল।

যে দিকে খুশি সে দিকে যাবে, যতক্ষণ খুশি ততক্ষণ বেড়াবে, ক্ষিদে পেলে কোথাও নেমে খাবে, জল এলে বাসের ভিতর ঢুকবে—এই হল তাদের সেদিনের প্রোগ্রাম।

বাদল বলল, "কতকাল তোমার সঙ্গে কথা কওয়া হয়নি, সুধীদা। আশ্চর্য্য, বাংলা এখনো অনায়াসে বলতে পারছি। এই কয়েক সপ্তাহে ভয়ানক ইংরেজ হয়ে গেছি।"

সুধী বলল, "ঐ নিয়ে তোর সঙ্গে আজ তর্ক করতে এসেছি, বাদল। তোকে মনে করিয়ে দিতে চাই বিলাত আসার আগে তুই ও আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার পারে বসে কী ব্রত গ্রহণ করেছিলুম।"

"অতীতকে মনে করে রাখতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, সুধীদা। অতীতকে মন থেকে না নাড়াতে পারলে বর্ত্তমানকে আসন দিতে পারিনে। আহূত অতিথির মত সে দরজার বাইরে পায়চারি করতে করতে কখন এক সময় সরে পড়ে অপমানের গ্লানিতে।"

"তবে কি তুই বলতে চাস্ যে মানুষ তার অতীতের প্রতিশ্রুতি ভুলবে, সংকল্প রক্ষা করবে না, ঋণ শোধ করবার সময় এলে বলবে 'কিসের ঋণ'? তোর ইংরেজরাও এই কথা বলেন নাকি?"

বাদল ইন্‌ডিগ্‌ন্যাণ্ট্ হয়ে বলল, "ইংরেজ কখনও কথার খেলাপ করে না। রাশিয়া যেমন ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ করল, তারপর ঋণটি করল অস্বীকার, ইংলণ্ড তেমন করে না, করতে পারে না।"

"অত উত্তেজিত হস্ কেন? আমি কী এমন আভাস দিয়েছি যে ইংলণ্ড আমেরিকার হাতে পায়ে ধরে ঋণের বহরটা লঘু করবার চেষ্টায় আছে এবং তার সেই কাকুতি মিনতির সপক্ষে রকমারি যুক্তি দেখাচ্ছে?"

বাদল রীতিমত ক্ষেপে গেল। সুধী বলল, "এই চুপ, চুপ, চুপ। পাশের বেঞ্চির লোকগুলো ভাববে কালো মানুষগুলো বাঁদুরে ভাষায় বিষম বচসা করছে।"

বাদল বলল, "ভারি তোমার ভালো মানুষ আমেরিকা! শাইলকের অবতার। মানুষের বিপদে সাহায্য করে মহত্ত্বের ভড়ং করলেন। এখন চান মোটে একটি পাউণ্ড মাংস।"

দিনটি সত্যিই স্নিগ্ধরৌদ্রোজ্জ্বল ছিল। ইংলণ্ডের শীতকালে এমনটি হয় না। সুধী ও বাদল উভয়েরই মনের উপর থেকে একটা পর্দ্দা উঠে গেছল।

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে দুজনে দুদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলল। লণ্ডনের স্থলে স্থলে বহু পুরাতন পার্ক কিম্বা বাগান থাকায় ঋজু দীর্ঘ

বীচ বার্চ ওক প্রভৃতি বৃক্ষের সঙ্গে পঞ্চাশবার দেখা হয়ে যায়। মানুষের তুলনায় ওরাই সূর্য্যের আলোর বেশী সমঝদার। সুধী ওদের দিকে ও বাদল পথিকদের দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করল। একজনের পক্ষপাত প্রকৃতির প্রতি, অপরজনের পক্ষপাত মানুষের প্রতি। সুধী ভাবে, এই যে ওক ফার পাইন গাছগুলি এরা কোনো ইংরেজের চেয়ে কম নয়, দেশ এদেরও দেশ, হয়ত এদেরই বেশী, কারণ দেশের মাটীকে এরা সাতপাকে জড়িয়েছে এবং দেশের আলো হাওয়া সকলের আগে ও সকলের চেয়ে বেশী করে এদেরি অঙ্গে ঝঙ্কার তোলে। মানুষের সংসারে মানুষ নিজেকে অত্যন্ত বড় বলে বিশ্বাস করুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু বিশ্বসংসারে মানুষ অসংখ্য জাতির মধ্যে একটি জাতি এবং এই কথা মনে রেখে তার বিনয়ী হওয়া ভালো। বাদল ভাবে, জয় মানুষের জয়। যা-কিছু দেখছি সব মানুষের হাতে ছোঁয়া ও মগজের ছাপ নিয়ে মূল্যবান হয়েছে, নইলে ঝুটা দলিলের মত তারা থেকেও থাকত না। এই দেশের মাটী জল আকাশ এদেশের মানুষের স্বাক্ষর বহন করে যা-কিছু বিশেষত্ব পেয়েছে, নইলে আমি ইংলণ্ডে জন্মাতুমও না, আসতুমও না।

রবিবারের সকাল। দিনটিও উজ্জ্বল। দলে দলে স্ত্রীপুরুষ পার্কের অভিমুখে চলেছে। যারা পেরেছে তারা কাল সমুদ্রকূলে গেছে, যারা পারে তারা আজও যাচ্ছে, যারা পারে না তাদের যাবার মত জায়গা লণ্ডনের বৃহদায়তন বৃক্ষগহন অসমতল উপবনগুলি। হ্যাম্পষ্টেড হীথ, কেনউড, রিজেণ্টস পার্ক, সাউথ কেনসিংটন, হাইড পার্ক। প্রত্যেকটাতে লোকারণ্য। তবু ঘাসের উপর ঝোপের ভিতর প্রণয়ী প্রণয়িনীরা অর্দ্ধশয়ান রয়েছে এবং তাদেরই কাছ দিয়ে বয় স্কাউটরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে।

দলে দলে সৈনিক শোভাযাত্রায় চলেছে। মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজ্‌ছে

বাচ্চারা আগে ভাগে ও বুড়োবুড়ীরা পিছু পিছু চলেছে। ফুটপাথ দিয়ে ঠেলা গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছেন হাত-পা ভাঙা দ কিম্বা নবজাত শিশু। সামরিক সংস্কার বৃদ্ধ ও মুমূর্ষু থেকে শিশুতে সংক্রামিত হচ্ছে। পাশ দিয়ে চলে গেল সৈনিকের মত সার বেঁধে ও পা ফেলে কালো ইউনিফর্ম পরা বালিকার দল। ওরা গির্জ্জায় যাচ্ছে। ফুটপাথের খোঁড়া ভিখারী ও হাত-কাটা ভিখারী এতক্ষণ হাত দিয়ে ও পা দিয়ে ছবি আঁক্‌ছিল, কার্টুন আঁকছিল। শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়েছে। তাদের ছবি দেখার ভাণ করে কোনো দয়ালু ভদ্রলোক তাদের চিৎ-করে-রাখা টুপিতে দুটি পেনী ফেলে দিয়ে গেছেন।

৪

সুধী বল্‌ল, "বাদল, জীবনের সঙ্গে ফ্ল্যার্ট করার নাম বাঁচা নয়। এ তুই কর্‌ছিস্ কী! জীবনের কাছে একদিন যে অঙ্গীকার করেছিস্ অন্যদিন তা মনেও আন্‌বি নে?"

বাদল অবাক হয়ে বল্‌ল, "সুধীদা, তুমি কোন্ অঙ্গীকারের কথা বল্‌ছ?"

এরূপ প্রশ্নের জন্যে সে প্রস্তুত থাকেনি। Woolworth-এর মুড়ি ও মুড়কির মত সব জিনিষ এক দরে বিক্রী কর্‌বার দোকান দেখে চিন্তা কর্‌ছিল, একই কোম্পানীর এক জাতীয় chain store আজ লণ্ডনের সর্ব্বত্র। কাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছাইবে। পৃথিবীকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধবার এ এক অভিনব শিকল। নাইবা থাক্‌ল এর পিছনে আদর্শ। বিনা আদর্শবাদে যদি জগতের প্রগতি হয় তবে কী দরকার আদর্শবাদের?

ঐ শোভাযাত্রার কুফল ফলবার আগে এই সব chain store-এর সুফল ফল্‌বে। যুদ্ধ কর্‌তে গিয়ে ব্যবসার ক্ষতি কর্‌তে কেউ রাজি

হবে না। স্বার্থপরতা দিয়ে জগতের স্থায়ী মঙ্গল হবে, স্বার্থত্যাগ দিয়ে যা হয়েছে তা ক্ষণকালীন।

এমন সময় সুধীর খাপছাড়া প্রশ্ন শুনে বাদলের চিন্তার খেই গেল হারিয়ে।

সুধী বল্‌ল, "কথা ছিল আমরা দুই বন্ধু দুই স্বতন্ত্র পথ দিয়ে একই সত্যের অভিসারী হব। তুই নিবি ইন্‌টেলেক্‌টের মার্গ, আর আমি ইন্‌টুইশনের মার্গ। এবং দুজনেই বইব শেষ পর্য্যন্ত অনভিভূত অনুত্তেজিত ও মোহমুক্ত। তার বদলে এ কী দেখছি? দেখছি তুই পথভ্রষ্ট হয়ে চোরা গলিতে পা দিয়েছিস্‌ ও ইচ্ছাপূর্ব্বক মাদক ব্যবহার করছিস্‌।"

বাদল বল্‌ল, "থামো। চার্জ্জগুলো একে একে শোনাও এবং বোঝাও।"

"এক নম্বর চার্জ্জ এই, যে, ইংরেজ হবার জন্য আদা নুন খাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই, ওটা অপরের চলা।"

"আমি নট-গিল্‌টী।"

"বেশ। কৈফিয়ৎ দিতে হবে।"

বাদল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। তার কাজের কারণ নিশ্চয় আছেই, কিন্তু কারণটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাদল মনোরাজ্যের দিকে দিকে মোটর হাঁকিয়ে দিল। ফেরার কারণটাকে পাকড়াও করে আনা চাই-ই, নইলে মুণ্ড নেবে।

আবিষ্কারের উত্তেজনায় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তারপর বসে পড়ে বল্‌ল, "তুমি ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে সত্যের পরিচয় নেবে, ঠিক করেছ। এর বিপরীত হচ্ছে ইংলণ্ডের দৃষ্টি। ইংরেজের চোখে জীবনকে কেমন দেখায় তাই জানবার জন্য আমার ইংরেজ হওয়া। নইলে তুমি কি মনে

কর, সুধীদা, যে ইংরেজী পোষাক ও ইংরেজীচাল-এর প্রতি vulgar' অনুরাগবশত আমি বিলিতি বাঁদর সেজেছি?"

সুধী বাদলের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "রাগ করিস্‌নে বাঁদর। কিন্তু পোষাকের বাঁদরামির চেয়ে আত্মার বাঁদ্‌রামি আরো শোচনীয়, আরো সাংঘাতিক। মনে কর হাতীর সাধ গেছে পাখীর জীবনের স্বরূপ দেখবে। সে কেমন মূর্খতা বল্‌ দেখি।"

বাদল সুধীর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "হাতীর অমন সাধ যায় না, যেহেতু সে অনিবার্য্যভাবে হাতী। তুমি কি জোর করে বল্‌তে পার, সুধীদা, যে তুমি ও আমি অনিবার্য্যভাবে ভারতীয়?"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আমরা হিন্দু হয়ে জন্মেছি বলে আমরণ আমরা হিন্দু থাকতে বাধ্য? ভারতবর্ষে জন্মেছি বলে অন্য দেশের সিটিজন্‌ হতে পারিনে? সমস্ত সভ্য দেশে naturalisation-এর ব্যবস্থা আছে, এই ইংলণ্ডের কত বিদেশীকে ইংরেজ হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে এ জাতীয় ব্যাপার ভূরি ভূরি। সমস্ত সভ্যদেশে বিদেশিনীকে স্বামীর ন্যাশনালিটী দেওয়া হয়, এর পিছনে কি একটা সহজ সত্য নেই, সুধীদা?"

সুধী হেসে বল্‌ল, "ওগুলো সম্পত্তির ও সন্তানের খাতিরে। আত্মার খাতিরে যে নয় তা জোর করে বল্‌তে পারি, বাদল। তুই তেমন ইংরেজ হলে আমি আপত্তি কর্‌তুম না রে। তবে শ্রীমতী উজ্জয়িনীর দশা ভেবে বিচলিত হতুম। সে যে ক্রমেই 'কট্টর' স্বদেশী হয়ে উঠ্‌ছে।"

বাদল কৌতূহল চেপে গম্ভীরভাবে বল্‌ল, "তাঁকে আমি নিষ্কৃতি দেব, সুধীদা।" তারপরে কৌতূহলের উপর থেকে চাপ তুলে নিল। বলল, "তার কাছ থেকে খুব চিঠি পাও বুঝি?"

"পাই বৈ কি। তবে চিঠিগুলো আমাকে উপলক্ষ করে যাকে লেখা তার হাতে দিতে পারলে খুশি হই।"

"না, না, না।" বাদল সাতঙ্কে বল্‌ল। "ওসব মেয়েলি বাংলা চিঠি পড়বার সময় বা সখ নেই আমার। জবাব যখন লিখতে পার্‌ব না তখন শুধু পড়েই বা কর্‌ব কী! একটা কথা তোমাকে বলি, সুধীদা, আমি ওঁর পাতিব্রত্যকে প্রশ্রয় দিতে চাইনে। বরঞ্চ উনি আমার উপর রাগ করে আমাকে ত্যাগ করুন ও ভুলুন এই আমার মনোবাঞ্ছা।"

সুধী বল্‌ল, "কিন্তু বাদল, ওর দিকে যা আছে তা পাতিব্রত্যের চেয়ে সরস।"

"না, না, না, সুধীদা। তাকেও আমি প্রশ্রয় দিতে পারব না। আমি আমার স্বাধীনতা রক্ষা করব।"

বাদল তখনও ভাবছিল বিশ্বব্যাপী chain storeএর দ্বারা মানব ঐক্যের কথা। বল্‌ল, "ব্যঙ্গ কর আর যাই কর এ এক মহৎ সত্য যে দোকানদারদের দিয়ে পৃথিবী যতটা ঐক্য পাবার ততটা পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো পাবে। ইউরোপীয় দোকানদারেরা যা মেরে এশিয়ার ঘুম ভাঙিয়েছে, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেছে ও আফ্রিকাকে মানুষ করেছে। এই যে আজ রেল জাহাজ এরোপ্লেন দেশে দেশে মানুষকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, এই যে স-তার ও বেতার টেলিগ্রাফের সাহায্যে আমাদের সংবাদপত্রগুলি সারা দুনিয়ার তাজা খবর দুবেলা আমাদের দিচ্ছে, এ সব ত দোকানদারদেরই স্বার্থপরতার দ্বারা সম্ভব হল।"

সুধী তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বল্‌ল, "সাধু, সাধু। আর কিছুদিন এই ধরণের ট্রেনিং পেলে বৃন্দাবনীয়ার কি বীভারব্রুক তোকে লুফে নেবে

দেখিস্। যেমন পাকা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠ্‌ছিস্ ভয় হয় পাছে লাট হয়ে বাঁকীপুরেই যাস্।”

সুধীদাও তাকে ভুল বোঝে! অভিমানে বাদলের মুখ ফুটছিল না। সুধী তার মনোভাব আন্দাজ করে বল্‌ল, “তোর sense of humour নেই, তুই কিসের ইংরেজ? চল্, কোথাও খেতে যাই।”

ভোজনের পরে বাদলের মনে পড়ল সুধীদার তার নামে আরো একটা চার্জ্জ আছে। বল্‌ল, “তোমার দুনম্বর চার্জ্জ কোথায় সুধীদা?”

সুধী বল্‌ল, “থাক্, থাক্, এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বেদনা দিয়েছি! একেই ত আমার ছায়া মাড়াস্ নে, এর পর হয় ত আমাকে দেখে চিন্‌তে দ্বিধা বোধ করবি।”

বাদল জেদ ধরে বল্‌ল, “না সুধীদা, একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক্। নইলে তোমার ঐ কথাগুলো আমার স্মরণে খচ্ খচ্ করবে যে জীবনের সঙ্গে আমি flirt করছি।”

সুধী বল্‌ল, “ক্ষমা প্রার্থনা করি, বাদল. কথাগুলো একটু কটু হয়ে গেছে।”

বাদল অধৈর্য্য হয়ে বল্‌ল, “যাক সে কথা। এখন আস্তিন থেকে বার কর তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ ”

সুধী দুষ্টুমি করে তার আস্তিন দুটো ঝাড়ল। তা। ফলে বাদল আরো চটছে অনুমান করে সে গম্ভীর হয়ে বল্‌ল, “এক দেশ থেকে অন্য দেশে আসা সহস্র জনের জীবনে ঘটছে। কেই বা তোর মত নেচে বেড়াচ্ছে শুনি?”

বাদল বল্‌ল, “ঐখানেই ত গলদ। ওরা আসে ‘এক দেশ থেকে অন্য দেশে।’ আমি আসছি আপনার মনোমত দেশে। উত্তেজনা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মোহ বলছিলে কাকে?

"কোনো জিনিসকে বাড়িয়ে দেখার নাম মোহ।"

"নিজের জিনিসকে মানুষ একটু বাড়িয়ে দেখেই থাকে। তা ছাড়া আমার ইংলণ্ড ত একটা আইডিয়া। যেমন তোমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া। আপন মনের সৃষ্টির সম্বন্ধে সব মানুষের দুর্ব্বলতা আছে।"

"কিন্তু আমার ভারতবর্ষ একটা আইডিয়া নয়, বাদল। সেখানে আমার রক্তমাংসের প্রিয়জন আছে। ওদের সঙ্গে আমার নাড়ীর টান। সেই টানে ওরা আমাকে এই মুহূর্ত্তেই টানছে। এদেশে কোনো ভারতীয়কে দেখলে আমার হৃদয় প্রীতিতে উদ্বেল হয়। কিন্তু কোনো ইংরেজকে দেখলে তোর যা হয় সেটা অজানাকে জান্‌বার উত্তেজনা ও সুলভকে দুর্লভ কল্পনা কর্‌বার মোহ। যে দরের মানুষের সঙ্গে মিশে তুই রোমাঞ্চ বোধ করিস, বাদল, তুই নিজে তাদের থেকে ঢের উঁচু দরের।"

বাদল অনুধাবন করতে লাগল। বাস্তবিকই সুধীদার অন্তর্দৃষ্টি আছে। যা বল্‌ছে তা নেহাৎ ভ্রান্ত নয। তবে কিনা, তবে কিনা—বাদলের উদ্দেশ্য ও উপায আলাদা, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি আলাদা, সে যা কর্‌ছে তা অন্যের পক্ষে মিথ্যা হলেও তার নিজের পক্ষে সত্য। মোহ এবং উত্তেজনা যদি বিষ হয় তবে বাদল হচ্ছে নীলকণ্ঠ, অপরে যা আত্মসাৎ করে লাভবান হতে পারে না বাদল তা পারে। গর্ব্বে বাদলের বুক ফুলে উঠল। তার সত্যের সন্ধান সর্ব্বজনপরিত্যক্ত পথে। মধ্যযুগে জন্মালে সে বোধ করি তান্ত্রিক হত।

বাদল আবেগের সঙ্গে বলল, "আস্‌বে, সে দিন আস্‌বে। আমি আমার অপথে চল্‌তে চল্‌তে একদিন এমন পরশ পাথর পেয়ে যাব যে এই আপাত অর্থহীন flirt করা অর্থপূর্ণ বলে প্রমাণিত হবে। যে আগুন আমার প্রাণে জ্বলছে, সুধীদা, তুমি আমার নিকটতম বন্ধু আজও তা

তেজের পরিমাপ পাওনি। আমার সব তুচ্ছতা, সব ভ্রান্তি, সব পাপ সেই আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। অতএব মা ভৈঃ।"

সুধী তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মনে মনে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

৬

সুধীদার অভিযোগ বাদলের আচরণে দাগ রেখে গেল না, কিন্তু মনের ভিতর বিঁধে রইল। রাত্রে যখন সামাজিকতার উৎসাহ ও মোহ মিইয়ে আসে তখন শুয়ে শুয়ে বাদল সুধীদার কথাগুলোকে ভিতর থেকে উপরে তুলে রোমন্থন করে। দিনের বাদল ও রাত্রের বাদল যেন দুজন মানুষ। রাত্রে বাদল একলাটি বিছানায় পড়ে বেশ একটু ভূতের ভয় পায়, পুরু কম্বলের তলায় মুখ গুঁজে গরম জলের চামড়া-বোতলটাকে কাঁকড়ার মত আঁকড়ে ধরে, হাঁটু দুটোকে ক্রমে ক্রমে মাথার কাছে এনে কুকুর-কুণ্ডলী পাকায়।

রাত্রের বাদল ভারি অসহায়, বড় দুর্বল। থেকে থেকে তার পা কন্ কন্ করে, সর্দ্দিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এ সবের প্রতিক্রিয়া তার মনের উপর হয়। সে হঠাৎ খুব অনুতাপ-প্রবণ হয়ে ওঠে, দিনটা যে একেবারে নষ্ট গেছে এ বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে না, জীবনটা মোটের উপর ব্যর্থ যাচ্ছে। এই রকম সময় সুধীদার উক্তির দাম বেড়ে যায়। সুধীদা স্বর্ণমৃগের পিছনে ছুটে আয়ু ক্ষয় করছে না, একটা লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছে, হোক না কেন স্থিতিশীল লক্ষ্য। বাদলের লক্ষ্য দিন দিন বদলাচ্ছে, দিন দিন সরে যাচ্ছে। এত ছুটাছুটি করেও ত বাদলের প্রত্যয় হচ্ছে না যে বাদল কিছুমাত্র এগুচ্ছে।

বাদলের বয়সের ইংরেজ যুবক ঐ কলিন্স, কা নিখুঁৎ স্বাস্থ্য তার,

কী উদ্দাম হাস্য, কী গম্ভীর অর্গ্যান-কণ্ঠস্বর। ধরাকে সরা জ্ঞান করে, অথচ এতটুকুও অহংকার নেই তার মনে, এতটুকু হিংসা দ্বেষ পরশ্রী-কাতকরতা নেই তার স্বভাবে। বাদল যখন কলিন্সের বগলে হাত পুরে দিয়ে রাস্তায় চলে তখন তার এমন লজ্জা করে। সেই যে গল্পে আছে দৈত্যের সঙ্গে বামনের বন্ধুতা। কলিন্সের প্রাণোচ্ছলতার নিত্য নূতন নিদর্শন বাদলকে ঈর্ষান্বিত করে কিন্তু অক্ষমের ঈর্ষা তার অক্ষমতাই বৃদ্ধি করে। পাল্লা দিয়ে তার সঙ্গে গল্‌ফ খেল্‌তে গেছল। হাস্যাস্পদ হয়ে ফিরেছে, অবশ্য নিজের চোখে। কলিন্স তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছে, "হবে, হবে, অভ্যাসে কী না হয়?" এই বলে নিছক প্রাণোল্লাসে মুখ দিয়ে ভুর্‌র ভুর্‌ব আওয়াজ করেছে! তারপরে পেট ভরে খেয়েছে ও খেয়ে উঠে বিলিয়ার্ড খেলেচে। বাদলের খাওয়া দেখে চোখের কোণে তুষ্ট হাসি হেসেছে—একটা পাখীর খাওয়া।

এই যে ইংরেজ এর মত ইংরেজ হতে পার্‌বে কি? এরই মত প্রাণ-প্রস্রবণ? এমনি প্রাণপূর্ণ, অথচ মৃত্যুভয়শূন্য? একদিন কলিন্স বলেছিল, "যুদ্ধ? আবার বাধুক না? ভয় কী? সেই সুযোগে এরোপ্লেন চালানো শিখে নেওয়া যাবে। দেশও দেখা হয়ে যাবে বিস্তর।" বাদল বলেছিল, "মরণ ঘট্‌বে না।" কলিন্স ভীষণ হল্লা করেছিল। বলেছিল, "রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে মোটর চাপা পড়ে ও বাড়ীতে বসে হার্ট ফেল হয়ে যত লোক মরে যুদ্ধে তার চাইতে এমন কি বেশী লোক মরে? যদি মরেই, তাতে কী? তুমি কি ভাবছ মরাতে কেবলি দুঃখ, মজা একেবারেই নেই?"

এর মত ইংরেজ না হতে পারে যদি, তবে বৃথা এ সাধনা। সুধীদার সাধনায় সিদ্ধি হবে, আরো কত যুবকের সাধনায় সিদ্ধি হবে। সকলে এগিয়ে যাবে নিজ নিজ নির্ব্বাচিত পথে, বাদলকে ধাক্কা দিয়ে কত টম্

ডিক্ হ্যারী এগিয়ে যাবে বাদলের নির্ব্বাচিত পথে। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে কলিন্স যে start পেয়ে গেছে সেটা কেবল তার মগজে নয়, তার স্বাস্থ্যে তার শৌর্য্যে তার জীবনীশক্তিতে। বাদলের মত সে রাত ভোর করে দেয় না ভাবনায়। ভাবে সে অতি অল্প সময়। তবু তার ভাবনাটুকু পাকা, কারণ সে ভাবনা বাদলের ভাবনার মত দুর্ব্বল দেহ এবং ক্ষীণ জীবনীশক্তির ফল নয়, রুগ্না জননীর সন্তান নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত নয়। বিশুদ্ধ মননক্রিয়া ভারতবর্ষে নেই, মনের জমিতে চাষ করতে গেলে হাজার আগাছার সঙ্গে আপোষ করতে হয়, সেখানে সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে সমাজের স্বার্থ ঢোকে, সৌন্দর্য্য-বিচারের ভিতর মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা। সুধীদা বিজ্ঞের মত ইনটুইশনের মার্গ অবলম্বন করেছে, সে সম্বন্ধে ইউরোপে কোনো অথরিটি না থাকায় সুধীদাকে তারা অথরিটি বলে স্বীকার ও সম্মান করবে। আর বাদলকে বলবে, হ্যা, ইণ্টেলেকচুয়ালদের সমাজে পাত্তা পাবার যোগ্য বটে, কিন্তু আপ-টু-ডেট্ থাকবার জন্যে প্রাণপাত করেছে, তাই জগৎকে দেবার মত প্রাণ অবশিষ্ট নেই। পাল্লা দিয়ে সঙ্গ রাখবার জন্যে যৎপরোনাস্তি করেছে, তাই চিন্তানায়ক হবার ক্ষমতা খুইয়েছে।

হায়, হায়, সেও যদি start পেয়ে থাকত, সে যদি ইংরেজ হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকত, তবে তার সঙ্গে পেরে উঠত কোন ধৃষ্ট? তাকে চেষ্টা করে ইংরেজী শিখতে হত না, বাংলার বদলে শিখত ফরাসী, সংস্কৃতের বদলে ল্যাটিন্। পারিবারিক জীবনে পেত বৈজ্ঞানিক মনোভাব, স্কুলেও বিজ্ঞানচর্চ্চা করবার সুযোগ পেত। কলেজে ইউরোপের ভাবী ইনটেলেকচুয়ালদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে জেনে রাখত কাদের সঙ্গে তার জীবনব্যাপী প্রতিযোগিতা, এবং তাদের শক্তিরও পরিমাপ করে রাখত। ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

নামটাই বোকামি, ওদের দৌড় চাকরির ও বিয়ের বাজার অবধি। ওদের মধ্যে প্রথম হতে চাওয়াটা রীতিমত misleading—তাতে করে শক্তির চালনা হয় ভুল দিকে। ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকগুলো বাদলের প্রয়োজনের পক্ষে অবান্তর, সুতরাং বাদলের অপাঠ্য। হায়, হায়, কী মহামূল্য চারটি বৎসর সে কলেজে নষ্ট করেছে! স্কুলে যা নষ্ট করেছে তার জন্যে অনুতাপ করা মিথ্যা, কেননা তখন তার জ্ঞান ছিল না সে জীবনে কী চায়, কোনখানে তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কলেজে ঢুকতে তার অন্তর সায় দেয়নি, নেহাৎ তার বাবা তাকে বিলেত পাঠাতে প্রস্তুত ছিলেন না বলে চারটি বছর একটা পিঁজরাপোলে অপব্যয় করতে হল। সুধীদা বুদ্ধিমান, ম্যাট্রিকের পর দু বছর পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষে বেড়িয়েছে, নন্‌কোঅপারেশনের কল্যাণে খদ্দরের ভেক ধারণ করে সুধীদা যেখানেই যায় সেখানকার কংগ্রেসওয়ালাদের দলে ভিড়ে যায়, 'স্বরাজ-আশ্রমে' খায়। তারপর একদিন বাদলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাদলের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারল না। কলেজে ভর্ত্তি হয়ে বাদলের সঙ্গী হল বটে, কিন্তু পড়াশুনায় সেইটুকু মনোযোগ করল যেটুকু থার্ড ডিভিসনের পক্ষে আবশ্যক। দিনের পর দিন সুধীদা ক্লাস পালিয়ে গঙ্গার ধারে শুয়ে নৌকার গুণটানা নিরীক্ষণ করেছে। ভারতবর্ষের আকাশে নানা আকারের নানা আকৃতির ও নানা বর্ণের মেঘ অভিনয়ের আসর জমায়। তাদের প্রাত্যহিক আসরে সুধীদা কখনো অনুপস্থিত থাকেনি। প্রতিবেশীর রোগে শোকে তথা শুভকর্ম্মে সুধীদাকে সমান ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। সুধীদা বুদ্ধিমান, বাদলের মত দ্বিধায় আন্দোলিত উৎসাহে উদ্বেলিত অবসাদে অবনত হতে হতে জীবন-প্রবাহের অপচয় করেনি। তীরের মত এক লক্ষ্যের অভিমুখীন হয়েছে।

৬

দিনের বাদল লাফ দিয়ে বিছানার থেকে উঠে এলার্ম দেওয়া টাইমপীস্‌টার ঘ্যানঘ্যানানি থামিয়ে দেয়। ভাবে ঘুমিয়ে কোনোদিন তৃপ্তি আমার জীবনে আস্‌বে না, তৃপ্তিকে বাদ দিয়ে জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মুখ হাত ধোয়া হয়ে যায়। পোষাক পরে নিতে হয় সারা দিনের মত। এক রাশ নেকটাই-এর থেকে একটা বেছে নিতে হবে, প্রতিদিন ঐ একই সমস্যা, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা নিই। সকাল বেলায় এই যে পরীক্ষা এই ত সারা দিনের পরীক্ষার অগ্রদূত। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ভাবি, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা করি। ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে ভাবে, সতেরোই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮ জগতের ইতিহাসে মাত্র একটিবার এসেছে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, মাত্র একটি দিনের জন্যে। আজ রাত্রি বারোটার পর থেকে আর এর নাগাল পাওয়া যাবে না, মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না। এই দিনটিকে কী-ভাবে-কাটানো ছেড়ে কী-ভাবে কাটাতে হবে সেই হচ্ছে আজকের ধাঁধা।

ধাঁধার জবাব ধাঁ করে দেওয়া যায় না, কিন্তু ধাঁ করে একটা টাই টেনে নিয়ে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বেখাপ। ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে আরেকটা নিয়ে কতক সন্তোষ পায়। এ ছাড়া উপায় নেই, এর নাম trial and error-এর মার্গ, এই মার্গ বাদলের। সুধীদার চলা বাঁধা রাস্তায়, তাকে ভাবতে হয় না। কিন্তু বাদলের চলা একশোটা পথ থেকে বেছে একটাতে। সে যতই এগোয় ততই দেখে তার সাম্‌নে একশোটা পথ একশো দিকে চলে গেছে।

একবার এটাতে একবার ওটাতে কিছুদূর চলে। মনঃপূত হয় না। ফিরে এসে তৃতীয় একটা পথ নেয়। এইটেতে কতক সন্তোষ পায়। কিন্তু বেশ খানিকটা গিয়ে দেখে যে এই পথেরও একশো শাখা। আবার সেই trial, সেই error এবং অবশেষে সেই আপাত সত্য। সুধীদার এ বালাই নেই। সুধীদার সাম্‌নে মাত্র একটি পাকা সড়ক, পাড়াগাঁয়ের সদর রাস্তা ঐ রাস্তা ধরে একটা অন্ধও অক্লেশে আর একটা অন্ধকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সুধীদা গেঁয়ো, বাদল শহুরে।

একথা মনে হতেই সুধীদার প্রতি বাদলের করুণা সঞ্চার হল। সে আর একবার চুলে ব্রাশ বুলিয়ে দিয়ে টাইটাতে দুই টান মেরে তর্ তর্ করে নীচে নেমে গেল। মিসেস্ ইউল্‌স্ নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ তার অপেক্ষায় আছেন। মিষ্টার ত খুব সকাল সকাল খাওয়া শেষ করে বিদায় হন। ডেলি প্যাসেঞ্জার কিনা যেতে হয় সেই কোন মুল্লুকে—ঈষ্ট এণ্ডে।

বাদলকে দেখে মিসেস উইল্‌স্ বললেন, "আজ কে একজন তোমাকে ফোনে খুঁজছিল, বাট।"

বাদল খপ করে তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "কে, কলিন্স?"

মিসেস্ উইল্‌স্ তার স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গের ঢঙে বললেন, "হবে। বলেছে আজ সন্ধ্যাবেলা ওর সঙ্গে খেয়ে থিয়েটারে যেতে। যাচ্ছ, কেমন?"

বাদল বলল, "যাওয়া ত উচিত। ওকে আগে থাক্‌তে কথা দিয়ে রেখেছি যে যেদিন ওর সুবিধা হবে সেদিন এক সঙ্গে থিয়েটারে যাওয়া যাবে।"

"বেশ, বেশ। মিষ্টার উইল্‌স্‌কেও তুমি হার মানালে। তিনি ত সাতটায় ফেরেন, তুমি কিছুদিন থেকে ফির্‌ছ বারোটায়।"

বাদল আফশোষ জানিয়ে বলল, কী করি মিসেস্ উইল্‌স্। ওয়াই-এম্-সি-এতে হপ্তায় দিন দুয়েক না গেলে চলে না, একটু গান বাজনা হয়, বহু লোকের সঙ্গে আলাপ। Rationalist Press Association-এর বুড়োদের সঙ্গেও একদিন ভাব করতে যাই। King's Collegeএ একটা লেকচার নিচ্ছি। এ ছাড়া বন্ধুদের প্রায়ই সোহো অঞ্চলে খাওয়াতে নিয়ে যেতে হয়।"

মিসেস্ উইল্‌স্ শ্লেষের স্বরে বললেন, "তা হলে সোহোর কাছে বাসা করলে হয়। বারোটা রাত্রে গৃহস্থবাড়ীতে কে তোমার জন্যে জেগে থাকবে বল? গরম কোকা না খেলে তোমার ঘুম আসে না বলে কে অত রাত্রে উনুন ধরাবে রোজ রোজ?"

বাদল ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল, "আমার জন্যে আপনাকে এতটা কষ্ট করতে হয় আমি জানতুম না, মিসেস্ উইল্‌স্, বিশ্বাস করুন।"

মিসেস্ উইল্‌স্ নরম হয়ে বললেন, "বার্ট, আমি তোমার দিদির মত। সেই অধিকারে তোমাকে যদি কিছু বলি তুমি অনধিকার চর্চ্চা মার্জ্জনা করবে ত?"

"নিশ্চয় করব, কেট্।" মিসেস্ উইল্‌স্‌কে ভাইয়ের অধিকারে "কেট" বলে সম্বোধন করা এই প্রথমবার। বাদলের বুক নূতনত্বের হর্ষে অথচ পাছে মিসেস্ উইল্‌স্ কিছু মনে করেন সেই ভয়ে হঠাৎ কেঁপে উঠল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শান্ত হল না। যেন নদীর উপর দিয়ে একটা ষ্টীমার চলে গেল।

মিসেস্ উইল্‌স্ কৌতুক-হাস্য চেপে বললেন, "তা হলে বলি। তোমার বয়সের ছেলেরা নিজের মা-বোনেরও মুরুব্বিয়ানা পছন্দ করে না আজকাল। তোমাকে অভয় দিচ্ছি যে মুরুব্বিয়ানার অভিপ্রায় নেই তোমার দিদির। তোমাকে বিবেচনা করতে বলি, এই যে তুমি রাত

করে বাড়ী ফিরতে সুরু করেছ এতে কি তোমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে না ? যে উদ্দেশ্যে তোমার মা-বাবা তোমাকে এত দূর দেশে পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য বিফল হবে না ?"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি সাধারণ ছাত্র নই, কেট। আমি তোমাকে গ্যারাণ্টি দিতে পারি যে আমি বাড়ীতে বই না ছুঁয়েও অন্য সকলের চেয়ে ভালো করে পাস্ হতে পারি।"

কেট বললেন, "অন্য সকলে ত ভারতীয় নয় এক্ষেত্রে। এটা ইংলণ্ড।" —তাঁর স্বজাতি-সম্বন্ধীয় গর্ব্ব আঘাত পেল। তিনি বললেন, "মান্‌ছি আমাদের ছাত্ররা বোকা-সোকা, তোমাদের মত অবলীলাক্রমে একটা বিদেশী ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে না, অমন সবজান্তাও নয়। তবু, বাট্, খাটুনিরও একটা পুরস্কার আছে, মেধা দিয়ে খাটুনির অভাব পূরণ করতে পারবে না।"

বাদলের আজ তর্ক করার ইচ্ছা ছিল না। একটি দিদি পেয়ে সে গোপন পুলকে শিউরে শিউরে উঠছিল। বলল, "কেট্, আমার জীবন অন্যরকম, আদর্শ অন্যরকম। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমি পাস্ করা না করা নিয়ে খুব বেশী চিন্তিত নই। মনটাকে রোজ কস্‌রৎ করিয়ে fit রাখ্‌ছি, মনের ক্ষুধাকে অখাদ্য না দিয়ে সুখাদ্য দিচ্ছি, মনের দিক থেকে ধীরে অথচ স্থিরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছি, এই আপাতত যথেষ্ট। তবে এইটুকুতে আমার সন্তোষ নেই, আমি পৃথিবীর সমস্ত বড় মানুষের সমস্কন্ধ হতে চাই—সাধনায়, বেদনায়, উপলব্ধিতে ও আবিষ্কারে। মনের মত উন্নতি হচ্ছে না, আয়ু নষ্ট হচ্ছে প্রচুর, মাঝে মাঝে নিরাশায় নুয়ে পড়ছি ও অনুশোচনায় ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেখ্‌ছি—না, অনুশোচনা জিনিসটা এমন খারাপ যে তাতে ক্ষতির পরিমাণ শুধু বাড়ন্ত দেখায় না, বেড়ে ওঠেও —তবু আমার মনে হয় আমি আর কিছু না হই বাদলচন্দ্র সেন ত হচ্ছি।"

কেট্ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বল্লেন, "তোমার সমস্ত কথা বুঝ্তে পার্লুম না বার্ট্, কিন্তু তোমাকে আমার আন্তরিকতম শুভকামনা জানাই।"—হেসে বল্লেন, "তা বলে রাত করে বাড়ী ফেরা সমর্থন করতে পারিনে। কোনদিন কোন স্ত্রী-জানোয়ারের কবলে পড়্বে, সোহো তো বড় সুবিধের জায়গা নয়। ছাত্রদের পক্ষে লণ্ডন যে ঘোর প্রলোভনসংকুল একথা কি তোমার মা-বাবা জান্তেন না? অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের নাম কি তাঁদের অজানা?"

বাদল জোরে ঘাড় নেড়ে বল্ল, "হোপলেস্। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের ছেলেরা জীবনের কী জানে, কী বোঝে? যেখানে প্রলোভন নেই সেখানে জীবন নেই। আমি জীবনের দ্বারে বিদ্যার্থী, লণ্ডন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দরজা।" এই বলে সে এক সেকেণ্ড থেমে বল্ল, "কেট্।" তার ভারি মিষ্টি লাগছিল ঐ সম্বোধনটি।

কেট্ বল্লেন "কি?"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে বল্ল, "না, কিছু না। বাক্যটা সমাপ্ত কর্বার সময় সম্বোধন কর্তে এক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল। ওটা বাক্যের শেষাংশ, কেট্। যেমন এটা।"

বাদলেব রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

৭

ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গ না পেলে সুধীর দিন কাটে না। যে বাড়ীতে শিশু নেই সে বাড়ীতে বাদলের উল্লাস, সুধীর অসোয়াস্তি। মার্সেলকে আদর কর্তে তার অনেক সময় নষ্ট হয়, কিন্তু নষ্ট কর্বার

জন্মেই ত সময়ের সৃষ্টি। যে মানুষ সময়কে সোনার বাসনের মত সিন্দুকে বন্ধ রাখে সে নিজেকেই বঞ্চিত করে।

"আয়, আয়, কেমন আছিস্ আজ? গল্প শোনাতে হবে? 'ধ্রুব'র গল্প শুন্‌বি? 'ধ্রুব' বলে সেই যে ছেলেটি বনে গিয়ে একমনে ভগবানকে ডাক্‌ছিল আর তার চার দিকে বাঘ সিংহ গর্জ্জন করে বেড়াচ্ছিল, শুন্‌বি তার গল্প?…বাঘ সিংহ কেমন গর্জ্জন করে শুন্‌তে চাস্? তুই-ই শুনিয়ে দে না?…দূর, ওটা কি বাঘের মত হল? ও ত বাঘা কুকুরের ঘেউ ঘেউ!…কখনো বাঘ দেখিস্‌নি? আচ্ছা, রোস্ তোকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব একদিন। কী করে যাবি তুই? তোর যে গাড়ীতে চাপলে বমি আসে…হাঁট্‌তে পার্‌বি কেন অতখানি—হেণ্ডন থেকে রিজেণ্ট্‌স্ পার্ক! তুই বেজায় ভারি, তা নইলে তোকে কাঁধে করে নিয়ে যেতুম।"

মার্সেলকে সুধী এক নতুন ধরণে ইতিহাস শেখায়।

"তুই যখন আরো ছোট ছিলি তখনকার কথা তোর মনে পড়ে?… পড়ে?…কী মনে পড়ে?…তুই একবার বিছানা থেকে পড়ে গেছলি, ভারি কাঁদছিলি, তোকে তোর মা এসে তুললেন, তুলে 'একটা টেডি ভালুক ধরিয়ে দিলেন। কেমন, এইত?… তোর যেমন এত কথা মনে আছে তেমনি তোর বাবারও কত কথা মনে আছে। তাঁর যে বাবা ছিলেন তাঁরও কত কথা মনে ছিল। তিনি মারা গেছেন। মানুষ মারা গেলে তার মনে-রাখা কথাগুলো যদি কেউ জান্‌তে চায় তবে বড় মুশকিলে পড়ে। তোর ঠাকুরদাদা বেঁচে থাক্‌লে তোকে তাঁর গল্প বল্‌তেন, এখন তুই কার কাছে তাঁর গল্প শুন্‌বি?…তোর বাবার কাছে? তোর বাবা যদি আজ মারা যান তবে কার কাছে শুন্‌বি?—"

মার্সেল মাথা দুলিয়ে বলে, "না, বাবা মারা যাবে না।" তার চোখ ছল ছল করে।

সুধী বলে, "না রে, আমি কি তাই বলেছি। আচ্ছা, ধর্ তোর বাবা তাঁর ঠাকুরদাদার গল্প শুন্‌তে চান। তাঁর বাবা ত বেঁচে নেই, কে তবে ওসব গল্প মনে রেখেছে যে বলবে ··বুঝলি? সেইজন্যে বইতে করে সব কথা লিখে রেখে যেতে হয়। আগেকার লোকের গল্প বড বড় বইতে লেখা রয়েছে। আমরা যতই বড হই ততই বড বড বই পড়ি, পড়ে জান্‌তে পাই আমাদের ঠাকুবদাদাদের ঠাকুরদাদা, তাদের ঠাকুর-দাদাদের ঠাকুরদাদা, এমনি সব বুড়ো বুড়ো মানুষদের ছেলেবেলার গল্প, বেশী বয়সের গল্প, খাওয়াপরার গল্প—কী খেত ওরা, কোথায় পেত ঐ সব খাবার, মাটিতে ফলাত, না শীকার করে আনত, কী পরত ওরা কোথায় পেত ঐ সব কাপড়, কল দিয়ে তৈরী করত, না, জীবজন্তুর চামড়া থেকে বানাত—এই সব গল্প। আর গান গাওয়া, ছবি আঁকা, সুন্দর সুন্দর বাড়ী, ঘর, আসবাব, বাসন, খেলনা তৈরী করা এই সকলের গল্প। আর জঙ্গল কাটা পাহাড়-পর্ব্বতে চড়া সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া, বিদেশী মানুষদের সঙ্গে জিনিসের কেনাবেচা, ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধলে ঢাল তলোয়ার নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি, হুলুস্থুলু ব্যাপার।"

মার্সেল চক্ষু বিস্ফারিত করে তন্ময় হয়ে শোনে। গম্ভীরভাবে বলে, "হুলুস্থুলু ব্যাপার।"

সুধী তার গাল দুটো টিপে দিয়ে বলে, "এই সব গল্পকে বলে ইতিহাস। কোন্ কাল থেকে কত মানুষ তাদের গল্প তাদের ছেলেপুলে নাতি নাতনীদের জন্যে রেখে গেছে। কেউ বইতে লিখে রেখে গেছে, কেউ পাথরের গায়ে খোদাই করে রেখে গেছে, কেউ লিখতে জান্‌ত না বলে তৈজসপত্রের মধ্যে চিহ্ন রেখে গেছে। অনেক দিনের গল্প জমেছে রে মার্সেল। সব ত এক দিনে বলা যায় না। কিছুটা আমি তোকে বলব, বাকিটা তুই বইতে পড়বি।"

মার্সেল খুশি হয়ে বলে, "হুঁ।" কিন্তু তার খুশি চাপল্যে ব্যক্ত হয় না। সে যেন ঝরণা নয়, দীঘি। শান্ত, সমাহিত, বিরলধ্বনি।

৮

উজ্জয়িনীর আকস্মিক "ভাগবত উপলব্ধি"র সংবাদ সুধীকে কেবল মাত্র হাসি জোগাল না, সে বাদল এবং উজ্জয়িনী উভয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে গভীর বেদনা বোধ করল। রসিকতা করে হালকা ধরণের চিঠি লিখে উজ্জয়িনীকে কাঁহাতক সান্ত্বনা দেওয়া যায়? সে ত ছোট খুকীটি নয়।

বাদল যদি তাকে সামান্যমাত্র প্রশ্রয় দিত তাহলে উজ্জয়িনী অনেক দুঃখ সয়েও মোটের উপর সুখে থাকত, নিয়মিত স্বামীর চিঠি না পেলে ভাবত তিনি ব্যস্ত আছেন ও নিয়মিত তাঁর কুশল সংবাদ অন্য কারুর চিঠিতে পেলেই নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু বাদলটা এমন অমানুষ, ভদ্রতার খাতিরেও তাকে এক লাইন লেখে না। বাদল কি তবে সত্যি সত্যিই তাকে ছাড়বে? ছি, ছি! এমন গুণবতী সদ্বংশীয়া পাত্রী সে পেত কোথায়? ইংরেজ বিয়ে করাই যদি তার অভিপ্রায় ছিল তবে কাকামশাইকে সেই কথা খুলে বললেই হত, তার ফলে যদি বিলেত আসা বন্ধ হত তাও সই। বিলেত আসার নানা উপায় ছিল, অপেক্ষা করলে হয়ত ষ্টেট্ স্কলারশিপ পাওয়া যেত। কয়েক বছর চাকরী করেও ত টাকা জমানো যেত। বাদলের যদি এতই আগ্রহাতিশয্য তবে সুধীকে বল্লে সুধী নিজের আসা বন্ধ করে বাদলকে অর্থ সাহায্য করত, অন্তত টাকা ধার দিত।

কিন্তু একটি মেয়েকে এমন করে বঞ্চনা করা, শুধু একটি মেয়েকে নয়

তার ও নিজের পিতাকে পাকা খেলোয়াড়ের মত চালমাৎ করা—এ দুর্ব্বুদ্ধি বাদল পেল কোথায়? যার ব্যক্তিগত জীবনে এত বড় অন্যায় সে বিশ্বের অন্যায় দূর করবে, মস্ত চিন্তানায়ক হবে? বিশ্ব কি কখনো তার এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে?

বিয়েতে বাদলের মত ছিল না, সুধী সে কথা জান্‌ত। কিন্তু বিয়ের পরে সকলেরই মত বদলায়, একথাও সুধীর অজানা ছিল না। বৌ অপছন্দ হলে কেউ কেউ ভারি চটে যায়, এও সত্য। কিন্তু তা বলে কোনো ভদ্র সন্তান বৌকে বয়কট্ করে না, বাদল যেমন করেছে।

বাদলকে এই বিয়েতে সুধী প্ররোচনা দিয়েছিল, দেবার সময় ভেবেছিল বিয়ের পর তার পাগ্‌লামি সেরে যাবে। এখন যে এর পরিণাম এমন হবে তা ত সে কল্পনায় আন্‌তে পারেনি! এই ত তার বন্ধু চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ের নাম শুন্‌লে মারতে আস্‌ত, কিন্তু যেই বিয়েটি করা অমনি ভায়ার চেহারা আহ্লাদি-গোছের হয়ে উঠ্‌ল। ভায়া বিলেত এসে অবধি দুবেলা দুখানা করে প্রেমপত্র লিখে এক সঙ্গে চৌদ্দখানা খাম ডাকে দিচ্ছে—একখানা লিখ্‌লে পাছে সেখানা হারিয়ে যায়, দুখানা লিখলে পাছে দুখানাই হারিয়ে যায়! তাই চৌদ্দ খানা। সেগুলো মেল্-ডে'র দুদিন আগে পোষ্ট করা চাইই - পাছে মেল ফেল্ হয়।

না, বাদলের শুভ বুদ্ধির উপর সুধীর আস্থা আছে। এই সাময়িক ইংরেজিয়ানা সময়ের ধোপে টিঁকবে না। বাদল দেশেও ফিরবে, উজ্জয়িনীকে গ্রহণও করবে। আর উজ্জয়িনী? স্বামীর কাছে আদর না পেলে সব মেয়েরই ধর্ম্মে মতি যায়। বিশেষত উজ্জয়িনীর কাছে ঠাকুর দেবতা যখন খুব একটা নতুন জিনিস। ওটাও সাময়িক। ধোপে টিঁকবে না।

তবু কী জানি কেন সুধীর অন্তর থেকে হাহাকার উঠতে লাগল। বাদল হয়ত সত্যিই ভারতবর্ষে ফিরবে না, ভারতবর্ষের প্রতি কোনো দিন তার মমতা ছিল না, দেশে থাকতে সে সারাক্ষণ বিদেশী বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকত, দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে ভুলেও দৃক্‌পাত করত না। কলেজে তার বন্ধু ছিল না একটিও—এক সুধী ছাড়া। যারা তাকে শ্রদ্ধা করত তারাও তাকে দাম্ভিক মনে করে ভয়ে তার কাছে ঘেঁষত না। যারা তাকে গ্রন্থকীট ইত্যাদি বলে তার প্রতিভাকে উড়িয়ে দিত তারাও তার সম্মুখীন হতে সাহস পেত না। অধ্যাপকদের বাদল অবজ্ঞা করত, অধ্যাপকরাও বাদলকে কথাটি কইতেন না। এ হেন বাদল দেশে ফিরে বিদেশীর মত বোধ করবে। তাই নাও ফিরতে পারে।

আর উজ্জয়িনীই কি বাদলের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের সহধর্ম্মিণী হতে পারবে? প্রতিভাশালী ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী হতে পারা অসীম সহিষ্ণুতাসাপেক্ষ। কেবল সহিষ্ণুতা নয়, আত্মবিলোপসাপেক্ষ। উজ্জয়িনীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব জল্ জল্ করছে। সেই বা বাদলকে সইতে রাজি হবে কদিন?

এ সমস্যার একমাত্র সমাধানবিচ্ছেদ, কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের মত কুৎসিৎ ব্যাপার অল্পই আছে। বনিবনা হল না, অত্যন্ত খেদের বিষয়, তুমিও পৃথক থাক, আমিও পৃথক থাকি। কিন্তু পুনর্ব্বিবাহ! ছি! ছি! জীবনে শুধু একবারমাত্র বিবাহ করা যায়, উৎসবের পুনরাবৃত্তি অসুন্দর।

উজ্জয়িনীর মনটাকে ধীরে ধীরে সুন্দর উদার অনুশোচনাহীন বিচ্ছেদের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। সে যেন নিজেকে হতভাগিনী ভেবে জীবন্মৃত না হয়, যেন রক্তমাংসের ক্ষুধায় জর্জ্জর না হয়, যেন কঠিন আত্ম-নিপীড়নের দ্বারা জীর্ণ না হয়। অবিবাহিত থেকেও ত কত

নারী মহীয়সী হয়েছেন। যেমন এলেন কেই। উজ্জয়িনীও প্রকৃতপক্ষে অবিবাহিতা।

বেশ, বেশ, সিষ্টার নিবেদিতাই হোক সে। কিম্বা মীরা বাই। দুটিই বড় মনোহর আদর্শ। কিন্তু উজ্জয়িনী নিজেই তৃতীয় একটি মনোহর আদর্শ স্থাপন করুক। তার প্রতিভাশালী স্বামীকে সে অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্তি দিল এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ থেকে বিনষ্টি থেকে রক্ষা করল। অন্যথা তাঁকেও ক্ষতিগ্রস্ত করত, নিজেকেও। এইরূপ যে বিচ্ছেদ এ ত প্রকারান্তরে মিলন।

উপেক্ষিতা

১

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।

রায় কহে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার।

বীণা নিবিষ্ট মনে ও বিনম্র স্বরে পাঠ করছে, বীণার শ্বাশুড়ী মালা জপ করতে করতে ব্যাখ্যা করছেন, উজ্জয়িনী স্তব্ধ হয়ে শুনছে। তার চোখে জলের আভাস।

শ্বাশুড়ী বলছেন, "স্বধর্ম্মাচরণ বেশ ভালো জিনিষ বৈকি; জীবমাত্রেই নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করলে তবে ত সৃষ্টি থাকবে; কিন্তু ওর ভিতরে একটু কথা আছে, মা। সেই জন্যেই গৌরচন্দ্র বললেন এটা বাহ্য। না, না, বাজে নয়, বাজে নয়।"—মুচকি হেসে আপন মনে বলে যাচ্ছেন, "বাহ্য। তার মানে বাহ্যিক! তুমি আমি স্বধর্ম্মাচরণ করছি কিছু একটা ফল কামনা করে। নিজে সেই ফল ভোগ করব এই আমাদের অভিলাষ। গৌরহরি বললেন, এ ত বাহ্যিক। এর থেকে গূঢ় কিছু জান তো বল। রায় রামানন্দ বললেন, আছে বৈকি প্রভু!"—হাসিমুখে মাথা নেড়ে বললেন, "আছে। ফলটুকু শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করতে হবে। আমি কাজ করে যাব, তিনি ফল ভোগ করবেন। আমি রাঁধব, তিনি খাবেন। আমি ঘর বাঁধব, তিনি বাস করবেন। আমি ধন সংগ্রহ করব, তিনিই মালিক হবেন। বুঝলে না, মা!"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে—হ্যাঁ, বুঝেছে।

বীণা আবার পাঠ করছে :—

প্রভু কহে, এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্ব সাধ্য সার।

শাশুড়ী বললেন, "ওমা আমার কী হবে! বল কি গৌর, এও বাহ্য? এঁ্যা!"—মুচকী হেসে বলছেন, "একটু মজা আছে। কর্ম্ম করব কেন? কী দরকার? যিনি এত বড় জগৎ চালাচ্ছেন তিনি কি আমারই সামান্য কর্ম্মটুকুনের উপর নির্ভর করেন? বল ত, মা। আমি খাওয়ালে তিনি খাবেন, নইলে খেতে পাবেন না, এ কি একটা কথা হল?"

উজ্জয়িনী ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে—না, তা কী হয়!

শাশুড়ী বলছেন, "মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করা কি সহজ? কত বড় বড় নৈয়ায়িককে তর্কে পরাস্ত করেছেন যিনি, রায় রামানন্দ কিনা তাঁকে করতে চান পরীক্ষা। বলে ফেললেই ত হয় যে, শ্রীরাধার প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য সার। না, সে কথাটি বলবার নাম করবেন না। এটা বলবেন, ওটা বলবেন, সেটা বলবেন না। ভারি বুদ্ধিমান লোক, তার সন্দেহ কী! কিন্তু প্রভুর সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় কি পারবেন? দেখো তোমরা শেষে তিনি কেমন—না, না, আগে থেকে বলে ফেলব না, মা।"

থেমে বলছেন, "হ্যাঁ, কী বলছিলুম। একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিতে হবে। তাঁকে বলতে হবে, ঠাকুর, তোমার কাজ তুমি আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও ত করিয়ে নাও। যা তোমার খুশি। আমি তোমাকেই জানি, তোমাকেই ভালোবাসি, তোমাকে ভেবে আনন্দ পাই, তোমাকে দেখে কৃতার্থ মানি। আমাকে খাটিয়ে নিতে চাও ত নাও, কিন্তু আমি তোমার সুমুখ থেকে স্বেচ্ছায় এক পা নড়ব না।"

উজয়িনী এবার বুঝতে পারছে না, কিন্তু সেকথা স্বীকার করতে

সংকোচ বোধ করছে। শ্বাশুড়ী সেটা অনুমান করে বলছেন, "বুঝবে, মা, বুঝবে ক্রমে বুঝবে। সব কি এক দিনে হয়? তোমার বয়সে আমরা কী অবোধ ছিলুম, কী পাতকী ছিলুম। তাঁর কৃপা না হলে কি কেউ কিছু বুঝতে পারে! তোমার উপর তাঁর এখন থেকেই কৃপা দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি, মা।"

উজ্জয়িনীর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে। সে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বীণার শ্বাশুড়ীর পায়ের ধূলো নিয়ে কী বলতে চাইছে, কিন্তু তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ। তার হৃদয় ভাবাবেগে আকুল হয়ে তার চোখ দিয়ে ঝর্ণার মত ফুটে বেরচ্ছে, ছুটে বেরচ্ছে।

শ্বাশুড়ী বলছেন, "থাক্, মা, থাক। হয়েছে, খুব হয়েছে। পাগলী মা আমার। কত বড় লোকের মেয়ে, কত বড় লোকের বৌমা, কিন্তু কী চমৎকার স্বভাব? ঠিক যেন একটি পল্লীবধূ!"—তিনি উজ্জয়িনীর চিবুক স্পর্শ করে সেই হাত নিজের মুখে ছোঁয়ালেন।

রোজ দুপুরে উজ্জয়িনী বীণাদের বাড়ী যায়। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হয়। কোনোদিন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কোনোদিন শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ, কোনোদিন শ্রীপদকল্পতরু। এমন জিনিষ পৃথিবীতে ছিল সে জান্‌ত না। এত দিন কেউ তাকে জানায়নি বলে সকলের উপর তার অভিমান—বাবার উপর, স্বামীর উপর, সুধীদার উপর। ওঁরা নিজেরাও যেমন বঞ্চিত উজ্জয়িনীকেও তেমনি বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু ভগবান ত আছেন, তিনি উজ্জয়িনীর উপর কৃপা করে বীণাকে ও বীণার শ্বাশুড়ীকে পাঠিয়ে দিলেন। করুণাময়ের করুণা! যতদিন তাঁর করুণা না হয় ততদিন বঞ্চিত থাকা ছাড়া উপায় কী!

দিবারাত্র একটা আবেশের মধ্যে বাস করে—স্নান করে, আহার করে, আলাপ করে, চিন্তা করে, ধ্যান করে, শয়ন করে। অকারণে

তার মন কেমন করে, কারুর জন্যে নয়, এমনি। চোখ দিয়ে হু হু করে গরম জল উথলে পড়ে, দেহে রোমাঞ্চ লাগে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তড়িৎ রেখা ছুটে যায়। বীণার শাশুড়ীর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে ভাবে, কিন্তু লজ্জায় পারে না—"মা, হবে ত? আমার মুক্তি হবে ত? অধম পাতকী আমি, মূঢমতি দুর্ম্মতি।"

বীণা সেদিনকার মত পাঠ শেষ করছে :—

প্রভু কহে, এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।
রায় কহে, ইহার আগে পুছে হেন জনে
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি।"

শাশুড়ী সগর্ব্বে বলছেন, "কেমন মা, শুনলে ত? শুনলে ত রায় নিজ মুখে স্বীকার হলেন যে প্রভুর সঙ্গে এ ভুবনে কেউ পারবে না। কাল শুনো রায় আরো কী বললেন। সে ভারি মজা। একেবারে নাকে খৎ যাকে বলে। বললেন, আমি কিছুই না জানি। যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী।"

শাশুড়ী জোরে হেসে উঠলেন। বীণা বাধ্য হয়ে হাসির ভাণ করছে। এত বড় একটা তামাসার কথা, না হাসলে অপদস্থ হতে হয়। কিন্তু উজ্জয়িনী হাসতে পারছে না। সে ভাবছে শ্রীরাধার প্রেম কি মানুষে সম্ভব? জীব যতদিন শ্রীরাধার মত প্রেমিক না হয়েছে ততদিন কি তার মুক্তি সম্ভব?

শ্রীরাধার কথা ভাবতে তার কী যে ভাল লাগে। পদাবলীর শ্রীরাধার সঙ্গে ইতিমধ্যে তার পরিচয় হয়েছে। "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি

অবনী বহিয়ে যায়," "রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা," "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম," ইত্যাদি তার মুখস্থ হয়ে গেছে। গান তার আসে না। তবু যখন একা থাকে তখন আপন মনে গুন্ গুন্ করে গায়। বেচারি রাধিকার জন্যে তার শোক উথ্‌লে ওঠে। যে কৃষ্ণ তাঁকে এত ভালোবাস্‌লেন ও ভালোবাসালেন সেই কৃষ্ণ কিনা একদিন তাঁকে ফেলে মথুরায় চলে গেলেন। আর ফিরে এলেন না। রাধার দুঃখ জানাবার জন্যে নাকি ব্রজের গোপবালকরা অবশেষে তাঁর কাছে গেছ্‌ল। তিনি নাকি তাঁদের চিন্‌তেই পার্‌লেন না, পার্‌বেন কেন, তিনি যে তখন মথুরার রাজা!

নিজের জীবনের সঙ্গে রাধিকার জীবনের কথা মিলিয়ে উজ্জয়িনীর ব্যথা দ্বিগুণ হয়। বাদল কি কোনোদিন বিলাত থেকে ফির্‌বে? উজ্জয়িনী যখন শ্বশুরের সঙ্গে বিলাত যাবে তখন তাকে কি বাদল স্ত্রী বলে স্বীকার কর্‌বে?

উজ্জয়িনীর চিন্তার জল কোথা থেকে কোথায় গড়ায়!

২

উজ্জয়িনী তার বাবাকে ভোলেনি। সে নিজে যে আনন্দ পাচ্ছিল তার বাবাকে—শুধু তার বাবাকে কেন, বিশ্বের সব সংশয়বাদীকে—সেই আনন্দের বার্ত্তা দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল। তার সংশয় ছিল না যে অন্যান্য সংশয়বাদীরাও তারই মত আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হবে এবং উদ্বাহু হয়ে হরিসংকীর্ত্তনে নান্‌বে। তাই তার বাবাকে অতি গদ্‌গদ ভাবে তার অভিনব অভিজ্ঞতার সংবাদ দিয়েছিল। উত্তরে তিনি লিখেছেন—

মা, তোর দিদিদের আচরণ আমাকে তেমন ব্যথিত করেনি কোনোদিন, তোর এই শোচনীয় অধঃপতন আজ যেমন কর্‌ছে।

ছি ছি বেবী, তুই করছিস কী, হয়েছিস কী! এতদিন তোকে হাতে গড়লুম, তোর মনটা যাতে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হয় তার জন্যে তোকে শিশু বয়স হতে বিজ্ঞানশিক্ষায় ব্রতী করলুম, যুক্তি এবং তথ্য এই দুই অশ্বকে দিয়ে তোর কৈশোরের রথ পরিচালন করলুম সারথি স্বয়ং আমি। আজ দেখি তুই শত্রুপক্ষের শিবিরে ভাবাবেশে ধেই ধেই করে নাচছিস, অবসাদে ঢলে পড়ছিস, অশ্রুরসে গলে পড়ছিস। ধিক্!

তোর মধ্যে আমার সনাতন স্বদেশের সনাতন দুর্ব্বলতাকে প্রত্যক্ষ করে আমার আর কিছুতে মন বসছে না। দূর হোক্, কী হবে এ দেশে দর্শনচর্চ্চা, বিজ্ঞানচর্চ্চা, বিশুদ্ধ যুক্তি তথ্যের উপাসনা, scientific attitude! রক্তের মধ্যে নেশার প্রতি টান ইংরাজের ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, কিন্তু ইংরাজ ত স্থায়ী হবে না, কাল ওরা গেলে পরশু আমরা তন্ত্র মন্ত্র পুরাণ নিয়ে বোতল হাতে করা মাতালের মত বুঁদ হয়ে যাব, চুর হয়ে যাব। ইংরাজী শিক্ষা যে আমাদের রক্তে মেশেনি তার প্রমাণ ত ভূরি ভূরি দেখছি; বৃথাই এতদিন এত ইন্‌জেকসন নেওয়া, দুর্ব্বলতা ত জীবাণু নয় যে ইন্‌জেকশনে মরবে।

হতাশ হয়ে গেছি, বেবী। তুই যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তবে ভারতবর্ষের অতীত কে!

বাদলের উপর এখনো আমার ভরসা আছে। সেই হয়ত এই মরা দেশে ভাগীরথীর ধারা আনবে। যতটুকু তার সঙ্গে আলাপ করেছি, করে আশান্বিত হয়েছি। টাকা সিকি আধুলি দুয়ানি কোনো কিছুকে সে না বাজিয়ে নেয় না। যতই হোক্ না কেন তার বাজার দর, যতই থাকুক্ না কেন তার উপর রাজার মাথার ছাপ। মানি না বলতে পারা সহজ, আজকালকার অনেক ছেলে ত কিছু মানে না, তার কারণ দর্শাতে পারে একমাত্র বাদল। বাদল যেমন মানে না তেমনি মানেও।

বিচার ফল, পরীক্ষা ফল, গবেষণার ফল তার কাছে আসল টাকার মত দামী!

বাদল হয়ত জীবনে কিছু করে যেতে পারবে না, আমাদের দেশে আমরা কাকে কিছু করে যেতে দিই না, কেবল বিবাহ চাকুরি ও বক্তৃতা ছাড়া। আমার জীবন যেমন স্ত্রী-কন্যার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে ব্যয়িত হল ওর জীবনও হয়ত তেমনি ব্যর্থ যাবে। বড জোর চাঁদা দিয়ে দু-চারজন দরিদ্র ছাত্রকে কলেজে পড়াবে, দু-একটা ইস্কুল কি লাইব্রেরী কি হাঁসপাতাল বসাবে, সরকারী চাকুরে হয়ে খদ্দর পরে তাক লাগিয়ে দেবে। এমনি করে তার নিজের জীবন আমাদের শিক্ষিত সাধারণের জীবনের মত ট্রাজিক হবে। না; না, ট্রাজেডী অত সস্তা নয়, অত একঘেয়ে নয়, আমাদের ব্যর্থতা নিয়ে কোনো কবি ট্রাজেডী লিখবেন না। বীরত্বের ব্যর্থতা নিয়ে ট্রাজেডী, স্থবিরত্বের ব্যর্থতা নিয়ে প্রহসন। আমরা মনের দিক দিয়ে জন্ম-স্থবির। ছাত্র জীবনে দুদিনের জন্যে দপ করে উঠি, চাকুরি জুটলে বিবাহ করে নিভে যাই।

তবু বাদলের উপর আমার এইটুকু ভরসা আছে যে সে কিছু না করতে পারুক তার scientific attitudeটিকে সারা জীবন জীইয়ে রাখবে। ওটা বড় কম কঠিন কাজ নয়, ওই ত সত্যকারের দেশের কাজ; আমার স্বপ্নের ভারতবর্ষে অন্নবস্ত্রের অভাব হয়ত ঘুচবে না, দারিদ্র্য এই রকমই লেগে থাকবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ পর্য্যবেক্ষণ করবে, পরীক্ষা করবে, সিদ্ধান্ত গড়বে, সিদ্ধান্ত ভাঙবে, কোনোরূপ সহজ মীমাংসাকে প্রশ্রয় দেবে না, প্রত্যেক স্বতঃসিদ্ধকে সন্দেহ করবে। যখনি অলৌকিক কিছু দেখবে বা শুনবে অমনি একবার ডাক্তারকে দিয়ে চক্ষু বা কর্ণ পরীক্ষা করিয়ে নেবে। ম্যাজিককে প্রাণপণে ঘৃণা করবে, miracleকে যতদিন নিজে ঘটাতে না পারে ততদিন হেসে উড়িয়ে

দেবে। তা বলে কেবল বৈনাশিক হবে না, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়বে ও ঈশ্বরভক্তকে প্রণাম কর্‌বে। তবে এও সমস্তক্ষণ মনে রাখবে যে অল্প বয়সে কোনো নদীর গভীরতা নির্ণয় কর্‌তে নামা নিরাপদ নয়। বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দ্বারা মনকে মজবুৎ করে পাকা ডুবুরীর মত আধ্যাত্মিকতার সমুদ্রে অবতরণ কর্‌বে। দর্শনের সঙ্গে ভক্তির, যুক্তির সঙ্গে সংস্কারের, নীতির সঙ্গে লোকাচারের ও জ্ঞানের সঙ্গে পারলৌকিক পাটোয়ারীবুদ্ধির গোঁজামিলন দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে গেলুম।

৩

পত্রসূত্রে পিতার সঙ্গ পেতে উজ্জয়িনীর বিশেষ ভালো লাগে। তার পিতা তিনি, বন্ধু তিনি, গুরু তিনি। কিন্তু অধুনা তাঁর পত্র উজ্জয়িনীকে পীড়া দিচ্ছে। ছেলের সঙ্গে মতের অমিল হলে মায়ের মনে যেমন পীড়া লাগে। বিশেষত সে মত যদি ধর্ম্মবিশ্বাসসংক্রান্ত হয়। উজ্জয়িনী তার ঘরের দেওয়ালে লম্বমান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতিকে বলে, "প্রভু, তুমি রাগ কোরো না, বাবা অতবড় পণ্ডিত হলে কি হয় সার্ব্বভৌমের মত একদিন পরম ভক্ত হবেন।

অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি
নাচে গায়, কান্দে পড়ে প্রভু পদ ধরি।

বেচারা বাবা! কোনোদিন তোমার কৃপা হল না তার উপর, আপনা থেকে ত কেউ হরিভক্ত হতে পারে না!"

বাবার চিঠি দুতিনবার পড়লে হয়ত তার মর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ত। কিন্তু না, পড়্‌তে চায় না, কী হবে পড়ে। যারা জন্মান্ধ তারা জন্মান্ধের

মতই তর্ক করবে, সূর্য্য চন্দ্র উড়িয়ে দেবে, তর্কের স্বপক্ষে এমন সব কথা বানিয়ে বলবে যার উত্তরে শুধু একটা দেশলাইকাটি জ্বাললেও ঢের হয়, কিন্তু জন্মান্ধ যে! তার থেকে আলোর সত্যতার প্রমাণ পাবে না। স্বয়ং শ্রীভগবান ছাড়া এদের উদ্ধার করবার ক্ষমতা আর কারুর হাতে নেই। মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।

উজ্জয়িনী বীণার শাশুড়ীর ইষ্টদেবতা অষ্টধাতুর গোবিন্দজী মূর্ত্তির সেবা দেখতে যায়! তার শ্বশুর আজকাল প্রায়ই সফরে বেরন, অস্থায়ীভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন।

ভোর হল, শাশুড়ী ইতিমধ্যে গঙ্গাস্নান করে এসেছেন, ফুল তুলে এনেছেন। গোবিন্দজীর ঘুম ভাঙল, গোবিন্দজী স্নান করলেন, প্রসাদ সেবন করলেন। এ তাঁর প্রাতর্ভোজন। যথাকালে মধ্যাহ্ন ভোজন হবে, গোবিন্দজী শয়ন করবেন, চামর ঢুলানোর দরকার হবে। অপরাহ্নে তাঁর ঘুম ভাঙলে আর একবার ভোজন। নূতন সজ্জা। ফুলের মালা পরিধান। তারপর তাঁর আরতির সময় হবে। ধূপধুনা জ্বলবে। শাঁখ বাজবে, কাঁসি বাজবে, ঘণ্টা বাজবে। স্বয়ং কমলবাবু ঘণ্টা বাজাবেন, বীণা বাজাবে শাঁখ, উজ্জয়িনী কাঁসি। গোবিন্দজী কিছুক্ষণ ঢুলবেন। রাত্রিভোজন করবেন। নিদ্রা যাবেন।

উজ্জয়িনী এতদিন জানত বীণারা মাত্র তিনজন মানুষ। তা ত নয়। ওরা চারজন। গোবিন্দজী ওদেরই একজন। তাঁকে ওরা ধাতুমূর্ত্তি বলে ভাবতে পারে না, তিনি যদি ধাতুমূর্ত্তি হন্ তবে ওরাই বা এমন কী! ওরাও ত মৃৎপিণ্ড মাত্র। গোবিন্দজী খাচ্ছেন, পাখা হাতে করে হাওয়া করতে হবে, বড় গরম, খাবার মুখে দিতে ওঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হবার কথা। গোবিন্দজী ঘুমচ্ছেন। চুপ, চুপ, চুপ। জোরে কথা কইলে ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে। বাইরে কে ডাকাডাকি করছে, ওকে চুপ করতে বল ত, ঝি।

প্রতিমা যে কত জীবন্ত, কত সত্য হতে পারে উজ্জয়িনী প্রত্যক্ষ করল। কে বলবে গোবিন্দজীর প্রাণ নেই! আহা, দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কী হাসি, কী চাউনি! মাঝে মাঝে বেশ মনে হয় গোবিন্দজী সব কথা শুনছেন, শুনে টিপে টিপে হাসছেন। শাশুড়ী বলেন, "ও কী কম পাজী! ঐখানে বসেই সমস্ত সৃষ্টি চালাচ্ছে, গোপিনীদের সঙ্গে কেলি করছে, শুক-সনকাদি মুনিরা তপস্যা করে ওর দেখা পাচ্ছেন না, ঐটুকুটুকু পা দিয়ে বলি রাজাকে পাতালে চেপে রেখেছে।"

উজ্জয়িনীর কল্পনাচক্ষু স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল পরিক্রমা করে, বৃন্দাবনে আটকে যায়। আছে, আছে, এখনো বৃন্দাবন ঠিক সেই রকমটি আছে। রাধা তেমনি অভিসারিণী, কৃষ্ণ তেমনি বংশীধারী। কেউ চর্ম্মচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করতে পায় না, মানবীয় শ্রুতিপথে শ্রবণ করতে পায় না। তবু কল্পনাবৃত্তির চালনা করলে আভাসটা ইঙ্গিতটা পায়। ভক্তিবৃত্তির চালনা করলে কিছুই অগোচর থাকে না। ধন্য বীণার শাশুড়ী। তিনি দিব্য-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন সৃষ্টি পরিচালন, বৃন্দাবনলীলা, শুক সনকের তপস্যা, বলির প্রতি ছলনা। কী সাহস তাঁর, বলেন কিনা "পাজী।" ভক্তি কত বেশী হলে সাহস এত বেশী হয়।

এই উপলব্ধির কাছে দরিদ্রসেবা, সমাজ সংস্কার, দেবপ্রকৃতি পরিগ্রহ, দেশের স্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক মনোভাব—সব তুচ্ছ, সব উপেক্ষণীয়। সারাক্ষণ তাঁকে দর্শন করতে স্পর্শ করতে সেবা করতে চাই। অন্য কিছু করবার জন্যে সময় কই? উজ্জয়িনীর ঘুম মাঝরাত্রে ভেঙে যায়, ভোর হতে আর কত দেরী? ফুল তুলতে হবে যে। গঙ্গাস্নানে যাবার জো নেই, শ্বশুর শুনতে পেলে বকবেন, ভোরবেলা স্নান করে উঠলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ভারি ত ঠাণ্ডা লাগা। লাগুক না একটু। ঠাণ্ডা লাগলেই যদি নিমোনিয়ায় দাঁড়াত, আর নিমোনিয়া হলেই যদি মরণ হত তা হলে

ছুনিয়া উজাড় হয়ে যেত। আর মরণ হলেই বা কী! কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে মরবে, বৃন্দাবনে গোপী হয়ে জন্মাবে, গোপীরা ত মুক্ত হয়েই আছে, মুক্তির ভাবনা করতে হবে না।

৪

বিলাতী মেল। সুধীবাবুর চিঠি। পাটনার ঠিকানায় উজ্জয়িনীর নামে সুধীবাবুর চিঠি এই প্রথম এল। বিলাতে কি অন্য কোনোরকম ডাকটিকিট চলে না কিম্বা বার হয় না? ঐ সনাতন রাজার মাথা, তাও মুকুটহীন ও প্রায় টাকপডা? আমেরিকার ডাকটিকিটে কেমন ওয়াশিংটন ফ্রাঙ্কলিন লিঙ্কন। জার্মানীর ডাকটিকিটে কেমন গোটে কাণ্ট বিস্‌মার্ক। ফ্রান্সের টিকিটে কেমন—

সুধীর চিঠি পডে উজ্জয়িনী থ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার নিঃশ্বাস পড়ল না, যখন পড়ল তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। অনেকক্ষণ তার চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে রইল, যখন বইল তখন দুচোখ বেয়ে বইল।

বাদলকে ত সে সত্যি ভোলে নি। 'ভুলে থাকা সে ত নয় ভোলা।' তার কঠিন গভীর তপশ্চর্য্যা বাদলেরই মুক্তির জন্যে, তার নিজের মুক্তি এমন কিছু জরুরি নয়। কিন্তু এ কেমন মুক্তি বাদল চায়? উজ্জয়িনীর সঙ্গে সম্বন্ধ থেকে মুক্তি? বাদল তা হলে অন্যকে তার সঙ্গিনী করবে? উজ্জয়িনী এখন থেকে কী বাস্তবে কী কল্পনায় সর্ব্বতোভাবে নিঃসঙ্গ? সুদূর ভবিষ্যতেও বাদলের সঙ্গ পাবে না জানলে কল্পনাও ফাঁকা হয়ে যায় যে! নীরস হয়ে যায় যে! কী নিয়ে উজ্জয়িনীর দিন কাটবে? ধর্ম্ম নিয়ে? হঠাৎ তার মনে হল ধর্ম্মকর্ম্ম সব মিথ্যা, স্বামীই সব। বীণার

ধর্ম্মে মতি আছে, কারণ তার স্বামী আছে। বীণার শাশুড়ীর ধর্ম্মে প্রেরণা আছে, কারণ তাঁর স্বামীর চিহ্ন আছে।

কিন্তু সেটা শুধু ক্ষণকালের জন্যে। পর মুহূর্ত্তে সে নিজেকে দৃঢ় করল। নিবেদিতার কেউ ছিল না। পাশ্চাত্য মনস্বিনীরা কুমারী। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য স্বজন সংসার ত্যাগ করেছিলেন। উজ্জয়িনীও ত্যাগ করবার জন্যে বিয়ের আগে প্রস্তুত ছিল। ছেলেখেলার মত একটা রাত্রের বিয়ে, তার দরুণ এমন কী পরিবর্ত্তন ঘটেছে যে উজ্জয়িনী বাদলকে ধ্রুবতারা করে জীবনান্তকাল অবধি পথ চল্‌বে?

উনিই আমার স্বামী, উনি আমার সঙ্গী হবেন।—এই বলে সে শ্রীকৃষ্ণের পটখানার দিকে চাতকের মত চেয়ে রইল। আবার তার চোখ দিয়ে ও গাল বেয়ে ঝরণা ছুটতে লাগ্‌ল, তার জামায় বাধা পেয়ে ছপ ছপ করতে লাগ্‌ল। হেতুহীন অবাধ্য অশ্রুর উপর রাগ হল, রাগ করে চোখ দুটোকে অতিরিক্ত মুছতে মুছতে পদ্মের মত লোহিত করে তুল্‌ল। তবু জল ক্ষরে, লোহিত পদ্মে শিশির বিন্দু টলমল করে, ক্রমশ যখন জলাধিক্য হয় তখন সরোবরগর্ভে লোহিত পদ্ম টল টল করে।

সেদিন বীণা তাকে দেখে বলল, "সত্যি ভাই, কেমন করে পার?"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য্য হয়ে বলল, "কী পারি?"

বীণা তার স্বভাবসিদ্ধ সংকোচের সঙ্গে বলল, "কিছু না, এমনি বল্‌ছিলুম।"

উজ্জয়িনী চেপে ধরল। বীণা বলল, "উনি এক দিনের জন্যে কোথাও গেলে আমি মরে যাই। বিলেতে যাবার কথা ওঁরও উঠেছিল। আমি বললুম, যাওনা? কে ধরে রাখছে? উনি বললেন, বিলেতে না গিয়েও বিদ্যাসাগর হওয়া যায়। হাঁ ভাই, তুমি ত ফিজিক্‌স্ পড়েছ, না?"

উজ্জয়িনী আবেগ দমন করে বলল, "পাগল!"

বীণা টের পেল না আঘাত কোনখানে লাগ্‌ল। বলে চলল, "কোনো কাজে লাগ্‌লুম না, ভাই। স্বামীর একেবারে অযোগ্য। কেন যে তিনি এত ভালোবাসেন আজো বুঝলুম না।"

উজ্জয়িনী সহসা বলল, "বল দেখি আমিই কেন এত ভালোবাসি ?"

"কাকে ?"

"তোমাকে ?"

"যাঃ। তোমার যা কথা। ভারি দুষ্ট। আমাকে মুখ্যু দেখে ঠাট্টা কর্‌ছ।"

"না ভাই বীণা। তোমা বিনা আমি আর কারুকে ভালোবাসিনে।"

"ওমা আমার কী হবে! আর কারুকে ভালোবাসো না ? সত্যি বল্‌ছ ? তিন সত্যি ? ইস্! মেয়ের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে উনি কেমন সত্যবাদী।"

"তুমি বিশ্বাস না কর্‌লে আমি কী কর্‌ব বল!"

উজ্জয়িনীর ভাঙা কণ্ঠস্বর বীণাকে দমিয়ে দিল। কিছু একটা ঘটেছে নাকি ? শুনেছে বটে সে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য কোনো কোনো পরিবারে হয়। কিন্তু তার জানাশুনা সকল স্বামীস্ত্রীই সুখী। সে ও তার স্বামী ত জন্মজন্মান্তর সুখী হয়ে এসেছে। যদিও তার একরত্তি যোগ্যতা নেই, তবু উনি নিজগুণে অভাগীর সব দোষ ক্ষমা করেন।

অন্য কোনো মেয়ে হলে পীড়াপীড়িপূর্ব্বক উজ্জয়িনীর মন থেকে কথা বার কর্‌ত। কিন্তু বীণার স্বভাব অমন নয়। সে ধীরে ধীরে উজ্জয়িনীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাক্‌ল। তারপর উঠে গিয়ে ঠাকুরের চরণামৃত এনে তাকে খাইয়ে দিল। বলল, কল্যাণ হবে।" তবু উজ্জয়িনীর মুখখানা বিমর্ষ দেখে তার আর সহ্য হল না। সে আঁচলের খুঁটে দিয়ে নিজের চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌ল।

উজ্জয়িনী হেসে উঠে বল্ল, "বাঃ, বেশ মেয়ে ত। ভালোবাসি শুনে খুশি হয়ে কিছু খাওয়াবে, না, কেঁদেই ভাসালে ?"

বীণা লজ্জিত হয়ে বল্ল, "যাও। কী যে বল। আমার বুঝি ওসব শোন্‌বার বয়স আছে !"

উজ্জয়িনী নেহাৎ অরসিক নয়। মাঝে মাঝে তারও মুখ খুলে যায়। বল্ল, "তার চেয়ে বল, যার তার কাছে কি ওসব শোন্‌বার বয়স আছে ! সকলে ত কমলবাবু নয়।"

বীণা খপ করে উজ্জয়িনীর মুখে হাত চাপা দিয়ে তারপর কী মনে করে সরিয়ে নিল এবং নিজের দুই কান দুই হাতে বন্ধ করল।

৫

উজ্জয়িনী কথাটা ভেঙে বল্‌ল না, বল্‌তে পার্‌ল না। বীণা তার বন্ধু বটে, কিন্তু বন্ধুকেও কি সব কথা বলা যায় ! হয়ত বলা যায়, যদি তেমন-তেমন বন্ধু হয়, যদি সমদশাপন্ন বন্ধু হয়। স্বামীপরিত্যক্তার ব্যথা স্বামিসোহাগিনী কী বুঝবে ! মনে মনে করুণা করবে, কিন্তু করুণা কে চায় ?

বাবাকে লিখ্‌তে পারে না, মাকে জানাতে পারে না, বোনেরা পর। শ্বশুরকে বল্‌বার মত নয়, বীণার শাশুড়ীর সঙ্গে বয়সের দূরত্ব অনেক। সুধীবাবুকে ভালো করে চেনে না। তিনি দাদার মত, তার ইচ্ছা করে তাঁকে দাদা বলে ডাক্‌তে, কিন্তু অধিকার নেই ! তিনি যদি দাদা হতে অসম্মত হন। তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে মতেরও অমিল ঘটবে। [illegible] প্রচ্ছন্নভাবে ব্যঙ্গ করেছেন, অমর্য্যাদা করেছেন। তুচ্ছ গৃহকর্ম্ম, রাঁধা আর খাওয়া আর খাওয়ানো—যা

শশুতেও করে—তাই কিনা সুধীবাবুর মতে ধর্ম্মের মত করণীয়। বীণা ওকাজ করে, তার স্বামীর জন্মে, স্বামীর জননীর জন্মে, উজ্জয়িনী কার জন্মে করে মরবে? তার স্বামী নেই, স্বামী না থাকায় শ্বশুরও নেই।

এ বাড়ীতে থাকা বিবেকসঙ্গত কিনা উজ্জয়িনী ভাবতে আরম্ভ করল। বাবার কাছে ফিরে যেতেও মন চায় না। বাপ্ রে! সেখানে শুষ্ক নীরস বিজ্ঞান ছাড়া আর যদি কিছু থাকে তবে সেটা মা'র অনুশাসনাবলী। তুমি এখন বিবাহিতা মেয়ে, তোমার এটা করা উচিত, ওটা শেখা উচিত, সেটা বলা উচিত। অমন করে হাস্তে নেই, এমন করে চল্তে নেই, তেমন করে পরতে নেই। মা ইতিমধ্যে বহুবার চিঠি লিখে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সেই মিশনারী বন্ধুনীকে পাঠাতে চেয়ে উজ্জয়িনীর উত্তর পান্নি।

বীণাদের গোবিন্দজীকে ছেড়ে কোথাও যাবার কথা ভাবা যায় না। উজ্জয়িনী মনকে চোখ ঠারে—বাদলের মুখ থেকে ত ওকথা শোনেনি, শুনেছে সুধীর মারফৎ। বাদল নিজে বলুক, তারপর দেখা যাবে। ততদিনে নিশ্চয়ই একটা উপায় গোবিন্দ দেখাবেন। হয়ত বৃন্দাবনেই নিয়ে যাবেন, রাখ্বেন কোনো কুঞ্জে। কিম্বা তীর্থে তীর্থে ঘোরাবেন। কোথাও থাকতে দেবেন না। লীলাময়ের লীলা। ভক্তকে দুঃখ দেওয়াই ত তাঁর চিরকেলে রীতি।

বাদলের উপর উজ্জয়িনীর অভিমান অন্য রূপ ধারণ করল। সে পদাবলী মন্থন করে অভিমানের কবিতায় লাল পেন্সিলের দাগ দেয়। শ্রীরাধাকে অবহেলা করে কিম্বা বিস্মৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেছেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণকথা চিন্তা করছেন, কৃষ্ণরূপ ধ্যান করছেন ও আত্মনিপীড়নের সীমা মান্ছেন না। উজ্জয়িনী চোখের জলে ডুব্তে ডুব্তে এই সব পড়ে। তার ভারি তৃপ্তি হয়। সে যে সকলের থেকে

দুঃখিনী, সে যে যৌবনে যোগিনী, সে যে প্রিয়-প্রত্যাখ্যাতা এই পরম গৌরব। হবে, হবে, তেমন দিন হবে যেদিন বাদল অনুতপ্ত হয়ে উজ্জয়িনীর পায়ে ধরে সাধ্‌বে। গলদাশ্রুনয়নে বল্‌লে, তখন বুঝ্‌তে পারিনি তুমি কী মহীয়সী, তখন চিন্‌তে পারিনি তুমি দেবী। এত বড় তপশ্চর্য্যা ব্যর্থ যাবে না, এ কঠোর নিষ্ঠা এর নিশ্চয়ই পুরস্কার আছে।

বাদল যদি তাকে চিঠি লেখে উজ্জয়িনী ঘটা করে উত্তর লিখ্‌বে। বাদলের রথ বাদলকে মথুরায় নিয়ে গেছে, বাদল রাজা হোক, অভাগিনী উজ্জয়িনীকে মন থেকে মুছে ফেলুক, বৃন্দাবনকে—ভারতবর্ষকে—ভুলে থাক্। উজ্জয়িনীর জীবন ত ব্যর্থ হয়ে গেছেই, কিন্তু ব্যর্থতার মধ্যে তার পরম সার্থকতা সে এক হিসাবে শ্রীরাধার চাইতেও দুঃখিনী, শ্রীরাধার ললিতা বিশাখাদি সখী ছিল, তার এমন কেউ নেই যার কাছে প্রাণের ব্যথা বলে হৃদয়ভার লঘু করতে পারে।

উজ্জয়িনী মেজের উপর শোয়া সুরু কর্‌ল। একটি হাতকে বালিশ করে, অন্য হাতটি দিয়ে বইয়ের পাতা ওল্টায়, চোখ মোছে। ঘর সংসারের কাজ দেখা চুলোয় গেল, ছাই ঘর সংসার, ঘর সংসারের কাজ তাকে কোন্ স্বর্গে নিয়ে যাবে শুনি? নিজের জন্যে সে কিছু দাবী কর্‌ছে না, একবেলা চারটি ভাত (গোবিন্দজীর প্রসাদ হলেই ভালো হত, কিন্তু তার উপায় নেই), একটু দই (উজ্জয়িনী দই বড় ভালোবাসে), যে-কোনো ফল। বেঁচে থাক্‌বার পক্ষে এই অনেক, কিন্তু কেন বেঁচে থাক্‌তে হবে হে ভগবান বলে দাও। পৃথিবীতে কার জন্যে, কী জন্যে, বেঁচে থাকা দরকার? যারা দেশকে স্বাধীন কর্‌ছে, জন-সাধারণের দৈন্য দারিদ্র্য দূর কর্‌ছে, পীড়িতের সেবা ও রুগ্নের-শুশ্রূষা কর্‌ছে তারা দীর্ঘজীবী হোক্, কিন্তু আমি উজ্জয়িনী কারুর উপকার করতে পার্‌ব না, আমি চাই নিজের মুক্তি, আমাকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাও।

উজ্জয়িনী ভক্তিমার্গে বীণাকে ছাড়িয়ে গেল। বীণা তার ঐকান্তিকতা দেখে উল্টো বুঝ্‌ল। ভাব্‌ল বেচারি বুঝি তার প্রবাসী স্বামীর জন্যে কাতর হয়ে পড়্‌ছে ক্রমে ক্রমে। তবু মুখ ফুটে বল্‌ছে না। বিরহ বীণার জীবনে দীর্ঘকালীন হয়নি, তার স্বামী থাকেন পাট্‌নায় ও পিতা আরায়, সে বাপের বাড়ী গেলে স্বামী শনি রবিবার সেখানে কাটিয়ে আসেন। কয়েকদিনের বিরহও বীণাকে কান্না পাইয়ে দেয়, তাই থেকে সে জানে যে মাসের পর মাস যে নারী প্রোষিতভর্ত্তৃকা সে নারী জীবন্মৃত না হয়ে পারে না। পারে বটে তারা, যাদের কোলে শিশু ও হাতে বৃহৎ সংসারের ভার, অধিকবয়স্কা গিন্নীবান্নী মানুষ। আহা বেচারি উজ্জয়িনী!

বীণা বলে, "বাস্তবিক, ভাই, এ বড় অন্যায়। ছেলে বিলেত যাবে, যাক্; কিন্তু তাকে বিয়ে দিয়ে পাঠানো কেন? তার নিজের মনেও কষ্ট, তার বৌয়ের মনেও কষ্ট। দুদিনেই মায়া পড়ে যায় যে। বেচারা বাদলবাবুরও কী কম কষ্টটা হচ্ছে! বিরহ, ভাই, এমন ধারালো জিনিস, এদিকেও কাটে ওদিকেও কাটে। ওর দেশবিদেশ নেই। বিলেতেও বাদলবাবু ঠিক তোমারি মত দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন।"

উজ্জয়িনী রসিকতা করে বলে, "হিম লাগ্‌লে কমল শুকিয়ে যায় জানি, কিন্তু বাদল যে নিজেই হিমশীতল।"

বীণা কানে আঙুল দিয়ে মিষ্টি হাসে। বলে, "যাও! যত সব বাজে কথা!"

৬

পাটনায় আসার দুমাসের মধ্যে উজ্জয়িনীর এমন পরিবর্ত্তন হবে কে জান্‌ত। যোগানন্দের কাছে বাদলের কাছে, রায়বাহাদুরের একটা

দায়িত্ব আছে। যোগানন্দ যদি বেড়াতে এসে বলেন, "য়্যাঁ! এ কী করেছ, মহিম! মেয়েটাকে ভদ্রসমাজের অযোগ্য করে তুলেছ!" কিম্বা বাদল যখন ফিরে এসে বল্‌বে, "এই আমার স্ত্রী!" তখন রায়বাহাদুরকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

বেশ ত ছিল সে বহরমপুরে, তার মা-বাবার কাছে, তাকে পাটনায় এনে বৈষ্ণবী হয়ে ওঠার সুযোগ না দিলেই হত। তাকে বাধা দিতে সাহস হয় না, পরের মেয়ে, হাজার হোক। পাশের বাড়ীর সেই বুড়ীটা ও ছুঁড়ীটা কখন এসে দীক্ষা দিয়ে যায়, তারা ভদ্রমহিলা না হলে তাদের ধম্‌কে দেওয়া যেত, কিন্তু ভদ্র পুরুষের এটুকু অধিকার নেই যে নিজের বাড়ীতে অপরিচিতা ভদ্রমহিলার যাতায়াত ঠেকায়।

এই দুমাসের মধ্যে উজ্জয়িনী বড় কোথাও বেরয়নি। যাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেনি। রায়বাহাদুরের ব্যারিষ্টার ও সিবিলিয়ান বাঙালী মুরুব্বিরা ইতিমধ্যেই পরিহাস করে বলেছেন যে জুনিয়র মিসেস্ সেন নাকি সিনিয়র মিসেস্ সেন-র মত পর্দ্দানশীন। (যদিও বাদলের মা বহুকাল মৃত তবু রায়বাহাদুরের সমবয়সীদের পক্ষে পনেরটা বছর যেন সেদিন।)

অগত্যা রায়বাহাদুর মিসেস্ গুপ্তর প্রস্তাব অনুসারে মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সকে আনাবার চেষ্টা কর্‌লেন, উজ্জয়িনীর অজ্ঞাতসারে চিঠিপত্র চল্‌তে থাক্‌ল। মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ নিজের দুই ছেলেকে ইউরোপীয় স্কুলে দিয়ে দেশীয় মেয়েদের ইংরেজী শেখাবার জন্যে একটি প্রাইভেট স্কুল খুলেছেন, কাজেই তিনি সহজে আস্‌তে রাজী নন্। তবু তার টাকার টানাটানি এবং স্কুলের থেকে টাকা যা হয় রায়বাহাদুর তার দুগুণ দিতে প্রস্তুত।

একদিন রায়বাহাদুর মফস্বলে গেছেন, একখানা ট্যাক্সি তাঁর বাড়ীর

সাম্‌নে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাল। উজ্জয়িনী প্রাতঃস্নান করে সবে ধ্যান কর্‌তে বসেছে, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ক্রমশ বাদলের মূর্ত্তি হয়ে উঠ্‌ছে, ঠিক এমন সময় কে এসে বল্‌ল, "মা, মেমসাহেব এসেছেন।"

কোনো মেমসাহেবের এই অসময়ে আসার কথা ছিল না, বাঙালী মেমসাহেব না ইংরেজ মেমসাহেব তাও জানা নেই। উজ্জয়িনী রামপিয়ারীকে জেরা করবে ভাব্‌ল। কিন্তু ততক্ষণ মেমসাহেবকে অভ্যর্থনা করবার কেউ নেই, তাঁর প্রতি অভদ্রতা হবে। নূতন করে কাপড় পর্‌তেও সময় লাগে। উজ্জয়িনী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সেই কাপড়েই নেমে গেল, যা থাক্‌ কপালে।

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ বোধ করি আশা করেছিলেন মিসেস্ গুপ্তের কন্যাকে দেখ্‌বেন তাঁরই মত সুবেশা সুন্দরী, তাঁরই মত সপ্রতিভ। উজ্জয়িনীকে চিন্‌তে পার্‌লেন না। বল্‌লেন, "আমি কি একবার মিসেস্ সেনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারি?"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল, "মিসেস্ সেন! কে তিনি? আপনি ভুল বাড়ীতে আসেননি ত?"

ভদ্রমহিলা অপ্রস্তুত বোধ কর্‌লেন। "পিওন ত বলে এইটেই রায়বাহাদুর এম্ সি সেনের বাড়ী।"

"কিন্তু তাঁর স্ত্রী ত বেঁচে নেই।"

"আমি জানি। কিন্তু আমি যাঁকে চাই তিনি তাঁর পুত্রবধূ।"

তখন উজ্জয়িনীর মনে পড়্‌ল যে তাকেও মিসেস্ সেন বলে ডাকা যেতে পারে! বাদল তাকে পত্নীত্ব থেকে বঞ্চিত কর্‌লেও পত্নীপদ থেকে বিচ্যুত করেনি।

সে লজ্জিত হয়ে বল্‌ল, "আমিই সেই।"

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ তাঁর নামের কার্ড দিয়ে বল্‌লেন, "বটে? এত

বড়টি হয়েছ? যখন তোমাকে বাঁকুড়ায় দেখেছিলুম তখন বোধ করি তোমার বয়স বছর দশেক ছিল। কিন্তু তোমার খ্রীষ্টান নামটি ভুলে গেছি, মাই ডিয়ার।”

উজ্জয়িনী খ্রীষ্টান নয়। মনে মনে বিরক্ত হল। কিন্তু এই স্নেহপরায়ণা মহিলাটির কাছে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারল না। বলল, “বাড়ীতে আমাকে বেবা বলে ডাকত, কিন্তু আমার নাম উজ্জয়িনী। আমি বৈষ্ণব।”—গম্ভীরভাবেই বলল।

মিসেস্ স্যামুয়েলসের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। ঋজু সুঠাম গঠন। সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। যতক্ষণ হ্যাট মাথায় দিয়ে বসেছিলেন ততক্ষণ তাঁর চোখদুটির সৌন্দর্য্য ঢাকা পড়েছিল, হ্যাট খুলে রেখে বললেন, “ডারলিং, আমি তোমার মায়ের বন্ধু, মায়ের মত। তোমার মায়ের অনুরোধে তোমার সঙ্গে থাকতে এসেছি। তোমার দিদিরা আমাকে আন্টি বলে ডাকত মনে পড়ে। তুমিও তাই বলে ডেকো।”

মায়ের উপর উজ্জয়িনী কোনদিন প্রসন্ন ছিল না। সে ছোটবেলায় ভাব্‌ত তার মা নেই, সে আকাশ থেকে তারার মত খসে পড়েছে। বড় হয়ে বুঝ্‌ল, মা আছে বটে, কিন্তু না থাক্‌লেও চলত। এখন তার মনে হতে লাগ্‌ল, না থাক্‌লেই ভালো হত।

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্‌কে নিয়ে সে করে কী! তার ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে তিনি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লেন। তাঁর কাছে সর্ব্বদা হাজিরা দেওয়া যায় না, অথচ তাঁকে সঙ্গ দেবার তাঁর তত্ত্ব নেবারও লোক চাই। বাঙালী হলে বাঙালীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাড়া বেড়াতেন। এঁর রান্নার ব্যবস্থা অবশ্য সহজেই হতে পারে, বাড়ীতে বাবুর্চি আছে, কিন্তু কে এঁর সঙ্গে বসে খাবে? মায়ের উপর উজ্জয়িনীর রোষ অহেতুক নয়।

কথায় কথায় বেরিয়ে পড়্ল যে তার শ্বশুরও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তিনি যে কয় দিনের জন্যে মফঃস্বলে গেছেন ও কবে ফিরবেন এটা উজ্জয়িনীর অবিদিত হলেও মিসেস স্যামুয়েল্‌সের নয়। শ্বশুরের প্রতি মমত্ব তার ইদানীং কমে আস্‌ছিল, সুধীবাবুর চিঠি পাবার পর। বাদল যখন তার কেউ নয় তখন বাদলের পিতাও অনাত্মীয়। তাঁর উপর উজ্জয়িনীর অশ্রদ্ধা ধরে গেল। পুত্রবধূকে কোনো শ্বশুর এমন বিপদেও ফেলে যায়। তাও অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ।

৭

মনের কথা খুলে না বললে মনের ব্যথা হাল্‌কা হয় না। বীণার শিক্ষা দীক্ষা হয়ত হাই স্কুল অবধি গেছে, কিন্তু তার বুদ্ধির দৌড় ও কল্পনার গতি উজ্জয়িনীর সম দূর নয়। উজ্জয়িনীর সমস্যা বীণার অভিজ্ঞতার বাইরে। তার জগতে সবাই সুখী, সকলে সপ্রেম। ব্যথা বড জোর বিরহব্যথা। দুঃখ সাধারণত রোগভোগের বা চাকরি না হবার দুঃখ। খেদ একমাত্র নিঃসন্তান রইবার খেদ। উজ্জয়িনী ইতি-মধ্যেই বীণার অন্তর চিনে নিয়েছে। বোন হিসাবে বীণার তুলনা নেই। নিরহঙ্কার নিঃস্বার্থ নিরভিমান, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, স্নেহসেবার অবতার। কিন্তু সখী হিসাবে বীণা অচল।

বীণাকে সে বারম্বার পরীক্ষা করেছে, পাস-এর সুযোগ দিয়েছে। কদমকুঁয়ার একটু দক্ষিণে রেলরাস্তা। রেলরাস্তা ছাড়িয়ে খাল ডিঙিয়ে পাকা সড়কের দুধারের বুনো ফুল তুলে বেড়ানো উজ্জয়িনীর অপরাহ্ণকালীন নিত্যকর্ম্ম। সেই সব ফুল দিয়ে মালা গেঁথে বীণাদের গোবিন্দজীকে উপহার দেওয়া হয়। বীণা মাঝে মাঝে তার সহকর্ম্মী হয়। বীণাকে

সঙ্গে না নিলে যে তার ভয় করে এমন নয়। উজ্জয়িনী মানুষকে ভয় করে না। কে তার কী করতে পারে? গায়ে হাত তুললে কান মলে দেবে। হাত চেপে ধরলে লাথি চালাবে। উজ্জয়িনী বীণার মত সরলা অবলা নয়। পিতার সঙ্গে টেনিস্ খেলেছে, শিকার করেছে, তার কব্জিতে পুরুষমানুষের কব্জির সমান জোর। সে শাড়ী পরে শাড়ীকে খাটো করে নিয়ে। তাই তার পক্ষে দৌড়ানো অস্বচ্ছন্দ নয়, দৌড়ানোর অভ্যাসও তার আছে। সে হাঁটে পুরুষমানুষের মত জোরে জোরে পা ফেলে। তার বাবার সঙ্গে সকালবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ানোর দরুণ সে সামরিক কায়দায় হাঁটতে অভ্যস্ত। বীণাটা নেহাৎ মেয়েমানুষ। হাটে যেন কেন্নোর মত crawl করতে করতে। মাথায় কাপড় দিয়ে পুরুষ পদাতিকদের চোখে নিজেকে এত রহস্যাচ্ছন্ন করা কেন? ওরা প্রাণভরে চেয়ে দেখুক, দেখে হাসি পায় ত হাসুক, কান্না পায় ত কাঁদুক, পিছু ধরে ত ধরুক। যতক্ষণ না গায়ে হাত তুলেছে কিম্বা পথের বাধা হয়েছে ততক্ষণ ওরা নিরাপদ। তারপরে কিন্তু ওদের অপরাধের মার্জ্জনা নেই। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় ওদের খুন করে ফেলতে পারে। তার বৈষ্ণব ধর্ম্ম আততায়ীকে প্রশ্রয় দিতে বলে না, বললেও সে শুনবে না। শ্রীকৃষ্ণ যে কংসারি।

বীণাকে সঙ্গে নিয়ে যায় মনের বোঝা নামাতে। কিন্তু বীণাটা এমন নির্ব্বোধ যে ঠিক জায়গাটিতে সাড়া দেয় না। কথা উঠল, "বিলেত দেশটা মজার। সেখানে যেই যায় সেই হয়ে যায় ভারি কাজের লোক।" এক্ষেত্রে বীণার বলা উচিত ছিল, "তাই নাকি, ভাই উজ্জয়িনী? বাদল বাবু চিঠি লেখেন না প্রতি সপ্তাহে?" প্রশ্নটা শুনলে উজ্জয়িনী সুদীর্ঘ উত্তর দিত। তার উত্তর শুনে বীণা হয়ত বলত, "বল, বল, উজ্জয়িনী কেন এমন হল? তুমি ত কোনো অপরাধ করনি? তুমি ত সুশ্রী

স্বাস্থ্যবতী ও তন্বী। বিলেতের মেয়ে না হয় রং সুন্দর, কিন্তু তোমার যে মন সুন্দর, উজ্জয়িনী।" উজ্জয়িনীর চোখের বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়ত। বীণা আঁচলের প্রান্ত দিয়ে ঝরা জল মুছে নিত, ঝরন্ত জলকে বাধা দিত। দুই সখীতে অনেকক্ষণ চুপ করে বাণীবিনিময় করা হলে বীণা বল্‌ত, "ভয় কী? বিরাট বিশ্ব, তারার মেলায় পৃথিবী একটা জোনাকি, সামান্য পার্থিব ব্যথা তোমাকে অভিভূত কর্‌তে পারে না, উজ্জয়িনী। তুমি বিশ্বদেবের পায়ে সুখদুঃখের পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্ত হও।" কিম্বা বল্‌ত, "স্বামী সব নয়। স্বামীর চেয়ে যিনি প্রিয়, যিনি নিকট, তিনি তোমার উপায় কর্‌বেন। ভাবনা কিসের?"

কিন্তু বীণা উজ্জয়িনীর কাল্পনিক বীণা নয়, কাজেই মজার কথাটা শুনে বলে, "আমি জানি। আমার সেজকাকা যখন বিলেতে ছিলেন তখন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কর্‌তেন কিনা, তাই তাঁর চিঠি আস্‌ত দুমাসে একবার। তা বলে উদ্বিগ্ন হওয়া তোমার সাজে না, উজ্জয়িনী। এবারকার মেলে না আসে আস্‌ছে বারের মেলে আস্‌বে, না এলে আমাকে বোলো।" তার ডাগর দুটো চোখে সরল বিশ্বাসের নিশ্চয়তা ব্যঞ্জিত হয়। উজ্জয়িনী মুগ্ধ হয়ে তাই দেখে, প্রসঙ্গটা চেপে যায়।

অন্য একদিন আমবাগানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে বলল, "আচ্ছা, কে কার স্বামী কে কার স্ত্রী, এটা পূর্ব্ব জন্ম থেকেই স্থির হয়ে থাকে। না?"—একথা শুনে বীণা যদি বল্‌ত, "নিশ্চয়। বাদলবাবুর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হল সেইদিন হঠাৎ তোমার ওকথা মনে হল। তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যয় হল কেমন? ঠিক বল্‌ছি কি না, ভাই উজ্জয়িনী।" এর উত্তরে উজ্জয়িনী বিয়ের রাত্রের একটা স্মৃতি-সুরভিত বর্ণনা দিত। তার পরের সেই কয়েকটি পরম মহার্ঘ দিন—সেগুলিকে বিস্মৃতির বৈতরণীর ওপার থেকে এপারে আন্‌ত। বীণার

প্রশ্নকে উপলক্ষ করে নিজে আর-একবার সেই বিগত অবস্থার মধ্যে বাঁচবার স্বাদ পেত। বীণা তার বর্ণনা শুনে বলত, "এক জন্মে এর বেশী সুখ কেউ পায় না। তুমি যা পেলে তা অমৃত, তার স্মৃতিও অমৃত, তার চিন্তা ত অমৃত-ই, তার কল্পনাও অমৃত।" উজ্জয়িনীর সাধ যেত কাঁদতে। বীণার কাঁধে মাথা রেখে সে আমবাগানের নির্জ্জনতার মধ্যে অলস চরণে চলত, চলতে চলতে দাঁড়াত। আর-একবার অতীতের মধ্যে বাস করে নিত।

কিন্তু বীণাতো উজ্জয়িনীর মানসী সখী নয়, সে যা সে তাই। সে অতি সরল গদ্য। সে বলল, "শুধু এ জন্মে নয়, পরজন্মেও সেই একই স্বামীস্ত্রী। জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ—যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।"

পলায়ন

১

বাদল হচ্ছে ভাবের মানুষ। এক একটা ভাবনা নিয়ে বিভোর থাকে, কখন রাত ভোর হয়ে যায় সে খবর রাখে তার এলার্ম টাইমপিস্। খাচ্ছে, কিন্তু কী খাচ্ছে খেয়াল নেই, সঙ্গিনীর কথাগুলি মনোযোগীর মত শুন্‌ছে কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে বল্‌ছে, "ক্ষমা চাইছি, কেট। কী বল্‌ছিলে ঠিক্ ধরতে পারিনি।" ট্রেনে কিম্বা বাস-এ চড়ে কোথাও যাচ্ছে, আপন মনে ফিক্ করে হাসছে। যাচ্ছে ত যাচ্ছেই, গাড়ী থেকে নাম্‌বার কথা ভুলে গেছে। মাঝে মাঝে দয়া করে ক্লাসে উপস্থিত হয়, সেখানেও প্রোফেসারের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যে তিনি মনে করেন ইনি তন্ময় হয়ে শুনছেন। বাদলের সৌভাগ্যক্রমে ছাত্রকে প্রশ্ন করার রীতি ইংলণ্ডের অধ্যাপক মহলে নেই, নতুবা বাদল পদে পদে অপদস্থ হত।

ইদানীং তার মাথায় কী এক ভাব চেপেছে, সে কিছু একটা দেখ্‌লেই ভাবে, বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফিরছি, ফিরে দেখ্‌ছি দেশের তুমুল পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। যেখানে ছিল Foundling Hospital সেখানে এখন ফাঁকা জমি, শুন্‌ছি সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের বাড়ী উঠ্‌বে। মন্দ প্রস্তাব নয়, কিন্তু funny! অত বড় একটা পুরাতন ইমারত আমি দেখ্‌তে পেলুম না, আমার আসার আগেই ভেঙে ফেলেছে। এই ত সেদিন Grosvenor Houseটাকেও ফেলল ভেঙে। ১৯২৪ সালে ভাঙ্‌ল Devonshire House; এখন সেখানে হোটেল

আর ফ্ল্যাট্। মন্দ নয়, কিন্তু funny! রিজেণ্ট্ ষ্ট্রীটের চেহারা বদলে গেছে, Strand ত এখন বেশ চওড়া হয়েছে, পার্কলেন-এর আভিজাত্য গর্ব্বিত প্রাসাদ এখন ধনগর্ব্বিতদের রুচি অনুযায়ী প্রথমে ধূলিসাৎ ও পরে পুনরায় নির্ম্মিত হচ্ছে, Dorchester House নাকি হবে Dorchester Hotel। মন্দ নয়, যুগের দাবী মান্‌তে হবেই ত, কিন্তু Funny আমার অনুপস্থিতিতে দেশটার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে গেল।

বিশ বছর আগে মাটীর নীচে এত রেল লাইন ছিল না, ইলেক্‌ট্রিসিটির দ্বারা চালিত হত না কোন ট্রেন। রাস্তায় মোটরের ভিড় ছিল না, এত মোটর বাস্ কল্পনার অতীত ছিল, এই যে সব পথপ্রান্তীয় গ্যারাজ্ এগুলি অধুনাতন। ট্র্যাফিক একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের হাতে নিয়ন্ত্রণের ভার থাকা আর পোষাচ্ছে না দেখ্‌ছি। রেলের মত সিগ্‌ন্যাল চাই রাস্তায় রাস্তায়। অটোমেটিক সিগ্‌ন্যাল। দেশটাকে আর একটু modernise কর্‌তে হবে। না, না, "modernise করা" বলে কোনো কথা থাক্‌তে পারে না। অর্থহীন বুলি। Rationalise কর্‌তে হবে। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। অবস্থা বদ্‌লে যাচ্ছে, ব্যবস্থা বদ্‌লে না গেলে ঘোর দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

বাস্তবিক, বিশ বছর পরে দেশে ফির্‌তে বড় funny লাগে। সিটি অঞ্চলের শ্রী দেখ! ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড-এর সাবেক কালের বনেদী সৌধ নতুন ছাঁচে তৈরি হবে কেউ ভাব্‌তে পার্‌তে? আর লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক কিনা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। হা হা হা!

মহাযুদ্ধের চিহ্নাবশেষ বাদল লণ্ডনের সর্ব্বত্র আবিষ্কার কর্‌ছে। ধর, সন্ধ্যার আগে দোকান বাজার বন্ধ করা। এ নিয়মত প্রাগ্‌যুদ্ধীয় ইংলণ্ডে ছিল না। তখনকার রাস্তাগুলো অর্দ্ধেক রাত্র অবধি আলো-ঝল্‌মল্ করত। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেনের আলো দেখ্‌লে বোমা ছুঁড়বে বলে D.O.

R. A. (Defence of the Realm Act) সন্ধ্যার পর অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল। ইস্, ছিল বটে সে একদিন। মাথার উপর সাঁই সাঁই করে এরোপ্লেন ছুটেছে, কানের কাছ দিয়ে গোলা বন্ বন্ করে ধাওয়া করেছে, জলের নীচে সাব্‌মেরিন কিল্‌বিল কিলবিল, ডাঙার উপর "Tank" গড়গড় গড়গড় ! তখন বাদল ছিল বহু দূরে, এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল বাদলের অনুপস্থিতিতে, বাদলের বিনা সহযোগে।

২

অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। মেয়েরা কেশ ও বেশ হ্রস্ব করেছে। তারা আর গজেন্দ্রগামিনী নয়। বাদলের পাড়ার অনেক মেয়ের বাইসিকল আছে। কত মেয়ে মোটর সাইক্লিষ্টদের পিছনে বসে প্রাণ হাতে করে বেড়াতে বেরয়। থিয়েটারে বেয়াক্র মেয়ে শত শত। নাচের বাতিক সংক্রামক হয়েছে। মন্দ বাতিক নয়। স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। বাদল নাচ শিখতে চেয়েছিল। কিন্তু কেট বিশেষ আপত্তি করেছেন। বলেছেন, "তোমার সঙ্গীতের কান একেবারেই নেই, বার্ট। তোমার পদক্ষেপ বেতালা হবে।" বাদল ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তার ধারণা ছিল সে ইচ্ছা কর্‌লেই যে কোনো বিষয়ে কৃতী হতে পারবে। মানুষ কী না পারে ? "What a man has done a man can do।" ইচ্ছা কর্‌লে বাদল একজন বিচক্ষণ সেনাপতিও হতে পার্‌ত। বৈজ্ঞানিক কিম্বা মেরু-আবিষ্কারক, সঙ্গীতকার কিম্বা ফিল্‌ম্ ষ্টার, বণিক কিম্বা ইঞ্জিনীয়ার যা খুশি তা হতে পারা কেবলমাত্র ইচ্ছা, উদ্যোগ, সময় ও সাধনা সাপেক্ষ। "অসম্ভব" বলে কোনো কথা নেপোলিয়নের অভিধানে ছিল না, বাদলের অভিধানেও নেই।

কেট্ এর উত্তরে বলেছিলেন, "নাচ ত খুব কঠিন বিষয় নয়, বার্ট। চাও ত তোমাকে আজকেই শিখিয়ে দিতে পারি। কী জান, ও জিনিসটা আজকাল এত খেলো হয়ে উঠেছে যে কোনো ভদ্রলোকের ও জিনিস মানায় না।"

বাদল গম্ভীর ভাবে বলেছিল, "ওকথা আমারও মনে হয়েছিল, কেট্। বাস্তবিক মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ডের স্ত্রী-চরিত্র থেকে dignity চলে যাচ্ছে। আমরা পুরুষরাও এর জন্যে বহু পরিমাণে দায়ী। সিরিয়াস্ মেয়ে দেখ্‌লে আমাদের গায়ে জ্বর আসে।" এই বলে বাদল তার কলেজের সহপাঠী ও সহপাঠীনীদের বর্ণনা দিয়েছিল। সহপাঠীনীরা সাম্‌নের সারিতে বসে। প্রোফেসারের প্রত্যেকটি আপ্তবাক্য খাতায় টুকে নেয়। সহপাঠীরা এই নিয়ে তাদের অসাক্ষাতে রসিকতা করে থাকে। কেউ কেউ তাদের কার্টুন আঁকে। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের একটি "সোশ্যাল"-এ বাদল নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে ছেলেরা ও মেয়েরা মিলে "There was a miner, Fortyniner" ইত্যাদি হাস্য সঙ্গীত গেয়েছিল। বাদলের কাছে যে মেয়েটি বসেছিল সে বলেছিল, "আপনি গাইছেন না যে। বাদল বলেছিল, গানটা জানা থাক্‌লে ত?" মেয়েটি তার নিজের বইখানা বাদলের সঙ্গে ভাগ করে বাদলকে বলেছিল, "গলা ছেড়ে গান করুন। সকলেই আনাড়ি, কে কার ভুল ধর্‌বে?" বাদল তাই করেছিল। কিন্তু সে কি জান্‌ত যে গানটা এত লঘু? আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে হঠাৎ শেষের দিকে এক নিঃশ্বাসে ও একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল,

"Then I kissed her little sister
And forgot my Clementine."

বাদলের ত লজ্জায় বাক্‌স্ফূর্তি হল না। দিনের বেলার ঐ সব লক্ষ্মী মেয়ে

সন্ধ্যা বেলা এই সব গানে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে? বাদল পরে ভেবে দেখেছিল। অন্যায়টা এমন কী হয়েছিল? চুম্বন করা ত কথা বলার মতই একটা শারীর ক্রিয়া। এদেশে ত ভাইবোন মা-বাবা সবাই সবাইকে চুম্বন করে। কিন্তু ওটা না হয় মাফ করা যায়। গানের পর সেই যে নাচটা হল সেটাতে বাদল যোগ দিতে না পেরে এক কোণে চুপটি করে বসেছিল। পুরুষ সংখ্যা কম পড়ে যাওয়ায় মেয়েরা জোড়া জোড়া হয়ে নাচ্‌তে বাধ্য হচ্ছিল। তাদের কারুর কারুর হাতে ছেলেবেলাকার টেডি ভালুক কিম্বা অন্য রকম পুতুল ছিল। ছেলেরা পাছে সিরিয়াস্ বলে পরিহাস করে সেই জন্যেই যে তারা অতিরিক্ত ছেলেমানুষী কর্‌ছিল বাদল এক কোণে বসে এইরূপ গবেষণায় ব্যাপৃত ছিল। সেই সময় একটি ছেলে এসে তার সঙ্গে গল্প জমায়। ওয়েল্‌স্ থেকে এসেছে, জোন্স্ তার নাম। তার সঙ্গে যোগ দিতে এল তার বন্ধু দক্ষিণ আফ্রিকা আগত টম্‌লিন্‌সন্। মাঝে মাঝে একবার করে আস্‌তে বসতে গল্প কর্‌তে ও পালাতে থাক্‌ল ভ্যান্ কোপেন। বাদল জিজ্ঞাসা কর্‌ল' "ওলন্দাজ?" ভ্যান্ কোপেন বিরক্তি চেপে বলল, "মা ইংরেজ, সুতরাং আমিও।" তাকে কেউ ওলন্দাজ বলে পর ভাববে এটা কি তার সহ্য হতে পারে! যাক্, ভ্যান্ কোপেন সৌখীন মানুষ। তাঁর গোঁপ ছুঁচলো। পোষাক্ পরিপাটী। জোন্স্, টম্‌লিন্‌সন্ ও ভ্যান্ কোপেন তিনজনেই আইন পড়ছে। বাদলের সঙ্গে তিন মিনিটে ভাব হয়ে গেল।

জোন্স্ বলল, "ভ্যান্ কোপেন আজ বড় বেশী নাচ্‌ছে।"

টম্‌লিনসন বলল, "কাউকে বাদ দিচ্ছে না। প্রত্যেকের সঙ্গে একবার করে।

ভ্যান্ কোপেন গোঁপে চাড়া দিয়ে বলল, "তেমন খুবসুরৎ ত কাউকেও দেখ্‌ছিনে। ঐ ছুঁড়িটা বকের মত ঠ্যাং ফেলে। ঐ ছুঁড়িটা

ঘোড়ার মত গ্যাল্‌প্‌ করে। কেউ নাচ্‌তে জানে না। আর কীই বা চেহারা। কলেজে পড়া মেয়েগুলোর মুখে লাবণ্য নেই। শুষ্কং কাষ্ঠং।"

জোন্স্‌ সশব্দে ও টম্‌লিন্‌সন্‌ নিঃশব্দে মতৈক্য জানাল। তখন ভ্যান্‌ উঠে গিয়ে সেই বেড়াল-কোলে-করা মেয়ের সঙ্গে নাচ্‌তে স্থরু করে দিল।

জোন্স্‌ বলল, "লোকটা কেমন জোগাড়ে।"

টম্‌লিন্‌সন্‌ বলল, "মেয়েদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট কর্‌তে জানে।"

বাদলের মনটা তিক্ত হয়ে গেছল। আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের তেমন সম্মান করে না। মেয়েরাও সম্মানপ্রার্থী নয়। অবশ্য বাদল অবাধ মিশ্রণের পরমপক্ষপাতী। অর্থহীন ও কৃত্রিম ব্যবধান স্ত্রী-পুরুষের মনে পরস্পরের প্রতি মোহ রচনা করে। মোহ সত্যের শত্রু, বাদলের চক্ষুঃশূল। কিন্তু সম্মানের চেয়ে কাম্য কী থাক্‌তে পারে? পুরুষ যেমন পুরুষের সঙ্গে অব্যাহতভাবে মিশেও সম্মান দাবী করে ও পায় নারীও তেমনি পুরুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশুক ও সম্মানের প্রতি কপর্দ্দক আদায় করে নিক্‌। ভিক্টোরীয় যুগে তাদের সম্মান ছিল, স্বাধীনতা ছিল না। আমাদের যুগে তাদের স্বাধীনতা আছে, বহিঃসম্মান আছে, কিন্তু আন্তরিক সম্মান নেই। বাদলের মর্ম্মে পীড়া লাগ্‌ছিল।

সেদিনকার গল্প কেটকে বলায় তিনি কৌতুকহাস্য কর্‌লেন। বললেন, "তোমার একটুও humour-জ্ঞান নেই। কোথায় কী প্রত্যাশা কর্‌তে হয় জান না। পড়ার সময় পড়া, মেলার সময় মেলা, উৎসবের সময় উৎসব, কাজের সময় কাজ। এই আমাদের রীতি। আফিসের পোষাক পরে জলকেলি করিনে, জলকেলির পোষাক পরে টেনিস্‌ খেলিনে, টেনিসের পোষাক পরে থিয়েটারে যাইনে। যখন যেমন। তুমিও চাও আমরা শবানুগামীর পোষাক পরে পেচকের মত গম্ভীর হয়ে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দিই?"

বাদল বলে, "বা রে, তা কখন বললুম।"

কেট বলেন, "প্রকারান্তরে বললে। কিশোর ছেলে, কিশোরী মেয়ে। ওরা পরস্পরের সম্মান নিয়ে কী করবে শুনি? একেই ত দুঃখের জীবন ওদের সাম্‌নে। জীবন-সংগ্রামে কে কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। প্রথম যৌবনের এই কটা দিন ওদের যা খুশি করতে দাও বার্ট। তোমার মত মহাপুরুষ ত সকলে হবে না, হতে পারবে না, হতে চাইবে না।"

কিছুক্ষণ থেমে বললেন, "তোমার ভাই বোন না থাকায় তুমি একটা কিম্ভুত বালক হয়ে বেড়েছ। অল্পবয়সীরা ভাইবোনেরই মত কিলাকিলি চুলাচুলি করবে, তারপর হাসি-তামাসায় দ্বেষ হিংসা ভুলে যাবে। তা নয় ত সকলে সব সময় ভালো ছেলে ভালো মেয়ে হয়ে এক মনে বড় বড় বিষয় ভাব্‌বে, এমন সৃষ্টিছাড়া কল্পনা তোমার মত ক্ষ্যাপাদের মগজে গজায়।"

বাদল এর উপর কথাটি কইল না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল (এই নিয়ে চতুর্থ বার) কেটের সঙ্গে নেহাৎ দরকারী সাংসারিক বিষয় ছাড়া বাক্যালাপ করবে না।

কেট্‌ তার ভাবটা আঁচ্‌তে পেরে বললেন, "অমনি রাগ হল? আচ্ছা, নাও এই দুধটুকু লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে ফেল ত আগে। গায়ে জোর না হলে রাগ করবে কী দিয়ে?"

৩

সব চেয়ে বড় পরিবর্তন শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি। বিশ বছর আগে পার্লামেণ্টে শ্রমিক সদস্য ছিলেন নথাগ্রগণ্য। আজ লেবার পার্টি

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল। ইতিমধ্যে ট্রেড্ ইউনিয়ন্‌স্ কাউন্সিল্ পার্লামেণ্টের দোসর হয়ে উঠেছে। হয়ত এমন একদিন আস্‌বে যে দিন ট্রেড্ ইউনিয়ন্‌স কাউন্সিল একচ্ছত্র হবে। বাদল ভারতবর্ষে থাকৃতে ইংলণ্ডের General Strikeএর খবর পেয়েছিল। ইংলণ্ডে এসে ধনিকে শ্রমিকে পথে ঘাটে মারামারি দেখ্‌তে পায়নি। তাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধ থাকৃতে পারে, কিন্তু ছুট্‌কো বিরোধ ত চোখে পড়ে না। কেউ কারুর প্রতি অভদ্রাচরণ করে না। বরঞ্চ বড়লোকের বেশী মান। বাদলের পোষাক থেকে তাকে বড়লোকের মত মনে হয়। সেই জন্যে হোক্ কি সে বিদেশী বলেই হোক্ বাদলকে বাস্ কণ্ডাক্টর, ট্রেনের টিকিট কলেক্টর, পোষ্টম্যান, দুধওয়ালা, রেস্তোরাঁর লোক, দোকানের লোক, ইত্যাদি সকলেই সম্বোধন করে "সার" বলে। ভিক্ষুকেরা তার কাছে মন খোলে, ফুটপাথের গায়ে রঙিন চক্‌খড়ি দিয়ে যে সব খোঁড়া বা কুঁজো ছবি আঁকে তারা বাদলের বাঁধা আলাপী।

এই সব বেকার মানুষের জন্যে কী যে করা যায় সে সম্বন্ধে বাদল ভাবুকদের লেখা পড়ে, নিজেও ভাবে। কিছু দিন থেকে লিবারল্ পার্টির প্রস্তাব নিয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেছে। লিবারলরা বলেন ধনী লোকের উপর ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে সকল শ্রেণীর লোকের সঞ্চিত অর্থ খাটিয়ে আরো রাস্তা ও আরো খাল তৈরি করা হোক্, পতিত জমি আবাদ করা হোক্, জঙ্গল রোপণ করা হোক্। দেশের ধনবৃদ্ধিও হবে, বেকার মানুষের কাজও জুটবে। লিবারলরা গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে এ সব করাতে চান না। ধনিকে শ্রমিকে নিজেরাই একমত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসব করুন। গভর্ণমেণ্ট কেবল বাধা না দিলেই হল। লিবারলদের নালিশ এই যে কন্‌সারভেটিভ গভর্ণমেণ্ট ছোট ছোট নিষেধের ডোরে দেশের লোকের হাত পা বেঁধে রেখেছেন। উক্ত গভর্ণমেণ্ট সাহায্যও করছেন না,

পরামর্শও দিচ্ছেন না, নতুবা কয়লার খনিকদের সঙ্গে মালিকদের ও ব্যবসায়ের শ্রমিকদের সঙ্গে অপরাপর ধনিকদের এতদিনে সন্ধি হয়ে যেত।

৪

পলিটিক্স নিয়ে মিসেস্ উইল্‌স্ তর্ক করেন না। মিষ্টার উইল্‌স্ বাদ্‌লের সঙ্গে খুব ভদ্রভাবেই বাক্য বিনিময় করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারেন না। ভদ্রলোক খেটে খুটে অনেক দূর থেকে আসেন। পেটভরে রোষ্ট বীফ খান, আস্ত জন বুলের মত চেহারা। প্রথম যৌবনে নাকি বক্সার ছিলেন, এখনো তার পরিচয় দিয়ে থাকেন স্ত্রীর উপর রেগে টেবিলের উপব মুষ্ট্যাঘাত করে। বাদল ক্রমশ জান্‌তে পেবেছে যে তিনি স্ত্রীকে মুষ্ট্যাঘাত করতে একদা ভালোবাসতেন, কিন্তু স্ত্রী যেদিন থেকে ভোট দিবার অধিকার পেয়েছেন সেদিন থেকে তিনি টেবিলের উপর রাগ ঝাড়ছেন। তারপরে একে একে নানা ব্যবসায় লোকসান দিয়ে অবশেষে করছেন ডক মজুরদের ট্রেড ইউনিয়নের সর্দ্দারী। অদ্যাপি তাঁর ভূতপূর্ব্ব দোকানের পুরানো ছাপানো কাগজপত্র বাড়ীতে পাওয়া যায়, গিন্নি তাতে বাজার হিসাব লেখেন।

এ বাড়ীতে আসার পর থেকে মিষ্টারের সঙ্গে বাদলের তেমন বন্‌ছে না। মিষ্টার হচ্ছেন গোঁড়া সোশ্যালিষ্ট। সান্ধ্য সংবাদপত্রখানা-হাতে করেই বাড়ী ফেরেন, বাদলের মত ট্রেনে কিম্বা বাস্-এ ফেলে আসেন না। এসেই গজ্ গজ্ করেন, কন্‌সারভেটিভ্‌রা aren't playing the game। কিম্বা থেকে থেকে একটু হি হি করেন, বাই-ইলেকশন-গুলোতে লেবার পার্টির লোক জিতে চলেছে। এই বলে আওড়ে

যান :—Darlington, Stockfort, East Ham, Hammersmith, Northamptonনা, না—Stourbridge, Northampton, Hull.

আগামীবার জেনারল ইলেকশনে লেবার পার্টিই যে পার্লামেন্টের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল হবে এ বিষয়ে মিষ্টার উইল্‌সের সংশয় দিন দিন অপসৃত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর সংশয়াত্মক শ্লেষ তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। স্ত্রী বলেন, "আর দেরি নেই, জর্জ্জ। 'Jerusalem in England's green and pleasant isle'—এর আর দেরি নেই।"

বাদল বলে, "কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত মিষ্টার উইল্‌স্। লেবার পার্টি এবার পার্লামেন্টে লট বহর নিয়ে ঢুকবেই।" বাদল কথাটা গম্ভীরভাবে বলে, তবু মিষ্টার উইল্‌সের বিশ্বাস হয় না যে বাদল ব্যঙ্গ করছে না। তিনি বাদলের দিকে কটমট করে তাকান।

বাদল যেন মস্ত রাজনীতিবিশারদ। বলে, "আমার ভবিষ্যদ্বাণী এই যে লেবার যদিও কন্‌সারভেটিভ্‌দের থেকে সংখ্যায় গুরু হবে এবং লিবারলদের থেকে ত হবেই, তবু অন্য দুই দল যোগ দিলে হবে সংখ্যায় লঘু।"

মিষ্টার উইল্‌স্ চটে গিয়ে বললেন, "Damn the Liberals" তাঁর মনে ১৯২৪ সালের Zinovieff letterএর স্মৃতি হুল ফোটাতে থাকল।

বাদলও ক্ষেপে গেল। বলল "আমি আপনাকে বলে রাখ্‌ছি দুপক্ষের কোনো পক্ষকেই এবার লিবারলরা সাহায্য করবে না। নেমক হারাম লেবার, চিরশত্রু কন্‌সারভেটিভ্ কোনো পক্ষকে এবার মন্ত্রীত্ব করতে দেওয়া যাবে না। লিবারলরা নিজেরাই গবর্ণমেণ্ট চালাবে।"

উত্তেজনার মুখে বাদল ওকথা বলল বটে, কিন্তু পরে তার মনে

হয়েছিল, সে কি সম্ভব? কোনো একটা বিল্ পাশ না হলেই ত পদত্যাগ করে লজ্জা পরিপাক করতে হয়।

সে মুখ তুলে দেখ্‌ল যে মিষ্টার ও মিসেস্ দুজনে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। হয়ত ভাবছেন ছোকরা বদ্ধ পাগল!

অবশেষে মিষ্টার বললেন, "ভারতবর্ষে বুঝি তাই হয়?"

বাদল আহত বোধ করল। তর্কের মাঝখানে দেশ তুলে অপমান করা কেন? তা ছাড়া বাদলকে যে ভারতবর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, ভারতীয় মনে করে, তাকে বাদল ক্ষমা করে না। সেদিন মিসেস্ উইল্‌স্ জিজ্ঞাসা করছিলেন, "বার্ট, তোমাদের ভাষায় scissorsকে কী বলে? বাদল বলেছিল, "কী জানি, কেট্, আমি ও ভাষা ভুলে গেছি।" তিনি এমন ভাবে তার দিকে তাকিয়েছিলেন যেন সে একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। আর সেও তাঁর উপর তেমনি রাগ করেছিল যেমন রাগ করেছিল কুম্ভকর্ণ, হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে দেওয়ায়। মনে মনে একটা ভাব নিয়ে তার দিন কাটছিল, সে ইংলণ্ডে আছে, সে ইংরেজ, ইংলণ্ডের বাইরে তার অতীত ছিল না। হঠাৎ তার ধ্যানভঙ্গ করা হয়।

তথাপি এ বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র যাবার চিন্তা তার মনে উদিত হয় নি। হল, যখন মিষ্টার উইল্‌সের সঙ্গে তার ক্ষণস্থায়ী খণ্ডযুদ্ধ ঘট্‌তে লাগ্‌ল। একদিন সে বল্‌ছিল, "আজ এক পাদ্রী এক মজার প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি বলেন জন্মনিয়ন্ত্রণ নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু রাস্তার কোণের nasty flapperরা যেভাবে করে সেভাবে, না, St. Joseph, St. Ethelreda ইত্যাদি যেভাবে করতেন সেভাবে?"

মিসেস্ উইল্‌স্ খিল খিল করে হেসে উঠ্‌লেন। বললেন "পাদ্রী-সাহেবের রসবোধ আছে।"

বাদল বল্‌তে লাগ্‌ল, "কিন্তু মজা সেখানে নয়, কেট্। একটু

পরেই পাত্রী পুঙ্গব বলছেন, ক্যাথলিকদের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, নিগ্রোদের সংখ্যা লাফ দিয়ে বেড়ে চলেছে, আমরা যদি অস্বাভাবিক উপায়ে নিজের সংখ্যা কমাই ও বলবীর্য্য হারাই তবে আমাদের ভবিষ্যৎ থাকে না। পরিশেষে তিনি দ্বাদশ সন্তানের জনক কোন এক ব্যাক্তিকে আদর্শ বলে রচনা শেষ করেছেন।"

জর্জ এতক্ষণ গম্ভীরভাবে আহার করছিলেন। আহার্য্য অবশিষ্ট রেখে তিনি কথাবার্ত্তায় যোগ দেন না। পরিতৃপ্তির ভার সংবরণের জন্য তিনি ভালো করে ঠেস দিয়ে বসলেন ও বিনাবাক্যব্যয়ে পাইপ ধরালেন। দাঁতের ভিতর দিয়ে কথা বেরিয়ে এল, "তোমরা আমাকে মাফ করবে, কেমন ?"

তিনি বাদলকে জেরা করলেন। "কেন ? কী দরকার ? জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাবে সমাজের কী ক্ষতি ঘট্‌ছে ?"

বাদল হতাশ হয়ে বলল, "আপনি নিজেই এর উত্তর দিন, মিষ্টার উইল্‌স্। কেননা আপনার দলের লোকই ভুক্তভোগী।"

মিসেস্ উইল্‌স্ কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বললেন, "বার্টের কাণ্ডজ্ঞান নেই। কীটপতঙ্গের মত সন্তান বৃদ্ধি না করলে লেবার দলের ভোটার সংখ্যা বাড়বে কী করে শুনি ? তোমার অত সাধের ডেমক্রেসীর পরিচালন-ভার ত সেই দলের হাতে যাদের পিছনে ভোট বেশী ?"

মিষ্টার উইল্‌স্ যেন ধরা পড়ে গেলেন। স্ত্রীকে বক্র দৃষ্টিতে শাসন করলেন। বাদলকে বললেন, "ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে আছে ধন। আমাদের হাতে আছে জন। আমরা যদি আমাদের অস্ত্র ত্যাগ করি তবে অনায়াসে হটে যাব। ওরা আগে ওদেরটা সমর্পণ করুক, তার পরে আমরাও আমাদেরটা করব।"

৫

এমন বাড়ীতে টিঁকে থাকা বাদলের পক্ষে দুষ্কর হচ্ছিল। কেট্‌ ষ্টীন কথাতেই সবাইকে ব্যঙ্গ করেন, কখনো জর্জকে কখনো বাদলকে কখনো আমন্ত্রিত অতিথিদের। তাঁর নিজস্ব মতবাদ যে কী তা বাদল বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আবিষ্কার করতে পারল না। বাদলের ধারণা প্রত্যেকেরই একটা সুস্পষ্ট সুবোধগম্য মতবাদ থাকা আবশ্যক। যার নেই সে অমানুষ। তাই কেটের প্রতি সে বিমুখ হয়ে উঠেছিল। বাদলের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকত তবে সে এই তিন মাসে নিশ্চয়ই টের পেত যে তাঁর প্রধান দুঃখ তিনি নিঃসন্তান এবং অর্থাভাববশত নিঃসন্তান। পলিটিক্স ইত্যাদিতে তাঁর মন নেই, তবে স্বামীর যখন ওতেই মন বেশী তখন ওবিষয়ে উৎসাহের ভাণ করতে হয়।

জর্জের উপর বাদলের বিরূপ ভাব প্রথম থেকেই। তিনি কথায় কথায় ভারতবর্ষের মহারাজাদের টেনে আনতেন, তাঁর বিশ্বাস বাদল রাজবংশীয় হবে। তিনি কোথায় শুনেছিলেন যে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ওদেশের সর্ব্বত্র। কাজেই বাদলও ব্রাহ্মণবংশীয় হওয়া সম্ভব। তারপর বেনিয়াদের ধনের সংবাদ যে ইংলণ্ডে পৌঁছায়নি তা নয়। "The wicked bania"। অতএব বাদল বেনিয়াবংশীয়ও বটে। একাধারে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-বৈশ্য। ভদ্রলোকের অমন বিশ্বাসের কারণ ছিল। বাদল খরচ করত রাজার ছেলের মত। তার নিজের লাইব্রেরীর পিছনেই মাসে চার পাঁচ পাউণ্ড বাঁধা খরচ। প্রতিদিন ওকে খাওয়ায় তাকে খাওয়ায় এবং বাড়ী ফিরে এসে গল্প করে। ময়লা কাপড় বলে ফরসা কাপড়কেও সে ধোপার বস্তায় দেয়। রোজই কিছু না কিছু কিনে

আসছে। কেটকে উপহার দিচ্ছে, একটা সুন্দর রিষ্ট‌ওয়াচ, এক তাড়া গ্রামোফোনের রেকর্ড, হাত ব্যাগ, কাপড়ের ফুল।

অর্জের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বাদল স্থির করল এবাড়ী ছেড়ে দেবে। কোনো বাড়ীতে তিন মাসের বেশী থাকবে না, এ সঙ্কল্প তার মনে পড়ে গেল। তখন সে কেটকে না জানিয়ে অন্যত্র থাকবার জায়গা খুঁজল। কলিন্সকে বলল "ওয়াই-এম্-সি-এ'তে হবে?" কলিন্স বলল, "উহুঁ। এক বছর আগে যারা আবেদন করেছে তারা এখনো পায় নি।" বাদল ক্ষুণ্ণ হল। তার ভারি ইচ্ছা ছিল যুবকদের সঙ্গে সর্বক্ষণ থেকে একটা নতুন স্বাদ পেতে। হৈ হৈ করবে, টৌ টৌ করবে, লণ্ডনের মধ্যস্থলীর হট্টগোল কেমন লাগে সেটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। তার ফলে হয়ত এমন অনিদ্রায় ভুগবে যে হাসপাতালে ঢুকবে। সেও ভালো, হাসপাতালের অভিজ্ঞতাও তার দরকার। সেখানে রোগীদের নার্সদের ডাক্তারদের সঙ্গে ভাব করবে। কী মজা!

এবার তার খেয়াল হল হোটেলে ঘর নেবে। পাওয়া যায় কিন্তু অনেক ভাড়া। এত ভাড়া দিলে বইপত্র কেনার জন্যে বড় বেশী বাকী থাকে না। বাদল সপ্তাহে চার পাউণ্ড অবধি খাওয়া ও থাকার জন্যে খরচ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু অত সস্তায় ওসব অঞ্চলের হোটেলে জায়গা পাওয়া অসম্ভব। বেচারা বাদলকে ঐ সব অঞ্চলের মায়া কাটাতে হল। সকাল বেলা পার্কে বেড়ানোর আশা রইল না। কত বড় ফ্যাশনেবল্ জিনিষ সে হারাল। স্বয়ং বার্ণার্ড শ সেখানে পায়ে হেঁটে বেড়ান। বাদলের অভিলাষ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে। পার্কের বাতাস গায়ে লাগলে রাত্রে তার ভালো ঘুম হতে পারে। যাতে ঘুম ভালো হয় সে জন্যে সে কত ওষুধ পথ্য খেয়েছে, কিছুতে কিছু হয় নি।

চেল্সীর এক রেসিডেন্সিয়াল হোটেলে বাদল আশ্রয় পেল।

চেল্‌সীতে চিরদিন সাহিত্যিক ও শিল্পীরা বাস করে এসেছে। সুইফ্‌ট্‌, ষ্টিল, স্মলেট, লি হাণ্ট, কার্লাইল, টার্ণার, হুইস্‌লার, রসেটী, এঁরা বাদলের পূর্ব্বাধিবাসী। ম্যানেজার বাদলকে একটি খালি ঘর দেখাতেই বাদলের অমনি পছন্দ হয়ে গেল; বাদল কথা দিল এবং কথার সঙ্গে অগ্রিম টাকা দিল।

মিসেস উইল্‌স্‌ যখন সমস্ত শুন্‌লেন তখন শুধু বললেন, "আচ্ছা।" তাঁর মন-কেমন করতে থাক্‌ল, কিন্তু মুখে তেমনি কৌতুক হাস্য। বাদল ভাব্‌ল, যাক্‌, তিনিও ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌লেন। আমি কি কম জ্বালিয়েছি তাঁকে! সাড়ে বারোটা অবধি আমার কোকো তৈরি করে দেবার জন্যে বসে থাকা, এই কষ্ট স্বীকার করার কী মূল্য আমি তাঁকে দিতে পেরেছি? ডিয়ার ওল্ড্‌ কেট! বিদায়কালে তাঁকে সে কী উপহার দিয়ে যাবে ভাব্‌ল।

জর্জ প্রমাদ গণ্‌লেন। বাদলকে পেয়ীং গেষ্ট্‌ রূপে পেয়ে তিনি ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কে কিছু জমাতে পেরেছিলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন "ওকে কিছু বলেছ টলেছ নাকি?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "ওটা একটা পাগল। বলে তিন মাসের বেশী কোথাও থাকবে না।" জর্জ লক্ষ্মী-পেঁচার মত মুখ করে থাক্‌লেন। কী ভাব্‌লেন, হঠাৎ বললেন, "বার্ট, শুনেছ? লিবারলরা ল্যাঙ্কাষ্টার বাই-ইলেকশন জিতেছে? তোমাকে আমার অভিনন্দন করা উচিত।" কিন্তু ভবী ভোলে না। বাদল বলে, "ধন্যবাদ মিষ্টার উইল্‌স্‌। আর একটা কথা শুনেছেন? আমি চেল্‌সীতে উঠে যাচ্ছি। বেশী দূর নয়, মাঝে মাঝে দেখা হবে।"

বেগতিক দেখে জর্জ প্রস্তাব করলেন, বাদল যদি তার বন্ধুকে ঐ বাড়ীতে পেয়ীং গেষ্ট্‌ করে দেয়! ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে ঐ বাড়ীতে কোনো প্রেজুডিস্‌ নেই! মিস্‌ মেয়ো সে কত বড় মিথ্যাবাদিনী সেটা ঐ

বাড়ীর মানুষ যেমন বুঝেছে—বিশেষত বাদলের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য পেয়ে—তেমন আর কেউ এ দেশে বোঝেনি! বাড়ীর ছেলের মত থাকা একমাত্র ঐ বাড়ীতেই সম্ভব!

বাদল বলল, "কিন্তু আমার ইণ্ডিয়ান বন্ধু ত দুটি তিনটির বেশী নেই। তাঁরা যেখানে আছেন সেখান থেকে নড়বেন বলে ত মনে হয় না। আপনারা একবার বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন। লণ্ডনে দুহাজার ভারতীয় ছাত্র আছে, মিষ্টার উইল্‌স্।"

মিসেস্ উইল্‌স্ রঙ্গ করে বললেন কি সত্যি সত্যি বললেন বোঝা গেল না—বললেন, "কিন্তু আর একটিও বাট নেই, মিষ্টার উইল্‌স্।"

পরদিন বাদল অতি সহজভাবে বিদায় নিল। যেন এক রাত্রির অতিথি। একবার পিছু ফিরে চাইল পর্যন্ত না। ফিরে চাইলে দেখ্‌তে পেত মিসেস্ উইল্‌স্ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। তাঁর দৃষ্টি বাষ্পান্ধ। তবু তাঁর অধরে কৌতুকের আভা।

৬

হোটেলের জীবন বাদলকে প্রমত্ত করল। কোলাহলবিরল বৃহৎ ভোজনাগার, এক একটি টেবিলের চারিধারে দলে দলে সুসজ্জিত নরনারী। করিডর পদশব্দ মুখর, মেয়েদের জুতোর খট্ খট্ পুরুষদের জুতোর গুম্ গুম্। কোন্ ঘরে কে থাকে বাদল জানে না, কিন্তু একটু সকাল সকাল উঠলে দেখতে পায় বন্ধ দরজার বাইরে জোড়া জোড়া মেয়েলি জুতো, পুরুষালি জুতো কিম্বা বুট। বাদলের দুই পাশের দুই ঘরে থাকেন দুজন মহিলা, সাম্‌নের ঘরে একজন ভদ্রলোক। একটু দূরে কয়েকটি দম্পতি। ওদের কারুকেই বাদল দেখেনি, কিন্তু ওঁদের

জুতো দেখেছে। রাত্রে বাদল সকাল সকাল ঘুমুতে যায়, ওঁরা দেরি করে ফেরেন। আবার যেদিন বাদল দেরি করে ফেরে সেদিন হয়ত ওঁরা আগেই ফিরেছেন। সন্ধ্যাবেলা ভোজনাগারে বসে বাদল প্রায়ই অনুমান করার খেলা খেলে; অপরিচিত অপরিচিতাদের মধ্য থেকে নিজের প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীদের নিশানা করে। একদিন যাদের নিশানা করে পরদিন তাদের পছন্দ হয় না, অন্যদের নিশানা করে।

হোটেলের ঘরগুলো ছোট ছোট। ঘরে বসে পড়াশুনা করা যায় না। অবশ্য পড়াশুনার জন্যে যদি না আলাদা ঘর নেওয়া হয়। চিত্রকরদের জন্যে ষ্টুডিওর বন্দোবস্ত এ হোটেলে নেই, কিন্তু এর আশে পাশে ষ্টুডিও ভাড়া পাওয়া যায়। বাদল তার বইপত্র নিয়ে নীচে নেমে এসে লাউঞ্জ্-এ বসে। বাদলের শৈত্যবোধ কিছু বেশী। তুলোর এবং পশমের একজোড়া গেঞ্জির উপরে শার্ট এবং পুলোভার এবং তার উপর কোট চাপিয়ে তবু বাদলের গরম বোধ হয় না, সে ঠিক আগুনের কাছটিতে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। আগুনের লক্লকে শিখা তার দিকে এগিয়ে আসে, তার ব্রাউন মুখ রাঙা আলোয় দীপ্তিমান দেখায়। ক্রমশ লাউঞ্জ থেকে অধিকাংশ লোক নিজ নিজ কাজে চলে যায়। বাদলের কাজ থাক্লেও কাজে মন নেই, বাইরে বড় ঠাণ্ডা, বিশ্রী টিপ টিপ বৃষ্টি, আকাশ ঘোলাটে। এই লণ্ডনে দুহাজার বছর অর্দ্ধসভ্য, সভ্য ও অতি-সভ্য মানুষ বাস করে কাজ করে সৃষ্টি করে আস্ছে। তবু এমন ওয়েদার কিছুতেই বাদলের বরদাস্ত হচ্ছে না, যতই কেন সে বলুক, "এই ত আমাদের খাঁটি স্বদেশী শীত, খাঁটি স্বদেশী বৃষ্টি! আহা! কী পুলক জাগ্ছে!"

প্রতিদিন নূতন লোক আসে, পুরানো লোক যায়। বাদলের পাশের ঘরের দরজার বাইরে ভৃত্যকর্ত্তৃক সাফ করবার জন্যে রাখা জুতোর

আকার প্রকার থেকে বোঝা যায় প্রতিবেশী পরিবর্ত্তন হয়েছে। মনটা প্রথমে একটু উদাস হয়ে যায়—আহা কে লোকটা ছিল, তার সঙ্গে, একবার চোখের দেখাটাও হল না। পরমুহূর্ত্তে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। কে এসেছে একবার দেখ্‌তে হচ্ছে কিন্তু। কিছুদিন পরে জন্মায় ঔদাসিন্য। শুধু যাওয়া, শুধু আসা। কী হবে কারুর চেহারা দেখে! দেখ্‌লে ত মনে থাকবে না। এই ছমাসে বাদল লাখ লাখ মানুষ দেখেছে লণ্ডনের পথে পথে। চোখ বুঁজলে কারুর চেহারা স্মৃতির নিকষে ফুটে ওঠে না ত?

তার কারণ বাদল অন্যমনস্ক মানুষ। দেখেও দেখে না কিছু। তবু তার দেখার সাধটি আছে, সকলের যেমন থাকে। লণ্ডনে আছি, অথচ সেণ্ট্‌ পল্‌স্‌ দেখিনি? অমনি চলল বাদল সেণ্ট্‌ পল্‌স্‌ দেখ্‌তে। কিন্তু তার অজ্ঞাতসারে তার বাস কখন ব্যাঙ্ক পাড়ায় পৌঁছেছে। যাক্‌ গে, পরে কোনোদিন দেখা যাবে এখন। সেণ্ট্‌ পল্‌স্‌ ত পালিয়ে যাচ্ছে না, আমিও এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দে। আসল কথা, তার চোখের কৌতূহলের চাইতে মনের কৌতূহল বেশী। মন নিত্য নতুন সত্যের সোপান বেয়ে কোন্‌ উর্দ্ধে চলেছে। যেটাকে অতিক্রম করছে সেটাকে ভুলে যাচ্ছে, সেটা একটা "না", সেটা একটা অসত্য। অতীত অসত্য, বর্ত্তমান সত্য, ভবিষ্যৎ বহুগুণ সত্য।

আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়া কিম্বা কিছু ভাবা, মাঝে মাঝে হাই তুলে গত রাত্রের অনিদ্রা ঘোষণা করা, হঠাৎ মগজে একটা আইডিয়ার আবির্ভাব হলে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করা, পায়চারি করতে করতে দুই হাত দিয়ে চুলগুলোকে জড়িয়ে ধরা (তাতে মাথা ব্যথা কিছু কমে), এবং পরিশেষে চেয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখ বুঁজে অসাড় হয়ে থাকা, বাদল তার এই সমস্ত মুদ্রাদোষের জন্যে অল্পদিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ

হতে পারত, কিন্তু তার হোটেলে খেয়ালী শিল্পীদের পদার্পণ ঘটত অহরহ। তাদের মুদ্রাদোষের তুলনায় বাদলের ওগুলো অতি সাদাসিদে, অতীব আর্ট শূন্য। তাদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে দুই একবার পাগলা গারদ ঘুরে এসেছে। কাজেই বাদলের মুদ্রাদোষ তাদের চোখ কাড়ে না।

তবে এই বিদেশী মানুষটির সঙ্গে আলাপ করতে তাদের আগ্রহ জন্মায়। তাদেরি সমধর্মা, যদিও রংটা অন্যরকম বলে দলে টেনে নিতে দ্বিধা বোধ হয়। বাদল চোখ না তুলে বুঝতে পারে অনেকে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। শোনবার জন্যে কান পেতে রাখে ওরা তার কথা বলাবলি করছে কি না। কিন্তু ওরা ত মুখে বলে না, চাউনিতে বলে। কখনো কদাচ চোখ তুলে বাদল টের পায় ঘরের লোক বিনি কথায় বলাবলি করছে বিদেশী ইংরেজী ভাষার এত বড় বড় দুরূহ বই পড়ে বুঝতে পারে কী করে? পাতার পর পাতা উল্টিয়ে চলেছে দুই তিনমিনিট পর পর। মনোযোগ ও চিন্তাকুলতা থেকে বোঝা যায়, চাল দিচ্ছে না, সত্যিই পড়ছে ও পড়ে বুঝছে। পড়তে পড়তে মুচকে হাসছে এক আধ বার, মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে।

বাদলের সঙ্গে আলাপ করতে তাদের ভারি কৌতূহল, কিন্তু ইংরেজ যতই বোহিমিয়ান বা খেয়ালী লোক, গায়ে পড়ে আলাপ করতে জানে না। বাদলও লাজুক মানুষ। বিলেতে আসা অবধি কতক সপ্রতিভ হয়েছে বটে, তবু স্থলভ হবার ভয়টি যায়নি। কারুর সঙ্গে কথা বলার আগে মহলা দেয় কী কী বলবে ও কীভাবে বলবে। বাক্যের গড়ন শব্দের যোজনা উচ্চারণের ঝোঁক ক্রমাগত বদলাতে বদলাতে এক কথা আরেক হয়ে দাঁড়ায়, তবু বাদলের জেদ—সে যা বলবে তা distinguished হওয়া চাই। কে বলছে? না বাদল বলছে। যে সে

লোক নয়। বক্তব্যের চেয়ে বক্তার ব্যক্তিত্ব বড। একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়ে যাবার পরে বাদল নিজের উক্তির রোমন্থন করতে লেগে যায়। যা বলল তাই অন্য কত রকম ভাবে ভঙ্গীতে ও ভাষায় বলতে পারত, বললে হয়ত তাব যোগ্য হত, একথা ভাবতে ভাবতে সে সঙ্কল্প করে—যেচে কারুব সঙ্গে কথা কইবে না, গায়ে পড়া প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হলে এমন কিছু বলবে যার থেকে আবাব প্রশ্ন না ওঠে। কিন্তু কার্য্যত তা ঘটে না। বাদল তর্কশিরোমণি। সামান্য বিষয়েও তর্কের গন্ধ পেয়ে দ্বন্দ্ব বাধায়।

৭

জাহাজে কুবেরভাইযেব কাছে বাদল দাবা খেলা শিখেছিল, অতি আনাড়ির মত খেলত, চর্চ্চাব অভাবে একাগ্রতার অভাবে পারদর্শিতা অর্জ্জন করতে পাবেনি। প্রায় ভুলে গেছল বললে চলে।

আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়াব ফাঁকে বাদল লক্ষ করত কুঁজো মতন একটি যুবক, বযস বছব পঁযত্রিশ হবে, প্রতিদিন দাবা খেলেন। তাঁব খেলার সাথী কিন্তু প্রতিদিন এক নয়, কোনো দিন প্রৌঢ়া, কোনো দিন কিশোরী, কোনো দিন বৃদ্ধ, কোনো দিন যুবক। পরম নিঃশব্দে খেলা চলে, ঘণ্টাব পর ঘণ্টা। প্রতিপক্ষকে কাঁচা খেলোয়াড় দেখলে তিনি নিজেই প্রতিপক্ষেব চাল বাতলে দেন। প্রতিপক্ষকে কোনমতে খেলাব আসরে টেনে রাখবাব জন্যে তিনি সুবিধের পর সুবিধে করে দেন, নিজের ঘুঁটি গুলিকে একে একে মারতে দেন। তাঁর মত ধৈর্য্য ত সকলের নয়।

বাদল পায়চারি করতে করতে এক একবার খেলাব কাছে দাড়ায়। মনে মনে উভয় পক্ষের চাল দেয়। অন্যথাচারণ দেখলে বিরক্ত হয়ে

স্বস্থানে ফিরে যায়। আকর্ষণ এড়াতে না পেরে আবার কিছুকাল পরে পা বাড়ায়। ততক্ষণে হয়ত খেলার ছক্ প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে। যুবকটির এক একটা বোড়ে এক একটা মন্ত্রী (Queen) হয়ে পুনর্জন্ম পেল বলে। প্রতিপক্ষের অন্তরাত্মা খেলায় ইস্তফা দিয়ে পলায়নের জন্যে উন্মুখ। কিন্তু যুবকটি তা হতে দেবেন না। পলাতককে খোরাক দিয়ে বেঁধে রাখ্বেন বলে তাঁর অশ্বের আড়াই চালের ঘরে নিজের একটি বোড়েকে নিঃসহায় অবস্থায় এগিয়ে দিলেন।

একদিন বাদল হাতের বইখানাকে মাথার উপর ঘোড সওয়ার করে চোখ বুঁজে কী একটা ভাব্ছে, তার সাম্নের চেয়ারে কে একজন এসে নিঃশব্দে বস্লেন। বাদল চোখ চেয়ে দেখ্ল সেই দাবা-খোর যুবক। বাদল ইতিমধ্যে তাঁর নাম জান্তে পেরেছিল। মিষ্টার্ ওয়েলী।

বাদল একটু ভদ্রতা করে বলল, "আজ দাবা খেল্ছেন না যে, মিষ্টার ওয়েলী ?"

মিষ্টার ওয়েলীর চোখ ফিকে নীল, মুখ ফ্যাকাশে। তিনি কখনো হাসেন না। তার মুখের মাংসপেশীগুলো নিথর, ভাবের আবেশে কাঁপে না। অথবা তাঁর মনের ভাব সব সময় একই রকম। তাঁর চোখের পাতা পড়ে, কিন্তু চোখের তারা নড়ে না। তাঁর সেই স্থিরদৃষ্টিকে তিনি বাদলের অভিমুখীন কর্লেন, যেন তার উপর সার্চলাইটের আলোক ক্ষেপ কর্লেন।

অতি ধীর ও স্পষ্ট উচ্চারণ, যেন কামানে গোলা দাগছেন।—"আপনি কি আজ আমার খেলার সাথী হবেন ?"

বাদল প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু উৎসাহিত হয়ে উঠ্ল।—"অল রাইট্।"

সার্চলাইট তার মুখের থেকে অপসৃত হযে দাবার ছকের উপর নিবদ্ধ হলে পরে বাদল স্বস্তি বোধ কর্ল। কাঁচা খেলোয়াড়ের যা দোষ, বাদল

একধার থেকে যাকে হাতের কাছে পেল তাকে মেরে সাবাড় করল। তবু শেষকালে চালমাৎ হয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ওয়েলী লোকটা যাদুকর। বাদল শ্রদ্ধার সঙ্গে ওয়েলীর করমর্দ্দন করল।

দিন কয়েক পরে ওয়েলীর সঙ্গে বাদলের আলাপ দাবার ছক ডিঙিয়ে দার্শনিক মতবাদে উপনীত হল। ওয়েলী হচ্ছেন বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিষ্ট। সব জিনিষের উৎপত্তি উপাদান প্রকৃতি ও পরিণতি অনুসন্ধান করেন। মায়ের কবর খুঁড়ে botanise করতে ভয় পান না। দুনিয়ার যা কিছু আছে তা হয় physicsএর, নয় biologyর, নয় psychologyর অধিকারভুক্ত।

ওয়েলী কোন জিনিষকে ভালো বা মন্দ বলেন না, কারুর ভালো বা মন্দ চান না। তাঁর জিজীবিষা নেই। তিনি বেঁচে আছেন, কারণ বাঁচা ছাড়া আর অন্য কিছু করতে পারেন না, করবার ইচ্ছা যে নেই। আত্মহত্যা করলে যে অস্তিত্ব থাকবে না অথবা আবার বাঁচতে হবে না, এর প্রমাণ কই? তাঁর মৃত্যুভয় নেই, মৃত্যু যখন আসে আসুক। মৃত্যু যখন আসবে তখন বোঝা যাবে যে, মোটর গাড়ীর ড্রাইভার বেহুঁশিয়ার কিম্বা ব্যাধি বীজরা শরীর যন্ত্রকে অচল করেছে।

"আমরা যে এত 'আমি' 'আমি' করি, এই 'আমি'টা কে বলতে পার, সেন? একটা cell অসংখ্য হয়েছে, একত্র রয়েছে। তারা আপন প্রণালীতে কাজ করে যাচ্ছে, যেমন একদল পিপীলিকা করে থাকে। তাদের আশ্রয় করে অসংখ্য ব্যাকটিরিয়া বাস করছে। আমি কিছুই টের পাইনে। আমি প্রত্যক্ষ করিনি যে আমার শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত ছুটছে। আমি স্বচক্ষে দেখিনি আমার পাকস্থলী কিম্বা যকৃৎ। নিজের ঘর সংসার সম্বন্ধে এই ত আমার জ্ঞান। তবু বলতে হবে এসব নিজের?"

বাদল কোনোদিন এদিক থেকে ভাবেনি। ওয়েলীকে সে বিশেষ সমীহ করতে লাগল।

"ইচ্ছা' কাকে বলবে, সেন? কার ইচ্ছা? ঐ সমস্ত cell-এর ইচ্ছা? cell-সমষ্টির ইচ্ছা? ইচ্ছার লক্ষ্যটা কি? আরও কিছুকাল জীবন ধারণ? দুদিন কম বেশীতে কি আসে যায়? জীবন যদি যায়ও, তবে এমন কী আসে যায়? Cell-গুলো বাড়তে পাবে না, শুকিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত atom-গুলো ত থাকবে? Personal immortalityর কথা ওঠে না, যেহেতু person বলে কিছু নেই। আর atomic immortality ত স্বতঃসিদ্ধ!"

বাদল চিন্তা করে। তার মতবাদের থেকে ওয়েলীর মতবাদ উত্তর মেরুর থেকে দক্ষিণ মেরুর মত স্বতন্ত্র। তবু দুই মেরুতে কী যেন সাদৃশ্য আছে। বাদল থেকে থেকে ওয়েলীর কাছে ছুটে যায়। "আচ্ছা, মিষ্টার ওয়েলী, এ বিষয়ে আপনার আইডিয়া কী?" ওয়েলীর উত্তরের উপর কথা বলতে পারে না। অত বড় তার্কিক মূক হয়ে যায়। ওয়েলী যেন যাদু জানেন। ওয়েলীকে বাদল ভয় করে। লোকটা যেন মানুষ নয়, উত্তাপশূন্য, আবেগশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, রিপুজিৎ। তাঁর সুখের আশা কিম্বা দুঃখের আশঙ্কা নেই। না নিজের জন্যে, না পরের জন্যে। মানবজাতি থাক বা লুপ্ত হয়ে যাক, তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। দেশের গৌরব, জাতির প্রগতি, সভ্যতার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি তাঁকে মাতায় না, ভাবায় না। নিজের আদর্শ অনুসারে সমাজকে ঢেলে সাজবার অভিলাষটি বহু র‍্যাশনালিষ্টের আছে, যদিও তার প্রয়োজন যে কী তা তাঁরা বলতে পারবেন না। পৃথিবীই বা থাকবে কদিন! মানব জাতিই বা থাকবে কদিন! ব্যক্তিবিশেষে ত বীজ বপন করে ফল ভোগ করবার আগে মরবে। তবে কেন বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিজম্ ফেলে ফলের পশ্চাদ্ধাবন?

"ভালো মন্দ বলে কিছু নেই। আজ যেটাকে ভাল বলে তার পিছু নিচ্ছি কাল সেটাকে মন্দ বলে নিজের বুদ্ধিকেই বিদ্রূপ করব। না, সেন, কোনো কিছুই ভালো কিম্বা মন্দ নয়। Nothing matters in the last analysis."—একটু থেমে বলেন, "তোমাদের একালের ইউটোপিয়া আর কিছু নয়, সেকালের স্বর্গের নামান্তর ও রূপান্তর। তার মূল হচ্ছে বর্ত্তমানের প্রতি অসন্তোষ, বর্ত্তমানে অতৃপ্তি। তার ফল হচ্ছে ভবিষ্যতের সম্পূর্ণতা, কাল-সাপেক্ষ perfection."

ওয়েলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল। বাদল তাঁকে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলল। রাত্রে তার ঘুম হয় না বিশ্বের ভাবনা ভেবে। সুধীদার নাম করে বলল সুধীদা ইনটুইশনের ও বাদল ইনটেলেকটের মার্গ অবলম্বন করেছে। সুধীদা রোজ এগিয়ে যাচ্ছে, বাদল পারছে না। বাদল যেন একটা বৃত্তের চারিদিকে (?) ঘুরছে, ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় আসছে। তার একমাত্র আনন্দ সে ইনটেলেক্টের লীলাভূমিতে ঘর করেছে, ইউরোপ তার মহাদেশ, ইংলণ্ড তার দেশ।

ওয়েলী অনবরত পাইপ টানেন। টানতে টানতে বাদলের কথা এক মনে শুনে যান। নিজের কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলতে চান না, কিন্তু বাদল যখন পীড়াপীড়ি করে তখন বলেন, "আমি নিজে এই মুহূর্ত্তে এই স্থানে আছি কি না তার প্রমাণ পাচ্ছিনে, সেন। আমি একেবারে আছি কিনা তুমিই বলতে পার। ওরা বলে, "I think, therefore I am." কিন্তু সেটা হচ্ছে begging the question. কারণ I, think ', এই বাক্যের 'I' শব্দটির অস্তিত্ব নিয়ে ত যত প্রশ্ন। না, সেন, আমার নিজের কোনো কথা নেই।"

বাদল অপ্রস্তুত হয়ে যায়! সে ভগবান মানে না, কিন্তু আত্মা মানে। ওয়েলীর কথা শুনে তার সন্দেহ জন্মায়। তাইত, আত্মা কি নেই?

আত্মা না যদি থাকে ত চিন্তার কী প্রয়োজন? অকারণ এত অনিদ্রা। অর্থহীন ঐ ইন্‌টুইশন ও ইন্‌টেলেক্‌ট। না, না, এ হতেই পারে না। আত্মা আছে। অন্তত অহং আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে বাদল নাস্তিক, অহং সম্বন্ধে আস্তিক।

ওয়েলীকে যেই একথা বলা অমনি উনি বলেন, "Illogical."— বাদল মূক হয়ে যায়। দিগ্বিজয়ীর নিঃশব্দ পরাজয়।

৮

রাত্রে বাদল স্বপ্ন দেখ্‌ল শয্যা শূন্য পড়ে আছে, সে নেই। ঘরে নেই, বাইরে নেই, আকাশে কিম্বা বাতাসে নেই। সে নেই। তার বিছানার উপর এক মুঠো ছাই পড়ে আছে।

বাদল ককিয়ে কেঁদে উঠল। তার ঘুম ভেঙে গেল। তবু বিশ্বাস হল না যে সে আছে। লাফ দিয়ে উঠে সুইচ্‌ টিপে আলো জ্বালাল। আহ্লাদের বেগ সম্বরণ না করতে পেরে মিষ্টার ও মিসেস্‌ উইল্‌স্‌কে ডেকে তুল্‌বে কিনা ভাবতেই তার মনে পড়ল এটা হোটেল।

বিছানায় ফিরে যেতে তার সাহস হচ্ছিল না, যদি আবার তেমন স্বপ্ন দেখে। তখন ভোর হয়ে আস্‌ছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন আকাশে মেঘ ছিল না। বাদল চেয়ার টেনে নিয়ে জানালার ধারে গিয়ে বস্‌ল। সাম্‌নের দিকে ঝুলে-পড়া টুপি মাথায় গোঁফওয়ালা ক্ষুদে গাড়োয়ান আপাদবক্ষ চটের থলে মুড়ি দিয়ে পশুবোধ্য ধ্বনিবিশেষ উচ্চারণ করতে করতে চলেছে। লোমশপাদ অশ্বের খুর থেকে খট খট আওয়াজ উঠছে।

বাদল রাত্রের দুঃস্বপ্ন ভুল্‌ল। নিজের ও অপরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে

তার সহজ প্রত্যয় তাকে আনন্দে আপ্লুত কর্‌ল। ওয়েলী মানুষটা পাগল। এত বড় একটা স্বতঃসিদ্ধকে কিনা সন্দেহ করেন। ইণ্ডিয়াতে একদল মানুষ আছে, তাদেরকে বলে মায়াবাদী। বাদল তাদের উপর সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত অপ্রসন্ন। তাদের অপরাধ তাদের সঙ্গে বাদল তর্ক কর্‌তে পারে না, তারা আগাগোড়া সব উড়িয়ে দেয়। যার সঙ্গে তর্ক করতে পারে না তাকে বাদল নিজের ব্যক্তিগত শত্রু জ্ঞান করে। তার মুখ দর্শন করে না। তার নাম বাদলের অশ্রাব্য। শুধু মায়াবাদী না, যারা কর্ম্মফলবাদী তারাও বাদলের শত্রু। বাদলের ইচ্ছা করে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড মেরে বল্‌তে, "এও তোমাদের কর্ম্মফল"

ইংলণ্ডে এসে নব্যতন্ত্রের মাযাবাদী দেখে বাদলের বিস্ময় এবং বিতৃষ্ণা জাগ্‌ছিল। ইংলণ্ড এমনতর মানুষের দেশ নয়। একে ইণ্ডিয়ায় চালান দেওয়া আবশ্যক। গিয়ে আলমোড়ায় মঠ করুন কিম্বা পণ্ডিচেরীতে আশ্রম। এখানে বলে রাখা দরকার আলমোড়া কিম্বা পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে বাদলের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। এবং সন্ন্যাসীদেরকে বাদল outlaw জ্ঞান কর্‌ত বলে তাদের দিক থেকে যে বল্‌বার কিছু থাক্‌তে পারে সে বিষয়ে তার খোঁজ ছিল না, হুঁস ছিল না।

একটু পরে ওয়েলীর সঙ্গে ব্রেকফাষ্টের সময় দেখা হবে তখন তাঁকে বাদল বল্‌বে কী? মনে মনে একটা বক্তৃতা তৈরী কর্‌তে গিয়ে বাদল সেই ঘোর শীতকালেও ঘেমে উঠ্‌ল। এমনি কিছু বলা চাই যার উত্তরে ওয়েলী একটী কথাও বল্‌তে পার্‌বেন না। তেমন যুক্তি কই? ওয়েলী যদি বলেন, স্বতঃসিদ্ধ আবার কী? বর্ব্বরের কাছে বেড়াল যে বাঘের মাসী এও ত একটা স্বতঃসিদ্ধ।

বাদল অবশেষে স্থির করল সুধীদার কাছে বুদ্ধি ধার করবে। যেই চিন্তা সেই কাজ। ছুটল টেলিফোন করতে।

"মিষ্টার চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?"

সুজেৎ সুধীর সন্ধানে সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ল। সুধী নেমে এল। "কে ?"

"আমি বাদল। ভয়ানক মুশকিলে পড়েছি।"

"সে কী রে! বাসা ছেড়ে কোথায় চলে গেছিস্, মিসেস্ উইল্‌স্ ঠিকানা দিতে পারলেন না। কী হয়েছে!"

"আত্মা আছে, তার স্বপক্ষে কী যুক্তি দেওয়া যেতে পারে ?"

সুধী অবাক হয়ে রইল।

বাদল বলল, "এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তর্কে হেরে গেছি। ভীষণ মন খারাপ।"

সুধী বলল, "আয় না, তোর সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি, উপলব্ধি বিনিময় করা যাক্।"

বাদল বলল, "না, সুধীদা। আমার অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন আছে।"

বাদলের প্রশ্নের উত্তরে সুধী বলল, আত্মা আছে, এর স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি—আত্মা আছে। ওর বেশী আমি জানিনে। এবং নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করতে আমি লজ্জিত নই, বাদল।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি তোমার মত defeatist হতে পারব না। আমি পরাজিত হয়েছি বলে লজ্জায় মৃতপ্রায়। তবু জেতবার জন্যে প্রাণপণ করব।"

বাদল ভাবল, নিরামিষ খেয়ে খেয়ে সুধীদা একটা vegetable বনে গেছে। আমি কিন্তু বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দেব না। বাদল টেলিফোনের রিসিভার স্বস্থানে ন্যস্ত করতে যাচ্ছিল, কী

ভেবে আবার তুলে নিল। সুধী বলল, "বাদল, শোন। একদিন মিউজিয়ামে আয়।"

বাদল বলল, "কী দরকার? তোমার ও আমার সাধন মার্গ এক নয়। দুজনে দুই পথে চল্‌তে চল্‌তে যদি কোনো দিন কোনো এক চৌমাথায় মিলিত হই তবে সেই দিন কাফেতে বসে পথের গল্প করা যাবে। আমাকে নিজের মত চল্‌তে দাও, প্রভাবিত কোরো না।"

সুধী কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাক্‌ল। বাদল ডাক্‌ল, "সুধীদা।"

"কী?"

"তোমাকে defeatist বলেছি বলে ক্ষমা চাইছি। আসলে তুমিই সুখী। তোমার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সন্দেহ নেই, তুমি যা বিশ্বাস কর তার প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হও না, তাকে প্রমাণ করতে যাওই না!"

সুধী বলল, "বাদল, পরের কাছে প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা প্রকারান্তরে নিজের কাছেই প্রমাণ করবার প্রয়াস। ওটাতে নিজের দুর্ব্বল প্রত্যয়ের পরিচয় দেয়। তা ছাড়া ওটাতে পরকে অনাবশ্যক প্রাধান্য অর্পণ করে বিচারকের সিংহাসনে বসিয়ে। যা সাদা চোখে দেখছিস তাকে বিশ্বাস করে তার থেকে রস সংগ্রহ কর। সাদাকে সাদা বলে প্রমাণ করে তর্কে জেতার নাম কাণ্ডজ্ঞান-শূন্যতা।"

বাদল ত ভারি চটে গেল। ফোন ফেলে দিয়ে দিগ্বিদিক ভুলে যে ঘরে ঢুকল সে ঘরে ওয়েলী বসে পাইপ টান্‌ছিলেন। বাদল পালাবার পথ পেল না। ওয়েলীর নিঃশব্দ নিশ্চেষ্ট আকর্ষণ তাকে চলৎশক্তিরহিত কর্‌ল। সে মূঢ়ের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বলল, "গুড্ মর্ণিং।" ওয়েলী মাথাটা ঈষৎ নেড়ে গুড্ মর্ণিং জানালেন, বাদল আশ্বস্ত হল। তার কেমন যেন ভয় ওয়েলীর কণ্ঠস্বরকে, স্বল্পসংখ্যক

শঙ্কাকে। ওয়েলী যখন একটিও কথা কইলেন না তখন বাদলের শঙ্কা দূর হল। সে ধীরে ধীরে পিছু হট্‌তে হট্‌তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৯

পরদিন সকালবেলা ওয়েলীর মুখ দেখে বাদল ঠিক করে ফেলল এ হোটেলে থাকা পোষাবে না। এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে রেখেছে, তবু পালাতেই হবে। তার বয়স অল্প, প্রাণে অনন্ত অভিলাষ, সে যে হতে হতে কী হয়ে উঠ্‌বে কল্পনা কর্‌তে গিয়ে রোমাঞ্চিত হয়, জগতের যত মহাপুরুষ তাঁদের সকলের সঙ্গে এক সারিতে বসবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌বে সে। তার কল্পলোকে পদে পদে যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও করমর্দ্দন তাঁরা কলিন্স মিলফোর্ড দে সরকার নন্, আর অবিশ্বাসী ওয়েলী নন, তাঁরা দান্তে গ্যেটে শেক্‌সপীয়ার প্লেটো য়্যারিষ্টট্‌ল্ গৌতম বুদ্ধ। তাঁরা অতি পুরাতন হয়েও অতীব নবীন। আপনার উপর তাঁদের অটল বিশ্বাস। আপনাকে তাঁরা যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করেছেন সেই পরিমাণে শ্রদ্ধেয় হয়েছেন। বাদল দুবেলা জপমন্ত্রের মত উচ্চারণ করে—আমি নিজেকে শ্রদ্ধা করি, আমি নিজেকে আরো শ্রদ্ধা করতে চাই। আমি শ্রদ্ধেয় বলেই আমি আছি, আমি শ্রদ্ধার যোগ্য না হয়ে থাক্‌লে আমার অস্তিত্ব থাক্‌ত না।

পলায়ন করাতে শক্তির পরিচয় দেয় না, কাজটা শ্রদ্ধাযোগ্য ত নয়ই। তবু বাদল পালাবে স্থির কর্‌ল। ভেবে চিন্তে স্থির কর্‌ল এমন নয়। হঠাৎ পাগ্‌লা কুকুর কিম্বা ষাঁড় দেখ্‌লে যেমন দৌড় দেওয়া সাব্যস্ত কর্‌তে হয় এক্ষেত্রেও তেমনি। বাদলের মন দ্বিধা কর্‌লেও প্রবৃত্তি অস্থির হল। অতএব বাদল আর দেরি কর্‌ল না। জিনিষগুলো একটা ট্যাক্সিতে

চাপিয়ে ম্যানেজারকে বলল, "টাকা ফেরৎ চাইনে। হোটেলের ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইনি। অন্য কারণে অন্যত্র যাচ্ছি।" ম্যানেজার হাসির ভাণ করে বলল, "আশা করি আবার কোনো দিন শুভাগমন করবেন।"

বাদলের মনটা এক নিমেষে হাল্কা হয়ে গেল। অকস্মাৎ তার মনে হল তার কেউ নেই কিছু নেই কোনো ভাবনা নেই কোনো দায়িত্ব নেই। দিনটি পরিষ্কার ছিল। কোনো পার্কের কাছ দিয়ে যখন মোটর চলে যায় রাশি রাশি almond মুকুল বাদলের চোখে অরুণ রঙের নেশা লাগিয়ে দেয়। অকবি বাদল উপমা খোঁজে। অতি মূল্যবান যার সময় সে খানিকটা সময়ের অপব্যয় করে। ভারতবর্ষে এই ত হোলি খেলার দিন। এদেশেও গাছে গাছে ডালে ডালে হোলি খেলা চলেছে।

বাদলের বিশেষ কোনো ঠিকানায় যাবার কথা ছিল না। খুব সম্ভব ওয়াই এম সি এ'তে গিয়ে উঠ্ত। কিন্তু সেখানেও তিন চারদিনের বেশী রাখে না, যদি না অনেক আগে থেকে আবেদন করে স্থায়ী বোর্ডার হওয়া যায়।

সোফারকে বলল, "ভিক্টোরিয়া।"

যাক্, কিছুদিনের মত লণ্ডনের বাইরে গিয়ে অজ্ঞাতবাস করা যাক্। মন স্বীকার না করলেও আত্মারাম জানেন কী শীত! কি বৃষ্টি! কী কুয়াশা! কী ধোঁয়া! কুয়াশা আর ধোঁয়া মিলে কী ফগ্। কী অন্ধকার!

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন। একপ্রান্তে ইউরোপ অভিমুখী ও ইউরোপ-আগত ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম। অপর প্রান্তের প্ল্যাটফর্মে দক্ষিণ ইংলণ্ডের ট্রেন সমাবেশ।

যে গতি-হিল্লোল মোটরে আস্বার সময় বাদলকে মাতিয়ে রেখেছিল মোটর থেকে নেমেও বাদল তার প্রভাব সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করছিল।

বিলম্ব করল না। আইল্ অব ওয়াইটের গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। বাদলকে কোলে নিয়ে এমন দৌড় দিল যে পোর্টস্‌মাথ-এ পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েকও লাগ্‌ল না।

সমস্ত পথ বাদল নিজের দেশকে প্রবল আগ্রহের সহিত চক্ষুসাৎ করছিল। লণ্ডনের আশে পাশে ফ্যাক্টরী। লণ্ডনের আওতা অতিক্রম করলে ছোট ছোট গ্রাম। মাঠে ঘোড়ায় টানা লাঙল দিয়ে চাষ করা হচ্ছে। বন্ধুর অনুর্ব্বর ভূমির উপর সবুজ রঙের প্রলেপ। গাছে গাছে নতুন পাতা ও নতুন পাখী। গাছ কিম্বা পাখী কারুর নাম বাদল জানে না, ওদের সম্বন্ধে বাদলের কোনোদিন কৌতূহল বোধ হয় নি।

বাদল কখনো ভাব্‌ছিল, আচ্ছা, গাছের সঙ্গে পাখীর এমন মিতালি কেন ও কবে থেকে? গাছ মাটী ছেড়ে নড়্‌তে পারে না, পাখী আকাশে আকাশে উড়ে বেড়ায়। স্থিতির সঙ্গে গতির পরিণয় অদ্ভুত নয় কি?

কখনো ভাব্‌ছিল, এখনো ঘোড়ায় টানা লাঙল? এরা tractor কেনে না কেন? বাণিজ্যে আমাদের দেশ যেমন অগ্রসর কৃষিতে তেমন নয়, এ বড় আফশোষের কথা।

এক একবার ওয়েলীকে মনে পড়ে যাচ্ছিল।

বাদলের সাজানো বাগান শুকিয়ে যেত যদি ওয়েলীর 'লু' বাতাস প্রতিদিন তার উপর দিয়ে ছুটে যাবার পথ পেত। ইচ্ছার স্বাধীনতা, উদ্যোগের স্বাধীনতা, স্বাধীন মানুষের উদারমতি গবর্ণমেণ্ট, অবাধ বাণিজ্য, উন্নত শিল্প, জ্ঞানের বিকাশ ও প্রসার, যানের উৎকর্ষ, ও দ্রুতগতি, জাতিতে জাতিতে অক্ষতিকর প্রতিযোগিতা, ক্বচিৎ এক আধটা যুদ্ধ—যা কিছু বাদল সমস্ত জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করে ওয়েলী এক ফুৎকারে নিবিয়ে দেন।

ওয়েলীর কাছ থেকে পালাতে হল, এ লজ্জা বাদল ভুল্‌তে পারছিল

না। নিজের পরাভবের জন্য বাদল ওয়েলীকে দোষ দিল। দিয়ে ভারি আত্মপ্রসাদ বোধ করল।

তারপর তার মনে পড়ে গেল সুধীদাকে। কী মজা! সুধীদা টের পাবে না বাদল কোথায়। কেউ জানতে পাবে না সে কোথায় উধাও হয়ে গেছে। শুধু জানবে তার ব্যাঙ্ক। কিন্তু ব্যাঙ্কের লোক একজনকে অপর জনের ঠিকানা জানায় না। ওটা ওদের নীতি-বিরুদ্ধ। কাজেই সুধীদা জব্দ।

ব্যাঙ্কে বাদলের শ'দুই পাউণ্ড জমা রয়েছে। ছমাসের মত সে নিশ্চিন্ত। এই ছমাস কাল সে নিভৃত চিন্তা করবে। মননের মত আনন্দ কিছুতে নেই। দুনিয়ায় এমন কোনো বিষয় থাকবে না যা নিয়ে বাদল মন খাটাবে না। মনের মত দেশ, মনের মত ঋতু, একটু নিরিবিলি একটি কুটীর, দুবেলা লঘুপাক আহার্য, সারাবেলা পায়ে হেঁটে বেড়ানো কিম্বা মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা—অবশ্য ওয়েদার যদি আজকের মত প্রসন্ন হয়। কী আনন্দ! কী মুক্তি।

পলায়নের পরে

১

মিস মেলবোর্ণ-হোয়াইট্ এর সঙ্গে সুধীর পরিচয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে। উক্ত গৃহে দিনের পর দিন পাশাপাশি বস্তে বস্তে কত পাঠক পাঠিকার মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়ে পরিণয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে, পরিচয় ত সামান্য বিষয়। প্রথমে হয় গুড মর্ণিং বলাবলি। তারপরে দৈবক্রমে একদিন দুজনের লাঞ্চ খাওয়া হয় একই রেস্তোরাঁর একই টেবিলে। তখন একটু আবহচর্চ্চা হয়। "এ বছর বৃষ্টিটা কিছু বেশী বলে মনে হয়।" "আমি ত আগষ্ট মাস থেকে বৃষ্টির বিরাম দেখ্‌ছিনে।" "ও আপনি গ্রীষ্মকালে এদেশে ছিলেন না। সারা গ্রীষ্মকালটা ভিজে রয়েছিল।" সেদিন ঐ পর্য্যন্ত। পরেও একদিন দৈবাৎ ঐ টেবিলেই দুজনের সাক্ষাৎ। সুধীকে দেখে মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট্ বললেন, "এই যে আপনি আজও এখানে। এখানকার খাওয়া আপনার পছন্দ হয় দেখছি।" সুধী বলল, অনেক ঘুরে শেষে এইখানে ভিড়ে গেছি। এরা নিরামিষটা বাস্তবিকই ভালো রাঁধে।" মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট্ পরিহাস করে বললেন, "নিরামিষ যে রাঁধে এইটাই হচ্ছে half the battle. তারপর ভালো রাঁধে সেটা ত রীতিমত দিগ্বিজয়।" সুধী বলল, "ভালো রান্নার জন্যে আমি একমাইল হাঁটতে রাজি আছি।" মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট্ এর উত্তরে বললেন, 'ভালো রান্নার অঙ্গীকার দিতে পারব না, কিন্তু নিরামিষ যদি ভালোবাসেন তবে আমাদের ওখানে

একদিন আপনার নিমন্ত্রণ রইল, মিষ্টার—।" সুধী তাঁর অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করে দিল।

রিম্‌লেস্‌ চশমার পিছনে তাঁর ঈষৎ নিমীলিত চক্ষু পরিহাসকালে প্রায় নিমীলিত দেখায়। বয়স ষাটের এদিকে কিম্বা ওদিকে। চুল এখনো সেকেলে ধরণে বাঁধা, সব পেকে গেছে। গাল বেশ ফুল্‌কো, স্বাস্থ্যের বর্ণচ্ছায় রঙিন! ভরাট গড়ন, দীর্ঘ ঋজু আকার। সুধী এলেন টেরীর সঙ্গে তুলনা করল। পোষাক মসৃণ কালো সাটিনের। বাম হাতের একটি আঙুলে একটি আংটি, দেখে মনে হয় বাগ্‌দানের।

রবিবারে মধ্যাহ্নভোজনের সময় ডক্টর মেলবোর্ণ-হোয়াইট্‌ সুধীকে দেখে বললেন, "One more unfortunate! এলেনর, তুমি এঁকে কবে ভজালে?"

মিস্‌ মেল্‌বোর্ণ-হোযাইট নিরামিষ turtle soup পরিবেশন করে নিরামিষ lamb cutlets-এর ঢাকা খুল্‌তে যাচ্ছিলেন। ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "মিষ্টার চক্রবর্ত্তীকে কনভার্ট করা যেন নিউকাস্‌লে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া। আচ্ছা মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, মিসেস্‌ বেসাণ্টের সঙ্গে আপনার জানাশুনা আছে?"

সুধী বলল, "আমি থিয়সফিষ্ট নই।"

এলেনর বললেন, "নন্‌? তবে কেমন করে নিরামিষাশী হলেন?"

সুধীকে ভারতবর্ষের সাত্ত্বিক আদর্শের প্রসঙ্গ পাড়্‌তে হল। শেষে সুধী বলল, "জৈনদের নাম শুনেছেন?"

এলেনর বললেন, "শুনেছি বৈকি। সেই যাদের শব শকুনে খায়। উঃ!" (শিউরে উঠ্‌লেন।)

সুধী হেসে বলল, "আপনি যাদের কথা ভাব্‌ছেন তাদের বলে পার্শী।"

"ও পার্শী! How dreadful! শুন্‌লে আর্থার? তোমার গ্রীকদের পরম শত্রু সেই যে পার্শিয়ানরা, তারাই—মানে তাদের বংশধররাই—ওঃ How dreadful!"

সুধী জান্‌ত না যে মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইটের দুই নম্বর বাতিক ইংলণ্ডে শবদাহ প্রচলিত করা। এজন্যে তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা একটি সমিতি করেছেন। যাঁরা চাঁদা দিয়ে সভ্য হবেন তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের শব সমিতি কর্ত্তৃক দাহ করা হবে। শবদাহ-কার্য্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সমগ্র দেশের মধ্যে হয়ত একটি কি দুটি Crematorium আছে।

মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট সুধীকে সভ্য হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। সুধী প্রথমটা আশ্চর্য্য ও পরে কৌতুক বোধ করে বলল, "আমি ত পার্শী নই। আমি হিন্দু। আমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে অন্য সকলে তাকে ঘাড়ে করে শ্মশানে নিয়ে যায়, ঝড় বৃষ্টির রাত্রেও। একটি পেনী মজুরি নেয় না।"

ডক্টর মেলবোর্ণ-হোয়াইট গম্ভীরভাবে বললেন, প্রাচীন গ্রীক্‌রা শব দাহ কর্‌ত, না শবকে গোর দিত সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।" অন্যমনস্ক অধ্যাপককে দাবড়ি দিয়ে তাঁর ভগিনী বললেন, "কিন্তু আধুনিক পার্শীদেরকে আমাদের সমিতির সভ্য কর্‌তে হবে, আর্থার।"

মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলে সুধী জান্‌তে পার্‌ল এঁদের পূর্ব্বপুরুষ কেউ রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেল্‌বোর্ণের আত্মীয় ছিলেন। লর্ড মেল্‌বোর্ণের একখানি প্রতিকৃতি এঁদের বসবার ঘর অলঙ্কৃত কর্‌ছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট বল্‌ছিলেন, "the Melbourne grit" তাঁদের পরিবারের বিশেষত্ব। তাঁর বিষয়ে সুধীর সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁর ভাইটি বড়

বেচারা মানুষ। বয়সেও তাঁর বড়। লণ্ডন বিশ্ববিত্তালয়ের অধ্যাপক মস্ত ক্লাসিকাল স্কলার, গিল্‌বার্ট মারের মত প্রখ্যাত না হলেও তেমনি বিদ্বান। ভাইবোন দুজনেই অনূঢ়, তবে ভাইয়ের জীবনে কখনো কোনো রোমান্স ঘটেছিল কিনা তার সাক্ষ্যস্বরূপ তাঁর আঙুলে অঙ্গুরীয় নেই। আকারে আয়তনে ভাইটি খর্ব্ব ও ক্ষীণ; কিন্তু তাঁর দাড়ির বহর তাঁকে বাড়িয়ে দেখায়। বোনের অতি-সজাগ চক্ষু তাঁর পরিচ্ছদকে মলিন কিম্বা কুঞ্চিত হতে দেয় না। অন্যান্য বিষয়েও তাঁর উপর বোনের অত্যাচার অবিরত লেগে রয়েছে। বোনটি এতটা পটু না হলে ভাইটিও বোধ করি এতটা অপটু হতেন না। আক্ষেপ করে বল্‌ছিলেন, "হতে চেয়েছিলুম ক্লাসিকাল নায়ক, হয়ে দাঁড়ালুম ক্লাসিক্সের অধ্যাপক। কাজের মধ্যে পড়া আর পড়ানো।"

সুধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ছাত্র?"

সুধী উত্তর দিয়েছিল, "হাঁ, সার।" প্রবীণ ব্যক্তিকে সার বলে সম্মান দেখিয়ে সুধী সম্মান বোধ করে। বাদলের মতে সকলেই সমান। সমানে সমানে সহজ ভদ্রতা চলুক, উচ্চতা নীচতার ভাণ কেন?

ডক্টর মেলবোর্ণ হোয়াইট বলেছিলেন, "কিসের ছাত্র?"

সুধী বলেছিল, "জীবনশিল্পের।"

"তা হলে প্রাচীন গ্রীকদের দ্বারস্থ হতে হয়।"

"কিন্তু তারা কি বেঁচে আছে?"

"আছে বৈকি। যে একবার বেঁচেছে সে চিরকাল বেঁচেছে। মরে তারাই যারা জন্ম থেকে মরা। প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃতবৎসা, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী।"

সুধী সবিনয়ে বলেছিল, "মৃতের জন্য কি আপনি শোক করেন না, সার? এই যে গত মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ বীর—"

"এলেনর তাই নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে বটে। কী ওটার নাম লীগ অব্ নেশন্স্—হা হা হা। পৃথিবী থেকে যুদ্ধ উঠিয়ে দেবে এলেনর আর তার লীগ্। কেন? যুদ্ধে কি মানুষ এই প্রথম মরল? ট্রয়ের যুদ্ধে বছরের পর বছর কি তখনকার অনুপাতে কম মানুষ মরেছে? যদি বল ট্রয়ের যুদ্ধ অনৈতিহাসিক, তবে Peloponnesian War?"

সুধী গ্রীক ইতিহাস পড়েনি। চুপ করে থাকল। ডক্টর মেলবোর্ণ-হোয়াইট সমঝদার শ্রোতা পেয়েছেন ঠাওরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, ও সব ছেলেমানুষী আমাদের মানায় না। এলেনর ওসব করে বেড়ায়,—মেয়েমানুষ, হাতে কাজ নেই অথচ পয়সা আছে, একটা লীগ অব নেশন্স ইউনিয়ন, একটা ভেজিটারিয়ান ক্লাব, একটা ক্রিমেশন সোসাইটী, Abolition of Vivisection ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার, এই করে তার জীবনের সার্থকতা। কিন্তু আমরা।

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা এসে পড়্‌ল। সুধী ভাব্‌ছিল, সেদিনকার মত উঠবে কিনা। ডক্টর মেলবোর্ণ হোয়াইট বললেন "কী নাম?—বাবগড গীটা না, কী যেন বইখানার নাম? আমি পড়েছি।"

সুধী বলল, "শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা।"

"ওতে লিখেছে যারা মরে রয়েছে তারাই মরে, কাজেই মারা সম্বন্ধে দ্বিধা বোধ করা কাপুরুষতা। সংস্কৃত আমি জানিনে, কিন্তু গ্রীকের সঙ্গে তার ভাষার ও ভাবের বহু সদৃশ্য তারা আবিষ্কার করেছে যারা দুটোই জানে। তুমিই দুটোই জান?"

"আমি সংস্কৃত সামান্য জানি। গ্রীক একেবারেই না।"

"একেবারেই না? এ-কে-বা-রেই না।"

সুধী লজ্জিত হয়ে নিঃশব্দ রইল।

ডক্টর মেলবোর্ণ হোয়াইট তাকে খানকয়েক বইয়ের তালিকা দিয়ে

তারপরে বলেছিলেন, "রবিবার গুলোতে আমার কাছে এসো, সংস্কৃত ও গ্রীক চর্চ্চা করা যাবে।"

ক্রমশ যখন ঘনিষ্ঠতা হল তখন ডক্টর মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট সুধীকে তার জীবনের ব্যর্থতার কথা বল্লেন। তাঁর বোন তাঁকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। কোথাও যেতে দেন না। ১৯০৯ সালে Roosevelt যখন আফ্রিকায় শীকার করতে যান তখন তাঁর দলের মধ্যে আমাদের ডক্টরেরও নাম ছিল, কিন্তু এলেনর তাঁকে যেতে দিলেন না। ১৯১২ সালে তিনি স্কটের সঙ্গে দক্ষিণ মেরু যাত্রা করবেন ঠিক হয়ে গেছ্‌ল, কিন্তু সে বারেও এলেনর দিলেন বাধা। ১৯১৪ সালে তিনি বয়স ভাঁড়িয়ে সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিলেন, কিন্তু এলেনর জান্‌তে পেরে পণ্ড করে দিলেন। গ্রীক হবার একটাও সুযোগ তিনি পেলেন না। যে বিদ্যা জীবনে রূপান্তরিত হতে পারে না সে যেন অচল স্বর্ণমুদ্রা, তাকে বাজারে ভাঙানো যায় না, লকেট করে সবাইকে দেখিয়ে বেড়ানো ছাড়া তার অন্য সদ্‌ব্যবহার নেই! হিউম্যানিটারিয়ান বোনের উৎপাতে তিনি মাংসাহার ত ত্যাগ করেছেন। তাঁর দাড়ি কামানোরও হুকুম নেই, পাছে অসাবধান হয়ে মাংস কেটে ফেলেন।

১

পাঁচ শত ডিম চাই!

কোন এক অনাথাশ্রমের জন্যে ঈষ্টার মহোৎসবের দরুণ পাঁচ শত ডিম চাঁদা করার ভার মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইটের উপর পড়েছে। তিনি তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছেন কে ক'টা ডিমের মূল্য ভিক্ষা দিতে পারবে। সুধীকে পাকড়াও করে বললেন, "এই যে

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। আপনার নামে কত লিখ্‌ব বলুন। একশোটা?”
সুধী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইল, বুঝ্‌তে পারল না ব্যাপার কী।

মিস্ তাঁর চশমার ওপার থেকে মিটি মিটি চাউনি ক্ষেপণ করে মিষ্টি হেসে বললেন “ওদের ত কেউ আপনার লোক নেই। আমরা না দিলে কে দেবে বলুন। মোটে পাঁচশোটা ডিম। আর্থার একশোটা দিতে দয়া করে রাজি হয়েছেন। না আর্থার?”

ডক্টর বললেন, “কই? না!”

মিস্ বেশ জোরে জোরে অথচ ধীরে ধীরে বললেন; বল্‌বার সময় তর্জ্জনীর দ্বারা তাল দিতে দিতে।—“আর্থার, গেল বছর তুমি একশোটা দিয়েছিলে। তার আগের বছরও একশোটা। অনাথাশ্রমের ছেলেমেয়েরা তাদের আর্থার কাকার নাম মনে রেখেছে। তুমি কি এ বছর তাদের নিরাশ কর্‌তে চাও?”

ডক্টর সুধীর সঙ্গে এমন ভাবে চোখাচোখি কর্‌লেন যেন তার অর্থ, “দেখ্‌লে ত! আমি বলেছিলুম কি না।” কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাড়িতে হাত বুলালেন। তার পর সান্ত্বনার সুরে বললেন, “গ্রীকদের মধ্যে যোগ্যের পুরস্কার ছিল, কিন্তু অযোগ্যের প্রতি সকরুণ ভিক্ষা ছিল না। এটা আমাদের হৃদয়বৃত্তির সৌখীনতা।”

মিস্ তখন নিবিষ্টমনে একশোটা ডিমের বাজারদর কষ্‌ছিলেন। কান দিলেন না। সুধী বলল, “দানশীলতা আমার দেশে চিরদিন অযোগ্য পাত্রের অপেক্ষা রেখেছে; কারণ যোগ্যপাত্র ত দান চায় না।”

ডক্টর বললেন, “কিন্তু দানশীলতাই যে একটা দুর্ব্বলতা। ভারতবর্ষ ওটাকে প্রশ্রয় দিলেন কেন ও কবে থেকে?”

সুধী বলল, “পুরাণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী আছে। তিনি স্ত্রীকে বিক্রয় করে সাম্রাজ্যদানের দক্ষিণা জুটিয়েছিলেন। ইতিহাসে হর্ষবর্দ্ধনের

সম্বন্ধে পড়েছি তিনি পাঁচ বছর অন্তর যথাসর্ব্বস্ব দান করে নিঃসম্বল হতেন। অসংখ্য উদাহরণ আছে। আমার মনে হয় আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এর অর্থ নিহিত আছে। কতকগুলো লোক বলবান বিদ্বান ধনবান ও অন্য কতকগুলো লোক নিরাশ্রয় মূর্খ ও দরিদ্র হয়েই থাকে। সমাজ এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে সর্ব্বদা সচেষ্ট না থাকলে দক্ষিণ অঙ্গের অতি বৃদ্ধি ও বাম অঙ্গের অতি ক্ষয় ঘটবে এবং পরিশেষে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমাজ ডিগ্‌বাজি খাবে। এই চেয়ারখানার একটা পায়া ভাঙ্‌লে যে দশা হয় সেই দশা। সেই জন্যে দান করাটা দাতার গরজ। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দান করতে হয় এবং দানের সঙ্গে দিতে হয় দক্ষিণা।”

মিস্ যে সব কথা শুনেছিলেন তা কাউকে জানতে দেননি। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, “শুনলে ত আর্থার ? সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার সংকেত ? তোমার গ্রীকরা অপঘাতে মলে ক্রীতদাস পুষে। রোমানরা মলো ক্রীত-দাসকে সিংহের খাঁচায় পুরে মজা দেখতে দেখতে। তুমি কি তোমার স্বজাতির তেমনি মৃত্যু চাও ? আমি জানি তুমি বলবে মৃত্যু যার ঘটে রয়েছে তারই ঘটবে। কিন্তু আমি গ্রীক নই, আমি Destiny মানিনে। যাকে প্রতিরোধ করতে পারি তাকে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ যতদূর সাধ্য ততদূর প্রতিরোধ করব। যা ঘটা উচিত নয় তাকে ঘটতে দেব না।”

সুধীর দিকে ফিরে বললেন, “দেখুন দেখি, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী, যুদ্ধ একটা জিনিষ যা সভ্য মানুষের কলঙ্ক। নির্ব্বোধেরা লড়াই করে তিল তিল করে মরে—ওঃ সে অকথ্য যন্ত্রণা ! বুদ্ধিমানেরা মিথ্যাকথায় খবরের কাগজ ভরিয়ে মনের মধ্যে নরক নিয়ে বাঁচে এবং বেশ দুপয়সা করে খায়। আমরা নারীরা চিরকাল ঠাকুর দেবতার কাছে প্রার্থনা করে চোখের জলে ভেসে অনাহারে অল্পাহারে দিন কাটিয়ে প্রিয়জনকে হারিয়ে শেষ

পর্য্যন্ত দেখ্‌লুম ফল হয় না। আগুন একবার যদি লাগে তবে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ না করা অবধি নেবে না। আগুন যাতে না লাগে তারই ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমাদের এই No More War Movement কিন্তু আর্থার কিছুতেই এতে যোগ দেবে না।"

সুধী বলল, "অমন করে কি যুদ্ধ নিবারণ করা যায়, মিস্ মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট? অবশ্য আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করবার অনুমতি দেন।"

মিস্ একটু ক্ষুব্ধ হলেন। ধরে রেখেছিলেন সুধীও তাঁদের দলে। বললেন, "বিশ্বের লোকমত যদি আমাদের দিকে হয় তবে যুদ্ধ করবে কারা ও কার সাহায্যে?"

সুধী সবিনয়ে বলল, "ডক্টর মেল্‌বোর্ণ হোয়াইটের মত যুদ্ধকে আমি কাম্য মনে করিনে, বরঞ্চ আপনারই মত দূষণীয় জ্ঞান করি। কিন্তু যুদ্ধের জড় আমাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রে উহ্য থেকে আমাদের চিন্তায় বাক্যে ও কাজে সঞ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীর অতি নগণ্য কোণে অতি সামান্য একজন মানুষ যদি একটিমাত্র মিথ্যা কথা বলে তবে সেই ছিদ্র দিয়ে মহাযুদ্ধের মহামারী পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়। যদি একটি মুহূর্ত্ত মন্দ চিন্তা করে তবেও সেই কথা। যদি অন্যায় কাজ করে কিম্বা কর্ম্মবিমুখ হয় কিম্বা পরিমাণ লঙ্ঘন করে তবেও সেই কথা।"

মিস্ মনোযোগপূর্ব্বক সমস্ত শুনছিলেন। কাগজপত্র ব্যাগে পূরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি বোধ করি পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত না দেখে কার্য্যক্ষেত্রে নাম্‌বেন না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। কিন্তু কথায় কথায় আমাকে ভোলাতে পারবেন না যে আপনার কাছে আমার অনাথ বালকবালিকারা একশোটি ডিমের আশা রাখে।"

সুধী তাঁর দিকে একখানি পাউণ্ড নোট বাড়িয়ে দিল।

৩

Bayswater অঞ্চলে মেলবোর্ণ-হোয়াইটদের বাগান-বেষ্টিত বাড়ী। দুজন মানুষের পক্ষে বেশ বড় বল্‌তে হবে। বেস্‌মেণ্ট নেই। নীচের তলায় বস্‌বার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। উপর তলায় আর্থার এলেনর ও প্রৌঢ়া পাচিকা মিস্ ডব্‌সনের তিনটি সুইট্ (suite)। তেতালায় আর্থারের মস্ত লাইব্রেরী। তিনি থাকেন বেশীর ভাগ সময় সেইখানে কিম্বা কলেজে আর তাঁর ভগিনী থাকেন নীচের তলার বস্‌বার ঘরে—যার একদিকে একটি গ্র্যাণ্ড পিআনো এবং অপর দিকে একটি ডেস্ক—কিম্বা সভা-সমিতিতে।

ভাই-বোন উভয়ের আমন্ত্রণে সুধীকে এ বাড়ীতে ঘন ঘন আস্‌তে হয়। একদিন আর্থার বলেন, "চক্রবর্ত্তী, ট্র্যাজেডীর প্রকৃতি ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই যে প্রশ্ন আজ তুললে এর উত্তর চিন্তা করতে আমার দু'একদিন লাগবে অথচ শ্রোতার জন্যে সার্ত্তা ন অপেক্ষা করলে সমস্ত ভুলে যাব। কাজেই তুমি পরশু আমার সঙ্গে কলেজে দেখা কোরো, একসঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ী আসা ও চা খাওয়া যাবে।" অন্যদিন এলেনর বলেন, "সুধী, অন্ধ কারুশিল্পীদের দেখতে চেয়েছিলে, কাল সুইস্ কটেজ ষ্টেশনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো। কেমন? সেখান থেকে বাড়ী ফেরা যাবে, তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে জন কয়েক বন্ধুকে চা খেতে ডেকেছি।"

ভাইবোনের মধ্যে ভাবসংক্রান্ত বিবাদে সুধী মধ্যস্থ হয় ও শেষ পর্য্যন্ত একটা সমন্বয় ঘটিয়ে উভয়কেই খুশি করে। ওঁরা ভাবেন, তাই ত, আমাদের মতবাদে মিল যত আছে অমিল তত নেই ত। তাঁরা একদিন প্রস্তাব করেছিলেন সুধী তাঁদের বাড়ীতে স্থায়ী অতিথি হলে

দিয়েছিল। তিনি দরজা খুলে দু'পা পিছিয়ে যেতেন। সুধী ইংরেজী বল্‌তে পারে জেনে তিনি আশ্চর্য্য হলেও আশ্বস্ত হন। ক্রমশঃ সুধীর ভক্ত হয়ে পড়্‌লেন। একদিন হাত পেতে বলেছিলেন ভাগ্যগণনা কর্‌তে। সুধী পরিহাস করে বলেছিল, নিকটেই আপনার বিবাহের সম্ভাবনা দেখ্‌ছি, মিস্ ডব্‌সন। মিস্ ডব্‌সন লজ্জায় সেই থেকে আর হাত পাতেননি, তবে সপ্তাহে একদিনের বদলে দু'দিন হাফ ছুটী নিতে আরম্ভ কর্‌লেন দেখে মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইটের আশঙ্কা হতে লাগ্‌ল পাছে মিস ডবসন সত্যিই বিয়ে করে কাজ ছেড়ে দেন।

৪

মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট বাড়া ছিলেন না। ভক্ত[illegible] লাইব্রেরীতে বসিয়ে মিস্ ডবসনকে ডেকে বললেন দু'জনে[illegible] দিতে।

সুধীকে বললেন, বল্‌ছিলুম ট্র্যাজেডী কথাটার অপপ্রয়ো[illegible] কাগজে প্রতিদিন দেখ্‌তে পাই, তাই তোমাকে গোড়াতে[illegible] করে দিচ্ছি যে অমন ট্র্যাজেডীর ব্যাখ্যা আমার আছে প্রত্যা[illegible] না, চক্রবর্ত্তী।"

সুধী বলল, 'না, স্যার, আমি যার কথা পেড়েছিলুম সেটা ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকদের মুখে শুনতে পাওয়া ট্র্যাজেডী।"

তিনি বললেন, "সেটাতে পরিণামের কথাই বলে, যে পরিণামে শোকাবহ তার কথা। আরম্ভ হল হয়ত সুখ সম্পদের মধ্যে, শেষ হল দুঃখ দারিদ্র্যে অকাল মৃত্যুতে, এই আমাদের ইংলণ্ডীয় ট্র্যাজেডী। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজেডী অমন নয়, চক্রবর্ত্তী। তুমি যে বল্‌ছিলে সংস্কৃত সাহিত্যে [illegible]জেডী নেই সেটা বোধকরি তুমি ইংরেজী অর্থে বল্‌ছিলে।"

সুধী বলল, "সফক্লিসের রচনার গুণে গল্পটি এমন ঘোরালো আর কথোপকথন এমন জোরালো হয়েছে যে আড়াই হাজার বছরে কোনো নাট্যকার ঐ দুই দিকে উন্নতি দেখাতে পারেন নি। তবে চরিত্রচিত্রণ বড় মোটা তুলিতে মূল রং-এর সাহায্যে হয়েছে।

ডক্টর সুধীর সঙ্গে একমত হলেন। সফক্লিস তাঁর প্রিয় নাট্যকার। তিনি বললেন, "সমস্যাসংক্রান্ত নাটক আধুনিক যুগে রাশি রাশি লেখা হচ্ছে, কিন্তু হতভাগ্য ঈডিপাসের সমস্যাকে কোন সমস্যাই অতিক্রম করতে পারছে না। পিতা মাতার জন্যে, পুত্রকন্যার জন্যে, আপনার জন্যে কী খেদ কী লজ্জা কী গ্লানি ঐ একটা মানুষের। কিন্তু ট্র্যাজেডী আমি সেইটুকুকে বলব না। ট্র্যাজেডী হচ্ছে তাই যার কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই, যা অবশ্যম্ভাবী, যাকে চুপ করে ঘটতে দেওয়া ও অসহায় ভাবে সয়ে যাওয়াই আমাদের কর্তব্য। এই যেমন গত মহাযুদ্ধ। ঐ নরকের ভিতর দিয়ে যেতেই হল আমাদের সবাইকে, কেউ প্রাণে মরে সকলের থেকে এগিয়ে গেল, কেউ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হারিয়ে মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করল, কেউ আমার মত অকর্মণ্য হয়ে সকলের থেকে বেশী ভুগ্‌ল।"

সুধী মন দিয়ে শুন্‌ছিল। বল্‌ল ঈডিপাস যা করেছিলেন তা না জেনে করেছিলেন, তার দরুণ অনুশোচনার আবেগে আত্মপীড়ন করা তাঁর উচিত হয়নি। নিজের দুর্ভাগ্যকে সাধ্যমত খণ্ডন করাতেই মনুষ্যত্বের জয়।"

ডক্টর বাধা পেয়ে বিরক্তি দমন করে বললেন, "কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এরূপ ক্ষেত্রে অখণ্ডনীয়, মাই ডিয়ার ইয়ং ফ্রেণ্ড্‌। হয় বিধাতার নয় প্রকৃতির নয় অপরাপর মানবের stern necessity আমাদের দুর্ভাগ্যের মূলে। যেমন এক একটা ঝড় বা ভূমিকম্প তেমনি মানব সংসারের এক একটা ট্র্যাজেডী। ঝড়ের পরে যেমন আকাশ নির্মল হয়, বাতাস ঝির ঝির

করে বয়, নব জীবনের উল্লাস অনুভূত হয় তেমনি ট্র্যাজেডীর পরে। A stern necessity works itself out. দুই আর দুই মিলে চার হয়। তারপর আমরা বুঝি যা হয়ে গেছে তা মঙ্গলের জন্যে। ঈডিপাসকে দিয়ে দেবতারা প্রমাণ করলেন যে মানুষ যতই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যের অধিকারী হোক অহংকারে আত্মহারা হোক তার পতনের বীজ তার উত্থানের মধ্যে গুপ্ত আছেই, সে বীজ অঙ্কুরিত হতে বিলম্ব করলেও ক্রমায়িত হয়ে দশদিক আচ্ছন্ন করবেই।"

সুধী তাঁকে স্তব্ধ হতে দেখে ভরসা করে বলল, "বুঝেছি, আপনি যাকে ট্র্যাজেডী বলেন তাকে আমরা বলি কর্ম্মফল।"

সুধী তাঁকে বোঝাল। তিনি বললেন, "আমি আমার অজ্ঞাতসারে যা করছি তাব ফল কি আমাকে ভোগ করতে হবে? তা কি কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের সামিল?"

সুধী বলল, "নিশ্চয। আইন জানিনে বলে বিধাতাব আদালত আমাকে মাফ করবে না সেইজন্যেই ত জ্ঞানার্জ্জন করা আমাদের নিত্যকালীন কর্ত্তব্য।"

ডক্টর মেনে নিতে পারলেন না। বললেন, "তোমাব দেখা ও আমার দেখা দুই স্বতন্ত্র ভূমি থেকে। আমি দেবতাদের স্বর্গ থেকে ঈডিপাস নামক একটি মানব ম্যারিয়নেট্‌কে দেখছি। তাকে দিয়ে একবকম খেলা দেখানো হল। খেলাব থেকে শিক্ষা—Wait to see life's ending ere thou count one mortal blest. সব ট্র্যাজেডীই খেলা এবং প্রত্যেক খেলার পিছনে শিক্ষা উহ্য আছে। তা বলে আমি বলছিনে যে সকলেব জীবনে ট্র্যাজেডী ঘটে। না, ওজিনিষ অত সস্তা নয়, চক্রবর্ত্তী। যাদের জীবন মহৎ উপাদানে তৈরি কেবলমাত্র তারাই ট্র্যাজেডীর নায়ক হয়ে থাকে। ঈডিপাস এই হিসাবে ভাগ্যবান।"

সুধী কী বল্‌তে যাচ্ছিল হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডক্টর চা ঢেলে টেবিলটাকে নোংরা করে রেখেছিলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বার করতে গিয়ে হাতের ঘা লাগিয়ে একটা পেয়ালাকে দিলেন মেজের উপর কাৎ করে। মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট ঘরে ঢুক্‌তেই দেখেন এই ট্র্যাজেডী। তাঁর বিরাট বপু শ্রমক্লান্তিতে ঘন ঘন আকুঞ্চিত প্রসারিত হচ্ছিল। তিনি কথাটি না বলে একগাদা বইয়ের উপর ধপ্ করে বসে পড়লেন। তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। সুধী আলোর স্যুইচটা টিপে দিল। আলোর আকস্মিকতা সইতে না পেরে মিস্ হাত দিয়ে চোখ ঢাকলেন।

৫

"এই যে সুধী, এবেলা এইখানেই খেয়ো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"সে কী করে হবে মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট? আমার মাদাম যে খাবার নিয়ে অপেক্ষা কর্‌তে থাক্‌বে। আর মার্সেল গল্প না শুনে কিছুতেই ঘুমুতে যাবে না।"

"আঃ মার্সেল!"

"ওকে আজকাল ভগবানের গল্প বলি, মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইট। ভগবান কে, কোথায় থাকেন, কী করেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কী সম্বন্ধ, তাঁর জন্যে আমরা কী কর্‌তে পারি। এই সব।"

চমৎকার। তোমার মার্সেলকে দেখতে হবে একবার। তাকে নিয়ে আস্‌তে পার না?"

"উহুঁ। গাড়ীতে চড়লে তার অসুখ করে।"

মিস মেল্‌বোর্ণ-হোয়াইট সামান্য একজন শ্রমিকশ্রেণীর লোকের বাড়ী যাবেন মার্সেলকে দেখ্‌তে, এটা আশা করা অন্যায়। কাজেই সুধী তাঁকে

আমন্ত্রণ করতে পারল না। তিনিও প্রসঙ্গটা চাপা দিলেন। সুধীকে ছেড়ে আর্থারকে নিয়ে পড়লেন।

"তারপর আর্থার, কতক্ষণ বাড়ী এসেছ? চা খাওয়া হয়েছে? ভুলে যাওনি? কই, তোমার পেয়ালা কোথায়? সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ টুকরা-গুলো উঠিয়ে রাখনি? অধ্যাপক হলে কি এমনি ভোলানাথ হতে হয়?" দেখেছ সুধী, আমার সেই পুরানো হলাণ্ডদেশীয় টী-সেট্-এর একটি পেয়ালা। হায় হায়! মিস্ ডব্‌সনকে আমি হাজারবার বারণ করেছি। বিয়ে-পাগলী হয়ে তাঁর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।"

পেয়ালার ভাঙা অংশগুলি একত্র করে ধরে তিনি আস্ত পেয়ালার অনুকরণ করলেন। লোহার শিক দিয়ে ওগুলিকে ফুঁড়ে লোহার তার দিয়ে ওগুলিকে বেঁধে জোড়া যায়। সেজন্যে কালকেই তিনি বণ্ড ষ্ট্রীটের এক দোকানে যাবেন সংকল্প করলেন।

আর্থার প্রথমটা অপদস্থের মত অধোবদনে ছিলেন। কিন্তু সুধীর সামনে এতখানি উচ্ছ্বাস দেখানো এলেনরের পক্ষে অশোভন হয়েছে মনে করে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বোনকে রীতিমত ভয় করে চল্‌তেন। সুধীর সামনে একটা কাণ্ড বাধাতেও তাঁর অপ্রবৃত্তি। সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন।

সুধী ভাব্‌ল এই সুযোগে বিদায় নেওয়া যাক। বলল, "মিস মেলবোর্ন-হোয়াইট্—"

এতবড় একটা গালভরা নামে নাই বা ডাকলে সুধী। বোলো আণ্ট এলেনর। আমি ত কবে থেকে তোমাকে সুধী বলে ডেকে আস্‌ছি। কিন্তু দেখ দেখি আর্থারের পাগ্‌লামি! বিয়ে করে থাক্‌লে বৌটাকে ক্ষেপিয়ে তুলে ছাড়্‌ত। আমি বলে সহ্য করি। অন্য কোনো বোন তাও পারত না। তুমিই বল না কেন, সুধী।"

"কিন্তু আণ্ট এলেনর, বয়ঃকনিষ্ঠের উপস্থিতিতে ওঁকে অমন কথা শোনানো ঠিক হয়নি আপনার। আমাকে বিদায় দিয়ে আপনি যান ওঁকে প্রসন্ন করুন।"

"সে কী! তুমি খেয়ে যাবে না? তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা ছিল। আমি একটা দোকান আবিষ্কার করেছি যেখানে তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়, তোমরা যাকে 'কাডার' বল। কিছু কিনেও এনেছি। কাল পোষাক তৈরি করব বসে।"

অগত্যা সুধীকে প্রস্তাব করতে হল, "আচ্ছা, তবে কাল এসে দেখে যাব।"

পরদিন অণ্ট এলেনর বাগানের দিকের বারান্দায় বসে রঙিন পশমের খদ্দরের উপর কাঁচি চালাচ্ছিলেন, সুধীকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "ভিতর থেকে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বস।··পেয়ালাটা নিয়ে বণ্ড ষ্ট্রীটে যাব ভাব্‌ছিলুম। তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে।···তোমার সেই ঈষ্টার ডিমের কথা মনে আছে? লেডী হেনরিয়েটা ব্লুমফিল্ড তোমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাতে বলেছেন। যদি তোমার কোনো দিন সময় হয় তবে আমার সঙ্গে তাঁর ওখানে গিয়ে দেখা করে আসা মন্দ নয়।··ও কী? আমার জন্যে ফুল এনেছ? কী ফুল? স্নোড্রপ্। বহু ধন্যবাদ!"

সুধী বলল, "একটি বুড়ো ভিখারী পথে পাকড়াও করে এইটি হাতে গুঁজে দিল। ভাবলুম নতুন আণ্টকে উপহার দিয়ে সম্বন্ধটার সম্বর্দ্ধনা করি।"

আণ্ট এলেনর শুধু বল্‌তে থাক্‌লেন, "Too nice of you, too nice of you" উঠে গিয়ে একটি ফুলদানীতে যত্ন করে স্নোড্রপগুচ্ছটি রাখ্‌লেন। বাগান থেকে ভায়োলেট ফুল এনে একটি ছোট্ট তোড়া বেঁধে সুধীর বাটনহোলে পরিয়ে দিতে গিয়ে দেখেন তার বাটনহোল নেই।

"তাই ত সুধী। অতটা লক্ষ করিনি। মিছি মিছি ফুলগুলিকে কষ্ট দিয়ে তুললুম। এখন কী করি! আচ্ছা, নিয়ে তোমার মার্সেলকে দিও।"

"ধন্যবাদ, আণ্ট এলেনর। মার্সেল খুব খুশি হবে।"

আণ্ট এলেনরের কী যে বল্‌বার ছিল বল্‌তে ত্বরা দেখা গেল না। সুধীর একটু কাজ ছিল। কিংস্ ক্রস্ ষ্টেশনে গিয়ে দেশ থেকে আস্‌তে থাকা একটি ছেলেকে অভ্যর্থনা করতে হবে। ছেলেটিকে সুধী চেনে না, যোগানন্দের পরিচয়লিপি থেকে তার নাম জেনেছে এবং তার নিজের টেলিগ্রাম থেকে তার পৌছানোর তারিখ, সময় ও স্থান।

বহুকাল উজ্জয়িনীর সংবাদ না পেয়ে তার উৎকণ্ঠা সঞ্চার হয়েছিল। এদিকে বাদলও নিরুদ্দেশ। কাকামশাই যথেষ্ট বড় চিঠি লেখেন না কেবলমাত্র বাদলের কুশল জিজ্ঞাসা করে ও সুধীর কুশল আশা করে ইতি করেন। নবাগত যুবকটি হয়ত দেশের ও দশের খবর দিতে পারবে। যুবকটির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সুধী ব্যগ্র হয়ে রয়েছিল। আণ্ট এলেনরের সঙ্গে আলাপ জম্‌ছিল না।

আধ ঘণ্টাকাল বাগানের দিকে চেয়ে থেকে সুধী বলল, "দেশ থেকে একটি ছেলের পৌছানোর কথা আছে আজ, আণ্ট এলেনর।"

"বটে? তোমার বন্ধু বুঝি?"

"না, আণ্ট এলেনর। বন্ধু আমার একটিমাত্র। সে আজ মাস খানেক নিরুদ্দেশ।"

"নিরুদ্দেশ! অসম্ভব। স্থির জান নিরুদ্দেশ?"

সুধী চিন্তামৌন থাক্‌ল। চিন্তার কিছুটা দুশ্চিন্তাও বটে। মনটা কেমন করে উঠ্‌ছিল। আণ্ট এলেনর হাতের কাজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বল্‌ছিলেন, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে খবর দিয়েছ? দাও নি?

চল আজই দিয়ে আসি। বিদেশী ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কোথায় যেন একটা সমিতি ছিল। খুঁজে বার কর্তে হবে সেটাকে। আচ্ছা, একটু বস, আমি কোটটা নিয়ে আসি, ছাতাটাও। ইস্, বৃষ্টিটা জোর নাম্‌ল।"

এপ্রিল মাস। এই বৃষ্টি, এই রোদ। উইলিয়াম ওয়াটসন তার বর্ণনা করেছেন,

> April, April,
> Laugh thy girlish laughter
> Then a moment after
> Weep thy girlish tears."

সুধীর সেই কথা মনে পড়্‌ল। অমনি বাদলের চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল। সৌন্দর্যের আকর্ষণ সুধীকে সব ভোলায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে আহার নিদ্রার গণ্ডী লঙ্ঘন করে। তার প্রাণ শীতল হয় হৃদয় স্নিগ্ধ হয় অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও আত্মা পরিপূর্ণ হয়। আবেশ কিম্বা উত্তেজনা, মূর্চ্ছা কিম্বা গদগদভাব তাকে মত্ত কিম্বা মূঢ় করে না। বেগবিহীন বর্ষাধারা সবুজ তৃণের উপর এমনভাবে পড়্‌ছিল যেন ঘুম পাড়ানোর সময় শিশুর মাথার উপর মায়ের হাতের চাপড়। জোরে নয়, পাছে শিশুর ঘুম না আসে। অথচ আস্তেও নয়, পাছে শিশু আদরের অস্বচ্ছলতা অনুভব করে থেকে থেকে চোখ মেলে চায়।

৬

আণ্ট এলেনর তাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু সুধী বলল, "আগে তার ব্যাঙ্কে একখানা চিঠি লিখে দেখি।"

আণ্ট বললেন, "তবে চল কিংস্ ক্রস্।" চায়ের পেয়ালা সারাবার

কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়ে সুধী বলল, "ওকে একদিন এখানে নিয়ে আসব, আন্ট এলেনর। আগে ও কোথাও উঠে বিশ্রাম করুক।"

একসঙ্গে খানিকটে পথ গিয়ে সুধী বিদায় নিল। কিংস্ ক্রস্ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গাড়ী এলে দেখ্‌তে পেল একটি কামরায় চার পাঁচ জন ভারতীয় যুবক। কোন্‌টি বিভূতিভূষণ নাগ—সুধীর মনে প্রশ্ন উঠ্‌ল। সুধী একজনকে একটু নেপথ্যে ডেকে প্রশ্ন করতেই উত্তর পেল, "আমিই বিভূতি। আপনি কি—"

"হাঁ, আমিই। আপনার সঙ্গের জিনিষগুলি কোথায় ?

বিভূতিকে সুধী দে সরকারের ওখানে নিয়ে তুলল। দে সরকার বাসায় ছিল না, তার বাড়ীওয়ালী সুধীকে চিন্‌ত। একটি ঘরে জায়গা করে দিল। সুধী বলল, "এইবার আপনি বিশ্রাম করুন, বিভূতিবাবু, আমি ওবেলা আসব।"

বিভূতির বয়স সুধীর প্রায় সমান। নাদুস নুদুস গড়ন। গায়ের রং মিশ কাল। তার চেহারার বৈশিষ্ট্য তার চোখে ও গোঁফে। ডাগর কালো চোখ, পদ্মপলাশাকৃতি। সূক্ষ্ম কোমল গোঁফ, চিত্রার্পিতের মত। তার চলন শান্ত মন্থর, ভাষা জড়ানো, টান বাঙ্গাল।

বলল, "একটু বসুন। আচ্ছা, বাথ রুমটা কোন দিকে ?"

সুস্থ হয়ে সে যখন ফিরল তখন সুধী বলল, "উঠি তা'হলে ?"

বিভূতি অসহায়ভাবে বলল, "উঠবেন ? ভাবছিলুম, একবার সার নিকোলাস বিটসন বেলের সঙ্গে দেখা করতে যাব, বাবাকে বড় ভালোবাস্‌তেন। পথ হারিয়ে ফেল্‌ব না ?"

সুধী বলল, "সে কি মশাই ? স্নানাহার করে বাকী ঘুমটা ঘুমিয়ে নিন। দে সরকার ফিরুক। আমিও ফিরি। গল্পগুজব চলুক। ইংলণ্ডের জলহাওয়া সহ্য হোক। তারপর সার নিকোলাসের পালা।"

বিভূতি এক তাড়া কাগজ সুধীর সামনে ফেলে দিল। সাহেবদের সুপারিশ পত্র। বিভূতির বাবা শ্যামচরণ বাবুকে দেওয়া।

সুধীর চেয়ারের পেছন থেকে ঝুঁকে পড়ে পিতৃ-গর্ব্বিত পুত্র টিপ্পনি করল "বেলসাহেব বাবাকে কানুনগো থেকে সাবডেপুটি করল। অকালে পেন্সেন না নিয়ে থাকলে এতদিনে ডেপুটি না করে ছাড়ত না, মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। দেখি যদি বেল সাহেবকে ধরে মোবালি সাহেবকে চিঠি লেখাতে পারি।"

একটু পরে দে সরকার ফিরল। কাজেই সুধীর ওঠা হল না। দে সরকার সম্পূর্ণ পরিচিতের মত হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "হাউডু ইউ ডু।" পেশাদার চালিয়াতের হাতের ঝাঁকানি খেয়ে বেচারা বিভূতির অন্তরাত্মা বুঝল দে সরকারের তুলনায় সে একটা গেঁয়ো ভূত। আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।"

অসহায় মানুষ দেখলে দে সরকার তাকে নিয়ে তামাসা করতে ভালোবাসে। জিজ্ঞাসা করল, "ওয়েল্‌, মিষ্টার প্লাগ, ন্যাগিনীটিকে কি এই দেশে সংগ্রহ করবেন, না দেশে রেখে এসেছেন?"

বিভূতি প্রথমটা বুঝতে পারল না। যখন বুঝল তখন লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, "দেখবেন? এই দেখুন। সর্ব্বক্ষণ বুকে করে রেখেছি।" পকেট থেকে একখানি ফোটো বার করে বিভূতি দে সরকারের চোখের সামনে ধরল। একটি অতি রুগ্না কৃশকায়া তরুণী, অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ও বাঙালী মেয়ের পক্ষে যারপরনাই ফরসা। টিকল নাক, পাতলা ঠোঁট, ছুঁচল চিবুক, কাতর চাউনি।

দে সরকার ফস্‌ করে চারটে পকেট থেকে চারখানি ফোটো বার করে টেবিলের উপর চারখানা তাসের মত ফেলে দিল। প্রথমে বিভূতির মুখ থেকে তার মনের ভাব অধ্যয়ন করল। বিভূতি ফ্যাল ফ্যাল করে

তাকিয়ে রইল। দে সরকার বলল, "ইস্কাবনের বিবি, চিড়িতনের বিবি, হরতনের বিবি, রুইতনের বিবি। বলুন দেখি এরা আমার কে হয়?"

বিভূতি সুধীর দিকে চাইল। সুধী মুচ্‌কি হাস্‌ছিল। দে সরকার ফটোগুলো গুটিয়ে যথাস্থানে ন্যস্ত করল। তারপর বলল, "অসময়ে এলেন যে? ইংলণ্ডে যারা পড়তে আসে তারা অক্টোবরের আগে আসে।"

বিভূতির এবার মুখ ফুটল। সে ফস্ করে বলল, "আসছে আগষ্টে আই সি এস্ দেব।"

দে সরকার বলল, "বয়স আছে ত?"

বিভূতি সখেদে বলল, "একবার দেবার বয়স আছে, দু'বার দেবার নেই। কী করি বলুন, শ্বশুর মশাই পাঠাতে চান না, তাঁর ঐ একটি মেয়ে কিনা—"

"বুঝেছি। পাছে বিধবা হয়!"

"ছি। আপনি যা তা বলবেন না। আমার ছেলে দুটি—"

"ইতিমধ্যেই? ভালো করেছেন, মশাই। বেশ করেছেন। বিদেশে এসে স্ত্রীকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু কিছু খেয়েছেন টেয়েছেন? না? দেশী খাবার পছন্দ করেন ত রাঁধতে লেগে যাই।"

বিভূতির মুখভাব থেকে মনে হল তার বিলম্ব সইবে না। অগত্যা দে সরকার তাকে রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে চলল। তাকে এক হাতে ও সুধীকে অন্য হাতে। এ পাড়ার লোক বোহেমিয়ান হোক না হোক বোহেমিয়ানের কদর বোঝে। তিনটি কালো মানুষ দল বেঁধে চলেছে, দুজনের বগলে একজনের দুই হাত ভরা, কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না। একটা ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় তিনজনে টুমাটোর সঙ্গে Spaghettiর ফরমাস দিল।

৭

দে সরকারের কোথায় যেন এন্‌গেজমেণ্ট ছিল। সে সুধীকে ও বিভূতিকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ছুটী নিল।

সুধী বলল, "বিভূতিবাবু, ক্যাপ্‌টেন গুপ্তরা কেমন আছেন?"

বিভূতি বলল, "শুন্‌ছিলুম তিনি বেলুচিস্থান বদলি হয়ে যাচ্ছেন। আগে খুব মিশ্‌তেন। আজকাল কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। তবে বাবাকে বড ভালবাসেন। দেখা কর্‌তে গেলে দোতালায় ডেকে পাঠান। বলেন, খবর কী শ্যামাচরণ, তোমার নাতিরা কেমন আছে? বাবা বলেন, ছেলেটিকে এবার বিলেত পাঠাচ্ছেন তার শ্বশুর। আমার সাধ্য কী, বলুন, যে আপনাদের সঙ্গে পাল্লা দিই। যদি একখানা চিঠি লেখেন আপনার জামাইকে—! গুপ্ত সাহেব বলেন, দুঃখের কথা কেন বল, ভাই। মেয়ে কিম্বা জামাই কেউ আমার খোঁজ নেয় না। King Lear এর মত সবাই আমাকে ছেড়েছে। বাবার চোখে জল এল তাঁর দশা দেখে।"

সুধী উজ্জয়িনীর সংবাদ জান্‌তে চাইল।

বিভূতি বলল, "ওটা একটা পাগলী। ওর বিয়ের আগে প্রায়ই দেখা যেত ধোপাদের একটা ছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে। অবিশ্যি সে ছেলেটাও ভদ্রলোকের ছেলের মত স্মার্ট। ওকে জিজ্ঞাসা করুন, তোর নাম কী রে? ও বল্‌বে, মাই নেম ইজ শ্রীহারাধন রজক। হা হা হা। ব্যাটা একদিন করেছে কী আমার ছোট ভাই কান্তির একটা শার্ট গায়ে দিয়ে টেরি কেটে এসেন্স মেখে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আট কি দশ তার বয়স, তবু চাল দেয় যেন বিলেতফেরতের মত। আমি বললুম, দাঁড়া, আমি বিলেত থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে ফিরি।

ব্যাটাকে Reformatoryতে পাঠাব। হা হা হা। আপনি স্মোক করেন না? ধন্য। আমি, মশাই, ঐ ধোপার ছেলের মুখে সিগরেট দেখে অবধি স্মোক করা ছেড়ে দিয়েছি।"

উজ্জয়িনীর পাটনা প্রয়াণের সংবাদ দিয়ে বিভূতি বলল, "আশ্চর্য্য হবেন মশাই শুনে। হাস্‌তে হাস্‌তে শ্বশুরবাড়ী গেল। আর দেখ্‌তেন যদি গুপ্ত সাহেবের চেহারা! কী বলে—ইসের মত! না, মনে পড়্‌ছে. না কিসের মত।"

হেসে উঠে বিভূতি বক্তব্যের জের টেনে চলল। "আর সেই ছোঁড়াটা, যে বল্‌ত আই য়্যাম এ ওয়াশারম্যান, সার, সেও গেছল ষ্টেশনে। তার যা কান্না! কিন্তু কাঁদবার সময়ও চাল দিতে ছাড়ে না। বলে, ফর্‌গেট মি নট্‌। খুকী বাবা, ফর্‌গেট মি নট্‌।"

সুধী বলল, "সে এখন কী করে?"

বিভূতি বলল, "যার যা স্বভাব। তেমনি টেরি কাটে, সিগ্‌রেট খায়, গাধাগুলোকে পিটাতে পিটাতে মাঠ থেকে বাড়ী নিয়ে যায়। Reformatoryতে না গেলে শোধ্‌রাবে না। ইংরেজী যা শিখেছিল বেবাক ভুল বকছে। মাই নেম ইজ ওয়াশারম্যান, সার। কখনো কখনো বলে, ওয়াশারওম্যান, সার। হা হা হা। কে নাকি তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, ম্যান নয়, ওম্যান। মধ্যে মধ্যে বলে, আই য়্যাম এ ডাঙ্কি—আমার একটি গাধা আছে।"

সুধী এই সরল মানুষটির প্রাণ-খোলা কথাবার্ত্তায় বাধা দিতে কুণ্ঠা বোধ করছিল। কিন্তু যা জান্‌তে চাচ্ছিল তা শুন্‌তে পাচ্ছিল না। উজ্জয়িনী কেমন আছে? খুব ভজন পূজন করছে নাকি? পার্থিব ব্যাপার একান্ত উদাসীন? চিঠির উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করে না? কিন্তু বিভূতি ওদিক দিয়ে যায়ই না। ধোপার ছেলের গল্প শেষ

করে সে তার নিজের ছেলের গল্প সুরু করেছে। "বড়টির বয়স সবে তিন বছর। এরি মধ্যে ইংরেজী বল্‌তে পারে, মশাই! দেখ্‌বেন ও বড় হলে আই সি এস্ হবেই। ছোটটা সয়তান। কথা বল্‌তে পারে না। কিন্তু ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসে, হাতে ছোবল মারে। বড় হলে স্যাণ্ডহার্ষ্টে ঢুকে সৈনিক হবে, দেখ্‌বেন। আমি এসেছি, সমস্ত খোঁজ খবর না নিয়ে ফির্‌ছিনে।"

এমন সময় বিভূতির একটি জাহাজী বন্ধু এসে সুধীকে অব্যাহতি দিল। সুধী বলল, "আজ তবে উঠি, বিভূতিবাবু। আমার ঠিকানা ত জানেন, কখনো দরকার হলে ফোন কর্‌বেন। যে সরকার রইল, কোনো অসুবিধা হবে না। নমস্কার। গুড্ বাই, মিষ্টার—"

"ডোঙ্গরে।" (মারাঠা যুবক।)

উজ্জয়িনীকে সুধী সেই রাত্রেই লিখল। বাদল যে হারিয়ে গেছে সে কথা প্রকাশ কর্‌ল না, কিন্তু মিথ্যা কুশলসংবাদও দিল না। চিঠিতে থাকল শুধু উজ্জয়িনীরই কথা। সে তার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অংশ সুধীকে কেন দেয় না। তার আভ্যন্তরীণ বিকাশ সম্বন্ধে সুধী সশ্রদ্ধ ও সুকৌতূহলী। তার বাবার সঙ্গে তার মতবিরোধ যেন তাকে নির্ম্মম ও রূঢ় করে না, যুক্তি-মাধুর্য্যের দ্বারা উক্ত বিরোধ ভঞ্জন করা বিধেয়। সুধী জান্‌তে পেরেছে তিনি অতি মর্ম্মাহতভাবে দিন যাপন কর্‌ছেন। মত বিরোধ সত্ত্বেও বন্ধুতা সম্ভব তার সাক্ষী সুধী ও বাদল। অল্পবয়স্কদের কাছে মতবিরোধ ঘট্‌লে অধিকবয়স্করা সেটাকে অকৃতজ্ঞতা জ্ঞান করে ভগ্ন-হৃদয় হন। অতএব মত ভিন্ন হলেও তার সঙ্গে বিনয়, ক্ষমা ও শ্রদ্ধা সংযুক্ত কর্‌তে হয়। মতবিরোধ পথবিরোধ উপলব্ধিবিরোধ সত্য। সত্যকে প্রিয় করা আমাদের কর্ত্তব্য। নতুবা চরম অকল্যাণ যে প্রিয়-বিরোধ তাই ঘটে।

৮

ব্যাঙ্কের ঠিকানায় বাদলকে চিঠি লেখবার তিন দিন পরে সুধীর অবর্ত্তমানে সুজেৎ টেলিফোন্ ধর্‌ল। বাদল বলল, "কোনখান থেকে কথা বল্‌ছি জিজ্ঞাসা কোরো না, প্রত্যেক বুধবারে টাইম্‌স্ কাগজের Personal স্তম্ভ খুঁজলে আমার খবর পাবে।"

সুধী বুধবার অবধি উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা কর্‌ল। বাদলের এক লাইন বিজ্ঞাপন। BADAL TO SUDHIDA.—ALL'S WELL."

দেশে চিঠি লেখবার সময় ঐটুকু খবর সুধীর কাজে লাগ্‌ল। বাদল কোথায় আছে সেটা সুধী চেপে গেল। কেমন আছে সেইটে জানাল। বাদল যে কেন তাকে চিঠি লিখে জবাব দিল না এর কারণ অনুধাবন কর্‌তে সুধীর বিলম্ব হল না। পাছে চিঠির পোষ্ট মার্ক থেকে তার ঠিকানা ফাঁস হয়ে যায়। কিন্তু কেন এ সতর্কতা? ছেলেমানুষী—বাদলটা চিরকাল ছেলেমানুষ। সুধীর সঙ্গে এই বয়সে লুকোচুরি খেলতে চায়। সুধীর আপত্তি নেই। কিন্তু দেশের লোক ঐ তামাসার মর্ম্ম বুঝবে না। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন কর্‌বে কোথায় আছে সে। তার সঙ্গে দেখাশুনা হয় কি না। দেখা হলে কী বলে। তার পড়াশুনা কেমন চল্‌ছে ইত্যাদি। মহিম, যোগানন্দ, উজ্জয়িনী তিন জন মানুষ তার দিকে চোখ ফিরিয়ে রয়েছেন, সুধীর চিঠির দূরবীণ দিয়ে তার গতিবিধি নিরীক্ষণ কর্‌ছেন, সুধীর চিঠির যা কিছু মূল্য তা বাদলের খাতিরে। "বাদল ভালো আছে"—কেবলমাত্র এইটুকু শুনে কেউ সন্তুষ্ট হবেন না। মহিমচন্দ্র জানতে চাইবেন কোন কোন সাহেবের সঙ্গে তার আলাপ হল, যোগানন্দ জান্‌তে চাইবেন তার চিন্তার হাওয়া কোন দিকে বইছে, উজ্জয়িনী জান্‌তে

চাইবে সে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে নতুন কিছু বলে কিনা। বাদল তাঁদের সম্বন্ধে যেমন উদাসীন তাঁরাও বাদল সম্বন্ধে তেমনি সপ্রতীক্ষ।

যা হোক বাদল যখন অজ্ঞাতবাস করতে দৃঢ়সংকল্প তখন সুধী তার সহায়তা করতে বন্ধুতার খাতিরে বাধ্য। তার খোঁজ করে তার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করা সুধীর পক্ষে পীড়াকর। সুধী বাদলকে লিখল, "আচ্ছা। কেবল সপ্তাহে সপ্তাহে কুশলবার্ত্তা চাই।" বাদল এর উত্তরে বিজ্ঞাপন দিল, "SUDHIDA, I AM ALRIGHT."

সুধী কিম্বা বাদল কারুর খেয়াল ছিল না যে টাইম্‌সের বিজ্ঞাপন অন্য কারুর চোখে পড়তে পারে। তারা কেমন করে জানবে যে যোগানন্দ ইতিমধ্যে Quettaয় বদলি হয়েছেন ও সেখানকার ক্লাবে টাইম্‌স্ কাগজের দৈনিক সংস্করণ নিয়ে থাকে? কিন্তু সে কথা যথাসময়ে।

বাদলের যাতে ধ্যানভঙ্গ না হয় তাই সুধীর লক্ষ্য। বাদলের আত্মীয়দেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরুৎসুক রাখবার ভার সুধী নিল। লিখল, "বাদল ভালোই আছে। চোখে দেখা না পেলেও লেখায় দেখা পাই।"

এদিকে দে সরকার বিজ্ঞাপনটা পড়ে বিভূতিকে দেখিয়েছে। দুজনেই সুধীকে চেপে ধরল। দে সরকার বলল, "Ariel to Miranda: Take ·· কি হে ব্যাপার কী? খবরের কাগজে ত তারাই বিজ্ঞাপন দেয় জানি যারা ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে কিম্বা যাদের চিঠি পরের হাতে পড়বার সম্ভবনা আছে। যথা অল্পবয়সী আইবুড় মেয়েকে লেখা চিঠি তার মায়ের হাতে।"

বিভূতি বলল, "আই সে চাকরবাটী, হোয়াট্‌স্ দ' ম্যাটার?" এই কদিনে বিভূতি দে সরকারের নকল করতে করতে দারুণ স্মার্ট হয়েছে। ধার করে ম্যানার্স পেয়েছে, ধার করে পেটেণ্ট লেদারের

জুতো থেকে আরম্ভ করে বোলার হ্যাট পর্য্যন্ত কিনেছে। নিজের এক ডজন ফোটোগ্রাফ তুলিয়ে দেশে রপ্তানি করতে যাচ্ছে।

সুধী খুলে বলল না। বলল, "ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে সপ্তাহে একবরে কুশল সংবাদ জানাবে।"

দে সরকার মাথা হেলিয়ে ভঙ্গী বিস্তার করে বলল, "বুঝেছি। পোষ্ট কার্ড লিখলে এক পেনি খরচ হয়, ওটা আমাদের মত গরীব ছাত্রদের জন্যে। টাকা আছে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো চাই ত।"

বিভূতি বলল, "হায়! আমার যদি টাকা থাকত আমি দিনে একবার cable করতুম।"

দে সরকার তার মাথায় চাঁটি মেরে বলল, "বল ও টাকা যদি আমার হত। ও টাকার উপর বাদলের কী অধিকার আছে? কমিউনিজম্ চাই।"

বিভূতি অমনি বলল, "কমিউনিজম্ চাই। গিভ্ মি কমিউনিজম্ অর গিভ্ মি ডেথ্।"

দে সরকার স্বর নামিয়ে বলল, "চুপ চুপ চুপ। ও ঘরে স্পাই আছে। ঐ যে আহ্লাদী মেয়েটা—"

বিভূতি তোৎলাতে তোৎলাতে বসে পড়ল। তার কালো মুখ কালী হয়ে গেল। আহ্লাদীর সঙ্গে যে সে আজ সিনেমায় যাবে ঠিক হয়ে গেছে।

মিস্ মেলবোর্ণ-হোয়াইটও জিজ্ঞাসা করছিলেন, "সুধী, তোমার বন্ধুর খোঁজ পেলে?"

"না আণ্ট এলেনর। সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, ভালো আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কী ভাবছে, কবে দেখা হবে, কেন আত্মগোপন করেছে—কিছু জানায় নি।"

আণ্ট এলেনর কিছুমাত্র সংকোচ না বোধ করে বললেন, "এই ব্যাপারের পিছনে কোনো গার্ল নেই ত?"

সুধী মৃদু হেসে বলল, "না। আমার বন্ধুকে আমি ভালো করেই চিনি।"

বাদলের জীবন কাহিনী, তার সাধনমার্গ, তার অসাধারণ মনীষা ও একাগ্র সংকল্প বক্তা ও শোত্রী উভয়কে প্রীতি দিল। আণ্ট এলেনর আবেগের সঙ্গে বল্‌লেন, "আমি যদি তোমাদের দুজনের মা হয়ে থাক্‌তুম।" তাঁর বাগ্‌দানের আংটি এক মুহূর্ত্তের জন্যে ঝকমক করে উঠ্‌ল।

বাদলের গল্প শেষ করে সুধী পাড়ল উজ্জয়িনীর গল্প। সে উজ্জয়িনীকে চাক্ষুষ না চিন্‌লেও আন্তরিক চিন্‌ত। প্রতিদিন উজ্জয়িনীর কথা চিন্তা করতে করতে তার চিঠিপত্রের কাঠামোকে ঘিরে সুধী নির্ম্মাণ করেছিল একটি সজীব প্রতিমূর্ত্তি। লোকে যার যে পরিচয় পেয়েছে সেই তার একমাত্র পরিচয় না হলেও সেও তার সত্য পরিচয়। তাতে যদি কিছু বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটুকু সুধীর নিজের স্বভাব কিম্বা বয়স থেকে লব্ধ। সাক্ষাৎকার সেই বাহুল্যের প্রতিষেধক কিম্বা প্রতিকার নয়।

উজ্জয়িনীর সমস্যা আণ্ট এলেনরকে বিচলিত করল। তিনি অনেকক্ষণ নীরব থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "Men must work and women must weep."

৯

মে মাস এল। মে মাসের মায়ামন্ত্র সুধীকে সব ভোলাল। আকাশ মেঘবর্জ্জিত অনাবৃত গাঢ় নীল। দৃষ্টি সেই গভীর সরোবরে ডুব দিয়ে তলিয়ে গিয়ে আরাম পায়, সাঁতার দিয়ে কূল পায় না, স্নান করে উঠে যাই দেখে তাই সুন্দর। ঘাসের সবুজ মখমলকে পটভূমি করে ফুলের আলপনা আঁকা। মরি মরি কত নক্সা, কত রং, কত আকার কত

প্রকার। টুলিপ ডাফোডিল প্রিমরোজ ব্লুবেল হায়াসিন্থ স্থইট পী স্ন্যাপড্রাগন ড্যাণ্ডিলায়ন মারগেরিট ডেসি—একশো নাম, হাজার নাম, একশো রূপ, হাজার রূপ। কেউ আপনা হতেই গজায়, কারুর আবাদ করতে হয়। কিন্তু সকলেই অমূল্য, প্রত্যেকেই বিশিষ্ট। সুধী বিস্মিত হয়ে ভাবে, আকাশের ধামধনু, কি টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে মিহি গুঁড়া হয়ে বাতাসে উড়ে এসে মাটীতে ছড়িয়ে গেল? প্রতিদিন সূর্য্যের সাতরঙা আলো বৃষ্টির জলের মত মৃত্তিকা ভেদ করে পাতালে হারিয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে উৎসের মত উত্থিত হয়ে ভূমিপটে চারিয়ে গেল। আলোর রং ভেঙে ও জুড়ে ফুলের রং; আলোর রূপের আদল আলোর ছেলে ফুলের মুখে, ফুলের স্বভাবে আলোর মৌন চঞ্চল স্বভাব।

গরম বোধ হয়, নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে বলে ইদানীং সুধী টিউবে চড়া ছেড়ে দিয়েছে। সময় যত লাগে লাগুক বাস্‌-এর মাথায় বসে দু ধারের দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে আসা যাওয়া করে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তন্ময় হয়ে যায়, দীর্ঘকাল ধ্যানমগ্ন থাকে। নানা দিগ্‌দেশাগত পাখীর সাময়িক নীড় নির্ম্মাণের ব্যস্ততা তাকে আমোদ দেয়। তাদের একো জনের একো রকম রঙ্গ তাকে মুগ্ধ করে। তাদের বিচিত্র কণ্ঠস্বর শুনে সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, একটি অদৃশ্য অর্গ্যানের সুর কি এগুলি, কার আঙুলের স্পর্শ এদের খেলিয়ে বেড়াচ্ছে, সন্ধ্যার আগে থামতে দেবে না? নাইটিঙ্গেলের গান শোন্‌বার জন্যে সুধী লণ্ডন ছেড়ে দিন কয়েকের জন্যে পাড়াগাঁয়ে যাবে স্থির করেছে। ওরা নিস্তব্ধ রাত্রি ও নির্জ্জনে পল্লী না হলে গান করে না। লার্কের ও থ্‌রাসের গান শুনবে বলে সুধী ভোরে ওঠে। হ্যামষ্টেড হীথ কিম্বা কেনউড-এ গেলে তার মনে হয় পাখীদের দেশে এসে পৌঁছেছে। মানুষের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর নেই তাদের, তারা গলা ছেড়ে তান ধরেছে, লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, কখনো

ঘাসের উপর পায়চারি করছে, কখনো গাছের আগডালে দুই পা জোড়া অবস্থায় চুপটি করে বসে নীচের দিকে তাকাচ্ছে আর মাথা নাড়ছে। সুধী যতক্ষণ তাদের সঙ্গ পাচ্ছে ততক্ষণ যেন কী একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করল কিম্বা নূতন রাজ্যে পদার্পণ করল এইরূপ বোধ করে উৎফুল্ল হয়।

শাখায় শাখায় অগুন্তি মুকুল, চেরীর শাখায় পেয়ারের শাখায় মে-গাছের শাখায়। শীতের দিনের শাদা বরফের কুচি যেন গলে যাবার সুযোগ পায় নি, দানা বেঁধে বোঁটায় বোঁটায় আটকে রয়েছে। ওক পাইন ফার বীচ বার্চ ইত্যাদি বনস্পতির সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সুধী যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। মানুষের চেয়ে এদের আয়ু, এদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ, এদের প্রাণ ও এদের ধৈর্য্য কত বেশী। আহারের জন্যে ছুটাছুটি করে চোখে আঁধার দেখাটা কিছু নয়, পরকে মেরে নিজের পথ্য করা ত বর্ব্বরতা। দুশ্চিন্তায় বিমর্ষ, উদ্বেগে আন্দোলিত, সুখে শফরীর মত ফরফরায়িত, অধিকাংশ মানুষের জীবন ত এই! এ সমস্ত বনস্পতি তাদের তুলনায় সব দিক দিয়ে বৃহৎ।

মে মাস এল। সুধী তার পড়াশুনা কমিয়ে দিল। এমন দিনে ঘরে বদ্ধ থাকা মূর্খতা। সুধী মিউজিয়ম থেকে সকাল সকাল ফেরে, সকাল সকাল খেয়ে মর্সেলকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে বেরয়। তার বাসার অনতিদূরে মস্ত খোলা মাঠ। মাঠ বেয়ে দুজনে অনেক দূর হাঁটে। যেদিন সুধী একলা বেরয় সেদিন হাঁটতে হাঁটতে গোল্ডার্স গ্রীনের উত্তরাংশ ছাড়িয়ে হাইগেট অবধি চলে যায়। ফেরবার সময় বাস্-এ করে হ্যাম্পষ্টেড হীথ চিরে স্পানিয়ার্ডস্ রোড বেয়ে গোল্ডার্স গ্রীন ষ্টেশনে বাস বদল করে বাসায় ফিরে আসে। এক একটি সম্পূর্ণ সন্ধ্যা যাপন করে তার যে আনন্দ ও যে মুক্তি তাকে বাদল কিম্বা উজ্জয়িনীর হাতে

চিঠির পাতায় পৌঁছে দিতে পারলে তাকে দ্বিগুণ উপভোগ করৃত, কিন্তু একজন নিরুদ্দেশ, অপরজন নীরব। হাতের কাছে মার্সেল। ভাবনার ভাগ তাকে দেওয়া চলে না, সেদিক থেকে তার বয়স অল্প, কিন্তু সূর্য্যাস্ত-কালীন আভা যখন ঘন সবুজ ঘাসের উপর শেষবার তুলি বুলিয়ে যায় তখন সুধীর চিত্তে যে ভাব জাগে মার্সেলকে সহজেই সেই ভাবের ভাগী করা যায়। উদার উন্মুক্ত আকাশের নিঃসীম নীলিমা উভয়ের দৃষ্টিকে হাতছানি দেয়; উভয়ের বাহু হঠাৎ ডানা হয়ে ওঠ্‌বার তাড়না অনুভব করে, উড়ে যাবার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ও সেই প্রয়াসের নিশ্চিত নিষ্ফলতা উভয়েরই অন্তরকে অবমর্দ্দিত করৃতে থাকে। মার্সেল মুখ ফুটে বলে, "দাদা, ঐ দেখ, ওরা কেমন উড়ে যাচ্ছে।" সুধী বলে, "তোর বুঝি উড়তে ইচ্ছা করৃছে রে মার্সেল?" মার্সেল উত্তর দেয়না, সোয়ালো বলাকার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

বৃষ্টি কদাচ হয়। ইংলণ্ডের বৃষ্টির যা স্বভাব, হুড়মুড় করে হাজির হয় বিনা খবরেই। মাঠের মধ্যখানে বৃষ্টি নামে। সুধী ও মার্সেল দৌড়াদৌড়ি করে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে গাছতলায় আশ্রয় নেয়। একদিন এক পথিক মোটরকারে দয়া করে তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল। তবু তাদের শিক্ষা হয় না, তারা ছাতা না নিয়ে বেরয়। যখন বেরয় তখন তাদের কি কোনো খেয়াল থাকে? শুন্‌তে পেয়েছে কুকু-পাখীর ডাক। মার্সেল বায়না ধরেছে, "দাদা, চল আমরা কুকু দেখ্‌তে যাই।" সুধী বলে, "আচ্ছা। আগে তোর খাওয়া শেষ হোক্।" মার্সেলকে একবার নিয়ে চল্‌লে ফিরিয়ে আনা শক্ত। সে কুকু দেখ্‌তে গিয়ে হয়ত দেখ্‌ল কাদের কুকুর কিম্বা দেখ্‌ল তার চেয়ে বয়সে কিছু বড় কতকগুলি ছেলে একটা খালের মধ্যে নেমে বাঁধ দেবার উদ্যোগ করৃছে, অমনি তার চোখ আট্‌কে গেল, চোখের ব্রেক কষা হলে পায়ের গতিরোধ।

মে-মাসের মায়াজালে বাঁধা পড়ে আণ্ট এলেনর ও ডক্টর মেল্‌বোর্ন-হোয়াইটুকেও সুধী ভুল্‌ল। তা বলে তাঁরা তাঁকে ভুল্‌লেন না। কিন্তু তাকে ক্রমাগত অন্যমনস্ক লক্ষ করে ঘন ঘন স্মরণ কর্‌লেন না। আর্থারকে এলেনর বলেছিলেন, "ওর বন্ধুটি নিরুদ্দেশ হওয়া অবধি ওর মনটা খারাপ হয়ে গেছে।" এলেনরকে আর্থার বলেছিলেন, "তা হলে ওকে ওর দুঃখ ভোলবার নিরিবিলি দাও।" সুধীর কাছে ওঁরা কোনোদিন বাদলের কথা পাড়েন না। ওকে পরিচিত করে দেবার জন্যে পার্টিতে নিয়ে যাওয়া কিম্বা পার্টি দেওয়া আণ্ট এলেনর থামিয়ে দিলেন। তবে প্রতি রবিবারে তাকে চায়ে ডাকেন। তখন তাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্যে তাঁর মন উস্‌খুস্ করে, কিন্তু জিভ জড়িয়ে যায়। তিনি আশা করেন হয়ত সুধী নিজেই কথাটা পাড়বে। কিন্তু সুধী সম্প্রতি নক্ষত্র বীক্ষণে বিভোর আছে। সন্ধ্যা হলে কোন তারা কোন দিকে উঠ্‌বে সেই তার আপবাহ্নিক ধ্যান। ইংলণ্ডের নৈশ আকাশ এতকাল প্রায়ই মেঘগুণ্ঠিত থাকত। সেই রহস্যময়ী আবরণ উন্মোচন করেছে। তার চোখের তারার সঙ্গে নিজের চোখের তারা মিলিয়ে সুধী কী যে বিস্ময় বোধ করছে, চিরন্তনকে নূতন করে চিন্‌তে পার্‌বার বিস্ময়। দেশ পরের হতে পারে, কিন্তু আকাশ ত সেই আকাশ। সুধীর আশৈশবের তারকা-চিহ্নিত নভোমণ্ডল। সে যখন পুরাতন নক্ষত্রবন্ধুদের পরিচয় নিতে নিতে আনন্দে আপ্লুত হয় তখন তার মনে থাকে না যে সে ইংলণ্ডের মাটীতে বসে আছে।

নক্ষত্র বন্ধুরা তাকে মনে করিয়ে দেয়, সে গণনাকল্পনাতীত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী, ভারতবর্ষ তার ঘর, পৃথিবী তার পাড়া। মন তার কাল-পারাবারের পার পায় না, এক একটি নক্ষত্রের আয়ু যদি অমেয় হয়, যদি এক একটি রশ্মির ইতিহাস মানবজাতির ইতিহাসকে লজ্জা দেয়, তবে

আমাদের যাহা জীবন তাঁহা মৃত্যু, বাহান্ন আর তিপ্পান্ন। এই জীবন নিয়ে এত ভাবনা! সুধী মাঠের হাওয়া প্রাণ ভরে সেবন করে, ঘ্রাণভরে শোষণ করে। আকাশের আলো অন্ধকার দুই চক্ষু ভরে লুট করে নেয়। সে আছে বিশ্বের মধ্যে, বিশ্ব আসুক তার মধ্যে, বিশ্ব হোক তার অধিবাসী। চিরন্তনকে সে স্বীকার করলে চিরন্তন করবে তাকে স্বীকার।

এতদিন রাত্রের মেঘাস্তরণ প্রায়ই সুধীর দৃষ্টিকে ঠুলি পরিয়ে রাখত। দিনের ধূমগুণ্ঠিত মুখ দেখতে পারত না বলে সুধী গ্রন্থ খুলে মনোজগতের রূপ দেখত। মে মাস এসেছে, তাপহীন রৌদ্র দীর্ঘদিনব্যাপী, বায়ু পুষ্পগন্ধমধুর বিহঙ্গগীতিমন্থর, রাত্রি শান্ত গম্ভীর দূরাতিদূর। সুধী আজকাল বাগানের দোলনায় ঘুমায়, দুটো গাছের শাখায় দোলনা খাটিয়ে।

১০

দেশ থেকে যেদিন চিঠি আসে, অর্থাৎ শনিবারের রাত্রে, সুধী পিয়নের পদশব্দ গোণে। আশ্চর্য্যের বিষয় কয়েক সপ্তাহ থেকে বাদলের বাবার চিঠি বন্ধ। বাদলের শ্বশুরের চিঠি ত মার্চের পরে আসেনি, যদিও সুধী প্রত্যেক বার ভেবেছে এইবার আসবে। চিঠি আসুক বা না আসুক চিঠির জবাব দিতে সুধীর কসুর হয় নি, কিন্তু এই বার হল। বাদলের খবর তাঁরা জানতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এতদিনে বোধ করি বাদলের বিদায়স্মৃতি তাঁদের মনে ম্লান হয়ে এসেছে কিম্বা ম্লান হয়েছে বহুদিন, শুধু অভ্যাসের জের চল্‌ছিল। সুধীর দিক থেকেও ওটা ছিল কতক কর্ত্তব্যবোধ কতক অভ্যাস। এক সপ্তাহ কাজে ফাঁকি দিয়ে সুধী দেখল এই ভালো। চিঠি পেলে চিঠির উত্তর লিখ্‌ব। ওঁরা যে আমার চিঠির প্রত্যাশা করছেন তার প্রমাণ ত আগে পাই।

দিন কয়েক বাদে স্থধীর নামে এল এক cable, যোগানন্দ পাঠিয়েছেন কোয়েটা থেকে। "Where is Badal ? Why Times advertisement ?"

স্থধী এর কী জবাব দেবে চিন্তা করে স্থির করতে পারল না। অথচ টেলিগ্রামের উত্তর টেলিগ্রামে না দিলে যোগানন্দের প্রতীক্ষা পীড়াবহ হবে। বাদলাটা যে মানুষকে এমন বিপদে ফেলবে কে জানত! স্থধী বাদলের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাদের ঠিকানা জানত সবাইকে ফোন করল, বাড়ীতে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করল। মিসেস্ উইলস্ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্থধীকে প্রার্থনা করলেন বাদলের সংবাদ পেলে জানাতে। কলিন্স বলল, "ওর জন্যে একখানা নতুন বই আনিয়ে রেখেছি, ও এসে নিয়ে যায় না কেন তাই দিন কয়েক থেকে ভাবছি।" মিথিলেশকুমারী বললেন, "কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটেনি ত?"

অগত্যা স্থধী যোগানন্দের টেলিগ্রামখানা একখানা খামে ভর্ত্তি করে বাদলের ব্যাঙ্কের ঠিকানায় রওনা করে দিল। এবং যোগানন্দকেও তার করল, "Badal's private address unknown. Making enquiries."

ওর চেয়ে ভালো কিছু বলা যায় না। যাই বলুক সন্দেহ তাঁর মনে জন্মাবেই। সন্দেহ জন্মাক ক্ষতি নাই, আশঙ্কা দূর হলে হলো। অ্যাণ্ট এলেনরের মতো যোগানন্দও বোধ হয় ভাববেন নারী ঘটিত কোন রহস্য আছে। বিদেশে ছেলেপাঠিয়ে কোন্ গুরুজন ও-বিষয়ে নিঃসংশয়? কিন্তু এমন আশঙ্কা মনে স্থান দেবেন না যে বাদল অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে।

যোগানন্দ টাইমস্ পড়ে চুপ করে বসে থাকেন নি, নিশ্চয় মহিমচন্দ্রকে তার করেছেন কিম্বা চিঠি লিখেছেন। উজ্জয়িনী এ ব্যাপার জানতে পেরেছে। স্থধীর চিঠির সঙ্গে টাইম্সের বিজ্ঞাপন মিলিয়ে পড়লে তাঁরা

চিঠিকে অবিশ্বাস করবেন ও বিজ্ঞাপনের নানা অর্থ করবেন। দিন দুই তিনি পরে তাঁদের cable উপস্থিত হবে। ততদিনে যদি বাদল যোগানন্দের প্রশ্নের উত্তর দেয় তবে সুধী রক্ষা পায়, নতুবা কৈফিয়ৎ দিতে হবে সুধীকেই।

বাদল যে লণ্ডনেই আছে এ সম্বন্ধে সুধীর সন্দেহ ছিল না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কদিন লুকোচুরি খেলতে পারবে? দেখা না করে, কথা না বলে, তর্কে না জিতে ঘরে খিল দিয়ে রইবে? পাগলা, কী একটা খেয়াল চেপেছে মাথায়, তার দুর্ভোগ গিয়ে পৌঁছাচ্ছে বেলুচিস্থানে ও বিহারে। একজন মানুষ ইচ্ছা করলে কজন মানুষকে কষ্ট দিতে পারে এই বুঝি বাদল পরীক্ষা করেছে?

বাদল বিজ্ঞাপন দিল, "BADAL TO CAPTAIN GUPTA, —CONCENTRATING ON GREAT THOUGHTS IN SECRET RETREAT"

সুধী বাদলকে মনে মনে বলল, "সারাজীবন ত নিভৃত চিন্তা করে আসছিস্, কেই বা তোকে বিক্ষিপ্ত করেছে! বাড়ীতে তোর পড়ার ঘর গিরিগুহার মত বিজন ছিল। এদেশে এসে প্রথমটা হৈ হৈ করে বেড়ালি, এখন প্রতিক্রিয়াবশত কোন্ গৃহকক্ষে বসে আগুন পোহাচ্ছিস, এই মে মাসে!"

বাদলকে সুধী চিনত। ওর যা জেদ তা শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখবে। ওর যা খেয়াল তা আপনা থেকে না ছুটলে পরের পরামর্শে ফুলতে থাকবে —বাঁধ দিলে পাগলাঝোরার জলের মত। দিন পনের পরে হয়ত টেলিফোন ঝন্ ঝন্ করে উঠবে কিম্বা দরজার বেল ক্রিং ক্রিং ধ্বনি করবে, বাদল ঘরে ঢুকে পায়চারি করতে করতে পরিক্রমা করতে করতে বলবে, "কী বলছিলুম? সুধীদা, কী বলছিলুম?"

সেই বাদল! দুমাস তার সঙ্গে দেখা হয়নি। এক শহরে থেকেও তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলাব সুযোগ নেই, চিঠি লিখ্লে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় দু লাইন। দুঃখের কথা কাকে জানাবে। সুধী স্বভাবত চাপা। মনের দুঃখ মনে চাপ্ল। আকাশের দিকে চেয়ে ভুলে গেল। দিনের পব দিন বর্ষণ বিলীন, নীলোজ্জ্বল, দিগন্তপ্রসারী। দৃষ্টি যত গভীরে নাম্তে পারে তত গভীর। সুধী কখনো আশা করতে পারে নি, ভাবতে পারে নি, এমন আশ্চর্য্য ঋতুপরিবর্ত্তন ঘট্‌বে! ঋতু আসে আর যায় কিন্তু টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিব বিবাম হয় না। এই ত লোকে বল্‌ত ও সুধী জান্‌ত।

দিনগুলি এত রঙিন এত সুগন্ধি এত উজ্জ্বল এত পূর্ণ। সুধী অন্ধকাল ভুলে যায। কয়েকবাব অপদস্থ হবাব পর মাদামকে বলল, "আমাব জন্যে কিছু তৈবি রেখো না, আমি যখন ফিবব তখন নিজে তৈরি কবে নেব।" রুটি মাখনেব স্যাণ্ডউইচ নিয়ে কোন কোন দিন বেবয, যতক্ষণ ও যতদূব পাবে হাঁটে, মাঠে কিম্বা হ্রদ বা নদীর ধারে শরীবকে বিশ্রাম ও চক্ষুকে স্বাধীনতা দেয়, তার পবে বাস কিম্বা ট্রেন ধরে বাসায ফেরে। মার্সেলেব কাছে গল্প করে, "আজ এতটুকুন একটি পাখী দেখে এসেছি, মার্সেল। ওকে বুঝি Tit বলে।" মার্সেল ঠোঁট ফুলিযে চুপ কবে থাকে। সুধী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি বলে তার অভিমান হয়েছে। সুজেৎ তাব গালে ঠোনা মেরে মানভঞ্জনেব চেষ্টা কবে। মার্সেল জানোয়াবের মত দাঁত খিঁচিয়ে নখ দিয়ে সুজেতের জামা ছিঁড়ে দেয়, তবু কথাটি বলে না। তখন সুধী দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবাবণ কবে। আণ্ট এলেনর খবর পেলে তাকে নোবেল পীস্ প্রাইজ পাইয়ে দিতেন। কিন্তু মাদাম তার অদ্ভুত ইংরেজীতে বলে, "থ্যাঙ্ক ইউ মিস্‌তাব সাক্রাবার্ত্তী।"

১১

ঠিকানা লেখার ভুলে চিঠিখানা লণ্ডনের দুতিনটে পাড়া ঘুরে এসেছে। বুধবারে সুধীর হস্তগত হল। সুধী না খুলেই চিন্‌তে পারল উজ্জয়িনীর চিঠি। কী লিখেছে বেচারি উজ্জয়িনী?

লিখেছে—

"সুধীদাদা,

আপনাকে কত কাল লিখিনি। লিখে কী ফল হত বলুন। আপনারা ত কিছুতেই আমাকে বুঝবেন না। আমার প্রাণ কী যে চায় আমি নিজেই বা তার কতটুকু বুঝি। তবু এক কথায় বলি আমি আমার অবস্থাকে লঙ্ঘন করে অতীতকে অতিক্রম করে দেহমনকে পিছনে ফেলে কোথাও এক জায়গায় পালিয়ে যেতে চাই, নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চাই। ভগবানের সঙ্গে মিশে যাব, তাঁর মধ্যে হারিয়ে যাব, আমার সত্তা থাক্‌বে না। আমার চিহ্ন থাক্‌বে না।

পাগলের প্রলাপ। না?"

এই পর্য্যন্ত পড়ে সুধীর চোখে জল আসে আর কী। দুই বিভিন্ন স্থানে দুটি বিভিন্ন মানুষ, মাঝে সাত হাজার মাইল ব্যবধান—বাদল ও উজ্জয়িনী একই সময়ে একই কথাই ভাবছিল। ওরা সত্যিকারের স্বামী স্ত্রী। দুজনেই চেয়েছিল নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে—বাদল ত গেলই, এখন উজ্জয়িনী কী করে দেখা যাক।

"পাগলের প্রলাপ। না?" আমারও তাই মনে হয়। কাজেই আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা মৌলিক নয়। কিন্তু পাগল মাত্রেই অশ্রদ্ধেয় নয়। এবং চেষ্টা করলে পাগলের প্রলাপেরও অর্থ-বোধ হয়। তারপর পাগলামির দ্বারা এমন অনেক কাজ হাসিল করা যায় ভদ্রতার

দ্বারা যা অসাধ্য। এই ধরুন মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের বিদায়। মিসেস্ স্যামুয়েল্‌সের পরিচয় দিই। মায়ের বন্ধু, মিশনারী, বিধবা। আমাকে সামাজিকতা শিক্ষা দিতে মায়ের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। ভালো মানুষ, আমার প্রতি তাঁর স্নেহ একটা ভাণ নয়। কিন্তু আমার সাধনার বৈরীকে আমি প্রশ্রয় দেব কেন? যা আমার ভালো লাগে না তা আমার ভালোই লাগে না। এই চূড়ান্ত। আমি তর্ক না করে এই কথাটা প্রলাপের মত করে বুঝিয়ে দিলুম। মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ বুদ্ধিমতী। আমার সংসারে আমি মালিক, আমার মা নন্। তবে যদি তিনি আমার শাশুড়ীর শূন্যস্থান পূর্ণ করতেন তবে সে হত ভয়ানক ভাবনার কথা। আমার শ্বশুর আকারে ইঙ্গিতে অমন প্রস্তাব করেন নি তা নয়। কিন্তু মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ একদিন আমাকে স্পষ্টই বল্‌ছিলেন, 'বর্ণভেদ বিধাতার হাতে, ভিন্নবর্ণাকে আমি অনাদর করিনে। কিন্তু ধর্ম্মভেদ? মানুষের কেবল একটিমাত্র ত্রাণকর্ত্তা, সুতরাং একটি ধর্ম্ম। God so loved the world that He gave His only Son…'

মিসেস্ স্যামুয়েল্‌স্ যেমন অকস্মাৎ এসেছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলে গেলেন। আমার জীবনে তাঁর কী প্রয়োজন ছিল ভাবছি। বোধ করি আমাকে পরীক্ষা করতে ভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। মাঝখান থেকে আমার শ্বশুরের হৃদয়ে আঘাত রেখে গেলেন। প্রথমটা তিনি এখনি বিলেত যাবেন বলে ক্ষেপেছিলেন। (সেখানে বিয়ে করা কি এতই সোজা?) ছুটি পাওয়া গেল না। এই সময়টাতে সাহেবরা ফার্লো নেয়, বাঙালীকে ছ মাসের জন্য মোটা মোটা গদিগুলো ছেড়ে দেয়। কাজেই শ্বশুর মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট হবার আশ্বাস পেয়ে শীতকালের আশায় দিনপাত করছেন।

আমরা হয়ত পুরী কিম্বা পূর্ণিয়া যাচ্ছি। পাটনা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না। কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।"

সুধী বুঝল কার স্মৃতি! বেচারি উজ্জয়িনী—বাদলের উর্ম্মিলা! সুধী পড়তে লাগল।

"ইতিমধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়েছে। তার নাম করুণা। করুণাকে দেখে সত্যিই করুণা হয়। শুধু তার উপর করুণা হয় তাই নয়, নিজের উপর করুণা হওয়া কমে। তার স্বামী থাকেন সমস্ত দিন আপিসে, বাড়ী ফিরেই পাড়ায় হাজিরা দিতে যান অর্দ্ধেক রাত্রি অবধি তাস খেলা চাই। আবার ভোরে উঠে বেরিয়ে যান বড় দেখে মাছ কিন্‌তে, ওটি না হলে তাঁর চলে না। স্ত্রীকে ভালোবাসে না এমন নয়। কিন্তু ভালোবাসায় কোথাও এতটুকু রং নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয়ত চব্বিশটি কথা বলেন না স্ত্রীকে; বলার দরকার বোধ করেন না। রাগ করেন না, হাসেন না, অভিমান করেন না, খুবই ভদ্র। কী যে স্ত্রীর অপরাধ তা ত আমরা অর্থাৎ বীণা আর আমি অনুমান করতে পারলুম না। ভদ্রলোকের নামে কোনো অপবাদ শোনা যায় না। চিরকাল পিতৃমাতৃভক্ত। লেখাপড়ায় ভালো। মা বাবা যেখানে পাত্রী স্থির করলেন সেই খানেই বিবাহ করলেন। আপত্তির আভাস পর্য্যন্ত দিলেন না। মেয়েটি সুশ্রী, সরল, সৎ। শাশুড়ীর নির্দ্দেশ অনুসারে সমস্তক্ষণ খাটে। দেওরদের আবদার অত্যাচার বিনা বাক্যে সয়। একটি ছেলে হয়ে'ছ, সেটির যত্ন নিতে জানে না, কোনো দিন শিক্ষা পায় নি, সেজন্যে দেওরদের কাছে বকুনি খায়। ছেলে যেন ওদেরই, তার নয়। স্বামীর কাছে নালিশ করে না, করলে কোনো প্রতিকার হত না। শ্বশুর তার পক্ষ নিয়ে দুটো শক্ত কথা বলেন, তাইতেই সে খুশি।

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার একটা নতুন দিক আমার চখে পড়েছে। আমরা মেয়েরা স্বভাবত কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে যিনি আমাদের মনোনয়ন

করে ঘরে আনেন। স্বামীর চাইতে শ্বশুরকেই আমরা আপনার বলে জানি। তাই স্বামীবিয়োগে পুনর্ব্বার বিবাহ করিনে। স্বামীর স্নেহ না পেলে শ্বশুরের স্নেহ পেয়ে দুঃখ ভুলি। করুণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই শিক্ষা লাভ করলুম।”

সুধী বুঝল উজ্জয়িনী নিজের দুঃখ ভোলবার এই উপায়টা খুঁজে ব্যর্থ হয়েছে, শ্বশুরের স্নেহ পায়নি বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চায়। কিন্তু উজ্জয়িনী তা স্বীকার করেনি। সে বলে—

“এই মিথ্যা সংসার আমাকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে না। এর ছলনা আমি ভেদ করেছি। এর মধ্যে কাণা কড়ির সত্য নেই, শান্তি নেই। সংসারের নিয়ম কানুন মেনে ঘোরতর সংসারী হয়ে যারা ধন মান. পদমর্য্যাদায় বড হয়েছে তারা মূর্খ। যারা সংসারের প্রশংসা কুড়িয়ে বাহবা পেয়ে ভালো মানুষ হয়েছে তারা মূঢ়। আমি উল্কার মত ছুটে বেরিয়ে পুড়ে জুড়িয়ে নিবে হারিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। সংসারের বাইরে আমার জীবন কাটি। না জানি কোন্ নক্ষত্রে আমার বাসা। তাই ত আমি রাত জেগে তারার দিকে চেয়ে থাকি। আমার ঘরের জানালা দিয়ে অনেকখানি আকাশ ঘরে আসে। জানালা খোলা রেখে মেজেতে গড়িয়ে পড়ি।”

ভাগবত উপলব্ধির কথা উজ্জয়িনী উত্থাপন করেনি। বোধ হয় সুধী পছন্দ করবে না অনুমান করে। বীণার কথাও বিশেষ উল্লেখ করেনি। বোধ হয় সুধী বীণার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলবে ভেবে। বাদলের কথাও জানতে চায়নি। বোধ হয় না চাওয়াটাই সুধীর মনে লেগে ফলপ্রদ হবে জেনে। শেষে লিখছে—

“আপনাকে কত কথা জানিয়ে ফেললুম, ফেলে অনুতপ্ত হচ্ছি। কিন্তু আপনাকে আমার স্বতঃ বিশ্বাস হয়। আমার বড় ভাই নেই। বড়

ভাই কেন কোনো ভাই নেই। আপনাকে ভাই ভেবে আমার খানিকটে ভার নামে।”

১২

বাৎসল্যে সুধীর অন্তঃকরণ আপ্লুত হয়। আহা, ছোট বোনটি। বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, স্বামীর প্রেম পায়নি, শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। কী যে তাকে নিয়ে করা যায়। দূর থেকে উপদেশ দেওয়া সোজা, এর মত হও, ওর মত হও বলতে পারা সুলভ, কিন্তু তার অবস্থায় পড়লে নিজে কী করতুম সেইটে বিবেচনা করতে হয়। উজ্জয়িনীর বয়স সতের আঠার, ও বয়সে ক'জন পুরুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে, যেখানে ইচ্ছা ভাগ্য পরীক্ষা করে বেড়িয়েছে? ইউরোপেও ঐ বয়সের তরুণী মেয়েকে নিরাপদে ও সসম্মানে স্বাবলম্বী হতে সচরাচর দেখা যায় না। সুজেতের মত যারা দোকানে কাজ করে তাদের উপার্জ্জন এত স্বল্প যে পৈত্রিক বাড়ী বা বাসা না থাকলে তারা পথে বসত।

যে নারী ভাগ্যদোষে স্বামী ও শ্বশুরের স্নেহ হারিয়েছে সে নারী পিতামাতার আশ্রয় গ্রহণ করে। যার সে আশ্রয়ও নেই আমাদের সমাজ তার কোনো ভদ্র আশ্রয় রাখেনি। বয়স একটু বেশী হলে সে রাঁধুনিবৃত্তি করে দাসীবৃত্তি করে কোনো ধনী পরিবারে একটুখানি মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেতে পারে, বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যালয়সম্মত হলে চাকরি পাওয়াও সম্ভব, কিন্তু উজ্জয়িনী কোনোটাই পাবে না। না পাবার সব চেয়ে বড় কারণ সে তার বংশ পরিচয় গোপন রাখতে পারবে না। অবশেষে তার বাবা কিম্বা তার শ্বশুর তাকে পাকড়াও করে বাড়ী ফিরিয়ে আনবেন।

মহিমচন্দ্রের উপর সুধীর ভরসা ছিল। উজ্জয়িনীর এই পত্র পেয়ে কিছু কম্‌ল। এই বয়সে তিনি নূতন করে সংসার পাতবার উদ্যোগ কর্‌ছেন, সেই ঝঞ্ঝাটে ছেলেকে কয়েক সপ্তাহ চিঠি লিখতে পারেন নি, বাদল শুনলে কী মনে কর্‌বে। সুধী লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ বোধ কর্‌ছিল। দূর থেকে এই! নিকট থেকে উজ্জয়িনী যা বোধ করেছে তার সমস্তটা জ্ঞাপন করেনি নিশ্চয়। যে বাঘ একবার মানুষের স্বাদ পেয়েছে সে আবার মানুষ খুঁজতে থাকে। মহিমচন্দ্র মিসেস্‌ স্যামুয়েল্‌সের পদ শূন্য রাখবেন না বলে আশঙ্কা হয়। সকলেই কিছু মিসেস্‌ স্যামুয়েল্‌সের মত ভালো হবে না। তা হলে বেচারি উজ্জয়িনীর কী দশা হবে? বৈষ্ণব-জনোচিত সহিষ্ণুতা ও সুনীচতা উজ্জয়িনীর স্বভাবে শিকড় গাড়েনি। সে তেজী মেয়ে। যেটা তার ভালো লাগে না সেটা তার ভালো লাগে না। এই যদি চূড়ান্ত হয় তবে সে হয়ত একটা কাণ্ড করে বস্‌বে। যদি রাগ করে কোথাও চলে টলে যায়—ধর বীণাদের বাড়ীতে—তবে আর কিছু না হোক একটা প্রহসন হবে। যে পাখীর ডানায় জোর নেই, কিন্তু প্রাণে আকাশের আকুতি, সে পাখী মাটীর উপর ডানা ঝট্‌পট্‌ কর্‌বে কিছু কাল, তারপর খাঁচায় ঢুক্‌বে, যদি না ইতিমধ্যে বিড়ালের মুখে পড়ে থাকে।

মহিমচন্দ্রকে সুধী চেনে। চিন্তাশীলতা, সৌন্দর্য্যবোধ, কল্পনাবৃত্তি তার নেই। আইডিয়ালিজম্‌ তার স্বভাবে সয় না। হয় আর্থিক নয় পারমার্থিক লাভ ও লোভ তাঁকে অবিশ্রান্ত খাটায়। খাটুনির জোরে লোকটা সরকারী চাকুরেদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। অসাধারণ তাঁর য্যাম্বিশন। একটা উপাধি পেতে না পেতেই আর একটার জন্যে দেহপাত। বছরে বছরে তাঁর পদোন্নতি হওয়া চাই, নতুবা জীবন বৃথা গেল, গবর্ণমেণ্ট তাঁর যোগ্যতার মর্য্যাদা রাখল না। এক দিক দিয়ে এর

ফল ভালো হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেননি। স্ত্রী জাতির প্রতি দৃকপাত করেন নি। কেউ ঘুষ দিতে এলে তিনি ঘুষি পাকিয়ে তাড়া করে গেছেন। পান দোষ থেকে মুক্ত। তবু তাঁর সঙ্গে বাস করা উজ্জয়িনীর পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ হবে। শ্বশুরবাড়ীর মোহ যখন অপগত হবে তখন উজ্জয়িনী তাঁকে পরিহার করতে ইচ্ছা করবে। তারপর যদি সত্যিই তিনি স্ত্রী গ্রহণ করেন তবে সেই ইচ্ছা ব্যাকুলতায় পরিণত হবে। তখন কি উপায়? বাদলটা ত অবুঝ। যোগানন্দকে বোঝানো যায় না।

উজ্জয়িনীর ভাগবত উপলব্ধির উল্লেখ না থাকায় সুধীর আশা হল হয়ত উজ্জয়িনীর প্রাথমিক উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে এসেছে, অপরকে অংশ দেবার উৎসাহ অস্তমিত হয়েছে। তা যদি হয় তবে যোগানন্দের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া অল্লায়াসে ঘটবে। যোগানন্দের প্রাথমিক বিস্ময় ও বিরক্তি এতদিনে পুরাতন হয়ে পূর্ব্বের উগ্রতা হারিয়েছে। তিনি হয়ত বাদলের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে কন্যার দুর্ভাগ্যের জন্যে নিজেকে অপরাধী করছেন। পিতাপুত্রীর সন্ধির পক্ষে এই অবস্থা ও এই মুহূর্ত্ত অনুকূল। সুধী যোগানন্দকে বাদলের খবর দিয়ে তারপর লিখল—

"আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটা বয়স আসে যখন আমরা অতিরিক্ত ভক্তিপ্রবণ হয়ে উঠি। আমাদের পাপবোধ প্রবল হয়, আমরা নিজেকে নিপীড়ন করে শান্তি পাই, আহার নিদ্রা কমিয়ে দিই, স্নান করে ধ্যান করতে বসি, শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে সর্ব্বত্র আবর্জ্জনা দেখি, আমিষ ছাড়ি, হবিষ্যান্ন খাই, একাদশী করি। অনেকেই আমাদের গুরু হন্, অনেকের অজ্ঞাতে আমরা তাঁদের একলব্য হই, বাঁধানো খাতায় বচন উদ্ধার করি, ডায়েরী রাখি, প্রতিদিন সংকল্প করি মহৎ হব, আক্ষেপ

করি মহৎ হতে পারছিনে, ভগবানকে প্রার্থনা করি, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ি, অকারণে চোখের জল ফেলি।

উজ্জয়িনীর এখন সেই বয়স। এ বয়সকে আপনি এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। অবস্থা যেই অনুকূল হল বয়োধর্ম্ম অমনি ছেপে ধরল। বাদল তার কাছে থাকলে তার ভক্তিবৃত্তি স্বামী অভিমুখে ধাবিত হত। সে স্বামীর পট পূজা করত, স্বামী সেবার নানা ছল খুঁজে স্বামীর পায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিত, এমনি আত্মনিগ্রহ করত।

তার এ বয়স চিরস্থায়ী হবে না। কারুর জীবনে হয় না। এর পরবর্ত্তী বয়স সংশয়ের, অশ্রদ্ধার। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছেই। স্বামী থাকলে স্বামীর উপর দিয়েই সুরু হত। স্বামীর অভাবে দেবতার উপর দিয়ে। উজ্জয়িনী নিজের বানানো মূর্ত্তি নিজের হাতে ভাঙবে। যাদেরকে গুরু করেছে তাদেরকে দূর করে দেবে। এক আতিশয্যের স্থলে আর এক আতিশয্য। তারপরে সংযমের সময় আসবে। কারু জীবনে কখন আসে বলা যায় না। কারুর কারুর জীবনে কোনো কালে আসে না। আশা করি উজ্জয়িনীর জীবনে যথাকালে আসবে।

বাদলের অপেক্ষা না রেখে কেমন করে এই সংযম সম্ভব হবে জানিনে। তবে বিধাতা আমাদের একান্ত পরনির্ভর করে গড়েন নি। নিজের মধ্যে নিজের পূর্ণতা উহ্য রয়েছে, খুঁজে নিতে হবে। উজ্জয়িনীর উপর আমার ভরসা আছে, সে পরমুখাপেক্ষী হবে না।"

১৩

চিঠিখানা নিকটতম পিলার বক্স-এ দিয়ে সুধী বহু পরিমাণে নিশ্চিন্ত হল। যোগানন্দ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভাব গ্রহণ করবেন।

সুধীর সঙ্গে অনাহূত ছুটে গেছল মার্সেলের কুকুর জ্যাকী। তাকে

ইদানীং বেঁধে রাখা হয় না, কিন্তু বন্ধ রাখা হয়। দুয়ার খোলা পেয়ে সেও সুধীর সঙ্গে চল্‌ল। মৎলবটা এই যে মার্সেলের কাছে বকুনি খাবার সময় জিভ লক্ লক্ করতে করতে সুধীর দিকে চেয়ে দোষটা সুধীর ঘাড়ে চাপাবে। যেন সুধীই তাকে আদর করে ডেকে সঙ্গী করেছিল।

সুধী ডাক্‌ল, "জ্যাকী, আয় ফিরি।"

জ্যাকী শোনে না। সামনের বাড়ীর সামিল বাগানে ঢুকে একটা বিড়ালকে তাড়া করেছে। বিড়ালটা যেখানে লুকাতে চেষ্টা করে সেখানে জ্যাকী। বিড়ালটা চুপ করে বস্‌লে জ্যাকী একটা থাবা বাড়িয়ে একটু রঙ্গ করে, বিড়ালটা ফুলতে থাকে। সুধী ডাকে, "জ্যাকী। জ্যাকী না শোনার ভাণ করে। সুধী অত্যন্ত লজ্জা বোধ করে। বিড়ালের ও বাগানের মালিক যদি দেখতে পান কী ভাববেন। সে বিরক্তির সুরে ডাকে "জ্যাকী।" কুকুরটা ল্যাজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে সুধীর দিকে তাকায়, যেন সেও লজ্জিত। কিন্তু বিড়ালকে এক পা এগোতে দেয় না।

অগত্যা সুধীকে অপরিচিতের দরজায় কড়া নাড়্‌তে ও বেল টিপ্‌তে হল। দরকারটা জরুরি। একটি খোকা দরজা খুলে সুধীর রং ও পাগ্‌ড়ি দেখে পিট্‌টান দিল। একটি মহিলা হাঁফাতে হাঁফাতে এলেন। এসেই বললেন "No hawkers allowed" অর্থাৎ সুধীকে ঠাওরালেন ফিরিওয়ালা। সুধী মৃদু হেসে বল্‌ল, "ফিরি করবার মত কিছু নেই।" এই বলে দুই হাত ডানার মত মেলে দেখাল। মহিলাটি তার দিকে কট্‌মট্ করে তাকালেন। বল্‌লেন, "কী জন্যে এসেছেন?" সুধী আঙুল দিয়ে নির্দ্দেশ করে বল্‌ল, "আমার কুকুর আপনার বিড়ালকে তাড়া করেছে, হুকুম মানছে না। বাগানে প্রবেশ করবার অনুমতি

পেলে তাকে ধরে আন্‌তে পারি " এ কথা শুনে খোকা বাগানের ভিতরে লাফ দিয়ে ছুটল। মহিলাটি বললেন, "আসুন।"

ততক্ষণে বিড়ালটি ভয়েই মরে গেছে। জ্যাকী তার সঙ্গে একটু পারহাস করছিল। গায়ে আঁচড়টি দেয় নি। সুধীকে দেখে জ্যাকী ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। পরিহাসের পরিণাম বেচারাকে বড় অপদস্থ করেছে।

খোকা বিড়ালটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিল! ঝুঁয়ে পড়ে চোখে চোখ রাখল। বিড়ালটিকে তুলে চার পায়ে খাড়া করবার চেষ্টা করল। অবশেষে কান্নার সুরে বলল, "O Mummy!" তার মা সুধীর দিকে তাকালেন। সুধী তখন অন্যমনস্ক। জীবনমৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাকে মুগ্ধ করছিল।

মহিলাটি বললেন, "এবার আপনার কুকুরটাকে নিন্ এবং যান।"

সুধী বলল, "কুকুরটাকে রেখে বিড়ালটিকে দিন।"

মহিলাটি সুধার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলেন। খোকা লাফিয়ে উঠে মায়ের মুখে চোখ রেখে আব্দারের সুরে বলল, Yes, Mummy."

মা কঠিন হয়ে বললেন, "তা হয় না।"

খোকা কুকুরটার দিকে সতৃষ্ণ ভাবে তাকিয়ে রইল, বিড়ালটার কথা ভুলে গেল। কুকুরটা ততক্ষণে আবার খেলা করতে লেগেছে—এবার নিজের ল্যাজের সঙ্গে।

খোকার মা বললেন, "আপনি ওটাকে নিয়ে যান। আমরা আমাদের বিড়ালকে গোর দেব।"

সুধী অগত্যা তাই করল। জ্যাকী লক্ষ্মী ছেলের মত ধীরে ধীরে সুধীর সঙ্গ রাখল।

বাসায় পৌছবার মুখে সুধী যাকে দেখল সে একটা টেলিগ্রাফ

পিয়ন। ইংলণ্ডে সাধারণত বাচ্চা পিয়ন টেলিগ্রাম বিলি করে। সুধী জিজ্ঞাসা করল, "কার নামে টেলিগ্রাম ?"

ছোকরার গাল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌ল, "মনে পড়্‌ছে না ঠিক্। বোধ হয় ক্রিষ্টফার—টী।"

সুধীর চোখ ও মুখ মুহুর্মুহু কাঁপ্‌ল। সে বাড়ীতে ঢুকতেই সুজেৎ অনুযোগ করে বল্‌ল, "কোথায় যাওয়া হয়েছিল এতক্ষণ? দশবার উপর-তল বার-ভিতর কর্‌তে কর্‌তে আমার পা যে ভেঙে পড়্‌ল।" সে আজকাল মুখরা হয়েছে। কাকে ভালোবেসেছে বলা যায় না। হয়ত সুধীকেই।

তার হাত থেকে বিনা বাক্যে খামখানা ছিনিয়ে নিয়ে পটাপট ছিঁড়ে টেলিগ্রাম খানার উপর সুধী যেই চোখ বুলিয়ে গেল অমনি ওখানা তার হাত থেকে খসে পড়্‌ল, তেমনি বিনাবাক্যে।

"বাদলের শ্বশুর হার্টফেল করে মারা গেছেন। [illegible]।"

মরণ জীবনকে দেয় আয়ু, আগুনকে দেয় ইন্ধন। কিন্তু আত্মাকে দেয় কী? আত্মাকে দেয় এত বিপুল কাল যে তাকে কাল বলা চলে না, এত বৃহৎ দেশ যে তাকে দেশ বলা চলে না। সসীম মানবের ঐতিহাসিক কাল ও আইনষ্টাইনীয় বিশ্ব; সীমার মধ্যে সে সোয়াস্তি পায় বলে সীমা খুঁজেই সে নাকাল। তাকে অনন্ত বিরতি ও অপার বিস্মৃতি দিতে পারে কে? দিতে পারে মৃত্যু। হে মৃত্যু, তুমি দেহের সীমা থেকে সীমাহীন দেহে দেহীকে পৌঁছে দিলে মনের সীমা থেকে সীমাহীন মনে মনস্বীকে উপনীত কর[illegible]। আরামকে দিলে বিরাম, ব্যস্ততাকে নিরস্ত করলে[illegible]কে [illegible] সঞ্চয়কে ব্যঙ্গ করলে। তোমায় নমস্কার।

[১৯৩০-৩২]